অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতির পক্ষে
সুভাষ গুপ্ত ও পি. যোসেফ্ কর্তৃক
৫৯, পাম এভিনিউ 'বি' ব্লক
কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
সুভাষ বসাক

প্রধান উপদেষ্টা :
ডঃ দেবকান্ত বরুয়া

সভাপতি :
নুরুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক :
বিশ্বনাথ চৌধুরী

প্রচ্ছদ-মুদ্রক :
প্রিণ্ট ও ক্রাফ্ট্স
১৮/১, গোপ লেন
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রাহক মূল্য ২০.০০
সাধারণ মূল্য ৩০.০০

মুদ্রক :
পাণ্ডুলিপি
২১এ, পার্কসাইড রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম এ, পি এইচ ডি, রামায়ণ বিশারদ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

১

রামায়ণ ও মহাভারত

সংস্কৃত পদ্য রচনার দুইটি প্রধান বিভাগ, একটির নাম ইতিহাস, আর একটি বিভাগের নাম কাব্য। মহাভারত ইতিহাস এবং রামায়ণ কাব্য। ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অলঙ্কার শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,

ধর্মার্থ কাম মোক্ষণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ক উপদেশ সমন্বিত পুরা কথাকেই ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মহাভারতের উপর এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য।

রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ই সাধারণতঃ একই সংস্কৃত অনুষ্ঠুপ ছন্দে রচিত শ্লোকের সমষ্টি। তবে মহাভারতের কোনো কোনো অংশে অনুষ্ঠুপ ছন্দ অপেক্ষাও প্রাচীন ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত গদ্য রচনার সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কিন্তু রামায়ণ আনুপূর্বিক অনুষ্ঠুপ ছন্দে রচিত শ্লোকের সমষ্টি। ইহাতে রামায়ণের আর একটি এই ব্যতিক্রম দেখা যায়,—ইহাতে অনেক সময় দুইটি শ্লোককে শ্লোকের মধ্য দিয়াই সংযুক্ত না করিয়া মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে গদ্যে অর্জুন উবাচ, সঞ্জয় উবাচ এই প্রকার উক্তি দিয়া যুক্ত করা হয়। তাহাতে মনে হয়, ইহার পদ্য রচনার একটি ঐতিহ্য ছিল, অর্থাৎ ইহার কোনো কোনো অংশ একদিন গদ্যে বর্ণনা করা হইত, পরবর্তী কালে তাহাই অনুষ্টুপের পদ্য ছন্দে পরিবর্তিত হইয়াছে। রামায়ণ যে আদ্যোপান্ত একজন কবির রচনা অন্ততঃ ইহার অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রচনায় যে এক ভাবগত অখণ্ডতা বা নিরবচ্ছিন্নতা আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মহাভারত এক বেদব্যাসের উপর আরোপ করা হইলেও তাহা যে একাধিক কবির বিভিন্ন সময়ের রচনা এবং কালক্রমে এক শিথিল সূত্রে বাঁধা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কোনও বেগ পাইতে হয় না। একটি পরিবার অবলম্বন করিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র লইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনী একটানা রচিত হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গান্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে নাই, কিন্তু মহাভারতের মধ্যে নানা উপকাহিনী, শাখা কাহিনী, কাহিনীর মূল ধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য কাহিনীর দিক দিয়া মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা অনেক জটিল। কেবলমাত্র নানা উপকাহিনী দ্বারাই যে মহাভারতের মূল কাহিনী আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহা নহে, ইহার মধ্যে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাব, ধর্মকথা, নীতিকথা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কর্তব্য, দায়িত্ব, জীবন-দর্শন সব কিছুই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে ইহা একখানি ভারত-কোষ, কেবল মাত্র ভারত কথা নহে; ইহাকে ইংরেজিতে 'an encyclopaedia of moral teaching' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বাংলাতেও একটি প্রবাদ আছে এই যে 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন কিছু নাই যাহা মহাভারতে নাই। সুতরাং মহাভারত কেবলমাত্র কাহিনী-পাঠের আনন্দ দেয় না, বরং তাহার পরিবর্তে ইহা দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া

ভারতীয় জীবনচর্চার কোষ গ্রন্থ (encyclopaedia) হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ কাব্য হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিলেও বিষয়-গত এই বিস্তার নাই। রামায়ণ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। মহাভারত ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ক্রৌঞ্চ বিয়োগব্যথায় কবি বাল্মীকি কাতর হইয়া তাঁহার রামায়ণ কাব্য রচনায় প্রেরণা লাভ করিয়াছেন বলিয়া রামায়ণে করুণ রস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজবংশের সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া রচিত বলিয়া মহাভারতে বীররস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তবে মহাভারতের কৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তেমনই রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রও বিষ্ণুর অংশ অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। দুইটি গ্রন্থে কৃষ্ণ এবং রাম দুইটি চরিত্র স্বতন্ত্র হইলেও কালক্রমে এই দুইয়ের মধ্য দিয়া একটি অভিন্ন আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শেষ পর্যন্ত সাধারণের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত একই সঙ্গে সমান জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাভারতকে 'লক্ষ শ্লোকী' অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত রচনা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষেরও অধিক শ্লোক আছে। রামায়ণের শ্লোকের সংখ্যা প্রায় ২৪,০০০ চব্বিশ হাজার। পৃথিবীর কোনো জাতির কোনো মহাকাব্য মহাভারতের মত এত বৃহদায়তন লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন গ্রীক কবি হোমারের 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' নামক দুইটি মহাকাব্য এক সঙ্গে যোগ করিলেও মহাভারত তাহাদের তুলনায় আয়তনের দিক দিয়া আট গুণ বেশি। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত, মহাভারতে ইহার অতিরিক্তও আর একটি পর্ব আছে, তাহার নাম হরিবংশ। কিন্তু তাহা মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে, পরবর্তী সংযোজন মাত্র। তথাপি ইহাও নানা দিক দিয়া বিশেষত্ব পূর্ণ।

২

মূল কাহিনী

মহাভারত এক লক্ষ শ্লোকে রচিত ইতিহাস হইলেও ইহার মূল বিষয়বস্তু রাজা ভরতের বংশধরদিগের দুই শাখা কৌরব এবং পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুড়ি হাজার শ্লোকে এই আঠার দিনের যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহাই মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু ছিল বলিয়া মনে হয়, কালক্রমে এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত কেন্দ্র করিয়া তদানীন্তন কালে বহু মৌখিক প্রচলিত বহু জনশ্রুতিমূলক আখ্যান, নীতিকথা, ধর্মকথা, নৈতিক ও ধর্মীয় উপদেশ সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবী, রাজবংশ ও মুনিঋষির কাহিনী আনিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়া ইহাকে এক বিপুল আয়তন দান করিয়াছে। কোনও একটি বিষয় বা বক্তব্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য তাহাতে সুদীর্ঘ কাহিনী আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে, নৈতিক মূল্য ব্যতীতও ইহাদের মধ্য দিয়া যে কাহিনীরস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নীতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবেও জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনা করিতে গিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রুসৈন্যের সজ্জিত ব্যূহ সম্মুখে রাখিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, ইত্যাদির তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবেই সাধারণতঃ কাহিনীর মধ্যে কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়া বিষয়বস্তুর মূল ধারাটিকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তোলা হইয়াছে; নীতি এবং আদর্শ প্রচার মহাভারতের যত উদ্দেশ্য কাহিনী বলা তত উদ্দেশ্য নহে। তথাপি এই বিশাল গ্রন্থের বিষয়-বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ভারতের হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম বিচিত্রবীর্য। তাঁহার দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি জন্মান্ধ, তাই পাণ্ডু সিংহাসন লাভ করিলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব; ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র, তাহাদের মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুর অকাল মৃত্যু হইলে ধৃতরাষ্ট্র স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং পাণ্ডুর পুত্রদিগকেও নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় পরম পারদর্শী হইয়া উঠিল দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে

অভিষিক্ত করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন সিংহাসনের লোভে পাণ্ডুপুত্রদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের প্রাণ বধ করিবার সঙ্কল্প করিল। জানিতে পারিয়া তাহারা পাঞ্চাল রাজ্যে পলাইয়া গেল, সেখানে গিয়া অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়া পাঞ্চাল রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিল। পরে পাঁচ ভাই তাহাকে বিবাহ করিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডু পুত্রদিগের সঙ্গে দ্বারকার যদুবংশের রাজা শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় হইল। তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পাঞ্চাল ও যদু বংশের রাজা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রদিগের আত্মীয়তা এবং সখ্য স্থাপিত হইল দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিজে হইতে পাণ্ডু পুত্রদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া হস্তিনাপুরের রাজধানী দুর্যোধনকে এবং একটি অঞ্চল পাণ্ডুপুত্রদিগকে বাস করিবার জন্য দিলেন। পাণ্ডু পুত্র বা পাণ্ডবগণ সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার ফলে তাহাদের রাজ্যে সমৃদ্ধি দেখা দিল, দুর্যোধন ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কৌশলে বিনাশ করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। এই কার্যে তাহার ধূর্ত মাতুল শকুনি দুর্যোধনের সহায়ক হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাইলেন। পণ রাখিয়া পাশা খেলা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সুতরাং যুধিষ্ঠির তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠির এক কপট পাশা খেলায় সর্বস্ব হারাইলেন, তাঁহার রাজ্য গেল, ধন গেল, সৈন্যদল গেল, ভাইদিগকেও হারাইলেন। শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া পাশা খেলিয়া তাহাকেও হারাইলেন। এই সুযোগে দ্রৌপদীকে রাজসভায় লইয়া আসিয়া কুরু পুত্রেরা চরম লাঞ্ছনা করিল। অবশেষে স্থির হইল যে পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস জীবন যাপন করিবে। তারপর তাঁহারা নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবেরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেল। তাহারা সরস্বতী নদীতীরে কাম্যক বনে বার বছর বনবাস জীবন যাপন করিল। বনবাস জীবনে তাহাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য যে সকল উপদেশাত্মক কাহিনী ও বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বন পর্ব নামক বিস্তৃত অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

মৎস্যদেশের বিরাট রাজের গৃহে পাণ্ডবগণ তাহাদের অজ্ঞাতবাসের জীবন কাটাইতে লাগিল। এমন সময় এক দিন দুর্যোধন বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিল, পাণ্ডবগণ প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রতিহত করিল। অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলে পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিল এবং মৎস্যদেশ ও বিরাট রাজ্যের সঙ্গে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

নির্দিষ্ট বনবাস কাল অতিক্রম করিয়া যাইবার পর পাণ্ডবগণ তাহাদের রাজ্য ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না দেখিয়া পাণ্ডবেরা কুরুপুত্র বা কৌরবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হইল। ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গ কোনও না কোনও পক্ষে যোগদান করিল। মহাযুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। দুর্যোধনের পক্ষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোশল, বিদেহ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলের সিন্ধু, গান্ধার, বহ্লীক প্রভৃতি দেশ এবং শক এবং যবনেরা (গ্রীক জাতি) যোগদান করিল, পাণ্ডবদিগের পক্ষে পাঞ্চাল, মৎস্য, কৃষ্ণের নেতৃত্বে যদুবংশের একটি অংশ, কাশী, চেদী, মগধ এবং আরও কয়েকটি রাজ্য যোগদান করিল।

আঠার দিন ব্যাপী যুদ্ধ চলিল, শেষ পর্যন্ত কৌরবেরা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, পাণ্ডবদিগেরও বহু সৈন্য সামন্ত এবং আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে বিনষ্ট হইল—কেবলমাত্র পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ এই মহাযুদ্ধে রক্ষা পাইলেন। মহাভারতের ষষ্ঠ পর্ব হইতে দশম পর্ব পর্যন্ত এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতের একাদশ পর্ব ব্যাপী কেবল মাত্র যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের সৎকারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

পরবর্তী দুইটি পর্ব অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্ব ব্যাপিয়া শর-শয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রায় কুড়ি হাজার শ্লোকে রাজনীতি, ধর্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনারোহণের পনের বছর পর ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারীকে লইয়া বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক দাবানলে দগ্ধ হইয়া উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদু বংশীয়রা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে মত্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ বংশীয়দিগের দুর্দশা দেখিয়া অরণ্যে পলাইয়া গেলেন, সেখানে এক ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবহীন রাজ্যভোগে পাণ্ডবদিগেরও মনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে তাহারা মহা প্রস্থানের পথে চলিল। মরু পর্বতের দিকে অগ্রসর হইবার পথে একমাত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত একে একে তাহাদের মৃত্যু হইল, যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন।

ইহার পর ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইয়া সর্পকুল বিনাশ করিবার জন্য এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিল. শেষ পর্যন্ত সর্পকুল জনমেজয়ের আক্রোশ হইতে রক্ষা পাইল।

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত একটি উপসংহার বা সংযোজনী, তাহার নাম 'হরি বংশ'। তাহাতে ১৬,০০০ হাজার শ্লোক আছে। ইহা তিনটি ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট কর্মযজ্ঞের বর্ণনা রহিয়াছে এবং তৃতীয় ভাগে কলিযুগের দোষ কীর্তন করা হইয়াছে। মূল মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে 'হরিবংশে'র কাহিনীর দিক দিয়া কোনো যোগ নাই, তবে মহাভারতে যে কৃষ্ণ চরিত্র যে ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সূত্র ধরিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার কোনো যোগ না থাকিলেও মহাভারতের মূল ভাবের সঙ্গে ইহার কোনো বিরোধ নাই।

৩

উপকাহিনী

মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মহাভারতে অসংখ্য উপকাহিনী যুক্ত হইয়া মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সমগ্র মহাভারতের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই উপকাহিনী। উপকাহিনীগুলি অনেক সময়ই সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনভাবে ইহারা উদ্ভূত হইয়া মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া ইহারা ইহাদের কাব্যগুণে যুগোত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মহাভারতকে অবলম্বন করিতে না পারিলে ইহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হইত না, ফলে তাহাদের অবলুপ্তি ঘটিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি উপকাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাভারতের একটি সুপরিচিত উপকাহিনী দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী। ইহা মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত। এই উপকাহিনী কবি কালিদাসকে তাঁহার অমর রচনা 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' নাটক রচনার প্রেরণা দিয়াছিল। উপকাহিনীর মধ্য দিয়া সাধারণতঃ কোনো প্রকার নীতি প্রচারের পরিবর্তে কাব্যগুণ প্রকাশ করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা নানাভাবে প্রেরণা দিয়াছে।

মহাভারতের তৃতীয় পর্বে উপকাহিনীর সংখ্যাই সর্বাধিক। পাণ্ডবদিগের বনবাস জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে এই উপকাহিনীগুলি নানা ভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মৎস্যোপাখ্যান নামক যে উপকাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্য তখনও বিষ্ণুর অবতার নহেন, তিনি বরং ব্রহ্মার অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে মৎস্য বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই কাহিনীতে মনু বিপ্র ও প্রজা সৃষ্টিকারক।

বাল্মীকি রচিত সমগ্র রামায়ণ কাহিনীটিও মহাভারতের একটি উপকাহিনী রূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতেও রামায়ণের মত স্বর্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের কথা আছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপকাহিনীও মহাভারতের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। এই কাহিনীতে দেখা যায়, অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজ্য অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার পুরস্কার স্বরূপ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অঙ্গ রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তিনি রাজা দশরথের রাজ্যে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া যজ্ঞ করিবার ফলে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। কাহিনীটি রামায়ণ ব্যতীতও পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মহাভারত হইতেই ঐ সকল পুরাণে এই শ্রেণীর অনেক উপকাহিনী গৃহীত হইয়াছে।

শিবির পুত্র উশীনরের উপকাহিনীটিও মহাভারতে স্থান লাভ করিয়াছে। রাজা উশীনর একটি কপোতের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। কাহিনীটি উশীনরের পরিবর্তে শিবি সম্পর্কে একবার বলা হইয়াছে, আর একবার শিবির পুত্র বৃষদর্ভ সম্পর্কেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কাহিনীটি নিঃসংশয়ে বৌদ্ধ সমাজে উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে মহাভারতেও স্থান লাভ করিয়াছে, বৌদ্ধ পালি সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে।

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদী হরণের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাণ্ডবদিগের কাম্যক বনে বাস করিবার সময় সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ একদিন অকস্মাৎ দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। পাণ্ডবেরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পুনরুদ্ধার করে, যুদ্ধে জয়দ্রথের আশ্রয়দাতা সসৈন্যে নিহত হয়।

তপস্যা করিবার জন্য অর্জুনের স্বর্গগমনও মহাভারতের একটি উপকাহিনীরূপে স্থান পাইয়াছে। বৈদিক যুগে যে ইন্দ্র প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন, তিনি সেই যুগে একজন আরামপ্রিয় এবং বিলাসী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন এবং স্বর্গ নর্তকীদের নৃত্য দেখিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। সুন্দরী স্বর্গ নর্তকীরা সর্বদা ইন্দ্রের চারিপাশ ঘিরিয়া থাকিত।

পাতিব্রত্যের আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া একটি কাহিনী রচিত হইয়া মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহা ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে। তাহারও মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী। বাংলাদেশেও কাহিনীটি ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে এবং ইহা লইয়া আধুনিক কালেও কাব্য নাটক রচিত হইতেছে।

মহাভারতের উপকাহিনীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী নলোপাখ্যান বা নল-দময়ন্তীর কাহিনী। ইহার মধ্য দিয়াও একটি উচ্চ নীতি প্রচার করা হইলেও ইহার কাব্যগুণ নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে নরনারীর প্রেম, তাহার শক্তি, তাহার জন্য আত্মবিসর্জনের প্রেরণা যে কত গভীর হইতে পারে, তাহা বলা হইয়াছে। কাহিনীটি মানব-জীবনে ভাগ্য বিড়ম্বনার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দময়ন্তীর পতিপ্রেম যে কি ভাবে আগুনে পুড়িয়া খাটি সোনা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কথা কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। কাহিনীটি করুণ এবং গীতিরসাশ্রিত। কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা ইহাতে থাকিলেও ইহার উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

৪

মহাভারতের বাংলা অনুবাদ

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামায়ণের প্রথম অনুবাদ হইয়াছে। যতদূর মনে হয়, সেই শতাব্দীতেই মহাভারতেরও প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছে। তবে রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাসের সুনিদিষ্ট জন্মের তারিখ জানিতে না পারা গেলেও তিনি তাঁহার কাব্যে এমন কিছু তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সময় সম্পর্কে কিংবা কোথায় তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। কিন্তু মহাভারতের প্রথম অনুবাদক সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে সব কথাই কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে হয়। মহাভারত গ্রন্থ রামায়ণ হইতে আয়তনে অনেক বড়। সেইজন্য সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ সাধারণতঃ একজন কবির পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, সেই জন্য অধিকাংশ কবিই ইহার কেবলমাত্র কোনো কোনো অংশের কিংবা অনেক সময় কেবল মাত্র ইহার মূল কাহিনীর ধারা

পরিত্যাগ করিয়া কোনও উপকাহিনীর অনুবাদ করিয়া তাহাই স্বাধীনভাবে প্রচার করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত আনুপূর্বিক অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন কবির সংখ্যা খুবই নগণ্য, এমন কি কেহ আছেন কিনা, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষতঃ এই পর্যন্ত মহাভারত অনুবাদের যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কোনও কবিরই আনুপূর্বিক নিজস্ব রচনা নয়, সাধারণতঃ এই দেশে যাহারা পুথি ব্যবহার করিত, তাঁহারা একজন কবির রচিত সমগ্র পুথি কোনদিন ব্যবহার করিত না, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য যে সকল পুথি থাকিত, তাহা মহাভারতের সঙ্কলন পুথি মাত্র, তাহাতে বিভিন্ন অনুবাদকের বিভিন্ন অংশের সঙ্কলন থাকিত। কথকতা করিবার কিংবা আসরে দাঁড়াইয়া গাহিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার সকল বিষয়ের পুথির সঙ্কলন করা হইত। এই রীতি কেবলমাত্র মহাভারতের ক্ষেত্রেই যে প্রচলিত ছিল তাই নয়; মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণের অনুবাদ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই তা' প্রচলিত ছিল। সেইজন্য আনুপূর্বিক একজন কবির কোনো পুথির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে নাই। অনেক ক্ষেত্রে একজন কবির হয়ত অনেক বেশি সংখ্যক পদ বিশেষ কোনও পদ সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু একক কবির পদ সঙ্কলন করা কদাচ রীতি-সম্মত ছিল না। বিশেষতঃ রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের একটি পার্থক্য আছে। রামায়ণ কালক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুর আচার জীবনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, যেমন কোনও গৃহে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধের সময় একদিন কিংবা সম্পন্ন ব্যক্তি হইলে একাধিক দিন ধরিয়া তাঁহার গৃহে রামায়ণ-গান হইত, ইহা একটি সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার সহজে পরিবর্তন কিংবা বিকৃত হয় না, সেইজন্য রামায়ণ যতখানি অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত আছে, মহাভারত তত নাই। ইহার কারণ, মহাভারত রামায়ণের মত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। যদিচ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধের সময় মহাভারতের কোনও অংশ যেমন বিরাট পর্ব কিংবা গীতা পাঠ করিবার রীতি আছে, তাহা সত্ত্বেও এই রীতি লৌকিক স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। কারণ, তাহাতে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত মহাভারত এবং সংস্কৃত গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, সে পাঠ একান্ত আচার মূলক, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত তাহা পাঠ করেন, তাহার কোনও শ্রোতা থাকে না, তাহার বাংলা অনুবাদ পাঠ করিবার কিংবা গাহিবার কোনও রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই; সেইজন্য এই দেশের সমাজ রামায়ণ অনুবাদ করিবার প্রেরণা যত লাভ করিয়াছে, মহাভারত, অনুবাদ করিবার প্রেরণা তত লাভ করিতে পারে নাই। মহাভারত তাই নিরক্ষর এবং অর্ধ নিরক্ষর গায়েনদের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই। একমাত্র কথকতার ভিতর দিয়া এই দেশে মহাভারত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিত। কিন্তু কথকতার কাজ পণ্ডিতেরই কাজ, নিরক্ষর গায়েনের কাজ নহে, সেইজন্য মহাভারত রামায়ণের মত জনসাধারণের স্তরে নামিয়া আসিতে পারে নাই। একই কারণে মহাভারতের সামগ্রিক অনুবাদও সম্ভব হয় নাই। এমন কি, সে কাজ সহজও ছিল না। তথাপি মধ্যযুগে যে কয়জন কবি মহাভারতের কাহিনী বাঙালী পাঠককে শুনাইবার আগ্রহে মহাভারত অনুবাদের কার্যে অগ্রসর হইয়া অংশতই হউক, কিংবা সামগ্রিকভাবেই হউক, তাহার অনুবাদের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদের কথা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে।

সঞ্জয়

যতদূর জানিতে পারা যায়, মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদকের নাম সঞ্জয়। তাঁহার আবির্ভাবের স্থান এবং কাল সম্পর্কে কিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায় না। তবে নানা কারণে মনে হইতে পারে যে তিনি কৃত্তিবাসের প্রায় সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের স্থান পূর্ব বঙ্গ এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ, তাঁহার সকল পুথিই পূর্ব বঙ্গ বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনায় কৃত্তিবাসের কোনও প্রভাব দেখা যায় না, অবশ্য কৃত্তিবাসের অনূদিত রামায়ণের পুথি পূর্ব বঙ্গে আসিয়া প্রচারিত হইবার পূর্বেই সঞ্জয় তাঁহার মহাভারত অনুবাদের কার্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন,

বিশেষতঃ উভয়ের আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র, সেইজন্যও পরস্পর প্রভাবিত হইবার কোনো কারণ হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, সঞ্জয় তাঁহার মহাভারতের অনুবাদে অন্য কোনও রামায়ণই হোক কিংবা মহাভারতই হোক ইহাদের অনুবাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার কোনও পৃষ্ঠপোষক রাজা বা ভূস্বামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। সেইজন্যই তাঁহার পরিচয় উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, তিনি যে মহাভারতের সর্ব প্রথম অনুবাদক এখন আর এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,

সঞ্জয়ে পয়ারে কথা কহিল যেন মত।
হেন মতে কেহ নাহি রচে এ ভারত ॥

শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অনুবাদই মহাভারতের বৃহত্তম বাংলা অনুবাদ। তাঁহার সমগ্র অনুবাদটি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ শ্রীমুনীন্দ্র কুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা, ১৯৬৯)।

সঞ্জয় তাঁহার কাব্যমধ্যে যে সকল ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা হইতে লোকহিতের জন্য মহাভারতকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন—

১। সঞ্জয়ের দিব্যভাষা মধুরস গান।
রচিল ভারত সেই ভাঙ্গিয়া পুরাণ ॥

২। যযাতি চরিত্র এ যে বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জয় রচিল ভব-ভয় তরিবার ॥

৩। সঞ্জএ কহন্ত রাজা ভারতের সার।
পয়ার প্রবন্ধ কথা লোক বুঝিবার ॥

৪। সঞ্জএ কহিল কথা জয়দ্রথ বধে।
লোক বুঝিবারে কহে দিল পয়ার প্রবন্ধে ॥

৫। মধুর পয়ার কথা দ্রোণ যে পর্বএ।
ভব ভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

মহাভারতে সঞ্জয় নামে একটি চরিত্র আছে, তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বৃত্তান্ত অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেন। সেই চরিত্রের সঙ্গে কবির নিজ নামের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিয়া তিনি ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ঘটোৎকচ কর্ণের রণ দ্রোণ যে পর্বএ।
সঞ্জয় রচিত কথা কহিল সঞ্জয় ॥

২। তখনে অর্জুন গেল সংসপ্তক রণে।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা সঞ্জএ বাখানে ॥

সঞ্জয়ের ব্যবহৃত ভণিতাগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, তিনিই সর্ব প্রথম পুরাণ বা সংস্কৃত মহাভারত অনুবাদ করিয়া, তাঁহার নিজের কথায় 'ভাঙ্গিয়া', বাংলা মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মহাভারতের কাহিনী সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কবি তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি কথাই বলিয়াছেন যে তিনি 'ভরদ্বাজ গোত্রীয়' ব্রাহ্মণ ছিলেন,

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেত যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলে মর্ম ॥

ইহার বেশি আর কিছুই বলেন নাই। তবে তাঁহার আর একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার সঙ্গে কোনও না কোনও সম্পর্ক ছিল; কারণ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদানকারী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁহাকে লাউড় ভগদত্ত বলিয়াছেন। লাউড়ের প্রতি তাহার এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া এই কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে তিনি শ্রীহট্ট জিলার লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন, অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে লাউড়ে এক অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন, সুতরাং কবি সঞ্জয় তাঁহাদেরই পূর্ব পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইতে পারে। কারণ, শ্রীহট্ট জিলারই নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁহার বহু সংখ্যক পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লাউড় সম্পর্কে কবি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—

১। লাউড় ভগদত্তের কথা দ্রোণ যে পর্বএ।
পয়ার মধুর কথা কহিল সঞ্জয়॥

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে তিনি এখানে শ্রীহট্ট জিলার লাউড়ের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। অন্যত্র তাঁহাকে লাউড় ঈশ্বর বলিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। চৈতন্য পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যও লাউড়ের বারেন্দ্র বংশোদ্ভূত ছিলেন। সঞ্জয় যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

১। দেবকুলে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জয় কবি নামে রচে পাঞ্চালী প্রচার॥

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র লেখক দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয় সম্পর্কে অনুমান করিয়াছিলেন, 'অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ বংশীয় এক ঘর বৈদ্য এখনও বিক্রমপুরে বিদ্যমান। ইনি হয়ত সেই কুলই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ উক্তি কোথাও নাই।' (৫ম সং পৃঃ ১৪২)। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে কথাও তাঁহার ভুমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং ১৯৬৯, পৃঃ ভুমিকা ৪৩)।

সঞ্জয় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত আনুপূর্বিক অনুবাদের দুঃসাহসিক কর্ম যে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার কাব্যের ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

১। সঞ্জএ কহিল কবিতা দেবত্ব সর্ব।
শ্লোকবন্ধে ব্যাসকৃত অষ্টাদশ পর্ব॥

২। ভারত সমুদ্র অতি অন্ধকার ময়।
প্রদীপ জ্বালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়॥

বাংলা ভাষা তখন আদরণীয় ছিল না বলিয়া কবি আশঙ্কা করিয়াছেন যে হয়ত তাঁহার অনুবাদ-রচনা জনসাধারণ উপেক্ষা করিতে পারে, সেইজন্য তিনি ভণিতায় লিখিয়াছেন—

১। পাঁচালী করিয়া কেহ না করিয় হেলা।
পুরাণ ভারত কথা অমৃত সুখলা॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তখনও বাংলা পয়ারে অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

সঞ্জয়ের মহাভারতের প্রচার পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তরবঙ্গ কিংবা পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কোনও পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য পূর্ব বাংলার সঞ্জয়ের পরবর্তী কবিগণ সঞ্জয়ের মহাভারতের অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও পশ্চিম বঙ্গের কোন কবিই যে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী কালে কবি কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদক রূপে সমাজের উপর সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার উপরও সঞ্জয়ের কোনও প্রভাব অনুভব করা যায় না। আসামের শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে রক্ষিত কাশীরাম দাসের একটি পুথির একটি উল্লেখ হইতে কেহ কেহ

অনুমান করিয়াছেন যে কাশীরাম দাস সঞ্জয়ের মহাভারতের কথা জানিতেন। কিন্তু তাহাতে কাশীরাম দাসের উক্তিটি যেমন প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না, পুথিটিকেও নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। উক্তিটি এই—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র।
অরণ্যেত পুণ্য শ্লোক নলের চরিত্র॥
ঐ সব অমৃত কথা সমুদ্র লহরী।
কাহার শকতি ইহা বলিবারে পারি॥
ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল।
তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি গীতছন্দ।
সঞ্জয়-চরণ-পান-হেতু মকরন্দ॥

ইহাতে উল্লিখিত সঞ্জয় মহাভারতের অনুবাদের সঞ্জয় কিনা, তাহা যেমন নিঃসংশয়ে বলা যায় না, তেমনই ইহা যে কাশীরাম দাসের রচনা তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর—পরাগলী মহাভারত

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশকে হুসেন সাহ যখন গৌড়ের সুলতান, তখন তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র উপাধিধারী পরমেশ্বর নামক একজন কবি সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁহার মহাভারতের অনুবাদ পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত। তিনি তাঁহার অনূদিত মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন যে সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের কাহিনী শুনিতে উৎসুক হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে তাহা রচনা করিয়া শুনাইবার জন্য আদেশ দিলেন—

সুলতান আলাপদীন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
রাজা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়ানে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি যে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন মতে ধর্ম রৈল বনের ভিতর॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত বসতি।
কেন মতে তারা সবে পাইল বসুমতী॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥

তাঁহার আদেশমালা মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে পাঁচালী রচিয়া॥

পুথিতে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ'র এই প্রকার উল্লেখ আছে ঃ

রাজিখান তনয় বহু গুণনিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি॥
সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড় নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ॥
সোনার পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া।
সম্ভোগ করিতে দিল বিবিধ কাপড়া॥
তাহান আদেশ তবে শিরে ত ধরিয়া।
কবীন্দ্র কহিল কথা পাঁচালী রচিয়া॥

কবীন্দ্র পদে পদে লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন,

১। শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দারিদ্র্য ভঞ্জন যেই অনাথের গতি॥

২। লস্কর পরাগল খাঁন দাতা কর্ণ সমান
দরিদ্র পূজয়ে নিতি নিতি।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র করিল জোড়-হাতে
সভাপর্ব সমাপ্ত ইতি॥

৩। লস্কর পরাগল গুণের সাগর।
যার কীর্তি ঘোষিত পঞ্চম গৌড়েশ্বর॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কেবলমাত্র যে হুসেন শাহর সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন এই টুকুই জানিতে পারা যায়। কবীন্দ্রের মহাভারত পুথিখানি যিনি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অনুমান করিয়াছেন যে তিনি কোচবিহারের রাজা নর-নারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা নর-নারায়ণের রাজত্ব কাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে কবীন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের রচনায় মধ্যে মধ্যে যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, তিনি উত্তর বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তবে তাঁহার মহাভারত সারা পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কবির কাব্যটি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। তবে তিনি সমগ্র মহাভারতই সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকর নন্দী

পরাগল খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ হুসেন শাহর অন্যতম সেনাপতির পদ লাভ করেন। তিনিও পিতার মত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শ্রীকর নন্দী নামক একজন কবিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাহার ফলে তিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরও অশ্বমেধ পর্বের স্বতন্ত্র একটি অনুবাদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি—শ্রীকর নন্দী যাঁর নাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর কিংবা

কেবলমাত্র কবীন্দ্র তাঁরই উপাধি। কিন্তু তাঁহাদের এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এই যে তাহা হইলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর ভণিতায় দুইটি স্বতন্ত্র অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ পাওয়া যাইত না। সুতরাং কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পরাগল খাঁ এবং তাহার পুত্র ছুটি খাঁ একই ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, বরং তাহারা দুই জন কবিরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ছুটি খাঁর সময় হুসেন শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁনের এই প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন—

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
আজানু লম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিশাল নয়ন মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃ ষষ্টি কলার বসতি গুণ নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত যে সে নির্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্যে বীর্যে গাম্ভীর্যে নাহিক উপমা।
কপটের লেশ নাই প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়
... ...
ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহারণ মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ॥
যদ্যপি অভয় দিলে খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥
... ...
পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খানে মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহেন সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎ সংসার।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

যতদূর মনে হয়, শ্রীকর নন্দীও সংক্ষেপে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের

ব্যবধানে পিতা পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একই বিষয়ের দুইখানি আনুপূর্বিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অন্যান্য কবি

ইহার পর কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী মহাভারত অনুবাদক রূপে আর যে সকল কবির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই মহাভারতের কেহ বা এক, কেহ বা মাত্র একাধিক পর্বের অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কয়েকজন কবিব নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঢাকা জিলার জিনারদি গ্রামের অধিবাসী গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটি মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রচনায় এইভাবে তাঁহার কুল-পরিচয় দিয়াছেন—

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ-দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ গুণে নাহি অন্ত॥
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা রচিল পয়ার॥

গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর সেন সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার স্বর্গারোহণ পর্বটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে তিনি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু যদি তাহাই হইত তবে তাঁহার কীর্তি লোপ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিবার কথা নহে। সুতরাং মনে হয়, ষষ্ঠীবরও অন্যান্য বহু কবির মতই মহাভারতের কেবল মাত্র স্বর্গারোহণ পর্বটি অনুবাদ করিয়াছিলেন, হয়ত আরও কোনও পর্ব অনুবাদ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাশীরাম দাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ নামক একজন কবি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। তাঁহার রচনা কাশীরাম দাসের অনুবাদের শেষাংশে স্থান লাভ করিয়াছে। কারণ, কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারত রচনা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা দিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরাম দাসের পূর্বেই মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, এমন জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। গৌরীমঙ্গলের কবি পৃথ্বীচন্দ্র লিখিয়াছেন—

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ॥

পশ্চিম বাংলার বহু স্থান হইতেই নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত অনুবাদের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কালক্রমে তাঁহার রচনা কাশীরাম দাসের রচনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাইবার ফলে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে।

কবিচন্দ্র উপাধিযুক্ত শঙ্কর চক্রবর্তী নামক একজন কবি মধ্যযুগের বহু বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মহাভারতের অনুবাদ অন্যতম। তিনি বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার রচনায় রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ রামায়ণটিও বাংলায় অনুবাদ

করিয়াছিলেন। তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' বলিয়া খ্যাত। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার নামে মহাভারতের এতগুলি পর্বের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তিনি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের পিতার নাম মুনিরাম। তিনি ভাগবতের অনুবাদে তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন—

চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়।

কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আদেশে মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে।
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥

কবিচন্দ্রের রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত সবই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, বিস্তৃত অনুবাদ নহে।

রামচন্দ্র খান নামক একজন কবি মহাভারতের কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্বখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারা যায়। তবে তাঁহার ভণিতা হইতে মনে হয়, তিনি সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার দুইটি পুথিতে দুই রকম। সুতরাং এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি উত্তর রাঢ় অঞ্চলের লোক, এই বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন—

সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃত বন্ধ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত-ছন্দ ॥

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রঘুনাথ নামক একজন কবি অশ্বমেধ-পাঁচালী নামে অশ্বমেধ পর্বের একটি অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবকে তাঁহার রচনাটি শুনাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি উড়িষ্যায় গিয়া সে দেশের রাজাকে স্বরচিত কাব্য শুনাইবার কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি নিজেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের নিকট গিয়া বলিলেন—

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।
আইলু তোমার দেশে গুণ শুনি অতি ॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে।
পাঞ্চালী রচিয়া আইলু তোমার সমাজে ॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিয়া কৌতুকে।
আজ্ঞা দেহ আহ্মি পড়ি তোমার সভাতে ॥
শুনিঞা বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে।
আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে ॥
তখন সে নারায়ণীকে করিল স্মরণ।
পদ-ছন্দে পড়েন্ত যত বীরের চরণ ॥

দ্বিজ অভিরামের ভণিতাযুক্ত অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদের পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কবির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ অভিরাম পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ভণিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

ভারত-সঙ্গীত কথা ভগবদ-গুণ-গাথা
ভকত জনার সুখ ধাম।
কৃষ্ণের দাসের দাস তার পদ করি আশ
বিরচিল দ্বিজ অভিরাম ॥

দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু এই অনুমানের মূলে কোনও যুক্তি নাই।

এই প্রকার আরও বহু কবি রচিত মহাভারতের নানা পর্বের অনুবাদের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়াও কঠিন। কিন্তু এই সকল কবিদিগের অসংখ্য অনুবাদ রচনা কাশীরাম দাসের অনুবাদ রচনার পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল, কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসকে মহাভারত অনুবাদের নূতন পথ বাঁধিয়া লইবার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি, এই সকল বিভিন্ন পরিচিত এবং অপরিচিত কবির রচনা কাশীরাম দাসের অসম্পূর্ণ রচনার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া দিয়াছে।

কাশীরাম দাস

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাস বর্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্মের প্রকৃত সময় জানিতে পারা যায় না। তিনি তাঁহার রচিত মহাভারতের আদিপর্বের উপসংহারে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায়,

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ নামেতে তীর্থ গঙ্গা ভাগীরথী ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস সুত সুধাকর নাম ॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
কাশীরাম দাসের বিনতি সাধুজনে।
লইবে নির্মল জ্ঞান ভারত শ্রবণে ॥

কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই; আদি, সভা, বন এবং বিরাট পর্বের কিছু অংশ রচনা করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। এই বিষয়ে শুনিতে পাওয়া যায়—

আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর।
ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥

যাঁহারা কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা বলেন যে 'স্বর্গপুর' শব্দের অর্থ এখানে কাশী, অর্থাৎ কাশীরাম দাস উক্ত তিন পর্ব এবং চতুর্থ পর্বের কতক অংশ রচনা করিয়া তীর্থ করিবার জন্য কাশীধামে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এই দাবী যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতের শেষাংশের সঙ্গে প্রথম অংশের রচনাগত এবং ভাবগত ঐক্য নাই। সুতরাং উক্ত চারিপর্বের পরবর্তী পর্বগুলি সকলই অন্য কোনও কবির রচিত, কাশীরাম দাসের রচনা নহে, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কাশীরাম দাসের নামে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে সমগ্র মহাভারত মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবার ফলে কাশীরাম দাসের নাম মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমগ্র মহাভারত অনুবাদের মাত্র এক চতুর্থাংশ রচনার কৃতিত্ব কাশীরাম দাসের প্রাপ্য, সমগ্র রচনার কৃতিত্ব লাভে তাঁহার একক অধিকার নাই। তথাপি তাঁহার অনূদিত চারিটি পর্বের মধ্য হইতেই তাঁহার অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এবং কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, কাশীরাম দাস মহাভারতের চারিটি মাত্র পর্ব অনুবাদ করিলেও তিনি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া সহজ অনবাদ রচনার যে একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া পরবর্তীকালে বহু কবি মহাভারতের অবশিষ্ট অংশ অনুবাদ করিতে আগ্রহী হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই কাশীরাম দাসের অসম্পূর্ণ কার্য সহজেই সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। এই কথা সত্য, কাশীরাম দাসের নামে মহাভারতের অনুবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই কেবল মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যেও কাশীরাম দাস এবং অন্যান্য মহাভারত অনুবাদ রচয়িতাদিগের গ্রন্থ সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের মূল বিষয় রামায়ণের মত সাধারণ বাঙালী পাঠকের আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে নাই, এ কথা সত্য, তথাপি মহাভারতের মধ্যে যে মূল কাহিনী নিরপেক্ষ অসংখ্য শাখাকাহিনী এবং উপকাহিনী আছে, তাহা নানা কারণেই সাধারণ বাঙ্গালীর আকর্ষণীয় হইয়াছিল। সেইজন্য সমগ্র মহাভারত না হইলেও মহাভারতের সেই কাহিনীগুলিও খণ্ড খণ্ড ভাবে অনূদিত হইয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিংবা ধর্মীয় আবেদন ব্যতীতও ইহাদের কাহিনীরস অধিক উপভোগ্য ছিল, সেই জন্য মহাভারতের মধ্য হইতে শকুন্তলার উপাখ্যান, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান ইত্যাদি কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতি-কলহের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া সাধারণ পাঠককে কাহিনী পাঠের আনন্দ দান করিয়াছে। সেইজন্য বিচ্ছিন্ন ভাবেও মহাভারতের এই সকল কাহিনীর অনুবাদ হইয়া স্বাধীনভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতের মূলকাহিনীর সঙ্গে ইহাদের যে কি সম্পর্ক, তাহা সাধারণ পাঠক কিছু বুঝিয়াও উঠিতে পারে নাই। এমন কি, বুঝিবার প্রয়োজনও যে কি, তাহাও অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাশীরাম দাসের নামে মুদ্রিত মহাভারত প্রকাশিত হইবার পূর্ব হইতেই বাঙ্গালীর চিত্ত-ভূমি মহাভারত কাহিনীকে গ্রহণ করিবার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত মহাভারতের বহু সংখ্যক অনুবাদ রচনার ভিতর দিয়া তাহাই প্রমাণিত হয়। নতুবা কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রিত হইলেও জনসাধারণ তাহা এমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিত না।

কাশীরাম দাসের মহাভারত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে উইলিয়াম কেরীর উৎসাহে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় প্রথম ১৮০২ খৃষ্টাব্দে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নিজেই স্বাধীনভাবে দুই খণ্ডে ইহার আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করেন।

তারপর অল্পদিনের মধ্যেই বটতলার বহু সংস্করণ আশ্রয় করিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিয়াছে। তবে এ কথা সত্য, রামায়ণের কাহিনী যেমন সামগ্রিকভাবে বাঙালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল, মহাভারত তেমন ভাবে কাশীরামের অনুবাদ মুদ্রিত হইবার আগে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিগ্রহের জটিলতার মধ্যে বাঙ্গালী মানস কোনও দিন প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহার পরিবর্তে যেখানে তাহার বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, বাৎসল্য এবং কোমল রসের স্পর্শ ছিল, তাহাই বাঙ্গালী কবি নিজের হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত এবং সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

সেদিনকার শিক্ষিত সমাজের জন্য সেদিন শাস্ত্র গ্রন্থের কোনও অনুবাদই রচিত হয় নাই, নিরক্ষর এবং

অশিক্ষিত সমাজের প্রয়োজনেই তাহা হইয়াছে। যদিও কোনও পণ্ডিত তাঁহাদের মৌলিক কবিত্ব শক্তির প্রেরণায় শাস্ত্র-গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া নিরক্ষর জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তথাপি দেশের সাধারণ পণ্ডিত সমাজ কাশীরাম দাসের সময় পর্যন্তও সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসকেও সে সময়কার পণ্ডিত সমাজ 'সর্বনেশে' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যে কথা তাঁহারা কৃত্তিবাস সম্পর্কে বলিয়াছেন, সেই কথাই তাঁহারা আরও দুইশত বছর পরও কাশীরাম দাসের উপরও প্রয়োগ করিয়াছেন।

কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে।
এই তিন সর্বনেশে।

সুতরাং দেশের পণ্ডিত সমাজের মনোভাব দুই শত বছরেও অপরিবর্তিত ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ এবং তাহার সার্থকতা সত্ত্বেও পণ্ডিত সমাজ এই বিষয়ে সংস্কারমুক্ত হইতে পারেন নাই। মধ্যযুগের বাংলায় অনুবাদ অর্থে কোনদিনই আক্ষরিক অনুবাদ বুঝাইত না। কৃত্তিবাসও যেমন তাহা করেন নাই, কাশীরাম দাস মহাভারতের যে চারিটি মাত্র পর্বের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও আক্ষরিক অনুবাদ নহে। তাহা ভাবানুবাদ বলা যায়, শুধু তাহাই নহে, এই সকল অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকারী স্বকপোলকল্পিত নানা কাহিনী কিংবা ঘটনারও সর্বদাই অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া থাকেন। তাহাও মূল গ্রন্থের 'অনুবাদ' নামে চলিয়া যায়। কাশীরাম দাসও মহাভারতের অনুবাদের নামে এই প্রকার বহু কাহিনী তাঁহার রচনার মধ্যে স্থান দিয়াছেন, মূল মহাভারতের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। তাঁহার আদি পর্বের অনুবাদের মধ্যে এই সম্পূর্ণ নূতন প্রসঙ্গগুলি স্থান লাভ করিয়াছে, সংস্কৃত মহাভারতে ইহারা নাই—

১। পারিজাত হরণ
২। সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপন
৩। জনমেজয়ের ধর্মহিংসা ও অশ্বমেধ

কাশীরামের সভাপর্বের অনুবাদে গৃহীত নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন—

১। দ্রৌপদীর বনগমনে কুন্তীর দুঃখ

তাঁহার সভাপর্বের অনুবাদে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি সম্পূর্ণ নূতন গৃহীত হইয়াছে, সংস্কৃত মহাভারতে ইহারা নাই—

১। শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী
২। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের কাহিনী
৩। দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ

আদিপর্বের পারিজাত হরণের কাহিনী কাশীরাম দাস ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে এই কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতের অনুবাদে তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত করিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ রুক্মিনী এবং সত্যভামার কলহের মধ্যে কাশীরাম দাস বাঙ্গালী নারীর কলহকালীন আচরণ নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করিয়া দ্বাপরের জীবনকে কলিযুগের বাংলাদেশে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। কাশীরাম দাস পারিজাত হরণের কাহিনীটি পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও, ভাগবতই হউক কিংবা বিষ্ণু পুরাণই হউক, তাহাদের কোন-টিকেই তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই। কাশীরাম দাসের অনুবাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ইহাই তিনি সর্বত্র অনুসরণ করিয়াছেন।

এমন কি, কাশীরাম দাস যেখানে সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীকেও অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুবাদ রচনা

করিয়াছেন সেখানেও তিনি সংস্কৃত মহাভারতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; মহাভারতের ক্ষাত্র শৌর্যবীর্যের কাহিনীকেও তিনি বাঙ্গালীর জীবন-রসে জারিত করিয়া লইয়া বাঙ্গালীর একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন, যদি তিনি তাহা না করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ঘরে মহাভারতের অনুবাদের স্থান হইত না, কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণেও এই কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, সমুদ্র মন্থনের যে কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাগুণে এক উচ্চ কাব্য সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। কাশীরাম দাস ইহার কবিত্বপূর্ণ সরস বর্ণনার অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ইহার কাহিনীটুকু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজিতে যাহাকে narration বলে তিনি তাহাই করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার নিজস্ব রুচি অনুযায়ী তাহাতে কিছু কিছু মহাভারতের বর্ণনা নিরপেক্ষ নূতন ঘটনার যোগও করিয়াছেন, তথাপি সংস্কৃত মহাভারতকে ঘটনা কিংবা বর্ণনার দিক দিয়া সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন গুরু গম্ভীর কাহিনী যে অনেকটা লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাশীরাম দাস যদি তাহা না করিতেন, তবে তাহার রচনা কাহারও কাজে আসিত না, কারণ, পণ্ডিতগণ ভাষা রচনা পাঠ করিতেন না, সাধারণ মানুষ তাঁহার রচনা বুঝিতে পারিত না। সংস্কৃত মহাভারতে সমুদ্র মন্থনের পূর্বে সুমেরু পর্বতের একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে, তাহাতে সুমেরুর রহস্যময় সৌন্দর্যলোককে মহাভারতের কবি এক অপূর্ব কাব্যভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন, বিষয়ের মহিমা এবং গৌরব তাহাতে প্রকাশ পাইয়া মহাভারতের গভীরতা এবং বিশালতার দিকে পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের সুমেরু পর্বতের বর্ণনার অংশ কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার সঙ্গে কাশীরাম দাসের এই অংশের 'অনুবাদ' তুলনা করিয়া দেখিলেই কাশীরাম দাসের সংস্কৃত মহাভারত অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যাইবে। আদিপর্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে সুমেরু পর্বতের বর্ণনায় সংস্কৃত মহাভারতে আছে—

'সুমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে। যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গ পরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্যের প্রভা-মণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্বগণের আবাস স্থান, যাহাতে দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্বদা বিচরণ করে, যে পর্বত প্রতিদিন রজনী যোগে নানা প্রকার ওষধি দ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্বত উন্নতি দ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদ নদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্বদা সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে, যে সুবর্ণময় মহীধর প্রকৃত জন সমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপো-নিয়মানুরক্ত, প্রবল পরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্বতের নানা রত্ন শোভিত শিখর দেশে উপবেশন পূর্বক অমৃত প্রাপ্তি বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন।' (পৃষ্ঠা ২৪, বসুমতী সংস্করণ)।

কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের সুমেরু পর্বতের এই সুন্দর 'বর্ণনাটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইতে কেবলমাত্র তাহার কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া পাঁচালীর আকারে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একটু অংশ উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কাশীরাম দাস এই প্রসঙ্গেই লিখিয়াছেন—

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
যে হেতু হইল পূর্বে সমুদ্র মন্থন ॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্বে দেব গদাধর।
দেবাসুর নিয়া মন্থহ সাগর ॥

ভূ—৩

অমৃত উৎপত্তি হবে সাগর মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে ॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে ॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্বত যথা করিল গমন ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
উর্ধ্বে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন ॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে ॥
বিষ্ণুর অজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর ॥

(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারত, পৃঃ ৮—৯)

যুদ্ধ বর্ণনা মহাভারতের একটি প্রধান বিষয়। সংস্কৃত মহাভারতের কবির যুদ্ধ বর্ণনায় কোনও ক্লান্তি প্রকাশ পায় নাই। কারণ, ক্ষাত্র শৌর্য বীর্যের আদর্শের উপরই মহাভারত কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং কবিকে পদে পদেই যুদ্ধ বর্ণনা করিতে হইয়াছে এবং সে যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে হইয়া উঠিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ মহাভারতের যুদ্ধ রামায়ণের যুদ্ধের মত বানর আর রাক্ষসের যুদ্ধ নহে, মানুষে ও রাক্ষসে যুদ্ধ নহে, সেখানে ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ, সে যুদ্ধের মহিমা স্বতন্ত্র। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, অশ্বের হ্রেষা রবে, হস্তীর বৃংহতিতে, গদার আস্ফালনে মহাভারতের কাহিনী মুখর হইয়া রহিয়াছে। গৌরবান্বিত ক্ষাত্র তেজের মহিমা মহাভারতের কবি যেন শতমুখে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাস সেই যুদ্ধের অসম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন, যেখানে সামান্য না হইলেই নয়, সেখানে সামান্য বিবৃতির আকারে তাহা প্রকাশ করিয়াই দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়াছেন। সমুদ্র মন্থনের শেষাংশে দৈত্যগণ যখন বুঝিতে পারিল যে দেবগণ দ্বারা তাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে, তখন তাহারা দেবতাদিগকে আমন্ত্রণ করিল, সংস্কৃত মহাভারতে সেই সময়কার দেবতা এবং অসুরের যুদ্ধ বৃত্তান্ত মহাভারতের কবি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—

"তদনন্তর লবনার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাশ, তোমর, ভিন্দিপাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষাগ্র শস্ত্র বর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। খড়্গ চক্র গদা শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমন পূর্বক মূর্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্ত কাঞ্চনাকার মস্তক-কপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুরাগ রঞ্জিত গিরিকুটের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিখাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকল ধ্বনি গগন মণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে কেবল 'ছিন্ধি ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, মারয়' ইত্যাদি ঘোরতর শব্দ মাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।" (ঐ, পৃঃ ২৫)।

কাশীরাম দাস এই অংশ এইভাবে 'অনুবাদ' করিয়াছেন—

দৈত্য মারি সুধা-হাড়ি কৈল অন্তর্ধান।
দেখি ক্রোধে দৈত্যগণ হৈল ক্রোধ মন ॥
মারহ অসুরগণ বলিয়া উঠিল'।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
নানা অস্ত্রশস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ হৈল সুরাসুর ॥
সুধাপানে বলবান যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্বজন।
আপন আলয়ে চলি গেল দেবগণ ॥ —পৃঃ ১৭

বলাই বাহুল্য এই বর্ণনার ভিতর দিয়া অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত অসুরগণের দেবগণের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের ভাব কিছুই প্রকাশ পায় নাই, অথচ সংস্কৃত মহাভারতে বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিয়া বর্ণনাটি প্রকাশ পাইয়াছে।

মহাভারত মহাসাগরের মতই সুবিশাল—বিশাল তাহার বিস্তার, বিশাল তাহার গভীরতা। সুতরাং সুবিশাল কল্পনা এবং সুগভীর অনুভূতি-গুণ না থাকিলে কোনও কবি তাহার মর্যাদা রক্ষা করিয়া ইহার রস পরিবেশন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মহাভারতের মূল রস বীর রস, প্রেমধর্মে দীক্ষিত বৈষ্ণব ভাবাদর্শে প্রভাবিত বাঙ্গালী কবি মহাভারতের বীররসের সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সেই তথাকথিত বাংলা 'অনুবাদে'র মধ্য দিয়া সংস্কৃত মহাভারতের স্বাদ বহন করিয়া আনিতে পারে নাই। ইহার মূল কাহিনী নিরপেক্ষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন কাহিনী বাঙ্গালীকে যত আকৃষ্ট করিয়াছিল, ইহার ভিত্তিগত ক্ষাত্র তেজবীর্যের আদর্শ তাহাকে তত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

সংস্কৃত মহাভারত অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের উদ্দেশ্য অমৃত উদ্ধার। কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে; বরং তাহার পরিবর্তে সমুদ্র মন্থন হইতে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের উপরই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। ইহার কারণ, কাশীরাম দাস বাঙ্গালীর জন্য মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। দরিদ্র বাঙ্গালীর অমৃতে প্রয়োজন নাই। বরং তাহার গৃহে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য লক্ষ্মীর আবির্ভাবের উপরই তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন। এমন কি, লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পর বিষ্ণুর আদেশে মন্থন পরিত্যাগের কথাও লিখিয়াছেন—

'লক্ষ্মী যদি আইল তবে মন্থনে কি কাজ।'

তারপর মহাদেবের আদেশে আবার মন্থন কর্ম আরম্ভ হইল। তারপর মন্থনের ফলে অমৃতের উদ্ধার হইল। বলাই বাহুল্য, সংস্কৃত মহাভারতে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে এই গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাশীরাম দাস মহাভারতের মহাকাব্যোচিত (epic) বর্ণনার অংশ পরিত্যাগ করিলেও বাঙ্গালীর ঘরের কথা দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। সুবিশাল কল্পনাশ্রিত বর্ণনায় বাঙ্গালীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার ঘরের কথার প্রয়োজন আছে, তাহাকে বাড়াইয়া বলিলে, খুঁটি নাটি করিয়া নানা দিক হইতে বিচার করিলে বাঙ্গালী পাঠক তৃপ্তি পায়। কল্পনাশ্রিত মহাকাব্যোচিত বর্ণনা যতই সাহিত্যগুণান্বিত হউক না কেন, তাহা তাহার সেই অভাব মিটাইতে পারে না। বাঙ্গালী লক্ষ্মীর উপাসক। ব্রতে পার্বণে পাঁচালীতে মঙ্গলগানে গৃহে নিত্য উপাসনায় লক্ষ্মীর একটি পবিত্র অধিকার বাঙ্গালীর গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব বাঙ্গালীর স্বাভাবিক আকর্ষণের বিষয়। কাশীরাম দাস বাঙ্গালী পাঠককে সম্মুখে রাখিয়া তাহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া মহাভারতের অতীত অন্ধকারকে বর্ণনায় উজ্জ্বল

করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে বাঙ্গালীর গৃহের মধ্যে তাহার নিত্য আরাধ্যা দেবী লক্ষ্মীর আসনের সামনে একটি মঙ্গল প্রদীপ যে নিত্য জ্বলিয়া থাকে তাহার আলো আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা না পাইলেও বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের মধ্যে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আনিয়া দিয়াছে।

কাশীরাম দাস মহাভারতের 'অনুবাদ' রচনায় মহাভারতের জীবনের পরিবর্তে কি ভাবে যে বাঙ্গালীর জীবনের রূপটিই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমুদ্র মন্থনের বিবরণ হইতেই আরও জানিতে পারা যায়।

সংস্কৃত মহাভারত অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনে বাসুকি বিষ উদগীর্ণ করিলে ব্রহ্মার বাক্যে শিব সেই বিষ পান করিয়া নিজের কণ্ঠে ধারণ করিলেন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাহাতে বর্ণিত হয় নাই। সংস্কৃত মহাভারতে এই অংশের অনুবাদ এই প্রকার—

'সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। সধূম জ্বলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের কটু গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্তি ভগবান ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম বিষরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ পুর্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।' (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫)।

কাশীরাম দাস এই ঘটনাটুকুকে পল্লবিত করিয়া বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবনের নিতান্ত অনুগামী করিয়া রচনা করিয়াছেন। মূলের প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়া কাশীরাম বাঙ্গালীর জীবন উহার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহাতে মহাভারতের কাহিনী সহজেই বাঙ্গালীর আপন হইতে পারিয়াছে।

কাশীরাম দাস এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি বর্ণনা করিতে গিয়া একটি বিস্তৃত পটভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে নারদ এবং পার্বতীর চরিত্র দুইটি সম্পূর্ণ নূতন এখানে আনয়ন করিয়াছেন। কাশীরাম এই প্রসঙ্গটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর'-এ মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিতেছে অথচ শিব তাহার কোনও সংবাদ রাখেন না। এই বিষয়টি লইয়া শিবের দাম্পত্য জীবনে একটি কলহ সৃষ্টি করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য কলহপ্রিয় নারদ কৈলাসে গিয়া পার্বতীর সম্মুখেই শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতারা সকল সম্পদ নিজেরা বাঁটিয়া লইয়া গেলেন, আপনাদের তাহাদের কোনও ভাগ দিলেন না।

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে বৈসেন যত জনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥

শিব চির অনাসক্ত যোগী, কোনও কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। নারদের প্ররোচনামূলক সংবাদেও তিনি নিরুত্তর রহিলেন। শিব ইহার উত্তরে কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া পার্বতীর অসহ্য হইয়া উঠিল—

দেখি কোপে কম্পান্বিত দেবী ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে কিছু করিয়া ভর্ৎসনা॥
কাহাকে এতেক বাক্য কহ মুনিবর।
বধিরে বলিলে যেন না পায় উত্তর॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তভাদি মণিরত্নে কি কাজ তাঁহার।

কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কার্য যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কাজ যার ধুতুরাভরণ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জর জর।
পূর্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া উঁহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥ (পৃঃ ১১)

শিব বলিলেন, তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

শুনিয়া পার্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—

দেবী বলে দারা পুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহার না হয় যুক্তি এসব কারণ॥
বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
সংসার-বিমুখ ইথে আছে কোন জনে॥
সংসারেতে যেজন বিমুখ এ সকলে
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমন পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ।
কেহ না পূজিল তোমা করিয়া হেলন॥ পৃঃ ১২

পার্বতীর বাক্যে শিব ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গিয়া নন্দীকে বৃষ সাজাইতে আদেশ দিলেন,

পার্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভে সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে॥

মন্থনের স্থানে শিব গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবাসুরেরা মন্থন-কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে, মন্থন হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, দেবতারা তাহা নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইয়া গিয়াছেন; ইন্দ্র জানাইলেন, আর মন্থনের প্রয়োজন নাই বলিয়া বিষ্ণু মন্থন বন্ধ করিতে বলিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন।

একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥
শিব বলে এত গর্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার॥

রত্নাকর মথি রত্ন নিলে সব বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিলে আহ্বয়ে ধূর্জটি ॥

দেবতারা মহাদেবকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে মন্থনের জন্য বরুণ কাতর হইয়াছেন, বাসুকির হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ লক্ষ্মী যখন উঠিয়াছেন, আর মন্থনে কিছু পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য বিষ্ণু মন্থন বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। তথাপি শিব বলিলেন,

শিব বলেন আমা হেতু মন্থ একবার।
আগমন অকারণ না হউক আমার॥

অন্ততঃ আমার আগমন যাহাতে অকারণ না হয়, সেই জন্য একবার মন্থন কর।

কিন্তু এবার মন্থন আরম্ভ করিবা মাত্র শিবের ভাগ্যে বাসুকি বিষ উদ্গীর্ণ করিল। তারপর সৃষ্টি রক্ষা হেতু সেই বিষ নিজেই পান করিলেন।

কাশীরাম দাস হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কলহপ্রিয় নারদকে লইয়া আসিয়া যে কৌতুকের সৃষ্টি করিলেন তাহা নারদ চরিত্র সম্পর্কিত বাঙ্গালীর ধারণার সম্পূর্ণ অনুকূল, মহাভারতের কাহিনীর অনুকূল নহে।

সমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে কাশীরাম দাস মহাভারতের বৃত্তান্ত আরও একস্থলে পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর রস রুচি এবং সংস্কার অনুযায়ী নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া দানবদিগকে বঞ্চিত করিয়া কেবল মাত্র দেবগণের মধ্যে অমৃত বন্টন করিয়াছেন, এই কথাই আছে। তাহাতে মহাদেবের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু কাশীরাম দাস এখানে মহাদেবের চরিত্র সম্পর্কে বাঙ্গালীর যে নিজস্ব একটি ধারণা এবং সংস্কার আছে অর্থাৎ লৌকিক শিবের একটি আখ্যান এখানে যুক্ত করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাহা হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন।

বাংলার লোক-সাহিত্যে এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গল কাব্যেও শিব লম্পট চরিত্র। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে শিব যোগীন্দ্র, তাঁহার মধ্যে এই ভাবের লেশ মাত্রও নাই। এই সংস্কারটুকুর উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ ধারণ সম্পর্কে কাশীরাম দাস একটি সরস কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ দেখিয়া শিব অচৈতন্য হইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন, তারপর জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পর তাঁহার দুই বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলেন। মোহিনী বেশী শ্রীকৃষ্ণ শিবকে গালি দিতে লাগিলেন। তথাপি শিব নিরস্ত হইলেন না, 'সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন' বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। কিন্তু মোহিনী যখন কিছুতেই তাহার বাহুপাশে ধরা দিতে চাহিলেন না, তখন শিব নিজ বক্ষে ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া আত্মঘাতী হইতে চাহিলেন। বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ করিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। হরিহরের মিলন হইল। শেষ পর্যন্ত কাশীরাম দাস হরিহরের মিলন বর্ণনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলেন। ইহাতে দেখা গেল, কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদে বাংলার লৌকিক শিব চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া মহাভারতের কাহিনী বাঙ্গালী জনসাধারণের রুচির অনুগামী করিয়া লইয়াছেন।

কৃত্তিবাসও এই কাজ করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি রামায়ণের পক্ষে এই কাজ করা যত সহজ ছিল, মহাভারতের পক্ষে তাহা তত সহজ ছিল না। কারণ, রামায়ণ পারিবারিক জীবনের কাব্য। অযোধ্যার রাজপরিবারের স্থলে বাঙ্গালীর সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের জীবন অতি সহজেই অনুপ্রবেশ করানো যায়; কিন্তু মহাভারতের শৌর্য বীর্যের

পটভূমিকায় বাঙালী জীবন-সংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটানো সহজ সাধ্য ছিল না, কাশীরাম দাস সেই দুঃসাধ্য কাজটি অতি সহজেই করিয়াছিলেন, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাণ। মহাভারতের প্রত্যেকটি উপাখ্যানকেই যে কাশীরাম দাস এই ভাবে বাঙ্গালীর জীবন-রসে জারিত করিয়া লইয়া অত্যন্ত সহজ কবিতায় বাঙ্গালীর সামনে পরিবেশন করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে আরও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন।

যখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়, তখনও বাঙ্গালীর মনোভূমির উপর দিয়া বৈষ্ণব ভাবধারার প্লাবন বহিয়া যায় নাই। কিন্তু যখন কাশীরাম দাসের মহাভারত রচিত হইয়াছে, তাহার বহু পূর্বেই বৈষ্ণব ভাবধারা বাঙ্গালীর চিত্তভূমি দুই কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্ত বৈষ্ণবী ভাব এবং ভক্তিতে সরস হইয়াছে। এমন কি, কাশীরাম দাস যখন আবির্ভূত হন তখন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশীরাম স্বভাবতঃই তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ মহাভারত এক হিসাবে কৃষ্ণায়ন কাব্য; শ্রীকৃষ্ণ ইহার প্রধান চরিত্র। রামায়ণের প্রধান চরিত্র বা নায়ক চরিত্র যেমন শ্রীরামচন্দ্র, মহাভারতের নায়ক চরিত্রও শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরও নহেন, কিংবা ধৃতরাষ্ট্রও নহেন। সুতরাং সহজেই কাশীরাম দাস তাহার রচনাকে কৃষ্ণায়ণ কাব্যরূপে রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের যে গুরুত্ব আছে, কাশীরাম তাঁহার অনূদিত মহাভারতে তাহা শতগুণ বাড়াইয়া লইবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্যও তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কেবল মাত্র মহাভারতের কাহিনীকেই যে বাঙ্গালীর জীবন রসে জারিত করিয়া লইয়া কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত অনুবাদ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নহে, বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনী নিরপেক্ষ বহু নূতন নূতন কাহিনীও তিনি তাঁহার 'অনুবাদে'র মধ্যে স্থান দিয়া ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী। ইহা সংস্কৃত মহাভারতে নাই, অনেক সময় কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারত হইতে কাহিনী না লইয়াও যেমন সংস্কৃত পুরাণ হইতেও কাহিনী গ্রহণ করিয়া তাহার 'অনুবাদে' স্থান দিয়াছেন, শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনীটি কোনও সংস্কৃত পুরাণেও নাই। ইহা বাঙ্গালা দেশেরই একটি মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী ছিল, কাশীরাম দাসই সর্ব প্রথম ইহাকে লিখিত আকারে তাঁহার মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাহার ফলে পরবর্তী কালে কাহিনীটি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। মহাভারতের মূল কাহিনী ধারার সঙ্গে ইহার কিছু মাত্র যোগ নাই। তবে ইহার উপর সংস্কৃত মহাভারতের নল-দময়ন্তীর কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়, এই কথা সত্য। ইহাতে রাজা শ্রীবৎস ও তাঁহার মহিষী চিন্তা শনির কোপগ্রস্ত হইবার ফলে যে কি দুঃসহ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীর মূল ভাবধারা নিয়তি বা অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালীর জীবন-দর্শনের অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া ইহা ব্যাপক জনপ্রীতি লাভ করিয়াছিল।

কাশীরাম দাস কর্তৃক তাহার মহাভারতের 'অনুবাদে' সংযোজিত আর একটি কাহিনী বন পর্বে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণের কাহিনী। ইহা সংস্কৃত মহাভারত কিংবা কোনও সংস্কৃত পুরাণেও নাই। ইহাও বাঙ্গালীর সমাজে প্রচলিত কোনও লৌকিক কাহিনীর মহাভারতীয় রূপ। কাহিনীটি স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কিত সুগভীর মনস্তত্ত্বমূলক। ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায়—সতীত্বের জন্য দ্রৌপদীর বড় অহঙ্কার হইয়াছিল, কারণ, পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে বনবাস জীবনে তিনি নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, কদাচ স্বামীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। এই জন্য মুনিঋষিরা তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করিত। তাহাতেই তাঁহার মনে এই অহঙ্কার হইয়াছিল যে ত্রিভুবনে তাহার মত সতী আর দ্বিতীয় নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এই অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ শাখায় অকালে এক আম্রফল সৃষ্টি করিলেন। দ্রৌপদী তাহা দেখিতে পাইয়া অর্জুনকে তাহা আনিয়া দিতে বলেন। অর্জুন তাহা আনিয়া

দ্রৌপদীর হাতে দিলেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিয়া অর্জুনকে বলিলেন, তুমি এ কি করিলে? এই আম্রফলটি সন্দীপন মুনির সারাদিনে এই ফলটি তিনি আহার করেন। তপস্যার শেষে তিনি যদি ইহাকে যথাস্থানে দেখিতে না পান, তবে ইহা গ্রহণকারীকে তিনি ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। অর্জুন ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে ইহার প্রতিকার কি জানিতে চাহিলেন কৃষ্ণ বলিলেন, প্রত্যেকেই যদি তাহার সেই মুহূর্তের মনের কথা তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া বলেন, তবে ফলটি আবা বোঁটাতে লাগিয়া যাইবে। পঞ্চ পাণ্ডব তাহাদের সেই মুহূর্তের মনের কথা কৃষ্ণের নিকট খুলিয়া বলিলেন। আমটি গাছে শাখা পর্যন্ত উঠিয়া গেল, কিন্তু দ্রৌপদী যখন তাহার মনের কথা বলিলেন, তখন সেই মুহূর্তেই আমটি নীচে মাটিতে পড়িয় গেল। কৃষ্ণ বলিলেন, দ্রৌপদী সত্য কথা বলেন নাই। দ্রৌপদী স্বীকার করিলেন যে তিনি লজ্জাবশতঃ সত্য কথা বলিতে পারেন নাই; তারপর খুলিয়া বলিলেন যে সেই মুহূর্তে তিনি তাঁহার স্বয়ম্বর সভার কথা ভাবিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে কর্ণের কথ ভাবিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, কর্ণ যদি কুন্তীর পুত্র হইতেন, তবে তিনি তাঁহার ষষ্ঠ স্বামী হইতেন। দ্রৌপদীর সতীত্বর দর্প চূর্ণ হইল।

এমন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে কাশীরাম দাশ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, সামান্য লেখা পড়া জানিতেন, শাস্ত্র পাঠ করিবা মত বিদ্যা তাহার ছিল না। তিনি মেদিনীপুরের এক গ্রামে পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। সেখানকার এক রাজবাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ কথক ঠাকুরের মুখে মহাভারতের কথকতা শুনিয়া তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্ত এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কাশীরাম দাস যে প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতেও যে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি সংস্কৃত মহাভারতেরও যে কোনও কোনও সময় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়। নিম্নে তাঁহার অনুবাদের নিদর্শনসহ মহাভারতের এই প্রকার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল—

১

ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্‌

গুরু গ‍রীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥

আদি ৮৮। ৫২

অর্থাৎ দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গো, গুরুজনের মধ্যে গুরু এবং সুখ স্পর্শ প্রাণীর মধ্যে পুত্র শ্রেষ্ঠ।

কাশীরাম ইহার এই অনুবাদ করিয়াছেন—

চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।

অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে ॥

২

পরিপত্য যদা সূনুর্ধরণী রেণু গুণ্ঠিতঃ।

পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥

অর্থাৎ ধূলি ধুসর পুত্র যখন গিয়া পিতাকে আলিঙ্গন করে তখন তাহা হইতে আর কি অধিক সুখ হইতে পারে?

কাশীরাম দাস ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

ধূলায় ধুসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।

হৃদয়ের সব দুঃখ হয়ত খণ্ডন ॥

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অহঙ্কার নিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

বনপর্ব ৩১, ৩২

অর্থাৎ যাঁহার হস্ত, পদ ও মন সংযত এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্তি বর্তমান সেই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। যে প্রতিগ্রহ করে না, যে-কোনও বস্তু দিয়াই সন্তুষ্ট থাকে এবং নিরহঙ্কার হয়। সেই তীর্থের ফল লাভ করে।

কাশীরাম অনুবাদ করিয়াছেন—

যার হস্ত পদ মন সদা পরিস্কৃত।
বিদ্যাকীর্তি তপস্যাতে সদা যেই রত ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্বদা আনন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার, নহে ক্রোধে অন্ধ ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য-ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার ॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থ ফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায় ॥

উদ্ধৃত পদগুলি যথার্থই যদি কাশীরাম দাসের রচনা হইয়া থাকে তবে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি সামান্য শিক্ষিত মাত্র ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও যথার্থ শিক্ষিত ছিলেন, সেইজন্য এখানে প্রায় সংস্কৃত শ্লোকগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার একবার শ্রীরামপুর মিশন হইতে এবং আর একবার নিজে স্বয়ং এই কাশীরামের পুঁথি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই প্রায় আক্ষরিক অনুবাদগুলির মধ্যে তাঁহার কোনও হস্তক্ষেপ আছে কি না, তাহা কে বলিবে? কারণ, কাশীরাম দাসের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি আমরা পাই নাই। অথচ তিনি তিন পর্ব মাত্র মহাভারত সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ পর্বটি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গেলেও তাহার নামে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা পাইতেছি।

পূর্বে কাশীরাম দাসের যে আত্মবিবরণীর পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের তিন পুত্র—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। গদাধরের হস্তলিখিত মহাভারতের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার লিপিকাল ১০৩৯ সাল অর্থাৎ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দ। কাশীরাম দাসের পুত্র নিজের কুলপুরোহিতকে যে বাস্তুভিটা দান করিয়াছিলেন তাহার দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ ১০৮৪ সাল অর্থাৎ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাম দাসের বিরাট পর্বের রচনা শেষ হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই কাশীরাম দাস বর্তমান ছিলেন, এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়। তাঁহার জন্মকাল সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট ভাবে আর কিছু বলা যায় না।

মুদ্রিত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্বে কাশীদাসের মহাভারতের অনুবাদ পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত ছিল না, সেখানে

সঞ্জয়ের ও পরাগলী মহাভারতেরই প্রচলন ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে কাশীরাম দাস আজ ভারতের সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তবে যাঁহার রচনার দ্বারা তাঁহার অসম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হইয়াছে তিনি প্রধানতঃ নিত্যানন্দ ঘোষ। তিনি কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী কালেই প্রায় সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, ক্রমে কাশীরাম দাসের রচনার অসমাপ্ত অংশ তাহার রচনা দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তবে কাশীরাম দাসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস তিনিও কবি ছিলেন। তিনি মহাভারতের দ্রোণপর্বটির অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কাশীরাম দাসের মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহার অন্যান্য অংশেও নন্দরাম দাসের কোনও দান আছে কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না।

কাশীরাম দাসের আর দুই ভ্রাতাও কবি ছিলেন, তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণদাস এবং অনুজ গদাধর দাস। গদাধর দাসের হস্তলিখিত মহাভারতের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কোনও রচনা তাঁহার অগ্রজের রচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তিনি কাশীরাম দাসের অসম্পূর্ণ অংশ কিছু কিছু পূণ করিয়া থাকিবেন। এইভাবে বিভিন্ন কবির রচনায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

'কাশী দাস, গদাধর দাস এবং নন্দরাম দাস এই তিনজনের চেষ্টায় যে মহাভারতের অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণত কাশী দাসের ভণিতা বজায় রাখিয়া উহা "কাশীদাসী মহাভারত" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি এক ভাবাত্মক ছন্দ ও বৈষম্যহীন সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, "আদি, সভা, বন, বিরাট" এই চারি পর্বে যে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি ও শব্দ ঝঙ্কারের পরিচয় আছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাহার সমূহ অভাব। "দেখ দ্বিজ মনসিজ" প্রভৃতি অংশের শব্দ সম্পদ একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই কাব্যের সম্পর্ক বন্ধন করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশ সমূহ নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ এবং অপরাপর পূর্ববর্তী মহাভারত রচকগণের রচনা হইতে অপহৃত হইয়াছে। কাশী দাসের মহাভারতের যদি কোনও মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্বাংশেই পর্যবসিত।' (৫ম সং, পৃঃ ৪৫৬)।

ইহার সঙ্গে এক পাদটীকা জুড়িয়া দিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আরও যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'সম্প্রতি মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুথির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে যে, কাশীরাম দাস মৃত্যুকালে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে ডাকিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন যে তাঁহার বড় দুঃখ রহিল যে তিনি মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নন্দরামকে এই অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। আমরা বাকি মহাভারতের অনেক প্রাচীন পুথিতে নন্দরামের ভণিতা পাইতেছি। নন্দরাম নিত্যানন্দের পুথি নকল করিয়া পিতৃব্যের রচিত মহাভারতের সঙ্গে নিজের নাম সই করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। কালে তাঁহার নাম লুপ্ত হইয়া সমস্ত মহাভারতখানিই কাশী দাসের নামে বিকাইতেছে।' (পৃঃ ৪৫৬, পাদটীকা)

কাশীরাম দাসের পরবর্তী কালেও মহাভারতের অনুবাদের ধারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বরং কাশীরাম মহাভারত অনুবাদের যে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার পরবর্তী কালে আরও বহু কবি এই

ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম রামেশ্বর নন্দী।

ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা অনেকটা গ্রাম্যতা মুক্ত হইয়াছে। রামেশ্বরের রচনার মধ্যে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রভাব আছে, তেমনই সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেরও ব্যাপক প্রভাব অনুভব করা যায়। তিনি শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণনায় কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছেন। তিনি মহাভারতের কত অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার আদি পর্বের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্তী নামে একজন কবিও সে যুগে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়। তবে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনিও মহাভারতের কতখানি অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না।

উপসংহার

আগেই বলিয়াছি, সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্র কিংবা কাহিনী বাঙ্গালীর জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট করা সহজ-সাধ্য ছিল না। এমন কি, কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী কোনও অনুবাদক সে কাজ খুব সার্থকতার সঙ্গে করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অধিকাংশেরই মূল আদর্শের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা ছিল, কিন্তু কাশীরাম দাসের তাহা ছিল না, তিনি অতি সহজেই বাঙ্গালীর জীবনকে মহাভারতের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাভারতের শৌর্য বীর্য ও ক্ষাত্র জীবনের আদর্শ কিংবা ইহার মহাকাব্যোচিত বিশাল ব্যাপ্তি হইতে ইহার কাহিনী এবং চরিত্রগুলিকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তিনি বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে সংস্কৃত মহাভারতের সমুচ্চ মর্যাদা ধূলিবিলীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বিষয়-গত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে বাংলা ভাষায় মহাভারতকে আশ্রয় করিয়া এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র যে মধ্য যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে—তাহা মধ্য যুগের জীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সূর্যালোকেও উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন যাত্রায়, পৌরাণিক নাটকে, আধুনিক কাব্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত নানা দিক দিয়া অনুপ্রেরণা দিয়াছে। মাইকেল মধুসুদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মহাভারতের কাহিনী-ভিত্তিক পত্রাবলী রচনায় কাশীরাম দাসের মহাভারতকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার মহাভারত কাহিনী ভিত্তিক এক বিপুল সংখ্যক যে পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদেরও কাশীরাম দাসের মহাভারতই ভিত্তি ছিল এবং এই পথে সে যুগে অগণিত বাংলা পৌরাণিক নাটক রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার ত্রয়ী কাব্য রচনায় মহাভারতকেই ভিত্তি করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে কাশীরাম দাসের মহাভারত অনেকখানি শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। কারণ, সাধারণ শিক্ষিত লোকের নিকটও সংস্কৃত মহাভারত ইহার আয়তনের বিপুলতা এবং বিষয়-বস্তুর জটিলতার জন্য দুরধিগম্য ছিল, কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদের ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিকট তাহা সুগম হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিন নব জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীর সামনে যদি কাশীরাম দাসের মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদটি না থাকিত, তবে কেবলমাত্র সংস্কৃত মহাভারত হইতে বাঙ্গালীর এই বিষয়ক অজ্ঞতা দূর হইতে পারিত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেইজন্যই কাশীরাম দাসের প্রশস্তি গাহিয়া এই চতুর্দশপদী কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন—

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিল যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোর গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
(সুধন্য তাপস ভবে, নরকুল ধন।)
সগর বংশের যথা সাধিল মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;

সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ব বলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শুধিতে ধার কভু গৌড় ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী। কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান্।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

আদি পর্ব্ব

সভাপর্ব্ব

বনপর্ব্ব

———

বিরাটপর্ব্ব

—০—

উদ্যোগপর্ব্ব

অষ্টাদশ পর্ব্ব

॥ মহাভারত ॥

আদি পর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

গণেশ বন্দনা।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্ ।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

বিঘ্ন-বিনাশন, গৌরীর নন্দন,
বন্দি দেব গণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে, সবার প্রথমে,
ধাতা যাঁরে আগে পূজে ॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
সুন্দর লম্ব-উদর
চন্দনে চর্চ্চিত, সৌরভে উন্মত্ত,
ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর ॥
হৃদি বিভূষিত, বৈরীর শোণিত,
পরিধান দ্বীপী-ছাল।
ভুজ করি-কর, সরোরুহ কর,
পাশাঙ্কুশ জপমাল ॥
আসন ইন্দুর, ভূষণ সিন্দুর,
আজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড মণ্ডল, মুকুট কুণ্ডল,
তিলক তিমিরনাশা ॥
নানা পরিচ্ছদ, কঙ্কণ অঙ্গদ,
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে।
যতি জিতেন্দ্রিয়, যোগিজন-প্রিয়,
যোগীন্দ্র যোগীর মাঝে ॥
যাঁহার চরণ, করিয়া সেবন,
রচিত বিবিধ গাথা।
বাল্মীকি বিশিষ্ঠ, ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ,
ক্ষিতিতে হইল খ্যাতা ॥
জয় বিঘ্নেশ্বর, মোর বিঘ্ন হর,
হরি রসামৃত-পানে।
তব পদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসানুজ,
সদা কাশী ধ্যায় ধ্যানে ॥

ব্যাসদেব বন্দনা।

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীব্যাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে ॥
পরাশর পিতা যাঁর, শুকদেব সুত।
বেদের বিভাগ-কর্ত্তা বলি যিনি খ্যাত ॥
বদরিকাশ্রমে যাঁর নিয়ত বসতি।
কৃষ্ণবর্ণে বিভূষিত যাঁহার মুরতি ॥

দ্বীপের উপরি হইল জনম যাঁহার।
সে ব্যাস-দেবের পদে প্রণাম আমার॥

বশিষ্ঠস্য প্রনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং ব্যাসং শুকতাতং নমাম্যহম্॥

বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র, শক্তি-পৌত্র যাঁরে গণি!
পরাশর-পুত্র, শুক-পিতা হন যিনি॥
কিছুমাত্র কোন পাপ না আছে যাঁহার।
সে ব্যাস দেবের পদে প্রণাম আমার॥

অচতুর্বদনো ব্রহ্মা বিষ্ণুবপ্যচতুর্ভুজঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ ঃ

চারি মুখ নাহি যাঁর, তবু ভূমণ্ডলে।
যাঁহারে স্বয়ং ব্রহ্মা সকলেই বলে॥
চারি বাহু নাহি যাঁর, তবু ত্রিভুবনে।
যাঁহারে স্বয়ং বিষ্ণু বলি সবে গণে॥
যাঁর ভালে চন্দ্র নাই, তবু এই ভবে।
যাঁরে মহেশ্বর বলি সকলেই ভাবে॥
যিনি এক, কিন্তু যাঁহে তিনের মিলন।
ধন্য ধন্য সেই ব্যাস-দেব তপোধন॥

তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিবসা তিলকং মুনীনাম॥

বন্দি মহামুনি ব্যাস, মুনির তিলক।
সুত শুক পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম-আভা জিনি কোমল শরীর॥
কনক-পিঙ্গল জটাভার যাঁর শিরে।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্র-চীরে॥
নয়ন-কমল দীপ্ত যুগলমিহির।
পদযুগে নত সুর-মুনি ইন্দ্রশির॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমল মুখে সবার নির্ম্মাণ॥
লীলায় বিবিধ বেদ কৈল চারিখান।
ঋক্ সাম যজু আর অথর্ব্ব বিধান॥
কৈবর্ত্তী জননী যাঁর দ্বীপমধ্যে জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে যাঁর আচরণ ব্রহ্ম॥
নমস্কার করি তাঁর চরণ-পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীরাম দাস ভজে॥

গ্রন্থ সূচনা।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

বেদ রামায়ণে আর আছয়ে ভারতে।
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র আছে ত্রিজগতে॥
এ সকল বিচারিয়া কহি পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত মধ্যে সব হরিগুণ-গান॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া কহি পুনর্ব্বার
শ্রীমহাভারত-গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র-সার॥

আদ্যন্তরহিতং বেদাগোচরং হি মহীতলে।
সর্ব্বশাস্ত্রবীজং প্রোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
পুস্তকং পরমং পুণ্যং শ্রীমহাভারতং নম।
যন্নামোচ্চারণাদেব নিষ্পাপো জায়তে জনঃ।

সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দু-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত নামধর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধি স্বয়ং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসপ্তাশ্বসম্বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানাসবং
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥

পরাশর-সুতমুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-বল্লভ॥

ব্রহ্মা আদি দেবতার শ্রবণ বাঞ্ছিত।
বিবিধ পুরাণে গ্রন্থ ভারত সঙ্গীত॥
গীতি অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
চিত্র বিচিত্র কথা ভারত আখ্যান॥
হরিতে সন্তুক্তি যেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে॥
সজ্জন সুবুদ্ধিলোক হইয়া ষট্‌পদী।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরবধি॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় ত বিনাশ॥
ষষ্টি লক্ষ গ্রন্থ ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে নিল॥
সুরলোকে পড়েন নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃগণ শুনে।
অসিত দেবল তথা করেন পঠনে॥
শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে।
সংসার-নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈশম্পায়ন কহেন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ ষট্‌ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত-সংহিতা মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সুরাসুর নাগ নর এ তিন ভুবনে।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে॥
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর॥
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে যার প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ॥
নদ-নদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত ভিতর॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস-মহামুনি।
রচিলা বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী॥
শ্লোকছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।
গীতিচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥

সৌতির প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন।

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নাম-ধর
ব্যাস-উপদেশে সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা নৈমিষ-কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞে রত যেইখানে॥
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি তাঁরা দিলেন আসন॥
আসনে বসিলে সৌতি কন মুনিগণ।
কোথা হতে হৈল সৌতি! তব আগমন॥
কোথায় বা এতকাল করিলা যাপন।
সবিস্তারে কহ সবে করিব শ্রবণ॥
মুনিগণ-প্রশ্ন শুনি সূতের কুমার।
সবিনয়ে করপুটে কহেন বিস্তার॥
মহারাজ জন্মেজয় পরীক্ষিত-পুত্র।
সর্প-কুল বিনাশার্থে কৈলা সর্প-সত্র॥
সেই যজ্ঞে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈশম্পায়ন।
ব্যাস-বিরচিত কথা করান শ্রবণ॥
বিস্তারে শ্রবণ করে ভারত-আখ্যান।
যাহার শ্রবণে নর পায় দিব্যজ্ঞান॥
নানা তীর্থ পর্য্যটন করি অবশেষে।
উপনীত হইয়াছি তোমা সবা পাশে॥
সূর্য্যাগ্নির সমতেজা, তোমা সবা জনে।
ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ নৈমিষ-কাননে॥

ধর্ম্ম-ইতিহাস কিম্বা পুরাণ-কাহিনী।
শ্রবণে মানস কিবা কহ মহামুনি ॥
আদেশ করুন আমি করিব কীর্ত্তন
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ-বিমোচন ॥
সৌতির বচন শুনি কন মহামুনি।
তব তাত সূত ছিলা সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী ॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন
সূত-মুখে বহুশাস্ত্র করেছি শ্রবণ ॥
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি, করিব শ্রবণ ॥
ভৃগুব শ সমুৎপন্ন হৈল কি রূপেতে।
বিস্তার করিয়া কহ সবার অগ্রেতে ॥

———

ভৃগুবংশ-উপাখ্যান।

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের রচন ॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী ॥
গর্ভবতী পুলোমায় রাখি নিজ ঘরে।
ভৃগু মহামুনি গেল স্নান করিবারে ॥
হেনকালে আসে তথা দৈত্য একজন।
ভৃগুপত্নী হরিবারে করিয়া মনন ॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত, নাহি অন্য ভয়।
কন্যা দিল ফল-মূল, কিছু নাহি লয় ॥
বলেতে ধরিব, বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দীপ্ত হুতাশনে ॥
অগ্নিপানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি, জান আদি অন্ত ॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
বিবাহ না দিয়া মোরে দিলেক ভৃগুরে ॥
মিথ্যাবাদী ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥
মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী ॥
দানবের বাক্য শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কেমনে কহিব মিথ্যা হইল চিন্তিত ॥
সত্য কৈলে, কন্যা লয়ে যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব ॥
জানি আমি, পূর্ব্বে তুমি পুলোমা কন্যায়।
বরণ করেছ তাহা কভু মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু বিধিমতে তব বিভা না হইল।
তাই এ কন্যার পিতা ভৃগুরে অর্পিল ॥
বিধিমন্ত্র পাঠ করি আমার গোচর।
বিবাহ করিল কন্যা ভৃগু মুনিবর ॥
তথাপি ন্যায়েতে কন্যা তোমার ঘরণী।
কহিলাম সত্য কথা, যাহা আমি জানি ॥
অগ্নির বচন শুনি দানব দুর্ব্বার
নিমেষে ধরিল এক বরাহ-আকার ॥
বলে ধরি কন্যা লয়ে চলিল তখন।
ভয়েতে বিকলা কন্যা করয়ে রোদন ॥
গর্ভেতে আছিল পুত্র ভৃগুর ঔরসে।
রাক্ষসের অত্যাচারে তবে মহারোষে ॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
চ্যাবন-নামেতে খ্যাত সেই মহাবীর ॥
দৃষ্টিমাত্রে ভৃগুপুত্র দানব দুর্জ্জনে।
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কৈল তপোবনে ॥
ভৃগুর ঘরণী কোলে করি নিজ সুতে।
চলিল আশ্রমে তবে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
হেনকালে তথায় আইল পদ্মযোনি।
ক্রন্দন-নিবৃত্ত কৈল বলি মিষ্টবাণী ॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
তাহাতে জন্মিল নদী আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥
দেখিয়া, বিস্ময়-চিত্ত হইলেন বিধি।
নাক তার রাখিলেন বধূসরা-নদী ॥

বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্রকোলে করিয়া রহয়ে দুঃখমতি॥
হেনকালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তব চিত্ত-বিরসতা॥
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেন দানবের দুষ্ট আচরণ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার॥
এত শুনি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দৈত্য আসি তোমারে ধরিল॥
কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
তোমারে না দেখিয়া জিজ্ঞাসে অগ্নি প্রতি॥
বৈশ্বানর বাক্যে মোরে হরিল দুর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন॥
আজি হৈতে সর্ব্ব ভক্ষ্য হও হুতাশন।
বলিয়া শাপিল তেজে তবে তপোধন॥
ত্রাসিত অনল শুনি ভৃগুর বচন।
সকাতরে দ্বিজবরে করে নিবেদন॥
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলা মোরে।
বলিলাম যাহা জানি তাহা দানবেরে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন।
ইহকালে কুৎসা, অন্তে নরকে গমন॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা বিনা দোষে॥
মোর মুখে দিলে তৃপ্ত দেব-পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলা কি কারণ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া॥
ব্রহ্মা বলে, অগ্নি! দুঃখ না ভাব মানসে।
সকলি হইবে শুদ্ধ তোমার পরশে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি জগতেতে ব্যাপিল আসিয়া॥

রুরুর সর্প-হিংসা।

সৌতে বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এইরূপে ভৃগু-পুত্র হইল চ্যাবন॥
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন-তনয়।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয়॥
প্রমদ্বরা ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী
যাহার জননী হয় মেনকা অপ্সরী॥
কতকালে মৈল কন্যা শর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে॥
ভার্য্যার মরণ-শোকে প্রমতি-নন্দন।
একাকী অরণ্য-মধ্যে করয়ে ক্রন্দন॥
মুনির ক্রন্দম শুনি যত দেবগন।
দেবদূত পাঠাইল প্রবোধ কারণ॥
দেবদূত বলেন, রুরু কান্দ কি কারণে।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে॥
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাকে॥
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব, রুরু কৈল অঙ্গীকার।
জীউক সে ভার্য্যা মোর, কর প্রতিকার॥
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ।
অর্দ্ধ-আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি-নন্দন॥
ধর্ম্মরাজ বলে, পাবে তোমার গৃহিণী।
যাও যাও নিজালয়ে যাও দ্বিজমণি॥
ধর্ম্মবলে প্রমদ্বরা জীবন পাইল
দেখিয়া প্রমতি-পুত্র সানন্দ হইল॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে॥

হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প-অন্বেষণে।
মারিল অনেক সর্প, না যায় গণনে॥
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য-ভিতর।
দেখিল ডুণ্ডুবসর্প অতি ভয়ঙ্কর॥
সর্প দেখি দণ্ড লয়ে যায় মারিবারে।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জীবে মার কিসের কারণে॥
রুরু বলে, দোষ গুণ না করি বিচার।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
ডুণ্ডুভ বলিল, আমি নামে মাত্র সাপ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবিয়া তখন।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন্ মহাজন॥
সর্প বলে, ছিনু আমি মুনির কুমার।
খগম নামেতে সখা ছিলেন আমার॥
তালপত্রে সর্প এক করিয়া রচন।
সখারে দিলাম আমি রহস্য কারণ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল মহাশয়॥
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে।
পুনরপি বলে মোরে সদয়-বচনে॥
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখা।
রুরুর সহিত যত দিন নহে দেখা॥
প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন কর ক্ষত্র-কর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন।
স্বল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন॥
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
দয়ায় সর্পের কুল ব্রাহ্মণ রাখিল॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু সুত।
যাঁহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
রুরু বলে, কহ শুনি আস্তিক-আখ্যান।
কিরূপে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ॥
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর, খণ্ডুক বিস্ময়॥
মুনি কহে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দাও, যাব আমি আপনার স্থল॥
এত বলি দিব্য-মূর্ত্তি হইল তৎক্ষণে।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল যথাস্থানে॥
বিস্ময় জন্মিল, রুরু মনোদুঃখে তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে॥
প্রমতি বলেন, আমি তাহা সব জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ বিনা নাহি আর॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥

জরৎকারুর-বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থানে।
সর্পযজ্ঞ জন্মেজয় কৈল কি কারণে॥
প্রমতি বলেন, বৎস কর অবধান।
মহাশ্চর্য্য সর্প-যজ্ঞ অপূর্ব্ব আখ্যান॥
যাযাবর-বংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ-দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্ত-বেশ সদা অনাহারে॥
একদা অরণ্য-মধ্যে ভ্রমে তপোধন।
একগোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত রচন॥

তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন।
এক উলামূল ধরি আছে সর্বজন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল মুনিবর।
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সবাকার॥
যে উলায় মূল ধরি আছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল, না দেখ নয়নে॥
একগোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে উহা ইন্দুর-দংশনে॥
তবে ত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর॥
যাযাবর বংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু সেই হৈল হেন গতি॥
ঋষি বলে, বংশে কেহ নাহি কি তোমার।
বংশ-রক্ষা করি করে সবার উদ্ধার॥
পিতৃগণ বলে, মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশ-অভাজন॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার, শুন মহাজন॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া॥
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা করিব পালন॥
পিতৃগণ বলে, কর বনিতা গ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপেতে-তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে ধায়॥
তে'কারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা-সবা রক্ষা কর॥
পিতৃগণ-বাক্য শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা, মম অঙ্গীকার॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা কহিনু নিশ্চয়॥
তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকার সেই করিবে উদ্ধার॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
সন্তান জন্মিলে হবে বংশের সদগতি॥
যেই বিণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ, তাই মূল আছে ত লাগিয়া॥
মূষিক খুঁড়িতেছিল মূষিক সে নয়।
মূষা রূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয়॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ-দেশান্তর করেন ভ্রমণ॥
পিতৃ-গণ-আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
যাচি কন্যা দিতে কেহ নাহি কি ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ, বলে তিন বার॥
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি-গোচর॥
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার॥
মুনিবরে ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী তুমি করহ গ্রহণ॥
মুনি বলে, এই কন্যা কোন্ নাম ধরে।
সত্য করি কহ শুনি না ভাণ্ডিহ মোরে॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে, কৈনু অঙ্গীকার॥
বাসুকি বলিল, নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম ল'য়েছে সুন্দরী॥
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এতদিনে॥

এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর ॥
মহাভারতের কথা সুধা হইতে সুধা।
কর্ণপথে কর পান, যাবে ভব-ক্ষুধা ॥
বহু চিত্র-কথা যত ব্যাস বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত ॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীতিছন্দে বিরচিল তাহা কাশীদাসে ॥

———

নাগগণের উৎপত্তি ও অরুণের জন্ম।

মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি
বিস্তারিয়া সব কথা কহ পুনঃ সৌতি ॥
সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী যাহার কারণ ॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপেরে দোঁহে বহু সেবা করি ॥
তুষ্ট হয়ে বলে মুনি, মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর ॥
সহস্রেক নাগ হবে আমার কুমার।
এই বাঞ্ছা মোর পূর্ণ কর মুনিবর ॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপেরে পায়।
দুই পুত্র মোরে মুনি দেহ মহাশয় ॥
কদ্রু-পুত্রে বলাধিক হইবে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ ॥
মুনি-বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল মহামতি ॥

কত দিনে দুই জনে প্রসব করিল।
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রুদেবী প্রসবিল ॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি ॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি-বরে পায় কদ্রু সহস্র নন্দন ॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে দুইজনে ডিম্ব প্রসবিল ॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল ॥
এই ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
তাহাতে লোহিতবর্ণ পুত্র যে জন্মিল ॥
অর্দ্ধাঙ্গ-বিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার ॥
পরপুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়ে।
অকালে ভাঙ্গিলা ডিম্ব, পূর্ণ নাহি হয়ে ॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি।
সে-কারণে জননী, শাপিব তোরে আমি ॥
যে ভগিনী-পুত্র দেখি হিংসা হৈল মনে।
তাহার হইয়া দাসী সেব চিরদিনে ॥
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ-রতন।
তাহা হৈতে হবে তব শাপ-বিমোচন ॥
মহা-বীর্য্যবান বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে ॥
আপনি হইবে ভগ্ন সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে ॥
হেনমতে একদিন দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একস্থানে ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর ॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন-গমন ॥

সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি ॥
সমুদ্র-মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন ॥

সমুদ্র-মন্থন।

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
যে হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন ॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ নিয়া মন্থন সাগর ॥
অমৃত উৎপত্তি হবে সাগর-মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধা-পানে ॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী-ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে ॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর-পর্ব্বত যথা করিল গমন ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
উর্দ্ধে উচ্চ একাদশ-সহস্র যোজন ॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈলা দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর ॥
দেবগণ সব গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল, তুমি ধরহ মন্দরে ॥
বরুণ বলিল, গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার ॥
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায় ॥
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি-নাগের দড়ি করিল যোজন ॥
পুচ্ছেতে ধরিল দেব, মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন ॥
গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ ॥
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে খণ্ডাইল শ্রম ॥
ত্রিভুবন বিকম্পিত সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে ॥
মন্দরের আন্দোলে বরুণ কম্পমান।
জলচর জীব যত ত্যাজিল পরাণ ॥
অগ্নি উঠে গিরি-বৃক্ষ-মূল ঘরষণে।
পর্ব্বত-নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে ॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর ॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি জল-বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হৈল ঘরষণে ॥
তাহার যতেক রস সমুদ্রে পড়িল।
সেই রস পরশনে জলচর জীল ॥
হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম সুধা না মিলিল ॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র-মন্থন ॥
অমৃত না মিলে হৈল পরিশ্রম সার।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার ॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে ॥
তোমা বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি ॥
সব দেবগণ তবে বিষ্ণুতেজ পাইয়া।
পুনরপি সিন্ধু মথে মন্দর ধরিয়া ॥
হেনমতে দেবাসুর মথন করিতে।
দ্বিজরাজ-জন্ম তবে হৈল আচম্বিতে ॥

সুধাংশু ষোড়শ-কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম॥
দরশনে অখিল জনের হৈল তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি॥
দেখি হরষিত হৈল সুরাসুর-নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর॥
তবেত জন্মিল হস্তী, নাম ঐরাবত।
শ্বেত-অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত, আকারে পর্ব্বত॥
মদিরা জন্মিল, অশ্ব উঠে উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত-পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরী-শোভা॥
অমৃতের কমণ্ডলু লৈয়া বাম কাঁখে।
ধণ্বন্তরি উঠিলেন, সুরাসুর দেখে॥
রত্নগণ উপজিল, দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন॥
মন্দরের আন্দোল ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মাঝ।
না পারিল সহিতে বরুণ জলরাজ॥
পাত্র-মিত্রগণ ল'য়ে করিল বিচার।
কিরূপে মথন হৈতে পাইব নিস্তার॥
মন্ত্রী বলে, উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লইবে চল যথা চক্রপাণি॥
জনমিল যেই কন্যা কমল-কাননে।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব-নারায়ণে॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনি-শাপ-ভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া॥
তাহার কারণে সিন্ধু হইল মথন।
নিবারণ হবে, লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ॥
শুনি তবে জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য-রত্নচয়ে চতুর্দ্দোল বানাইল॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে॥
সহস্র-ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ॥

রূপেতে করিল আলো এ তিন ভুবন।
মলিন হল সূর্য্য-আদি জ্যোতির্গণ॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল-বদন, চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজা কমল-দন্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে॥
যুগল কমল-পদ, কমল-আসনে।
বিদ্যুৎ-বরণী, নানা রতনে ভূষণ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস॥
জীবাত্মা-বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তেমতি ত্রৈলোক্য ছিল বিনা লক্ষ্মী-জনু॥
দেবকন্যা নাগকন্যা মানবী অপ্সরী।
হুলাহুলি শব্দেতে পুরিল তিন পুরী॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্র আদি যত অমর-মণ্ডলে।
করযোড়ে প্রণমি পড়িল ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে দেব-নারায়ণ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাঁড়াইল যোড়-করে॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে মৃদু-মন্দ-ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ-বিশেষে॥
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি সর্ব্বব্যাপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তুমি জগৎব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর॥
তোমার সৃজন দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকলেতে তোমা নিয়োজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলা, যমে সংযমনী-পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর॥

জল মধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করি যে বসতি॥
কোন্ দোষে দোষী নহি তব পদ্মপাদে।
তবে কেন আমি পড়িনু প্রমাদে॥
দ্বিতীয় সুমেরু সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুর-মধ্যেতে মথিল অবিরত॥
যোজন পঞ্চাশকোটি যে পৃথ্বি-বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যাঁর॥
অবিরত সেই স্থল মন্থে সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে ঘর্ষণ বিশেষ॥
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন।
একটিও না রহিল লইয়া জীবন॥
ভাঙ্গিল আমার পুর, হৈল লণ্ডভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড॥
এতকাল স্থান দিয়াছিলা সিন্ধুমাঝ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
এতেক মিনতি যদি করিলা বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় হৈলা সকরুণ॥
আশ্বাসি বলেন হরি, শুন জলেশ্বর।
না করিহ চিন্তা কিছু, না করিহ ডর॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল।
তিনপুর ত্যজি প্রবেশিলা সিন্ধু-জল॥
হতলক্ষ্মী হয়ে কষ্ট পায় সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ॥
লক্ষ্মী যদি মিলিল, মথনে কিবা কাজ।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হৈল জলরাজ॥
এত বলি মথন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্টমতি হৈল বরুণ তখন॥
সর্ব্ব-রত্ন-সার যেই ত্রৈলোক্য দুর্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা-জিনি যাহার কিরণ।
নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে হৈল সুশোভন॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ।
মথন নিবারি চলিলেন হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

———

নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্র-মন্থনের সংবাদ প্রদান।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সবে সিন্ধু মথিল, না জানে মহেশ্বর॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত॥
প্রণমিলা শিব-দুর্গা দোঁহার চরণ।
আশিস্ করিয়া দেবী দিলেন আসন॥
দেবী জিজ্ঞাসিলা, কহ ব্রহ্মার নন্দন।
কোথা হ'তে হেথা তব হ'ল আগমন॥
নারদ বলেন, আমি ছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে॥
বিষ্ণু পায় কমলা কৌস্তুভ-মণি-আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি॥
নানারত্ন পায় লোক, জল জলধর।
অমৃত অমর-বৃন্দ কল্পতরু বর॥
নানা ধাতু মহৌষধি পায় নরলোক।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আছয়ে যতজনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥
সে কারণে তত্ত্ব নিতে আইলাম হেথা।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি লৈল।
এই হেতু মোর চিতে ধৈর্য নাহি হৈল॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন॥

তাহা দেখি ক্রোধে সকম্পিতা ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে তবে করিয়া ভর্ৎসনা॥
কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যেন না পায় উত্তর॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি-মণি-রত্নে কি কাজ তাহার॥
কি কাজ চন্দনে, যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ, যার ভক্ষ্য সিদ্ধি-গুলি॥
মাতঙ্গে কি কাজ, যার বলদ-বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ, ধুতুরা ভূষণ॥
এ সকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥
দেবী বাক্য শুনি হাসি বলেন ঈষান।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন॥
বাহন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন।
আমি লই তাহা, যাহা ত্যজে অন্য জন॥
ভক্তিতে করিয়া বর মাগিলেন দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্য-বাস॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তাই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল॥
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তূরী।
বিভূতি না লয় তাই সমাদরে ধরি॥
মণি-রত্ন হার নিল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল, তাই পরি হাড়মাল॥
ধুতুরা-কুসুম নাহি লয় কোন জন।
তাই কর্ণে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় তাই আছয়ে বলদ॥
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল।
মোহে মত্ত হয়ে দক্ষ যজ্ঞ যে করিল॥
সকল দেবরে পূজি মোরে না পূজিল।
সমুচিত দণ্ড তার তখনি পাইল॥
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোন্ জন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দেখ জীবগণে।
আমা ছাড়া কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥
দেবী বলে, দারাপুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্ত এ সব বচন॥
বিভূতি-বৈভব-বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে॥
সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র আদি যেমন পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথি সবে নিল রত্নধন।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর হেন বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
কাশীরাম কহে, কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

সমুদ্র মন্থন স্থানে মহাদেবের আগমন।

পার্ব্বতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস,
টানিয়া বান্ধিল ব্যাঘ্র-বাস।
বাসুকি-নাগের দড়ি, কাঁকালে বান্ধিল বেড়ি,
করে তুলি নিল মৃগ-বাস॥
কপালেতে শশীকলা, গলে শোভে হাড়মালা,
করযুগে কঞ্চুক-কঙ্কণ।

ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকারে ভূষি,
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ ॥
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
ভ্রমে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে।
রজতগিরির আভা, কোটিচন্দ্র মুখশোভা,
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে ॥
গলে দোলে কাল সাপ, টঙ্কারি পিনাক-চাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিলা করে
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
ভূত প্রেত ভূচর খেচরে ॥
আগে ধায় যত দানা, কান্ধেতে আয়ুধ নানা,
মুখরবে মহা কোলাহল।
ডমরুর ডিমি ডিমি ; আকাশ-পাতাল-ভূমি,
কম্পান্বিত ত্রৈলোক্য-মণ্ডল ॥
বৃষভ সাজায়ে বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ ॥
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি
শক্তি করে দেব ষড়ানন।
গনেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ মন ॥
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল সুবিশাল,
পাশে ভৃঙ্গী ধায় তিন পাদে।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিন লোক গণিল প্রমাদে ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে, উত্তরিলা দলবলে,
যথা ছিল সব সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুততর-গতি সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর ॥

—

পুনর্ব্বার সিন্ধু-মন্থন ও মহাদেবের বিষপান।

করযোড়ে দাঁড়াইল সব দেবগণে।
শিব বলে মথ সিন্ধু, থামাইলে কেনে ॥
ইন্দ্র বলে, মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনি গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব-মহেশ্বর।
তাহাতে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে, এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সবে বাঁটি
কেহ চিত্তে না করিলা আছয়ে ধূর্জ্জটি ॥
যা করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে।
আমি মথিবারে বলি কবহ হেলেন ॥
এতেক বলিলা যদি দেব-মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবেরা কেহ না কৈল উত্তর ॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু মথন বৃত্তান্ত ॥
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্র-গলে দিল ॥
গজরাজ আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানে মালা মুনিদত্ত
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি-সম জ্বলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র .মারে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পমাল্য ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ হবে হতলক্ষ্মী পুরন্দরে ॥

ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিলা জলে।
লক্ষ্মী-বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিলা পুরন্দর।
শেষ মথনের দড়ি, মথনি মন্দর॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া আসি স্তব কৈল গদাধর॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন-কারণ॥
বিষ্ণু বলে বড় বলী আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু বিনা শ্রান্ত সব কলেবর॥
দ্বিতীয়ে মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি দেব দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র-মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন॥
শিব বলে, আমা হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হৌক্ আমার॥
শিব-বাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত-কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণে তবে মন্দর পর্ব্বত।
সুতপ্ত হইল গিরি মহা অগ্নিবৎ॥
ছিণ্ডি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে সব বহিল রুধির॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র-মুখের পথে গরল বহিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস-অগ্নি, মন্দর অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সিন্ধু হ'তে আচম্বিতে বাহির হইল॥
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজ যেন বাড়ে।
দাবানল-তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তে ব্যাপিল তথা সংসার সকল॥
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
প্রলয় সমান অগ্নি দেখিয়া দারুণ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনে তবে চাহে ত্রিলোচন॥
দূরে থাকি দেবগণ সবে করে স্তুতি!
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান॥
রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক রহিলে আর হইবে প্রলয়॥
দেবের বিষাদ দেখি কাকুতি-স্তবন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন॥
বিশেষে চিন্তেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার।
এবার মথনে সিন্ধু-রত্ন যে আমার॥
আপন অর্জ্জিত তাহে সৃষ্টি করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হন কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে॥
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে॥
অঙ্গীকার-পালন স্বধর্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ, না লন উদরে॥

নীলবর্ণ কণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নামে তাই হইল বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, ধনের ঈশ্বর।
যম সূর্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণা, তুমি সে উগ্রতপ॥
অকালে করিলে তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥
এত শুনি আজ্ঞা দিল দেব মহেশ্বর।
রাখ নিয়া যথাস্থানে আছিল মন্দর॥
মথন-নিবৃত্তি কর, নাহি আর কাজ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
মন্দর লইতে সবে করিল যতন॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক॥
কারো শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল ল'য়ে শেষ।
নিবারিয়া গেল সবে যার যেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ ওদে থাক্ মতি॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
করিলে শ্রবণে পান যায় ভব-ক্ষুধা॥

অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্ব ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ ধারণ

মুনিগণ বলে, শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা, সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল।
দেব সব নিল যত রত্ন উপজিল॥
রত্নের বিভাগ কেন না পায় অসুর।
এত শুনি সূতপুত্র করেন উত্তর॥
সৌতি বলে, দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া॥
সবাকার শ্রম হইল ক্ষীরোদ-মথনে।
যা-কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে॥
ঐরাবত হস্তী নিল, বাজী উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী, কৌস্তুভাদি মণি শতচন্দ্র আভা॥
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি।
অমরের ভাগ পাছে হয় সুধাহাণ্ডি॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিল।
দেব-দৈত্যগণ প্রতি ডাকিয়া বলিল॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি কারণ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন॥
শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইল।
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে ধীরে উপনীত হইলা সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ-পুর।
সুবর্ণে রচিত তাঁর চরণ-নূপুর॥
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাকে পেয়ে মধুগন্ধ।
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু, চারু দুই-হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম বিধিসদ্ম অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
স্তনদ্বয় কুশেশয় কোরক সমান॥

ভুজঙ্গম সম ভুজ মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দুপ্রভা গুণশালী॥
কোটি কাম জিনি শ্যাম-বদন-পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুকচঞ্চু খানি।
নেত্রদ্বয় শোভাময় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রূযুগ-ভঙ্গিমা।
গালে প্রাতঃ-দিননাথ দিতে নারে সীমা॥
পীতবাস করে হ্রাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘ-কেশে পৃষ্ঠ-দেশে বেণী লম্বমান।
আচম্বিতে উপনীত সবা-বিদ্যমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামেতে দহিল।
সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইলা শূলপাণি॥
চৈতন্য পাইয়া হর একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ পসারিয়া ধরিবারে যান॥
কন্যা বলে, যোগি! তোর কেমন প্রকৃতি।
ধরিতে আইস বুড়া হয়ে ছন্নমতি॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি॥
হর বলে, হরিনাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি, কোথায় থাক, কাহার নন্দিনী।
কি হেতু আইলা হেথা কহ সত্যবাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পদনখ নিন্দে সবাকার জ্যোতিঃ॥
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতি॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী।
সবে মোরে জানে, আমি সবাকারে জানি॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ, কভু না শুনি, না দেখি।
কোথা হতে আইলা, সত্য কহ শশিমুখি॥
কন্যা বলে, বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচয়েতে তোমার কোন্ কাজ॥
তৈল বিনা, অঙ্গে ছাই শিরে জটাভার
তাম্বূল-বিহনে দন্ত স্ফটিক-আকার॥
বসন না মিলে পরিধান বাঘছড়ি।
দীঘল হাতের নখ, পাকা গোপ দাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছরে বিনা বদনে দশন॥
মোর অঙ্গগন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য মোহিত॥
কোন্ লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আইস মোর পাশ॥
কিবা রূপ মোক্ষ-কূপ, এরূপ যে হেরে।
সেই পুণ্য, সেই ধন্য, লোক বলি তারে॥
সুর-নর-মনোহর মোহিনী মূরতি।
কাশীরাজ করে আশ, দেখি দিবারাতি॥

— —

মোহিনীরূপী হরির সহিত হরের মিলন।

হর বলে, হরিণাক্ষি! কেন দেহ তাপ।
মোর সহ কভু তব নাহিক আলাপ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি, শুন বরাননি॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখেতে ছেদিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয়॥

মহামায়া বল যারে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু-অংশ জাত গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী॥
দাসী হয়ে সেবে মোর চরণ-অম্বুজে।
মনোমত বর লভে, মোরে যেই ভজে॥
ত্যজ মান মনোরমে! করহ সন্তোষ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ॥
কন্যা বলে, যোগী তোরে জানিনু এখন।
তোরে মহেশ্বর বলি ডাকে সর্ব্বজন॥
ব্যর্থ জপ তপ তোর ব্যর্থ যোগ ধ্যান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চ-মুখে রাম-নাম গান॥
ব্যর্থ জটাভার রাখ ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলাহ বৈরাগী॥
হর বলে, মনোরমে! কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মোর হরিল যে জ্ঞান॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে॥
তপ জপ যোগ ধ্যান জ্ঞানের বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্ম যদি হয়, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য॥
এই বাঞ্ছা হয়, তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ॥
যতেক করিনু তপ জপ হরি নাম।
জটা ভস্ম দিগ্ বাস শ্মশানেতে ধাম॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি॥
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিনু চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে॥
হরবাক্য শুনি হাসি বলে হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন।
অন্যমনা না হবে, আমাতে একমন॥
কায়-মনোবাক্যে করে আমারে ভজন।
সে জনেরে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন॥
শিব বলে, কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা নাহি জানি আর॥
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা-পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন॥
নারী বলে, কত মোরে করহ ছলন।
কেমনে ত্যজিবা তুমি ভার্য্যা-পুত্রগণ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর॥
স্বতন্ত্র না হও তুমি নারী কর্ণধার।
কেমনে পাইবে তুমি মোর কলেবর॥
হর বলে, হরিণাক্ষি কেন হেন কহ।
ত্যজিয়া কপট মোরে কর অনুগ্রহ॥
কি ছার সে নারী পুত্র, নাম লহ তার।
শত শত গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার॥
দাসী হয়ে সেবিবে সে, আমি হইব দাস।
কৃপা করি বরাননে পূর মোর আশ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবা আলিঙ্গন।
তোমার সম্মুখে আমি ত্যজিব জীবন॥
নেউটিয়া মোর পানে চাহ চারুমুখে।
হের, মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে॥
এত বলি ত্রিশূল নিলেন ভূতনাথ।
হাসিতে হাসিতে তবে বলেন শ্রীনাথ॥
বুঝিলাম গঙ্গাধর! তোমার যে জ্ঞান।
কামে বশ হয়ে চাহ ত্যজিবারে প্রাণ॥
ধৈর্য্য ধর, ত্যজ খেদ, চিত্ত কর স্থির।
দিব আলিঙ্গন, তুমি না ত্যজ শরীর॥
নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
ভকত-জনেরে আমি দানি যে অভয়॥
যে জন যেমন কাম মাগে মোর স্থান।
দিই তারে অবশ্য না হয় কভু আন॥
বিশেষে আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার কৈনু আমি॥

এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত॥
আলিঙ্গনে যুগল-শরীর হৈল এক।
অৰ্দ্ধ ভস্ম-ভূষা হৈল, কস্তুরী অর্দ্ধেক॥
অৰ্দ্ধ জটাজূট, অৰ্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীটী, অর্দ্ধ ফণি-ফণাধর॥
কস্তুরী তিলক অৰ্দ্ধ, অৰ্দ্ধ শশিকলা।
অৰ্দ্ধ-গলে হাড়মালা, অর্দ্ধে বনমালা॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, কুণ্ডলী-কুণ্ডল।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অৰ্দ্ধ শোভিত গরল॥
অৰ্দ্ধ মলয়জ, অৰ্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অৰ্দ্ধ কটি বাঘাম্বর, অৰ্দ্ধ পীতাম্বর॥
এক পদে ফণী, অন্যে কনক নূপুর।
শঙ্খ-চক্র করে শোভে, ত্রিশূল ডম্বুর॥
শিব-দুর্গা বিষ্ণু-লক্ষ্মী, চারি মূর্ত্তি হেরি।
কাশীদাস করে আশ, তরি ভব-বারি॥
চারি মূর্ত্তি হেরিলেই মিলে চারি ফল।
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধুর সম্বল॥

———

সুধা বণ্টন ও রাহু-কেতুর বিবরণ।

সৌতি বলে, সাবধানে শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হরি-হরের মিলন॥
দেবগণ-রক্ষা হেতু দেব ভগবান্।
পুনরপি আইলেন সবা বিদ্যমান॥
হেথা সুরাসুর সবে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা, কোথা কন্যা, করে অন্বেষণ॥
হেনকালে নারী-বেশে দেখে নারায়ণে।
এই এই বলিয়া ধাইল সর্ব্বজনে॥
চতুর্দ্দিক হইতে ধাইল সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল সবে করি লক্ষপুর॥
চিত্রের পুত্তলী প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
ততক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন॥
এই ক্ষীর- সিন্ধু মধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম, সমুদ্রে উৎপত্তি॥
সহিতে নারিনু অনুক্ষণ কলরব।
কি হেতু কলহ কর তোমরা এ সব॥
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর-অমর-দ্বন্দ্ব অমৃত কারণ॥
ভাল হৈল, তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
বাঁটি দেহ সুধা, দ্বন্দ্ব হৌক সমাধান।
তুমি যে করিবা তাহা না করিব আন॥
কন্যা বলে, এত দ্বন্দ্বে আমার কি কাজ।
কভু না মধ্যস্থ হৈব সুরাসুর-মাঝ॥
আমার বিধান যদি নাহি লয় মন।
সবে ক্রোধ করিলে কি করিব তখন॥
তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্বজন।
সত্য কহি, না লঙ্ঘিব তোমার বচন॥
এতেক সবার মুখে শুনি দৃঢ়বাণী।
কহিতে লাগিল তবে দেব চক্রপাণি॥
তোমা সবাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা-বিদ্যমান॥
দুই পংক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
একভিতে দৈত্য, একভিতে দেবগণ॥
মায়াবীর মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষণ॥
দুই পংক্তি বসিল লইয়া পত্রাসন।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেন বণ্টন॥
দেবতার জ্যেষ্ঠ ভাগ বলেন মোহিনী।
দেবে সুধা বিতরিতে যুক্তি আগে মানি॥
দৈত্যগণ বলিল, যেমত তব মতি।
শুনিয়া বাঁটেন সুধা তবে লক্ষ্মীপতি॥
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥

সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে যত ছিল খাইল আপনি ॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন রবি শশী।
দেখ দেখ রাহু-দৈত্য সুধা খায় আসি ॥
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
চক্রেতে অসুর-মুণ্ড করিল ছেদন ॥
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু।
মুখ হৈল রাহু, কলেবর হৈল কেতু ॥
দৈত্য মারি সুধা হরি হৈল অন্তর্ধান।
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত হৈল দৈত্যগণ
মারহ অমরগণে বলিয়া উঠিল।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ কৈল সুরাসুর ॥
সুধাপানে বলবান্ যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল দৈত্যজন।
আপন আলয়ে চলি গেলা দেবগণ ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম কহে, কলি-ভয়ে পরিত্রাণ ॥

— — —

নাগগনের প্রতি কদ্রুর অভিসম্পাত ও বিনতার দাসীত্ব বিবরণ।

শৌনকাদি মুনিগণ সৌতিরে পুছিল।
কদ্রু আর বিনতায় কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
সৌতি বলে, দুই জন দেখি তুরঙ্গম।
সর্ব্ব সুলক্ষণ অশ্ব অতি মনোরম ॥
কদ্রু বলে, বিনতা দেখহ অশ্ববর।
কোন্ বর্ণ ধরে অশ্ব পরম সুন্দর ॥
বিনতা কহিল, অশ্ব শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন্ বর্ণ দেখ, কহ দেখি মোরে ॥

কদ্রু বলে, কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুই জনে বিতণ্ডা যে হইল বিস্তর ॥
কদ্রু বলে, বিনতা কোন্দল কি কারণ।
দুই জনে এস তবে করি কিছু পণ ॥
দাসী হ'য়ে থাকিবেক যেই জন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে চলি গেল ঘরে ॥
অস্ত গেল দিনমণি, দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে ॥
এত বলি চলি গেল যে যাহার গৃহে।
পণের কারণে কিন্তু মনস্থির নহে ॥
সহস্রেক পুত্রে কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া ॥
পুত্রগণ বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥
কদ্রু বলে, অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয়, কর প্রতিকার ॥
বিনতার সহ আমি করিয়াছি পণ।
হারিলে হইব দাসী, না হয় খণ্ডন ॥
এত শুনি নাগগণ বিরস-বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন ॥
যেমন জননী তুমি তেমন বিনতা।
কপটেতে দিন দুঃখ, ভাল নহে কথা ॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু, দিল শাপবাণী।
জন্মেজয়-যজ্ঞে ভস্ম হৈবে সব ফণী ॥
কদ্রু শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা ॥
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোক-হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি করে পুরন্দরে ॥
বিষের জ্বলনে লোক হয় ত বিনাশ।
রক্ষা-হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র করিল প্রকাশ ॥
দিব্য মন্ত্র গারুড়িক দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

কদ্রু ও বিনতার অশ্ব দর্শনে গমন।

মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল তাহার বর্ণ যত নাগগণ॥
নিঃশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল-ইন্দু আভা॥
হেথায় বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত গেল দোঁহে তুরঙ্গ দেখিতে॥
পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজনে।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণে॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন॥
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোড়া, অতি সুলক্ষণ॥
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ-বদন।
অঙ্গীকার কৈল সপত্নীর দাসীপণ॥

——

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের সারথ্য।

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতঃ হৈতে ক্রমে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক বেড়ে॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় পর্ব্বত-শিখর॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ, লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ছুঁইল গগন॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পমান তাহার গর্জ্জনে।
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড় কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর॥
অগ্নি বলে, আমারে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সংবর বলি বলে দেবগণে॥
দেবতার স্তবে অগ্নি কন হাস্য করি।
অকারণে ভীত কেন দৈত্য-কুল-অরি॥
আমি নহি কাশ্যপেয় বিনতা-নন্দন।
সর্ব্বলোক-হিতকারী হিংস্রক-হিংসন॥
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হয়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে॥
অগ্নির বচন শুনি যত দেবগণ।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন॥
হেন রূপ দেখি তব অতি ভয়ঙ্কর।
সংবর করুণা করি বিনতা-কোঙর॥
তোমার তেজেতে দেখ চক্ষু যায় জ্বলি।
ভীষণ গর্জ্জনে লাগে কর্ণদ্বয়ে তালি॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সংবরহ কর পরিত্রাণ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সংবরিল নিজ কলেবর॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ॥
মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহিছে তপন॥

সৌতি বলে, যেইকালে দেব জনার্দ্দন।
সুরগণে সুধারাশি করেন বণ্টন॥
গোপনে বসিয়া রাহু অমৃত খাইল।
দিবাকর নারায়ণে দেখাইয়া দিল॥
সূর্য্যের বচনে তবে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে অসুর মুণ্ড করেন ছেদন॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
ক্রোধে রাহু গ্রাসে তাঁরে পাপগ্রহ দিনে॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে॥
সবে দেখে কৌতুক, আমারে করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর॥
ব্রহ্মা বলে, ভয় নাহি কর দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে।
রবি-তেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে॥
ততদিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজনে।
এত বলি প্রবোধিয়া গেল দেবগণে॥
ভারতের পুণ্যকথা পুণ্যজন শুনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

———

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন।

অরুণে লইয়া তবে বিনতা-নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
সপ্ত-অশ্ব কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে॥
সূর্য্যরথে সহোদরে রাখি পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীর-সিন্ধু-মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন-বদন।
মায়ের চরণ গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্রে দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
স্নেহবাক্যে গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যদ্বীপে লয়ে চল কান্ধে করি মোরে॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়॥
কদ্রুরে লইল কান্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল কান্ধে করি॥
নাগগণে কান্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য-মণ্ডলে উঠিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগ-মাতা দেখে পুড়ি মড়িছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ, নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র ডাকি আজ্ঞা কৈল সব জলধরে॥
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জলবৃষ্টি করিয়া ভরিল দিশপাশ॥
তবে খগপতি সব লৈয়া নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফল-ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয়-সুগন্ধি-বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার বড় শক্তি আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার কান্ধে করিব বিহার॥

আর এক দ্বীপে লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় বলিল, মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি কান্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবা করিবারে।
কি হেতু এমন বোল বলে বারে বারে॥
একবার কান্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়॥
পুনরপি বলে মোরে, সহনে না যায়॥
বিনতা বলেন, পুত্র দৈবের লিখন।
আমি কদ্রু-দাসী, তুমি দাসীর নন্দন॥
গরুড় বলিল, মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলা কিসের কারণ॥
বিনতা কহিল, পূর্ব্বে সপত্নীর সনে।
উচ্চৈঃশ্রবা তরে হই পরাজিতা পণে॥
সেই হৈতে দাসীবৃত্তি করি তার আমি।
তে' কারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল সৎ-মায়ের নিকটে।
কদ্রুর অগ্রেতে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো, করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হয় দাসীত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
সুরলোক হৈতে সুধা মোরে দেহ আনি॥
তাহা শুনি খগবর আনন্দিত অতি।
মায়ের নিকটে বীর গেল শীঘ্রগতি॥
যা বলিল সৎ-মাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর, দুঃখ-অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে, দেহ কিছু খেতে॥
জননী বলিল, যাহ সমুদ্রের তীরে।
খাও গিয়া যত বৈসে নিষাদ-নগরে॥

কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু, দ্বিজে খাও পাছে॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি, কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা, খাও পাছে তারে॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে বাছা নাহিক নিস্তার॥
গরুড় বলিল, যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কিবা চিহ্ন ধরে দ্বিজ, কেমন লক্ষণ॥
বিনতা বলিল, তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল॥
খাইতে তোমার কণ্ঠ জ্বলিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাও পুত্র, অমৃত আনহ অপ্রমাদ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জন॥
এত বলি খগবরে করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি॥
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর-নরে॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
প্রশ্বাস সহিত সব মুখে প্রবেশিল॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড়-উদরে॥
গরুড় স্মরিল, তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল, শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল, নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যার বিহনে আমি না রাখিব প্রাণ॥

গরুড় বলিল, মোর দ্বিজ বধ্য নহে।
ত্বরিতে নিঃসর, অগ্নি যাবৎ না দহে॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত এস হে বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবৰ্ত্তিনী-করে॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুর মহাবীর॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
গরুড় বলিল, তাত আছি যে কুশলে।
সকলি কুশল, মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে॥
মাতৃ-বোলে খাইলাম নিষাদ-নগর।
না হইল ক্ষুধা-শান্তি, পুড়িছে উদর॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি অন্তরেতে॥
তুমি তাত কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল করি দেহ গো উদর যেন পূরে॥
কশ্যপ বলিল, তবে শুন পুত্রবর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর॥
গজ-কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে॥

———

গজ-কচ্ছপের বিবরণ।

বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দোঁহে মুনির কোঙর॥
শক্রগণ দোঁহারে করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল॥
শক্রগণ বলিল, অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে॥
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে, এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার॥
দোঁহাকারে দুই রূপ কহে শক্রগণে।
বহুদিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জনে॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক প্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসু শাপ দিল ততক্ষণ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া দ্বন্দ্ব কর পরবাক্যে তুমি॥
নিত্য আসি বিসম্বাদ কর মম সনে।
দিনু শাপ, গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে॥
সুপ্রতীক বলে, মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিলে, বল মোরে কিসের লাগিয়া॥
তুমিও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুই জনে দুই শাপ দিলেক দোঁহারে॥
গজ গেল অরণ্যে, কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই ভাই বিসম্বাদ কৈলে হেন ফলে॥
পরবাক্যে যারা সব করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে তার, হয় ত প্রমাদ॥
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর॥
তাহার দ্বিগুণ দেহ করিবর ধরে।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীরে॥
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে বিনতা-নন্দন॥
সমরে প্রবৃত্ত হৈলে দেবগণ সনে।
বেদহবীরহস্য রাখিবে তোমা ধনে॥
ত্রিভুবন বিজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর॥
অন্তরীক্ষ হৈতে দেখে বিনতা-কোঙর।
বন হইতে বাহির হৈল গজবর॥
সরোবর-তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিলেক তখন॥

দুই জনে মহাযুদ্ধ, কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়॥
এক নখে গজে ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপঃলোকে॥
কোথায় খাইব বসি ভাবে মনে মন।
নানাজাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন॥
এক বটবৃক্ষ তথা অতি উচ্চতর।
দেখিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা-নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য-মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতা নন্দন॥
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল, মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল. গজ-কূর্ম্ম নখে।
উড়িয়া বেড়ায় পক্ষী, উপায় না দেখে॥
বহুদিন গরুড় উড়িল হেনমতে।
কশ্যপে দেখিল গন্ধমাদন-পর্ব্বতে॥
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে বিলম্বিত॥
কশ্যপ বলেন, পুত্র করিলা কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাটি-সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ, ক্রোধ নহে যতক্ষণ॥
তবে ত কশ্যপ মুনি করি যোড় কর।
মুনিগণ প্রতি স্তুতি করিলা বিস্তার॥
এই ত গরুড় হয় সবাকার হিত।
সে কারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত॥

কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমগিরি 'পরে সরে করিল গমন॥
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথায় ফেলিব ডাল আজ্ঞা কর মোরে॥
কশ্যপ বলিল, যাও ঋষ্য-শৃঙ্গ-গিরি।
জীবজন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞা-ক্রমে ধীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল লয়ে পর্ব্বত উপর॥
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় তৃপ্তমনা হৈয়া॥
মহাতেজ গগনে উঠিল মহাবল।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত সকল॥
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর-নগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে-ঘন।
ঘোর বায়ু, মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
ইহা দেখি ইন্দ্র বৃহস্পতিরে পুছিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল, তোমার পূর্ব্ব পাপে।
আসিছে গরুড়-পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥
সুধার কারণে আসে বিনতা-নন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ॥
এত শুনি কুপতি হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে, শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কশ্যপ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তাঁর পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলবন্ত।
কি হেতু হইল কহ পূর্ব্বের বৃত্তান্ত॥

সৌতি কহে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির অভিসম্পাত।

পূর্ব্বেতে কশ্যপ-মুনি যজ্ঞ আরম্ভিল।
দেব-ঋষি গন্ধর্ব্বাদি যত কেহ ছিল॥
যজ্ঞের সাহায্য দানে করিয়া মনন।
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে প্রবেশিল বন॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা নিল পুরন্দর॥
শীঘ্র কাষ্ঠ ফেলিয়া আইস সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি॥
পলাশের পত্র লয়ে মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সবে যায় ধীরে ধীরে॥
পথে যেতে সবে এক গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে আছে দাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মত্ত দুরাচার॥
বালখিল্য-মুনিগণ এতেক ভাবিল।
অন্য ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্র হৈতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকায় ত্রৈলোক্য জিনিবে॥
হেনমতে যজ্ঞ করে যত মুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ-প্রতি তবে বলিল বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি' ব্রহ্মা নিয়োজিল॥
অন্য ইন্দ্র-হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ, হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যা হয় উচিত॥
বালখিল্য বলে, যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল ভ্রষ্ট॥
কশ্যপ বলিল, নষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণে সান্ত্বাইয়া বলে সুররাজে।
উপহাস কভু আর নাহি কর দ্বিজে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নাহি কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার॥
এত বলি দেবরাজে করেন মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতি।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল কশ্যপ-কোঙর॥
তবে ত গরুড় বীর গেল সুরালয়।
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখি সবে পায় ভয়॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
গরুড়ের তেজ বাড়ে, যত অস্ত্র পড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুর-গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ সবাই অবোধ।
না জানিয়া আমা সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ॥
সবারে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
সাধিব আপন কার্য্য কি কাজ বিনাশে॥
এত চিন্তি ততক্ষণে বিনতা-নন্দন।
পাখসাটে পূরাইল ধূলায় গগন॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্নময়।
ভাঙ্গিল যে পাখসাটেতে সে সমুদয়॥
অনিমিষ-নেত্রে ভয় পায় দেবগণ।
ধূলায় পূরিল, ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দব।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলাও সত্বব॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতা-নন্দন॥
পাখসাট মারে কারে, বিদারয়ে নখে।
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে, যে পড়ে সম্মুখে॥
সবার শরীর হৈল রক্তে পরিপূর্ণ।
ভাঙ্গিল মস্তক কারো, অস্থি হৈল চূর্ণ॥
পাখসাটে উড়াইয়া ফেলে চারিদিকে।
দক্ষিণে পলায় কেহ কেহ পূর্ব্ব-ভাগে॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনী-কুমার দোঁহে পলায় উত্তরে॥
পুনঃ পুনঃ আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণ করি সবে সুধার কারণ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতিক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল॥
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি জিনিয়া সমরে
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে॥

চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগেশ্বর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর॥
অগ্নি পার হৈয়া তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-ধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর॥
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান॥
সূচিকা-প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক সূক্ষ্ম তথা হৈল পক্ষিরাজ॥
চক্র পার হৈয়া তবে বিনতা-নন্দন।
দেখে ভয়ঙ্কর সর্প চন্দ্রের রক্ষণ॥
দৃষ্টিমাত্র ভস্ম করে সেই দুই ফণী।
দেখিয়া চিন্তিত-চিত্ত হৈল খগমণি॥
অতি ক্রোধে পাখসাট গরুড় মারিল
পক্ষের ধূলিতে ফণি-নয়ন পূরিল॥
ধূলায় পূরিল চক্ষু, হৈল অধোমুখ।
ফণিমুণ্ডে চড়ে বীর পরম-কৌতুক॥
চন্দ্রমা ধরিলা বীর বিনতা-নন্দন।
অমৃত গ্রহণ কৈল আনন্দিত মন॥
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতরে।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে॥
কামরূপী মহাকায় বিনতা-নন্দন।
সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন॥
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইসে খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর॥
অন্তরীক্ষে আইল যথা বিনতা-নন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে পক্ষিবর করে নিবারণ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট॥

অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
তুষ্ট হয়ে গরুড়ে বলেন দেবরায়॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইনু খেচর।
মনোমত মাগ তুমি দিব আমি বর॥
গরুড় বলিল, যদি তুমি দিবা বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর॥
অজয় অমর হব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু কন, যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে॥
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর॥
গোবিন্দ বলেন, যদি দিবা তুমি বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর॥
গরুড় বলিল, মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার॥
উচ্চস্থল দিলে যে আমারে দিলা বর।
শ্রীহরি বলেন, বৈস রথের উপর॥
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃত লইয়া॥
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাক্রোধে মারে বজ্র গরুড়-উপর॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র-অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ॥
মুনি-অস্থি-জাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হ'ল মোর কি করিতে পারে॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পর্ণ দিব তোমার কারণ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর॥

তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইলাম তব সখা আমি॥
ইন্দ্র বলে, সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিনলোকে ডরি॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায়॥
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর-নগরী॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে, ইহা সত্য মানি খগেশ্বর॥
যতেক বলিলা সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে॥
অমৃত লইয়া যাও কিসের কারণ।
ফিরে দেহ আমা সবে করি আকিঞ্চন॥
সুপর্ণ কহিল, শুন দেব বজ্রপাণি।
দাসীপণে বদ্ধ আছে আমার জননী॥
সুধা লয়ে দিতে যদি পারি সর্পগণে।
তবে ত জননী মুক্ত হবে দাসীপণে॥
এই হেতু সুধা লয়ে যাই নাগলোকে।
যথায় জননী কাল হরেন অসুখে॥
ইন্দ্র বলে, হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয়॥
তোমার যে শত্রু হয় সে শত্রু আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার॥

হেন জনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
অপর উপায়ে মায়ে করহ মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যর্পণ ॥
গরুড় বলিল, সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিয়াছি অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
কেমনে অমৃত ছাড়ি যাই বজ্রপাণি ॥
তবে এক যুক্তি সখা করহ শ্রবণ।
তব বাক্য রবে, হবে মায়ের মোচন ॥
সুধা লয়ে দিব আমি যত সর্পদলে।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি হরিবে কৌশলে ॥
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব মোচন ॥
এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল আনন্দিত অতি ॥
ইন্দ্র বলে, তুষ্ট হই তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥
গরুড় বলিল, আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
তথাপি করিব রক্ষা সখা তব বাক্য।
বর দেহ ফণী যেন হয় মম ভক্ষ্য ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র তারে বর দিল ॥
বর পেয়ে তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গে চলিলেন পুরন্দর ॥
পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন সুদৃঢ় করি বলহ বচন ॥
যথায় রাখিবে সুধা যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি ॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে প্রত্যয় না হয় ॥

তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণে।
হের সুধা আনিলাম দেখ সর্ব্বজনে ॥
দাসীত্বে মোচন হৌক আমার জননী।
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফণী ॥
ফণিগণ বলিলেক, আর নাহি দায়।
দাসীত্বে মোচন করিলাম তব মায় ॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত বিনতা-নন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন ॥
স্নান করি শুচি হৈয়া এস সর্ব্বজন।
আনন্দিত হয়ে সুধা করহ ভক্ষণ ॥
এই দেখ সুধা রাখি কুশের উপর।
এত বলি সুধা লয়ে গেল খগেশ্বর ॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নান দান।
হেথা সুধা লয়ে ইন্দ্র হইল অন্তর্দ্ধান ॥
শুচি হৈয়া আসিল যতেক নাগগণ।
অমৃত না দেখি হৈল বিরস বদন ॥
জানিল হরিয়া সুধা দেবরাজ নিল।
সবে মিলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল ॥
তীক্ষ্ণধারে সকলের জিহ্বা হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর ॥
পবিত্র হইল কুশ সুধা-পরশনে।
নিষ্ফল সকল কর্ম্ম কুশের বিহনে ॥
গরুড়-বিক্রম আর বিনতা-মোচন।
নাগের নৈরাশ্য আর অমৃত-হরণ ॥
এ সব রহস্য কথা শুনে যেই জনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে ॥
পুত্রার্থীর, পুত্র হয় ধনার্থীর ধন।
তার প্রতি সুপ্রসন্ন বিনতা-নন্দন ॥
আদিপর্ব্ব ভারতে গরুড় জন্মকথা।
অপূর্ব্ব পয়ার ছন্দে পাঁচালিতে গাঁথা ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ॥

শেষ-নাগের তপস্যা ও পৃথ্বিভার বহন।

শৌনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড় কথা অদ্ভুত কথন॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার॥
সৌতি বলে, কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি, শ্রেষ্ঠ ফণী যত জন॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট সিংহ-আঁখি॥
বামন কালিয় এলাপত্র মহোদর।
কুণ্ডল অনীল নীল বৃত্ত অকর্কর॥
মণিনাগ আপূরণ আর্য্যক উগ্রক।
সুরামুখ দধিমুখ কলশ পোতক॥
কৌরব্য কুটর আপ্ত কম্বল তিত্তিরি।
হেনমত নাগ সব কত নাম করি॥
সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবে হৃদিমাঝ॥
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা-তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে॥
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈলে প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন॥
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর যত সহোদর॥
গরুড় আমার ভাই বিনতা-নন্দন।
তার সহ কলহ করয়ে অনুক্ষণ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার॥
সদাই কপট কর্ম্ম, লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ছাড়িব আমি তপস্যা করিয়া॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে॥
বিরিঞ্চি বলেন, শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্রী করাইল॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল-ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল তেঁই ব্রহ্মার বচনে॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে হয় অত্যন্ত দুঃখিত॥
সব ভ্রাতৃগণ লৈয়া করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল॥
জন্মেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই, কর প্রতিকার॥

এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল ॥
যার যেই যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥
এক নাগ বলে, আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয় যজ্ঞে আমি ভিক্ষা মাগি লব ॥
আর নাগ বলে, আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে, কোন্ বিচিত্র সে কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞ-হোতা ॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণে ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
অন্যে বলে, আরে ভাই এ নহে বিচার।
ব্রাহ্মণ-হিংসিলে ভাই নাহিক নিস্তার ॥
বিপদে পড়িলে লোক বিপ্রে দান করে।
বিপ্র তুষ্ট হলে ভাই সর্ব্বারিষ্ট হরে ॥
আর নাগ বলে, আমি জলধর হৈয়া।
নিবারিব যজ্ঞ অগ্নি বারি বরষিয়া ॥
আর নাগ বলে আমি বিপ্ররূপ ধরি।
যতেক যজ্ঞের শস্য লব চুরি করি ॥
কেহ বলে, মোরা সবে একত্র হইয়া।
অনিবার যজ্ঞাগার থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ-নিবারণ ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল, নাহি রুচে মম মনে ॥
আমা সবা মারিবারে দৈব-শক্তি ধরে।
কাহার ক্ষমতা ভাই তাহারে নিবারে ॥
ইহার উপায় কিছু নাহি দেখি আর
অবশ্য সর্পের কুল হইবে সংহার ॥
এলাপত্র নামে সর্প ছিল একজন।
বাসুকির বাক্য শুনি কহিল তখন ॥
মায়ের বচন কভু না হবে লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈল সবে সব অকারণ ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন ॥
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন ॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
দেবগণ তখনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল ॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর কোন্ জন হেন আছয়ে ভুবনে ॥
ব্রহ্মা বলে অবধান কর সুরগণ।
পরের অহিতকারী সদা সর্পগণ ॥
বিনষ্ট হইলে তারা রহিবে সংসার।
নতুবা সর্পের বিষে হৈবে ছারখার ॥
তবে ধর্ম্মে অনুগত যেই নাগ হবে।
জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে ॥
শুন সবে আছে এক উপায় তাহার।
যাযাবর-বংশে জন্ম লবে জরৎকার ॥
তাহার বিবাহ হবে জরৎকারী সনে।
বাসুকির ভগ্নী সেই বিখ্যাত ভুবনে ॥
তার গর্ভে জন্মিবেন আস্তিক কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার ॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল দেবগণে।
এ সকল কথা আমি শুনেছি শ্রবণে ॥
আর কোন উপায় করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥
সেই জরৎকারী যেই ভগিনী সবার।
জরৎকারে বিভা দিলে হইবে নিস্তার ॥
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু করি সবে করিল উত্তর ॥
তবে দেবাসুরে মিলি সমুদ্র মথিল।
তাহার মথন দড়ি বাসুকি হইল ॥

তুষ্ট হয়ে দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মথন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তাহার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন
জরৎকারু জন্য চর কৈল নিয়োজন॥
চরগণে বলেন থাকিবে অলক্ষ্যেতে।
জরৎকারু দেখা হৈলে কহিবে ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী তাহার কারণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
ভক্তিভরে বর্ণন করিব যত পারি॥
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য-ভিতরে॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারত-শ্রবণ॥

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ।

সৌতি বলে, এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সর্ব্বগুণযুত রাজা সদা সত্যব্রত।
মৃগয়াতে প্রিয়, বনে ভ্রমে অবিরত॥
দৈবে একদিন রাজা বিন্ধিলা হরিণে।
পলায় হরিণ, পাছু ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিত-বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব-নিবন্ধন॥
বহুদূর অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য-ভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হয়ে পরীক্ষিত।
গো-চারণ স্থানে এক হৈল উপনীত॥
উপনীত হয়ে তথা দেখিবারে পান।
বৎসগণ করিতেছে গাভী-দুগ্ধ পান॥
তাহাদের মুখস্রুত যত ফেণারাশি।
বসিয়া করেন পান মৌনে এক ঋষি॥
ঋষিবরে দেখি নৃপ করি সম্বোধন।
ক্ষুধায়-কাতর হয়ে কহেন বচন॥
আমি পরীক্ষিত রাজা শুন তপোধন।
মম বিদ্ধ মৃগ এক কৈল পলায়ন॥
কোন্ পথে গেল মৃগ বলে দেও মোরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়েছি অন্তরে॥
মৌনব্রতধারী মুনি না কহে বচন।
ভূপতি জিজ্ঞাসা কিন্তু করে পুনঃ পুনঃ॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রুদ্ধ হৈল মনে॥
একে ত রাজ্যের রাজা, দ্বিতীয়ে অতিথি।
উত্তর না দিল, দুষ্ট ইহার প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃতসর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে॥
ধনুহুলে তুলি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব-আরোহণে রাজা হস্তিনাতে গেল।
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশনামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তব বাপে রাজা দণ্ডে, ঘরে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়ি আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেক শাপ হাতে করি জল॥
আজি হইতে সপ্তদিনে পরীক্ষিত নৃপে।
তক্ষকে দংশিবে তারে মম এই শাপে॥

এত বলি পরীক্ষিতে দিল ব্রহ্মশাপ।
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ॥
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ।
অজ্ঞান সন্তান তুমি কৈলে মনস্তাপ॥
অবোধ সন্তান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
রাজারে দিবার শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা পায়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্য-ধন॥
দুষ্ট-দৈত্য-চোর-ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্য-রক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে॥
রাজা দশ শোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিত।
পিতামহ-সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রতচারী বলি মোরে রাজা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না কৈলে গৃহধর্ম্ম দিলা তবু শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তার খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিলা পিতা নারি খণ্ডিবারে॥
সহজে বচন মম খণ্ডন না হয়।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিবার নয়॥
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল শাপ না হবে খণ্ডিত॥
গৌরমুখ নামে শিষ্যে আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ-স্থানে সকল কহিয়া॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল শিষ্য হস্তিনা-নগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
কোথা হৈতে আগমন বলি জিজ্ঞাসিল॥

ব্রাহ্মণ বলিল, রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া-কারণ তুমি গিয়াছিলা বনে॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত-সাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
সে কারণ আমা পাঠাইল তব স্থানে॥
বহু বহু প্রীতিবাক্য পুত্রেরে কহিল।
তথাপি শাপান্ত তারে করিতে নারিল॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন॥
বজ্রাঘাত হইল শুনি ব্রাহ্মণ-বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে রাজন॥
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণে হিংসিনু আমি না করি বিচার॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয়।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয়॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি॥
তক্ষকে দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল গুণিগণ
সর্পের যতেক গদ-ঔষধি সংসারে।
চতুর্দিকে রাখিলেক যোজন বিস্তারে॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ-বাক্য যার
শত শত চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার॥

তাহে বসি দান-ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

পরীক্ষিতের নিকট তক্ষকের আগমন।

সৌতে বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি॥
ধন ধর্ম্ম যশঃ পাব ভাবি দ্বিজবর।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনা-নগর॥
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কাশ্যপে॥
তক্ষক বলিল, দ্বিজ এলে কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাহ বড় গমন ত্বরিতে॥
কাশ্যপ বলেন, পরীক্ষিত নরবর।
আজি তাঁরে দংশিবে তক্ষক-বিষধর॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে রক্ষা আমি করিব রাজনে॥
তক্ষক বলিল, তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশন॥
নিজ গৃহে ফিরি যাহ শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
কাশ্যপ বলিল, শুন গুরু মন্ত্রবলে।
রাখিতে পারি যে আমি তক্ষক দংশিলে॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিই তক্ষক বলি দিল পরিচয়॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণ॥
কাশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর॥

এতেক কাশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া॥
লাফ দিয়া ভস্মমুষ্টি কাশ্যপ ধরিল।
দেখ মোর মন্ত্রবল তক্ষকে বলিল॥
মন্ত্র পরি ভস্মমুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল॥
দুই পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা-পত্র পূর্ব্বে যথা আছিল সুন্দর॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ-বদন।
কাশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেমনে আমার বিষে কৈলা প্রতিকার॥
আমা হইতে রাখ হেন আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবা, পরিক্ষীত নরপতি॥
পূর্ব্বেতে দহিল তারে ব্রাহ্মণের বিষে।
সেই বিষ ভয় করে দেব জগদীশে॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
বহু স্তব কৈল ভয়ে পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত জন আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সবার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল॥

ভাল বলে ফণিবর, লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার॥
কাশ্যপ বলিল, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন-ধর্ম্ম-যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেক লইয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কাশ্যপ গেল, চিন্তে ফণিবর।
আস্তে আস্তে কহে লোক করয়ে উত্তর॥
কেহ বলে, নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে, রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায়॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্যপথ রুধিল মন্ত্রেতে॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবে ধর সর্ব্বজন॥
কেবল যাইতে নাহি ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবে ধর সর্ব্বজনা॥
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিবে রাজারে।
এই ফল-গুটী লৈয়া দিবে তাঁর করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধীরে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে॥

এত বলি ফল মধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্তি হয়॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাই রাজার দুয়ারে।
ফল-ফুলে আশিস্ করিল নরবরে॥
আনন্দে নৃপতি তার ফল ফুল নিল।
ক্ষত ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল॥
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন॥
হেনকালে নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈল অদ্ভুত কাহিনী॥
এই হেতু আশঙ্কিত হইতেছে মন।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডন॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ-বচন॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হৌক বলিল॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ॥
ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
নৃপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম আভা-তনু দেখে সর্ব্বলোকে॥
রাজা সহ মঞ্চ জ্বলে বিষের আগুনে।
কান্দে মন্ত্রিগণ সব রাজার মরণে॥

অন্তঃপুরে শুনিয়া কান্দয়ে সর্ব্বজন।
প্রেতকর্ম্ম রাজার করিল ততক্ষণ।
অগ্নিহোত্রে মৃত তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তাঁর বিহিত লক্ষণ॥
মন্ত্রিগণ-সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয় তাঁরে কৈল রাজা॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত॥
দেখিয়া রাজার গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ কন্যা সহ করিল বরণ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানারত্নে ভূষিয়া দিলেন নৃপমণি॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া॥
এক পত্নী বিনা তার অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন॥
নাগের চরিত্র আর কাশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিত-স্বর্গবাস জন্মেজয়-জন্ম॥
এসব রহস্য-কথা শুনে যেই জন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায়, কহিলেন ব্যাস।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় পুণ্যের প্রকাশ॥
আদিপর্ব্বে ভারত অমৃতবৎ কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাঁথা॥

জরৎকারুর পত্নীত্যাগ।

শৌনকাদি মুনি বলে শুন সূত-সুত।
কহিলা সকল কথা শ্রবণে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিরূপে জন্ম হৈল॥
সৌতি বলে, জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
একদা ভগ্নীরে ডাকি বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নি মুনি সহ কি কথা হইল॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার॥
জরৎকারী বলে, আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী॥
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ-বদন।
আরদিনে মুনির পাইল দরশন॥
বাসুকি বলেন, মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান॥
রাখিয়াছিলাম যত্নে তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন॥
মুনি বলে, মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ-দুঃখে বিভা করিতে হইল॥
গৃহে বাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখন না কোন বাক্য বলিবে আমারে॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্য বাণী।
বাসুকি বলিল, সত্য যাহা বল মুনি॥
মম ভগ্নী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে॥
তবে ত বাসুকি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া।
বহু মণিরত্নে তাহা দিলেন ভরিয়া॥
পত্নী-সহ মুনি তথা করেন বসতি।
কতদিনে জরৎকারী হৈল ঋতুমতী॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশিকলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ॥
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্র সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী॥

হেনমতে বহুসেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে এক দিন দেখ দিবা অবসানে॥
মুনি নিদ্রাযুক্ত কন্যা-উরে শির দিয়া।
শয়ন করিয়া আছে অচেতন হৈয়া॥
নিদ্রা যায় মুনি, হৈল সন্ধ্যা সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয়॥
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি॥
যাহা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
সন্ধ্যা-ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকাজ॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে॥
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত বরণ মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
অমান্য করিলি মোরে করি অহংকার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর॥
জরৎকারী বলে. প্রভু মোর নাহি দোষ।
অকারণে মোর প্রতি কেন কর রোষ॥
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য গেল অস্ত।
সন্ধ্যা হীনে যত পাপ জানহ সমস্ত॥
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর দোষ বুঝিয়া আমার॥
মুনি বলে, নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া॥
অরে অরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাহ বড় অহঙ্কার॥
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
এই রয়ে আছি যে আমি তব উপরোধ॥
মুনি বলে, নাগিনী শুনিলি নিজ কানে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোর ও বদন॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ॥
ভাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
তোমারে দিলেক ভাই করি বড় আশ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃ-মনে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমাকে দিয়া খণ্ডিল সংশয়॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি যাবে তুমি মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর॥
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে হবে পুত্র নাগ-কুল-নাথ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখী নহে॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি আশ্বাসিয়া নিজ বনিতায়।
গৃহ ত্যজি পুনঃ মুনি যান তপস্যায়॥
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ-বাক্য অন্তরেতে গণি।
মুনিবরে কিছু আর না কহে নাগিনী॥

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণেরে পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

আস্তিকের জন্ম।

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেল বনবাস,
পত্নীরে রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানে বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী॥
ক্রন্দন করযে স্বসা, মুখে না আইসে ভাষা,
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ, স্বসাকে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদ গদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগরাজ বিষণ্ণ-বদন।
একেত মায়ের শাপে, সর্ব্বদা শরীর কাঁপে
তাহে পুন হৈল দুর্ঘটন॥
বলে, ভগ্নী কহ মোরে, জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে,
আপনি জানহ সব কথা।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভ তব, হবে পুত্র সমুদ্ভব,
নাগকুল করিবে যে ত্রাণ।
তাহার কারণে তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান॥
না হইতে বংশধর, ত্যজিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।
হয়েছে কি গর্ভ তোর, লজ্জা ত্যজি অগ্রে মোর
কহ শুনি সত্য বিবরণ॥
জিজ্ঞাসিতে লজ্জা হয়, তবু না পুছিলে নয়,
বড় দায় আমা সবাকার।
সত্য করি কহ মোরে, কহিলে কি মুনিবরে,
যে কারণে বিবাহ তোমার॥
ভ্রাতার বচন শুনি, সলজ্জিতা সুবদনী
কহিতে লাগিলা অধোমুখে।
যতেক কহিলে তুমি, সব তত্ত্ব জানি আমি,
বিচারিয়া কহিনু মুনিকে॥
মুনি যবে যায় ছাড়ি, চরণ-যুগলে পড়ি,
বংশ হেতু কৈনু নিবেদন।
সদয় হইয়া মুনি, অস্তি অস্তি বলে বাণী,
এই গর্ভে হইবে নন্দন॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, নিস্তারিতে মাতৃশাপ,
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারী ইহা বলে, যেন সুধাবৃষ্টি হলে,
আনন্দেতে নাচে সব ফণী॥
উল্লসিত নাগরাজা, ভগিনীর করে পূজা,
নানা রত্নে কবিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় যতেক নিয়োজিত॥
তবে ভুজঙ্গম-পতি, পুছে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষ তোর হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি দেখি দোষ, করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছেড়ে গেল রামা॥

জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগনে॥
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, মন্ত্রহীন যেন বীজ,
তে কারণে জাগালাম তাঁরে॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি॥
আমি সন্ধ্যা না কবিতে, সন্ধ্যা যাবে কোনমতে,
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি যাই নাই,
আছি যে তোমার উপরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এই মাত্র মম অপরাধে॥
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীরে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিহ নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত॥
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়,
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্বদুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার ভবনে॥
গর্ভ বাড়ে অহর্নিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী,
প্রসবিল সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণশশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে॥
রূপে গুণে অনুপাম, আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুনেতে যুত
বেদ বিদ্যা ব্রতে পারগতা॥
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান।

সৌতি বলে, অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ-বচন॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম শান্তিপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
একশিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু-আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ॥
কতদিন বলে গুরু, কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি॥
গাভী দোহনান্তে যবে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন॥
গুরু বলে, এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও তুমি নাহি ভয় লাজ॥
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কতদিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া॥
উচিত কহিলে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্টপুষ্ট॥
গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে, গোসাঞি করহ অবধান॥

যেই দিন হৈতে তুমি করিলা বারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ॥
গুরু বলে, ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দিও মোরে॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল শিষ্যবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর॥
কহ শিষ্য, বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া আছ তুমি বলহ আমায়॥
শিষ্য বলে, গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা, দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে॥
হাসিয়া বলেন গুরু, এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার॥
রাত্রিদিবা যত পাও. আনি দিবে মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বন ঘোরে॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে-বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
নয়ন হইল অন্ধ শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায়, তবু গোধন চরায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপ-মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
সমস্ত দিবস গেল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল যত গোধনের পাল॥
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর॥
কোথা গেলে উপমন্যু! ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে আমি কূপের ভিতর॥
গুরু বলে কূপ মধ্যে পড়িলা কি মতে।
উপমন্যু বলে, চক্ষে না পাই দেখিতে॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদের স্মরণ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিলা গুরুপাদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চারি বেদ, ষট্ শাস্ত্র, জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ আহ্লাদিত-মনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে॥

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল অন্য জন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥
ধান্য-ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া॥
আজ্ঞামাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন॥
দন্তেতে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধালেতে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটি, অতি বেগ-জলে॥
পুনঃ পুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্রজল করিতে বন্ধন॥
জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধাল উপরে॥
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, গুরু চলিল আপনি॥
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর॥
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুলাম বাঁধে তাহার কারণ॥
শুনিয়া বলিল গুরু, এস হে উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু-পায় প্রণমিল গিয়া॥
শিষ্যেরে দেখিয়া গুরু আনন্দিত মন।
সঙ্গে করি নিজ গৃহে করিল গমন॥

আশিস করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ, ষট্‌ শাস্ত্রে হৌক তব জ্ঞান॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর॥
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
যে জন শুনে তার নাশয়ে দুঃখ ব্যথা॥
আরুণি শিষ্যের সে অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান॥

উতঙ্কের উপাখ্যান।

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু-স্থানে।
একদিন যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নাহি হয় রাখিবা গোচরে॥
এত বলি গেল গুরু, যথা যজ্ঞস্থান।
কতদিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতু-স্নান॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমারে সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ॥
শুনিয়া বিস্ময়-চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিলা আমায়॥
ঋতুরক্ষা-কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ, তাহে গুরুদার॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীর না রাখে অনুরোধ।
নৈরাশ হইয়া ব্রাহ্মণীর হৈল ক্রোধ॥
প্রকাশ ভয়ে ক্রোধ না করিল প্রকাশ।
কিছুকাল পরে বেদ আইল নিজ বাস॥
উতঙ্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে॥
দিবে গুরু-দক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবা তাহাকে আমার সন্নিধানে॥
না জানিল দ্বিজ এ সকল বিবরণ।
সযত্নে শিষ্য করেছে গৃহের রক্ষণ॥
শিষ্য প্রতি বেদ গুরু তুষ্ট অতি হন।
তুষ্ট হয়ে উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ।
যাহ শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে, করি যোড় হাত॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে, তব পাশে কিছু না মাগিব॥
দেহ তবে তব গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এতশুনি গেল শিষ্য গুরুপত্নী আগে॥
দক্ষিণা যাচয়ে শিষ্য করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য নৃপ মহিষীর শ্রবণ-কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিজ, গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূরে পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার শ্রেয় করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্ক বলিল, হেন নহে কদাচন।
অসম্মান মোরে কেন কর অকারণ॥
বৃষ বলে, অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য, খাও এ গোবর॥
গুরু-দিব্য শুনি দ্বিজ চিন্তিয়া বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর॥

তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য-নৃপ-ঘর।
মাগিল কুণ্ডল-যুগ্ম নৃপতি-গোচর॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন তৎক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি॥
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে যায় ধরি সন্ন্যাসী-মুরতি॥
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র প্রাপ্তে তক্ষক কুণ্ডল হরে নিল॥
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পসিল বিবরে॥
ত্যাজিয়া সে স্নান দ্বিজ ধায় মুক্তচুল।
বিবরের দ্বারে দেখে, না পশে আঙ্গুল॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিবর-দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর॥
সেই রন্ধ্রে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
কতই অদ্ভুত দৃশ্য সেখানে দেখিল॥
চন্দ্র-সূর্য্য-গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়্-ঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল-ভিতরে।
না দেখিয়া সন্ন্যাসীরে চিন্তিত অন্তরে॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধর॥
গুরু-জ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে, মোর গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরু-নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহ্যে ফুঁক দিল॥
গুহ্যে ফুঁক দিলে ধুম বাহিরিল মুখে।
ধুমময় সকলি করিল নাগলোকে॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ কৈল হাহাকার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধুম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চর-মুখে বৃত্তান্ত পাইয়া ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গঞ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল, ব্রাহ্মন হোক্ সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিলা বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব-স্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব ল'য়ে থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতেছিল শাপবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু কহে, যেই বৃষ দিলেন গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেন পুরন্দর॥
সন্ন্যাসীর বেশে যেই লইল কুণ্ডল।
তক্ষক বিবরদ্বারে গেল রসাতল॥
অশ্বরূপে যে তোমার কৈল উপকার।
অশ্ব নহে, অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার॥
এত শুনি উতঙ্কের মনে হইল তাপ।
বিনাদোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্ট সাপ॥
তার সমুচিত ফল আজি দিব তারে।
বলি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে॥

গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয়, চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন্ কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না শাসিলে নহে পুত্রধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক-বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক-দংশনে হৈল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেক পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল, কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমন বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা সুধার লহরী।
কিবা যে শকতি বর্ণিবারে তাহা পারি॥
উতঙ্ক মুনির কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশিরাম কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মন্ত্রণা।

মন্ত্রিগণ বলে,রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার পিতা পাবক-সমান॥
মৃগয়া কারণে রাজা ভ্রমে বনে-বন।
একদিন হৈল তথা দৈব-নিবন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ, রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজে এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌনে ছিল মুনি, কিছু না কহে রাজারে॥
দৈবে এক মৃত-সর্প নৃপতি দেখিল।
ক্রোধে লয়ে মুনি-গলে জড়াইয়া দিল॥
অনন্তর নরবর স্বরাজ্যে আসিল।
কিছু না বলিল মুনি, মৌনেতে রহিল॥
শৃঙ্গি নামে ঋষিপুত্র শুনি ক্রোধে শাপে।
সপ্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক সাপে॥
পুত্র শাপ দিল, পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া॥
বার্ত্তা পেয়ে করিলেক ভূপতি উপায়।
সপ্তম-দিবস কথা কহি শুন রায়॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি॥
বাঁচাতে আসিতেছিল হস্তিনা নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হৈয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে॥
কাশ্যপের মন্ত্রে বৃক্ষ পুনশ্চ জন্মিল।
তক্ষক দেখিয়া মনে বিস্ময় মানিল॥
আপন মাথার মণি লয়ে ফণিবর।
ফিরাইল দ্বিজে দিয়া করি সমাদর॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি রাজারে দংশিল॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ, শুনিয়া করিব প্রতিকার॥
কাশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা শুনিলেক কোন্ জন॥
মন্ত্রিগণ বলে, সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে এক দ্বিজ ছিল॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম যে হইল।
পুনঃ বৃক্ষ সহ দ্বিজ জীবন লভিল॥

দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে।
এত শুনি নৃপতি কপালে করে করে॥
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে, করয়ে ক্রন্দন।
গদগদ ভাষে রাজা বলেন বচন॥
মন্ত্রবিদ্ কাশ্যপের আশ্চর্য্য ক্ষমতা।
নিশ্চয় বাঁচিত পিতা, না হৈত অন্যথা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী, এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কাশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোক পর-উপকার।
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার॥
পুনর্ব্বার রাজা কহে, শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন।
নিশ্চয় করিব পিতৃবৈরী-নির্য্যাতন॥
নাশিব নাগের কুল প্রতিজ্ঞা আমার।
পিতৃ-কার্য্য সাধি হৈব পিতৃঋণে পার॥
এত বলি পুরোহিত আর দ্বিজগণে।
আহ্বান করিয়া রাজা কহেন যতনে॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার॥
বিষজালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপে অগ্নিতে পোড়াব যত সাপ॥
বিপ্রগণ বলে, রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে পুরাণেতে।
তোমা বিনা নাহি হবে অন্যের সাধ্যেতে॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত-মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মন্ত্রিগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
দেশ-দেশান্তর হৈতে আনিল যতনে।
সর্প-যজ্ঞ হেতু যা কহিল মুনিগণে॥
সংকল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকার যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞে বিঘ্ন যে ঘটিবে॥
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

———

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল রাজা যজ্ঞে হয়ে অভিলাষী॥
হোতা চণ্ডভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচার-ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক শৌনক আইল যে দেবল॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে অনল জ্বালিল।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞাহুতি দিল॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
সর্পগণ আসি কুণ্ডে পুড়ি ভস্ম হয়॥
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে।
বৃষ্টি ধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল নাগের নগরে।
প্রলয়-সমুদ্র-শব্দে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানাবর্ণ নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে॥

কেহ অশ্ব, কেহ উষ্ট্র, কেহ হস্তী প্রায়।
কেহ কৃষ্ণ, কেহ পীত, কেহ সিতকায় ॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
মন্ত্রে টানি বান্ধি আনে যজ্ঞের প্রদেশে ॥
একশত, দুইশত, পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কারো বিপুল শরীর ॥
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে, জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া কাতর।
মহানাদে পড়ে সবে অনল-ভিতর ॥
দুর্গন্ধ হইল যত পুরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার ॥
যখন প্রতিজ্ঞা কৈল রাজা জন্মেজয়।
ইন্দ্র স্থানে ভয়ে নিল তক্ষক আশ্রয় ॥
কহিল বৃত্তান্ত সব যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয় যজ্ঞে করে সর্পের নিধন ॥
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে নাগের কুল নির্ম্মূল হইল ॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু, মূর্চ্ছা ঘনে-ঘন।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন ॥
দেখহ ভগিনি! সব নাগের সংহার।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে আমার ॥
নাগবংশ-রক্ষা-হেতু তোমার নন্দনে।
কহিয়া রাখহ শেষ আছে যত জনে ॥
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়।
সেইকাল হৈল এই নাগের প্রলয় ॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দিয়া নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী ॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমায় পাইল তোর বাপ ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহা-প্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥
আস্তিক বলিল, মাতা কান্দ কি কারণে।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা পালিব এক্ষণে ॥
জরৎকারী বলে, যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্র-বলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয় ॥
মজিল মাতুল-বংশ, করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা রাখে হেন কেহ নাহি আর ॥
আস্তিক বলিল, মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ, নাহিক সংশয় ॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয়-যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত ॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে, কম্পে ওষ্ঠাধরে ॥
ব্রাহ্মণে হেলন কর মূঢ় দুরাচার ॥
নাহি জান, এই হেতু হইবে সংহার ॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হয়ে সাবধান ॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান ॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশিস্-বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ-ভরি ॥

যজ্ঞস্থলে আস্তিকের আগমন।

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা-বেদধ্বনি,
নৃপতির করিল কল্যাণ।
ধন্য রাজা চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংস,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল যত যত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত-ভূপ, নানাযুগে প্রতিরূপ,
দিলীপ সগর দাশরথি॥
ইক্ষ্বাকু ভরত অজ, রঘু শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত, কেহ ত্রিশ, কেহ দশ, কেহ বিশ,
এই যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্র সহ ব্যাস-ঋষি, যাহার সভায় বসি,
যজ্ঞ-হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায় বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে, নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুলে॥
তেজে সূর্য্য-সম-প্রভ, রূপে যেন কামদেব,
ব্রতচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি
বিক্রমেতে যেন মরুত্বান্॥

আস্তিক-বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগে দিব আমি, গবাশ্ব কাঞ্চন ভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত শুনি হোতৃগণ, নৃপে করে নিবেদন,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-অরি,
যাবৎ অনলে ভস্ম নয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে, রাখিয়াছ কোন্ কাজে,
অদ্যাপি সে তক্ষক ভীষণ।
বলে দ্বিজ নৃপমণি, তক্ষক প্রমাদ গণি,
দেবরাজে লয়েছে শরণ॥
শুনিয়া নৃপতি কোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি, তাহারে সহিত করি,
তক্ষকেরে লও হুতাশনে॥
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, স্রুবদণ্ড হাতে লয়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, সঙ্গে লয়ে নাগরাজে,
দেবরাজ আকাশে আসিল॥
অপ্সরা অপ্সর যত বাদ্য-গীতে সবে রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত
কাশীরাম দাস বিরচিত॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ।

শূন্য-মণ্ডলেতে শুনি নৃত্য-গীত-নাদ।
যত যজ্ঞ-হোতৃগণ গণিল প্রমাদ॥
ভূপতির ক্রোধ-বাক্যে কৈনু কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল আজি, মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতৃগণ করিল বিচার।
ইন্দ্রে ছাড়ি তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥
তক্ষক-পন্নগে ইন্দ্র উত্তরিয়ে ভরি।
শরণ-রক্ষণ-হেতু আছে কান্ধে করি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
মন্ত্রবলে ছাড়াইল ইন্দ্রের বন্ধন॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নির্গত ঘোর নিশ্বাস-পবন॥
ঘূর্ণ্যমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ তিষ্ঠ আস্তিক বলিল॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্ম-মন্ত্র-বলে॥
আস্তিক বলিল, রাজা হও কৃপাবান।
আজ্ঞা কর ভূপতি! মাগি যে আমি দান॥
রাজা বলে, দ্বিজ-শিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি, বলেছি তোমায়॥
পিতৃবৈরী সংহারিয়া করি যজ্ঞপূর্ণ।
তোমার বাসনা যাহা পূরাইব তূর্ণ॥
আস্তিক বলিল, যদি তক্ষকে নাশিবে।
তবে তুমি কিবা আর মোরে দান দিবে॥
আস্তিকের বাক্য শুনি মানি চমৎকার।
রাজা বলে, যাহা চাহ দিব আমি আর॥
আস্তিক বলিল, রাজা কর অবধান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি অন্য দান॥
রাজা বলে, দ্বিজ হেন না বলিহ আর।
মোর পিতৃবৈরী সে তক্ষক দুরাচার॥
তার হেতু মৈল দেখ ভুজঙ্গ সকল।
তারে না মারিলে যত সকলি বিফল॥
তাহার নিধনে তুমি না হও বাধক।
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক॥
আস্তিক বলিল, রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাবে অন্যে না হয় উচিত॥
আয়ু শেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধি করহ তক্ষকে॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলা সংহার।
অহিংসক জনে মার, নহে সুবিচার॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন॥
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ ভূপ, দ্বিজের কুমারে॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ, সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ বালকে রাজা না কর অসুখী॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত, বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি॥
সর্পযজ্ঞ নরেন্দ্র করিল নিবারণ।
আস্তিকের পূজা কৈল দিয়া বহু ধন॥
নানা দান পেয়ে তুষ্ট হয়ে দ্বিজগণ।
নিজ নিজ দেশে সব করিল গমন॥
আস্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি।
অশ্বমেধকালেতে আসিবে দ্বিজমণি॥
তবে ত আস্তিক গেল আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল-গোচর॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্রমিত॥

যতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া॥
পুনর্জ্জন্ম-দাতা তুমি নাহিক সংশয়॥
বর দিব, মাগ তুমি যেই মনে লয়॥
আস্তিক বলিল, যদি মোরে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর॥
প্রতি সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হৈতে তার ভয় নাহি রবে॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত না হৈবে সে জন॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ
ফাটিবেক শির যেন শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিষ্ফল॥
প্রতিজ্ঞা করিনু সবে, বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে॥
আদিপর্ব্ব ভারতের দিব্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

জন্মেজয়ের ধর্ম্ম-হিংসা।

সৌতি বলে, তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র-মিত্রগণ॥
সবারে বলিল রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নহে আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ পেলেন নির্ঘাত॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হতেছে দহন।
হেন মনে হয়, সব মারিব ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেন দ্বিজ-ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ॥
সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যাহা হৌক, এই সত্য বচন আমার॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
পাত্র-মিত্রগণ তাহে উত্তর না দিল॥
রাজা বলে, কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে, শুন নৃপতি-প্রবর॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবে এ যুক্তি রাজা বিপ্র-বিনাশিতে॥
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্।
ক্ষত্রিয়-শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান॥
ক্ষত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ-ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার॥
বচনে সৃজন যাঁর, বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাঁহার বচন॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার॥
এক যুক্তি চিত্তেতে আইসে নৃপমণি।
উপায় করিয়া বিপ্র-বীর্য্য কর হানি॥
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম-অঙ্গ ভঙ্গ॥
কুশের অভাবে, দ্বিজ হবে তেজোহীন।
পশ্চাৎ করিব দণ্ড ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ॥

রাজা বলে, ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ, নিল মম মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে॥
কহে নৃপ, কোড়াগণ, চতুর্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ উপাড়ি ফেলহ॥
মন্ত্রিগণ বলে, রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ, ঘুষিবে সংসার॥
না উপাড়ি মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধ হৈবে হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারিদিকে চলিল যতেক দূতগণ॥
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ-দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

জন্মেজয়ের নিকট ব্যাসের আগমন।

কুশ না মিলিল, দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার॥
ইহার কারণ যে জানিল ব্যাসমুনি।
নৃপতিকে বুঝাবারে আসিলা আপনি॥
ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করে বহু পূজা॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর-বচনে॥
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা কর, কিমত বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল জলনিধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ্য।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন॥
হেন জনে হিংস তুমি কিসের কারণ।
শুনিয়া কারল রাজা নিজ নিবেদন॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি॥
এই হেতু বড় তাপ অন্তরে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসদেব বলেন, ধৈর্য্য ধর নররাজ।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সিদ্ধ নহে কাজ॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ-খণ্ডন না হয় কদাচন॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্রবিদ্ জন॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ-দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর॥
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
না বুঝিয়া কেন কর দ্বিজসহ দ্বন্দ্ব।
ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
জন্মেজয় কুশ-হিংসা কৈল নিবারণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

জন্মেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞ

রাজা বলে অকারণ করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত॥
এ পাপ-নরক হইতে না দেখি নিস্তার।
কহ মুনি! কিমতে ইহাতে পাব পার॥
জ্ঞাতি-বধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইলা মোচন॥
আমিও করিব সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ॥
রাজা বলে, মুনি কেন করহ নিষেধ।
পিতৃ পিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ॥
অক্ষম জানিয়া বুঝি কর নিবারণ।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই মম পণ॥
মুনি বলে, ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
অশ্বমেধ নাহি রাজা এ কলি-যুগেতে॥
মাংস-শ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
এই সব হয় সদা কলিতে নিষেধ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ, বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ॥
মুনি বলে, করহ যা তব মনে লয়।
কিমতে কহিব আমি, বেদে নাহি কয়॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
নৃপতি করিল যত যজ্ঞের বিধান॥
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণে বলে জিনিয়া আনিল॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে॥
বপুষ্টমা-রাণী সহ আছে নৃপবর।
অসিপত্র-ব্রত আচরিয়া সম্বৎসর॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র-পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে॥
দ্বিজগণ বেদ-শব্দে পূরিল গগন।
শূন্য-মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ
বেদ-নিন্দা-ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আহুতির শেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড॥
রাণী সহ নৃপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড, সভাখণ্ড পাইলেক লাজ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণ-কুমার এক হাসিয়া উঠিল॥
পুনঃ পুনঃ তালি মারে, হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার-শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার॥
যত দূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নহে আর॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ নামে বরিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায়, এবে জানা গেল॥
ফেলাও ইহার দ্রব্য যে আছে যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়॥

ব্রাহ্মণঘাতীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল, একমাত্র আছয়ে রাজন ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাথা।
শ্রবণে সুধার ধারা ভারতের কথা ॥

———

ব্যাসের পুনরাগমন ও জন্মেজয়ের প্রতি ভারত শ্রবণের উপদেশ প্রদান।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস মুনি।
বর্ণনে না যায় যিনি অপ্রীতম গুণী ॥
সত্যবতী-হৃদয়-নন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখ-চন্দ্রে তিন ভুবন প্রকাশ ॥
যেই মুখ পঙ্কজ-গলিত-সুধাধার।
পানেতে ভরিল প্রাণী এ ভব-সংসার ॥
কনক-পিঙ্গল-জটা বিরাজিত শিরে।
কৃষ্ণ-সার-চর্ম্ম পরিধান কলেবরে ॥
অম্বর সম্বরি যে ভারত বাম কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে ॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয়-হৃদয়।
উপনীত হৈলেন যেখানে জন্মেজয় ॥
অধোমুখে আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাসে দেখি লজ্জিত হইল সবিশেষ ॥
মুনি বলে, অভিমান ত্যজ নরপতি।
মোর বাক্য না শুনিয়া হৈল হেন গতি ॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহংকারে ॥
তার সমুচিত ফল এবে পাইলাম।
দুস্তর-নরক-সিন্ধু মাঝে পড়িলাম ॥
কৃপা কর মুনিরাজ! পড়িনু চরণে।
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে ॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী বন্ধু জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ-পুরোহিতগণ ॥
পাপী ব'লে কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ! কি করি এখন।
পাপ-সিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ ॥
মুনি বলে, চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ, ধর বচন আমার ॥
ব্রহ্মবধ-আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ-ফল পাবে, নাহিক শংশয় ॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত রচন।
শুচি হয়ে একমনে করহ শ্রবণ ॥
খণ্ডিবেক পাপ-তাপ নাহিক সংশয়।
মোর বাক্য ধর পরীক্ষিতের তনয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নরবর ॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে ॥
তব পিতৃ-পিতামহগণের চরিত।
বিবিধ অপূর্ব্ব কথা ভারতে গ্রথিত ॥
মহাপুণ্যপ্রদ তত্ত্ব অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ, মুক্ত হবে পাপ-ভারে ॥
এতশুনি নৃপমণি আনন্দিত মতি।
ভক্তিভরে মুনিবরে করিয়া প্রণতি ॥
বলিলা আমার প্রতি যদি কৃপাবান্।
আপনি শুনাও তবে ভারত-আখ্যান ॥
কি হেতু আমার পিতৃ-পিতামহগণ।
জ্ঞাতি সহ যুদ্ধ করি হইল নিধন ॥
আপনি আছিলা দেব সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয় ॥

চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন।
কহ মোরে মুনিবর ইহার কারণ॥
মুনি বলে, ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন॥
শুনহ ইহার মুখে ভারত আখ্যান।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজা করেন সম্মান॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
অনুমতি দিয়া শিষ্যে বর্ণিতে পুরাণ॥
অনন্তর নৃপবর ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে॥
তার তলে বসে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরেতে শ্রেষ্ঠ যত জন॥
পূজা করি মুনিবরে নানা উপচারে।
বিনয় বচনে ভূপ জিজ্ঞাসেন তাঁরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥

মহর্ষি বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ মহারাজ জন্মেজয়ের
শ্রীমহাভারত শ্রবণারম্ভ।

তবে শ্রীজনমেজয়, মুনিরে পাইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত-কাহিনী॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
রাজা হয়ে শুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণে শুনিলে যায় নরকের ভয়॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি॥
মোক্ষশাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর॥
ইহলোকে আয়ুর্যশ. অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া শুনে যেই জন।
নাহিক সংশয় ইথে, ব্যাসের বচন॥
একলক্ষ শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম চিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান॥

বিষ্ণুর পরশুরাম অবতার গ্রহণ।

হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষা যেই মতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার॥
লোকহিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে হইলেন প্রকাশ তখন॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্ত বার॥
ক্ষত্র ব'লে ক্ষিতি মধ্যে না রাখিল রাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
সে কারণে সমুৎপন্ন ক্ষেত্রজ তনয়॥
ক্ষত্র মাতা বিপ্র পিতা হইল কুমার
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় সঞ্চার॥

নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ, হইল অধিক ॥
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যে না রহিল আর অকাল মরণ ॥
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে যেই ধর্ম্ম ॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি, ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর ॥
স্বর্গের বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ ॥
অনন্তর যতেক দানব-দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরভাব হইল যখন ॥
সুখ-ভোগ্য-স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম ॥
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞদান হিংসিল সকল ॥
দানবের ভার ধরা না পারি সহিতে।
ব্রহ্মারে জানায় গিয়া বিষাদিত চিতে ॥
কাতরে কহেন সব বিনয়-বচনে।
অবিরল অশ্রুজল ঝরে দু-নয়নে ॥
ক্ষিতির রোদন দেখি কমল-আসন।
পৃথিবীরে কহিলেন প্রবোধ বচন ॥
না কর ক্রন্দন তুমি, স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন ॥
তোমার উদ্ধারে মিলি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিয়া মেলানি।
দেবগণে লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি ॥
প্রবল অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার ॥
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার ॥
চল সবে, কহি গিয়া দেব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে ॥
ঊর্দ্ধ বাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি ॥
সর্ব্ব ভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন ॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল ॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষীপতি ॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হৈব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি অবনীর ভার ॥
নিজ নিজ অংশ লইয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য ভবন ॥
এতেক আকাশ বাণী শুনি প্রজাপতি ॥
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লহ গিয়া ধরণী ভিতরে ॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিলা তখন ॥
দেবতা মানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জন্মেজয় রাজা মুনিরে কহিল ॥
কোন্ জন দৈত্য ইথে কেবা দেব নর।
সবিশেষে আমারে সব কহ মুনিবর

— —

দেব-দানবাদির ভূতলে জন্মগ্রহণ।

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমতে হইল শুন সৃষ্টি সংঘটন ॥
ব্রহ্মার মানস-পুত্র হৈল ছয় জন ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ক্রতু জ্ঞানবান ॥
পুলহ পুলস্ত নামে আর দুইজন।
এই ছয় জন হৈতে জন্মে ত্রিভুবন ॥

মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জ্ঞাত।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মুনি খ্যাত ॥
ত্রয়োদশ নিজ কন্যা দক্ষ প্রজাপতি ॥
কশ্যপে করেন দান হয়ে হৃষ্টমতি ॥
দক্ষের দুহিতাগণ ধরে যেই নাম।
একে একে বলি শুন নৃপ গুণধাম ॥
অদিতি কপিলা দনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা ॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি ॥
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁহার কিরণে এই প্রকাশে দিবস ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর বিবস্বান্।
ইহারাও কশ্যপের সুত মতিমান্ ॥
বিবস্বান্ হইতে হইল সমুদ্ভূত।
বৈবস্বত মনু আর যম দুই সুত ॥
এই বৈবস্বত মনু হৈতে তারপর।
জনমিল পৃথিবীতে মানব নিকর ॥
হিরণ্যকশিপু হৈল দিতির তনয়।
দেবের পরম শত্রু, প্রতাপে দুর্জ্জয় ॥
হিরণ্যকশিপু পুত্র হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্য পাবন ॥
তিন পুত্র হৈল তার মহা ধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর ॥
বিরোচন পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয় ॥
মহাকাল নাম তার, শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
গণনে চল্লিশ জন বলে মহাবল ॥
বিপ্রচিত্তি শম্বর পুলোমা অশ্বপতি।
এবম্বিধ বহু নামে দানবেতে খ্যাতি ॥

ইহাদের পুত্র পৌত্র হৈল অগণন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যাপিল ত্রিভুবন ॥
চারি পুত্র জন্ম লয় সিংহিকা উদরে।
ক্রুর-কর্ম্মা বলি তারা খ্যাত চরাচরে ॥
তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাহু নাম ধরে।
চক্রে কাটি দুই খণ্ড কৈল চক্রধরে ॥
দনায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
বিখ্যাত বিক্ষর বল বীর বৃত্র নামে ॥
ক্রোধ বিনাশন আদি কালার নন্দন।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন ॥
বিনতার ছয় পুত্র অরুণ আরুণি।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমি আর গরুড় বারুণি ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরুড় সে কেশব-বাহন।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগ-নাশন ॥
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি ॥
অসুরস্তা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুরতা আদি লোকে অনুপমা ॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণে সবে করে পূজা ॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
কাশ্যপ কপিল জন্মে ক্রোধার উদরে ॥
মুনির উদরে জন্মে ষোড়শ কুমার।
মৌনেয় গন্ধর্ব্ব বলি খ্যাত ত্রিসংসার ॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র, তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত গুণযুত ॥
পৌলস্ত্য-মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসার।
বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র সর্ব্বগুণাধার ॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ॥

অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি ॥
বামাঙ্গুষ্ঠে পঞ্চাশৎ কন্যার উৎপত্তি ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয় ॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি, এই দশ ধর্ম্ম-প্রিয়া ॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের, শুনহ সেই নাম।
সর্ব্বঘটে স্থিতি তাঁরা, শম হর্ষ কাম ॥
কামের বনিতা রতি, শান্তি পতি শম ॥
হর্ষের রমণী নন্দা, এই তার ক্রম ॥
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ-কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষ-মুনি ॥
ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভুবন।
প্রজাপতি নামে তাঁর জন্মিল নন্দন ॥
সেই প্রজাপতি-পুত্র বসু অষ্টজন।*
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥
বিশ্বকর্ম্মা-আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ-সিংহ-ব্যাঘ্র-আদি সন্ততি তাঁহার ॥
যত কহিলাম পূর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষে শুনহ তবে নাম অবতার ॥
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য দিতির কুমার।
শিশুপাল নামে জন্মে পৃথিবী মাঝার ॥
শল্য যে হইল পূর্ব্বে সংলাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল ॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম ॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামে গিয়া জনম লইল ॥

দীর্ঘজিহ্ব নামে দৈত্য হৈল কাশীরাজ।
মণিমান্ হৈল বৃত্রাসুর মহাতেজা ॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে ॥
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক ঔরসে ॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে ॥
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয় ॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর ॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
ধর্ম্ম অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম ॥
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি।
সিদ্ধি ধৃতি মাদ্রী কুন্তী গান্ধারী সে মতি ॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা ॥
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয় ॥
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর ॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলক পরিহরি ॥
শেষ অংশে জন্ম নৈল রোহিণী নন্দন।
দ্রুপদের কুলে জন্মে দ্রৌপদী তখন ॥
আপনি আসিয়া কলি হৈল দুর্য্যোধন।
পৌলস্ত্যের অংশে জন্মে আর ভ্রাতৃগণ ॥
একাধিক শত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হৈতে।
শুনহ সবার নাম, কহিব ক্রমেতে ॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন, যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন, দুঃসহ দুঃশল বীরবর ॥

*আপ, ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস—ইহারা অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত।

প্রমথ দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজলসন্ধ সুলোচন ধীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আরো যে কর্ণ, চিত্র তারপর।
উপচিত্র ছিত্রাক্ষ অদ্ভুত নামধর॥
চারু চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ যে অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট শম আর॥
উর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দ-নামধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কণ্ডোদর॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন আয়োবাহু বীর॥
মহাবাহু চিত্রচাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ, বলাকী, অগ্রজ ভীমবল॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তারপর॥
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর॥
সত্যসন্ধ সহস্রবাক্ উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন সেনানী দুর্জ্জয়াপরাজিত॥
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাধন বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্তক বাতবেগ ধীর॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী নিষঙ্গী তৎপর॥
জানহ কবচী দণ্ডী আর দণ্ডধার।
ধনুর্গ্রহ উগ্র তথা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু আলোলুপ নামধেয়।
অভয় সে রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়॥
অনাধৃষ্য কুণ্ডভেদী বিরাবী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু তাহার যে অনুজ।
তাহার কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ॥
চিত্রক সে মহারথ হয় যে তৎপর।
ইত্যাদি ক্রমেতে এই শত সহোদর॥
কনিষ্ঠা সোদরা এক দুঃশলা সুন্দরী।
গান্ধারীর গর্ভে জন্ম শতপুত্রোপরি॥
বৈশ্যার উদরে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে
সুধার্ম্মিক যুযুৎসুর জন্ম হৈল শেষে॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

শকুন্তলার উপাখ্যান।

মুনিবর বলে, শুন পরীক্ষিৎ-সুত।
ভরত-বংশের কথা কথনে অদ্ভুত॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে, দুষ্টেরে সংহারে॥
মহা পরাক্রান্ত রাজা রূপগুণবন্ত।
পৃথিবীতে একচ্ছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
মৃগয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন॥
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পূরিল কেহ কান্ধে করি লয়॥

কোন কোন জন তথা খায় পুড়াইয়া।
তবে এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্ররথ সমান সে মুনির আশ্রম॥
নানাজাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানাজাতি পক্ষী তথা সদা কেলি করে॥
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
নানা পক্ষিগণ তাহে সদা ক্রীড়া করে।
ভক্ষকে না ধরে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে॥
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগন।
ব্রহ্মার বদনে যেন বেদ উচ্চারণ॥
মুনির আশ্রম দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি না আসি যাবৎ।
এইখানে সর্ব্বজন থাকহ তাবৎ॥
এতবলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বের আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি-অন্তপুর।
দেখিল সে কণ্ব নাই, চিন্তে নৃপবর॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ নৃপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি হয়ে বিমোহিত॥
দুষ্মন্ত নৃপতি আমি শুন সুবদনি।
হেথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥
কোথায় গেলেন মুনি কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে, গেল পিতা ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ হেথা, আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি, শুন নৃপবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি।
মুনিকন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখি॥
পরম তপস্বী মুনি ফল মূলাহারী।
দারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহা ব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলা কি মতে।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে, শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দিনী॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তাঁর তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে॥
বিশ্বামিত্র তপেতে কম্পিত মম কায়।
তাঁর তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ বদন।
যোড় হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনর্মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাঁহার তপেতে॥
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন্ জন।
কর্ম্ম না হইবে, হৈবে আমার মরণ॥

অগ্নি সূর্য্য সম তেজ লোচন যুগলে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করি কোন্ ছলে॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হৌক, আমি বাঁচি মরি॥
কামদেব আর বায়ু দেহ তো সহায়।
তবে যেমনেতে হয়, করির উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতে বৈসে সেই মুনিবর
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি গেল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে শীঘ্র জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হৈয়াছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনি তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল নির্জ্জন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ কেহ না হিংসিল।
পক্ষীগণ বেড়িয়া যে আমারে রহিল॥
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তাই আমি তাঁর কন্যা, শুন দণ্ডধর॥
শকুন্তে বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে সে কারণে॥
মম জন্মকথা এক মুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিলেন কণ্ব তাঁরে তাহে জানা গেল॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ।

রাজা বলে, কন্যা তুমি পরমা সুন্দরী।
রাজযোগ্যা ধনি তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস।
রত্ন-অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে নৃপতিকে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে, মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হৈবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার। *
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হৈবে তোমারে॥

* বিবাহ অষ্ট প্রকার। যথা,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।

রাজার বিনয় বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কর নৃপমণি॥
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে হৈল মিলন দোঁহার॥
তবে নরপতি কহে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পথে যেতে নরপতি ভাবে মনে মন॥
কি বলিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে এল মুনি মহামতি॥
স্কন্ধ হৈতে ফলভার ভূমিতে থুইল।
'শকুন্তলা এস' বলি মুনি ডাক দিল॥
লজ্জায় মলিন কন্যা না হৈল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হইল মুনির॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন॥
আমারে হেলন করি কৈলা এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলা অধর্ম্ম॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে, স্থির কর মন॥
সবিনয়ে বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
করিনু দুষ্কর্ম্ম মোরে ক্ষম মুনিবর॥
যোগ্য পাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তারে করিলাম বর॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমারে দেখিয়া।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া॥

ক্ষমিলাম নৃপতিরে তোমার কারণ।
ইচ্ছামত বর তুমি করহ প্রার্থন॥
ইহা শুনি অতি ধীরে শকুন্তলা কয়।
বাঞ্ছা যদি বর দিবে পিতা মহাশয়॥
প্রসন্ন হইয়া তুমি বর দেহ তবে।
অতুল প্রতাপে ধরা শাসুক গৌরবে॥
রাজ্যচ্যুত অথবা অধর্ম্ম পরায়ণ।
পুরু বংশীয়েরা যেন না হয় কখন॥
শকুন্তলা মুখে তবে শুনি এই বাণী।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা মহামুনি॥
হেনমতে মুনি গৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মিত হইলা রাজা রাজভোগে ভোলা॥
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র, শশী ষোলকলা॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল রাজা নাহি জানে॥
মহা পরাক্রান্ত বীর হৈল শিশুকালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার।
'দমনক' বলি নাম দিলেন তাহার॥
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ-যোগ্য পুত্র হইল তোমার॥
পুত্র সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব না হয়॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহু ধর্ম্মে না হয় পবিত্র॥
এত বলি শিষ্য এক দিলেন সংহতি।
পুত্র সহ পাঠাইলা যথা নরপতি॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনা নগর।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নৃপবর॥
পাত্রমিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া॥

রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা কহে বাণী।
এই পুত্র তোমার, দেখহ নৃপমণি ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া কারণ ॥
আপনার সত্য রাজ্য করহ পালন।
পুত্রে কোলে করি রাজা তোষ মম মন ॥
শুনি সভাসদ-লোক বিস্ময় অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর ॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি ॥
এত শুনি শকুন্তলা হইয়া লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলা রাজভোগে ভোলা ॥
কি বাক্য বলিলা রাজা, নাহি ধর্ম্ম ভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল, উচিত না হয় ॥
দৈবে সেই সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনি ভাবিয়া রাজা দেখ মনে মনে ॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর হয় নরকে গমন ॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম।
লোকে না জানিল কিন্তু জানিল যে ধর্ম্ম ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিবারাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ বাল বৃদ্ধ জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয় ত শমনে ॥
মিথ্যা হেন বল রাজা, কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
পতিব্রতা নারী আমি, না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন ॥
পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে জানে চরাচরে ॥
সে কারণে ভার্য্যারে জননী সমা দেখি।
করিলা বিস্তর দোষ আমারে উপেক্ষি ॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা, সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে ॥
পরম সহায় হয় পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি ॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায় ॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস ॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোক ॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা কহে সুরবর্গে ॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি ॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি কহে রাজা বেদেতে প্রচার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ, পুত্র আলিঙ্গনে ॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব্বদুঃখ হয় ত খণ্ডন ॥
হেন পুত্র দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে ॥
অবজ্ঞা না কর রাজা, নীচ পুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণ কহে ॥

শত শত করিবেক অশ্বমেধ যাগ।
সসাগরা ধরার লইবে রাজ্যভাগ ॥
উজ্জ্বল করিবে বংশ এই ত নন্দন।
প্রত্যক্ষে দেখহ রাজা দ্বিতীয় তপন ॥
পিতার হতাশে পুত্র সদা ভাবে দুখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ ॥
আলিঙ্গন দিয়া তোষ আপন কুমারে।
দুঃখ নাহি ত্যজ কিবা রাখহ আমারে ॥
বিশ্বামিত্র পিতা মোর, মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী ॥
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে, তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভেবে ॥
নিশ্চয় মরিব আমি, নাহি তাহে দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে বুক ॥
শকুন্তলা এত যদি বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল ॥
অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে ॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরী হয় তোমার জননী ॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়কুলে গেল বিপ্র-পথে ॥
মেনকা কেমন নারী কেবা নাহি জানে।
মায়ের প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে ॥
নিশ্চয় মায়ের মত তোমার প্রকৃতি।
এই পুত্র সেই মত, লয় মোর মতি ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ কিম্বা থাক, কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে ॥
শকুন্তলা কহে, রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর, নহে ত উচিত ॥
মেনকা অপ্সরা, তারে পূজে দেবগণে।
বিশ্বামিত্র মহাঋষি, কেবা নাহি জানে ॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা হতে যত বৃহত্তর ॥
মম মাতা স্বর্গবাসী, তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি ॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে ॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি ॥
যত নিন্দা কর, সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জান, নিন্দা কর অন্য জনে ॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণে না নিজ মুখ দেখে ॥
সত্য সম পুণ্য রাজা নাহিক তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা ॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয়।
তোমার এখানে থাকা উচিত না হয় ॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ উপর ॥
সত্য কথা সকলি কহিল শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিও হেলা ॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার ঘরণী।
তুমি এই তনয়ের পিতা নৃপমণি ॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষমিল।
শকুন্তলা-ক্রোধে তব নাহি হৈবে ভাল ॥
বংশের তিলক রাজা এই সে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ ॥
'ভরত' বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার ॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত ॥
রাজা বলে, মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
সকলি ত জানি আমি, নহি বিস্মরণ ॥

জানিয়া না জানি আমি, লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী॥
এ কারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্তে ধরি ফিরান তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র লৈল কোলে॥
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলায় করিল রাজ-পাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল ভুজবলে।
অদ্যাপি ভারতভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তাঁর-বংশে যতজন হইল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি পাইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপাখ্যান যেই নর শুনে
আয়ুর্যশ-পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে, কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিরূপ প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভাল কথা জিজ্ঞাসিলে ভারত আখ্যান।
চন্দ্র বংশ চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিদিত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাহার॥
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নামে হৈল তাঁহার তনয়॥
তাঁহার নন্দিণী ইলা বিখ্যাত জগতে।
ইলা গর্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে॥
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসার।
পুরূরবা মহারাজ তাহার কুমার॥
অষ্টাদশ দ্বীপে তিনি হৈলা নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
নৃপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজা আপনার গুণে।
সর্প কলেবর ধরেন দ্বিজ-বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাঁহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥

শুক্রস্থানে কচের বিদ্যাশিক্ষা।

জন্মেজয় বলে, কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দোষ করিলা রাজন॥
কি কারণে শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ হয় নিরন্তর॥

নিজ নিজ হিত দোঁহে বাঞ্ছা করি মন।
দুই জনে পুরোহিত কৈল নিয়োজন ॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব ॥
যুদ্ধে যত দৈত্য বধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে ॥
সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভৃগু-পুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে, নাহিক বিনাশ ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন।
নারিতেন বাঁচাইতে অঙ্গিরা নন্দন ॥
শুক্রের প্রতাপে দেবগণ চমৎকার।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করয়ে বিচার ॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাহারে বলিল তবে সব দেবগণ ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্র গ্রহণ ॥
বৃষপর্ব্ব-পুরে-হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী ॥
শিষ্য হইয়া শুক্র-স্থানে কর অধ্যায়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন ॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্ব-পুরে কচ করিল গমন ॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার ॥
অঙ্গীরার পৌত্র আমি, জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন ॥
এত শুনি শুক্র তাঁরে দিলেন আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত-মন।
ব্রহ্মচর্য্য পালি বিদ্যা করেন পঠন ॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে ॥

করযোড়ে থাকে কচ দেবযানী-আগে।
অবিলম্বে আনে কচ কন্যা যাহা মাগে ॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া পাশে থাকে অনুক্ষণ ॥
হেনমতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল ॥
গোধন-রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাঁহারে দেখিল এক দিনে ॥
জানিল কচেরে দেব-গুরুর নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া ॥
অস্থি-মাংস যতেক শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল ॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি, গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে ॥
কচ নাহি, দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত ॥
গোধন ফিরিল গৃহে, কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র কিংবা দৈত্যে তাঁহারে মারিল ॥
কচের বিহনে আমি ত্যজিব জীবন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন ॥
শুক্র বলে, দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন ॥
'এস কচ' বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল ॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত-মন।
জিজ্ঞাসিলা কোথায় আছিলা এতক্ষণ ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইল ॥
এত শুনি দেবযানী পিতাকে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥

ভারতের কথা হয় শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত ॥

———

কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ প্রদান।

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব, কিছু পুষ্প দেহ আনি ॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে ॥
তিলেক-প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজে অস্থি মাংস একত্র করিয়া ॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যজনে খেলে তার নাহিক নিস্তার ॥
পুনঃ জীয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে ॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ শুক্রেরে ভোজন ॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল ॥
এতক্ষণ হৈল পিতা, কচ না আইল।
হেন বুঝি, দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল ॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া ॥
শুক্র বলে, দেবযানি না কর বিলাপ ॥
মৃত-জন-হেতু কেন কর পরিতাপ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
কচ হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে ॥
দেবযানী বলে, পিতা যাহা কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব, কচে না দেখিলে আমি ॥
কচের যতেক গুণ কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি ॥

আজি হৈতে এই মোর সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার ॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন ॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে ॥
শুক্র বলে, কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে আইলা কিসের কারণ ॥
কচ বলে আমারে মারিল দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ ॥
জ্ঞান নাহি টুটে মম তব অধ্যয়নে।
কেমনে বাহির হৈব ভাবিতেছি মনে ॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে আরবার।
তোমায় বাহির কৈলে আমার সংহার ॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ-বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্র-বধে ভয় ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ-পাপে নয় কাহারো মোচন ॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবা মোরে ॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ করে খড়্গ লৈয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া ॥
হইল বাহির কচ, শুক্র ত্যজে প্রাণ
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান ॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ মুনি দিল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ লহে যদি আণ ॥

অধার্ম্মিক ব্রহ্মঘাতী বলিবা সে জনে।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হৈবে সেইক্ষণে॥
ইহলোকে অপূজিত হৈবে সেই জন
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলে এ কেমন প্রকৃতি॥
আজি হৈতে কচে তোমা কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা ইচ্ছা ভ্রম সুখে নির্ভয় হইয়া।
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল॥
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল॥
অধ্যয়ন শেষে বৃহস্পতির তনয়।
দেবযানী স্থানে গেল মাগিতে বিদায়॥
আজ্ঞা কর দেবযানী যাই নিজ দেশ।
চিত্তে অনুগ্রহ মোরে রাখিও বিশেষ॥
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ-বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
দেখহ আমার কচ যৌবন সময়।
তোমারে দেখি যে যোগ্য, কর পরিণয়॥
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিও আর॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুৎসিত কেন বল দেবযানী॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে বিভা হইয়াছে মন॥
মরেছিলে তুমি, জীয়াইনু বার বার।
মোর বাক্য নাহি রাখ, কেমন বিচার॥
পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ জীবের নন্দন।
এই শুনি কচ হৈল বিষণ্ণ-বদন॥
কচ বলে, দেবযানি এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় বিহিত॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কি মতে এমত বল বাক্য কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়॥
নারী হৈয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে, দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে শাপ দিলা, নহে এই ধর্ম্ম॥
গর্ব্বিতা হইয়া কথা বল অনুচিত।
সে কারণে দিব শাপ ইহার বিহিত॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলা তুমি, না যাবে খণ্ডন।
বিফল হইবে যে করিলাম পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
সে সবারে ফলদায়ী হৈবে অধ্যাপনে॥
এত বলি গেল কচ ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব-দৈত্য-যুদ্ধ-কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন॥
কচ দেবযানী-কথা মহা-পুন্যময়।
কাশী ভণে, সাধু শুনে হইয়া তন্ময়॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

বৃষপর্ব্ব-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্বের বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই কর।
অনন্তর কি হইল কহ মুনিবর॥
মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
কচের বিরহে দুঃখে রহে দেবযানী॥
তবে কত দিন পরে বৃষপর্ব্ব-পুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বার কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
একত্রে চলিল সবে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ-নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেন কালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করিয়া উঠিল কন্যাগণ।
চিনিয়া পড়িল সবে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
শুক্রজার বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানি বলে তোর এত অহংকার।
শূদ্রা হৈয়া বস্ত্র তুই পরিস আমার॥
দেবযানী-বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী প্রতি চাহি ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর অন্ন-খাইয়া রক্ষা কর কলেবর॥
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য বল কোন্ অহঙ্কারে॥
অন্ন হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥
বলিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল।
বলে ধরি কূপে দেবযানীরে ফেলিল॥
তাহারে ফেলিয়া কূপে গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে, না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
মৃগয়াতে পটু বড় নহুষ-নন্দন।
সসৈন্যে যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতর
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম-সুন্দর॥
আস্তে-ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে এল তথাকারে॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে॥
রাজা বলে, কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হৈতে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ॥
করে ধরি তোল মোরে না কর বিচার।
বিষম প্রমাদ হৈতে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি নৃপতি বলিল আরবার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার॥

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয় দেখি যে তব যৌবন-সঞ্চার॥
সে কারণে তোমারে ছুঁইতে না যুয়ায়।
কন্যা বলে দোষ রাজা নাহিক তাহায়॥
অন্ধকূপে পড়িয়াছি, মোর প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার কর, প্রাণ রাখ তায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচনে।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণে॥
সাবধানে নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিয়া রাজা নিজ দেশে গেল॥
হেনকালে ঘূর্ণিকা নামেতে সহচরী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কান্দিয়া কহিল যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন্ লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন॥
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো, কহ পিতৃস্থান।
তাঁহাকে কহিও আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাও গিয়া শুক্রে মহামতি॥
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
শুক্র-স্থানে ঘূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানীর বৃত্তান্ত শুন মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তাঁরে॥
এত শুনি শুক্র হইল বিরস-বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥
দেখে শুক্র, দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁটমুখে বসি আছে, চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত-গুরু, মুছায় বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ॥
কোন কালে তুমি সে করিয়াছিলে পাপ।
তাহার কারণে তুমি পেলে এত তাপ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পায়, না যায় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে করুণ বচন॥
পাপ নাহি জানি গো যাবত মম জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ, কর অবধান॥
বৃষপর্ব্ব-কন্যা মোরে বলেতে ধরিয়া।
ঘরে গেল আমারে সে কূপে ফেলাইয়া॥
শূদ্রী হৈয়া মোর বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্রে করে অনুব্রতে।
কুটুম্ব সহিত খাও মোর ধন হৈতে॥
পুনঃ পুনঃ কহিলেক যাহা আসে মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন বাজিয়াছে বুকে॥
শুক্র বলে, দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয়, ক্রোধে হয় পাপ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধ-সহিত সম নহে কদাচন॥
দেবযানী বলে, পিতা আমি সব জানি।
লাঞ্ছিত করিলা মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্প দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দগ্ধয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত সদা দহিছে অন্তর॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব-দৈত্য-স্থানে করিল গমন॥
বৃষপর্ব্বে চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্যত্র যাইব ত্যজি তোমার এ দেশ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান্ জন তার নিকটে না থাকে॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেই জন।
অনুরূপ দুঃখ পায়, না যায় খণ্ডন॥

তারে না ফলিলে তার পুত্র-পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু, বিধি বেদে বলে॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন॥
মম কন্যা দেবযানী, তোর কন্যা তারে।
নিক্ষেপিল বধিবারে কূপের মাঝারে॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারে-বার।
সহজে অসুর তুই, দুষ্ট দুরাচার॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সে কারণে সাধুজন পাপিসঙ্গ ছাড়ে॥
এত বলি ভৃগু-সুত চলিল সত্বর।
বাধা দিয়া পায়ে ধরি কহে দৈত্যেশ্বর॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার॥
জাতি ধন রাজ্য প্রাণ কুটুম্বাদি করি।
এ সব আমার দ্রব্যে তুমি অধিকারী॥
নিশ্চয় গোসাঞি যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীব সহিত আমি পশিব সাগরে॥
শুক্র বলে, তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিম্বা যাও দেশান্তরে॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি॥
প্রবোধ করিতে যদি পার দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি, শুন দৈত্যমণি॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া॥
হইল কুকর্ম্ম মোর ক্ষম অপরাধ।
সদয় হইয়া মোরে দেহ ত প্রসাদ॥
দেবযানী বলে, রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
সহচরী সহ মোর করি দেহ দাসী॥

এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এখনি আনিয়া অগ্রে দিব গো তোমার॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে॥
ক্রোধ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া॥
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাঁহার ক্রোধ তোমার কারণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি যাহ তথাকারে॥
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে॥
কন্যা বলে, যাহে হৈবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য-অধিপতি॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে।
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যা দৈবের লিখনে॥
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণে॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবা দাসী তুমি ঠাকুরাণী॥
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোর অন্নেতে যে বাড়িয়াছি কলেবরে॥
হেন জন তুমি, দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর॥

আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান॥

———

দেবযানীর বিবাহ

হেনমতে নানা রঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী॥
কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া॥
চৈত্ররথ-নামে বন অতি মনোহর।
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তালি।
নানা বাদ্যারম্ভে, কেহ দেয় হুলাহুলি॥
কিশলয়-শয্যায় শয়না দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী॥
হেনকালে সেই বনে দৈবের লিখন।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নামে খ্যাত চরাচর॥
তাহার তনয়া আমি, নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যেশ-নন্দিনী॥
তুমি কিবা নাম ধর, কাহার নন্দন।
এথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন নৃপতি।
নহুষ-নন্দন আমি নামেতে যযাতি॥
ব্রহ্মচর্য্য-শীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া কারণে আইলাম এথাকারে॥
দেবযানী বলে, আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী॥
পরম সুন্দর তুমি, বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্য-বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলা আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে॥
এক্ষণে আমারে বিভা কর নরপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা-সংহতি॥
তোমার বংশেতে কেহ বিভা নাহি করে।
হাতে ধরি লৈয়া যায় কন্যা নিজ ঘরে॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি॥
রাজা বলে, জানি শুক্র তপঃ-কল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ-গুরু॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার॥
তোমা বিভা করিবারে বড় ভয় মন।
শুক্র-ক্রোধে হবে মোর সংশয়-জীবন॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষ সবংশে সংহারে॥
দেবযানী বলে, রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে যাচি দিলে কিবা তার হয়॥
রাজা বলে, শুক্র যদি দেন অনুমতি।
তবে বিভা করিবারে পারি গুণবতি॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল পিতার গোচর॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ॥
মহা-ধর্ম্মশীল রাজা নহুষ-তনয়।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয়॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমা, এ নহে আশ্চর্য্য॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি॥

শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল॥
শুক্র বলে, শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী॥
স্বেচ্ছামত ইহারে বিবাহ কর তুমি।
করে ধরি সম্প্রদান করিতেছি আমি॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্যা নহে ব্রাহ্মণ-নন্দিনী॥
শুক্র বলে, আছে দোষ বলে বেদবাণী।
ব্রাহ্মণ-তনয়া তিন বর্ণের জননী॥
শুক্র কন, বিভা কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার॥
এই বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের-নন্দিনী॥
মম কন্যা দেবযানীর সেবিকা এ হয়।
কদাচ না কর কভু অবৈধ প্রণয়॥
এত বলি সম্প্রদান কৈল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ দুই সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি॥
যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যেকে সবারে রাজা কৈল নিয়োজন॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস-শর্ব্বরী॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র সম হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিতা মানসে।
স্বামীহীনা হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে॥
বৃথা জন্ম গেল মোর, এ নব যৌবনে।
পুত্রহীনা হইলাম বঞ্চি দাসীপণে॥
হরি হরি বিধি মোরে হইলা নিঠুর।
কোন্ কর্ম্ম লভিলাম জন্মি মর্ত্ত্যপুর॥
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবন-সময়।
লভিল আপন পতি পাইল তনয়॥
এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে॥
দেবযানী সখী মোর হয় ত ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈল মোর অধিকারী॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতুদান মাগি লব, এই লয় মন॥
যযাতি যে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে, তাহা অন্যথা না করে॥
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার-কারণ॥
নানা বৃক্ষ ফলে ফুলে শোভে রম্য বন।
একাকী ভ্রময়ে তথা যযাতি রাজন॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশীমুখী॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
সবিনয়ে দৈত্য-বালা কহিতে লাগিল॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণে নৃপতি তোমারে গণি তায়॥
আমারে নৃপতি তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক করি যে তোমাতে॥
কামভাবে তোমারে না করি নিবেদন।
ঋতু রক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ॥
রাজা বলে, ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন তব নাহি কি স্মরণ॥
দেবযানী-বিবাহে বলিল বারে বারে।
প্রণয়ে আবদ্ধ না করিহ শর্ম্মিষ্ঠারে॥

শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরশিব যে তোমারে॥
কন্যা বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি, না হয় উচিত॥
বিবাহের কালে সর্ব্ব-ধন-অপহারে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তাঁর ভর্ত্তা তুমি মম হৈলা অধিকারী॥
রাজা বলে, নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি শোভে যে রাজার॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা॥
কন্যা বলে, রাজা নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসেতে স্বামীর অধিকার॥
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
তে কারণে তোমাতে মাগিনু পুত্রবর॥
কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্ম নীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে কহে নরপতি॥
রাজা বলে, পূর্ব্বে করিয়াছি অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
সে কারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিলা নরপতি।
কেহ না জানিল, গেল আপন বসতি॥
রাজার ঔরসে গর্ভ শর্ম্মিষ্ঠা ধরিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
পরম সুন্দর হৈল রাজার নন্দন।
হস্ত পদে চন্দ্র শোভে কমল-লোচন॥

শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল, লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হৈল মহাস্তব্ধ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে॥
দেবযানী বলে, সখি! করিলে কি কর্ম্ম।
কামে মত্ত হৈয়া নষ্ট কৈলে সতীধর্ম্ম॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, সখি! দৈবের লিখন।
মোর ঋতুকালে আসে ঋষি একজন॥
কামভাবে তাঁহারে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেই জনা॥
দেবযানী বলে, সখী কহ সত্য কথা।
কি নাম ঋষির হয় বাস তার কোথা॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, ঋষি পরম-সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি যেন দিবাকর॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে কারণে নাম-গোত্র না জানি তাঁহার॥
দেবযানী বলে, সখি তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র, চন্দ্র-সম-দ্যুতি॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে তার কত দিবস-অন্তরে॥
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার॥
দেবযানী প্রসবিল এ দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত ত্রিভুবন॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে রাজার ঔরসে।
তিন পুত্র হৈল নাম শুন সবিশেষে॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু, অনু আর দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্ব গুণাধার॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয়, দেবযানী জানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ দান।

হেনমতে কতদিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফলে ফুলে সুগন্ধি, সুনাদে পক্ষিগণ॥
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র পিতারে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে যাইল ধাইয়া॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল, কার পুত্র কহ নৃপমণি॥
মৌনেতে রহিল রাজা, না দিল উত্তর।
কুমারগণেরে তবে পুছিল সত্বর॥
কি নাম তোমরা ধর, কাহার নন্দন।
সত্য কহ, হেথায় আইলা কি কারণ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিন জন॥
শর্ম্মিষ্ঠা-নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজারে দেখায়ে বলে এই মোর পিতা॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাঁড়াইল করপুটে॥
দেবযানী-ভয়ে রাজা কিছু না বলিল।
বিরস-বদনে তিন শিশু বাহুড়িল॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ-লোচন।
শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকি তবে বলেন বচন॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
ঋষি এক পুত্রদান দিলেক আমারে॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত॥
করযোড় করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি, শুন ঠাকুরাণি॥
তুমি মোর ঈশ্বরী, তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈলা নরপতি॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক॥
দেবযানী বলে, তুমি সেবিকা হইয়া।
মোর স্বামী ভোগ কর ভয় না চিন্তিয়া॥
ক্রোধে দেবযানী তবে রাজা প্রতি বলে।
শুক্র বাক্য লঙ্ঘন করিলে অবহেলে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘি কর সেবিকা-গমন।
জানিলাম মহাপাপী তুমি হে রাজন॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এতবলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যান জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয়-বাক্য না শুনিল কানে।
দেখিয়া নৃপতি বড় ভয় পায় মনে॥
পাছে নাহি চাহে ক্রোধে, যায় শীঘ্রগতি
পাছে পাছে নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পিতা মোর নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন॥
তোমার নিয়ম-বাক্য হেলন করিয়া।
বৃষপর্ব্ব-কন্যারে গোপনে কৈল বিয়া॥
তিনপুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা, এ কোন বিহিত॥
গুরু-বাক্য নাহি মান করি অহঙ্কার।
এই পাপে অঙ্গে জরা হইবে তোমার॥

শুনিয়া শুক্রের শাপ, কম্পিত হৃদয়ে।
করযোড় করি রাজা বলিল বিনয়ে॥
মোর কোন্ শক্তি প্রভু তোমারে লঙ্ঘিতে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মুনি গোচর তোমাতে॥
সত্য কহি তব পাশে, শুন তপোধন।
কাম ভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না করি বরণ॥
ঋতু দান শর্ম্মিষ্ঠা যাচিল বারম্বার।
সে কারণে ঋতু রক্ষা করিলাম তার॥
ঋতুরক্ষা তরে নারী হইলে প্রার্থিত।
না পূরালে মহাপাপে হয় নিপতিত॥
নপুংসক হৈয়া জন্ম লভে ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে॥
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্ম ভয়।
আর মোর অঙ্গীকার জান মহাশয়॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান॥
শুক্র বলে, ধর্ম্ম ভয় করিলা বিচার।
মোর বাক্যে ভয় নাহি এত অহঙ্কার॥
এতেক বলিবা মাত্র ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন॥
অশক্ত হইল রাজা, শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না সরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হাতে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
নাহি হয় তৃপ্তি নাহি পূরে যে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে॥
শুক্র বলে, মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা আছে যদি মন॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে॥

রাজা বলে, আছে মোর পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে, তারে দিব রাজ্যভার॥
শুক্র বলে, জরাভার লবে যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন॥
বংশবৃদ্ধি হবে, আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে, বলে মহাতেজা॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন॥
যযাতি-চরিত কথা শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

পুরুর জরা গ্রহণ ও যযাতির যৌবন প্রাপ্তি।

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে॥
শুক্রশাপে জরা বাপু! হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয় যে উচিত॥
সে কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহ ত আমারে॥
সহস্র বৎসরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হইল বিরস-বদন॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন-পান-হীন, শক্তি না থাকে শরীরে॥
শরীর কুৎসিত হয়, লোকে উপহাসে।
হেন জরা লইতে মোর মনে নাহি আসে॥
আর চারি পুত্র পিতা আছয়ে তোমার।
তা সবাকারে জরা দেহ আপনার॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি হৈলা অভাজন॥

তোর বংশে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি মোর কুপুত্র হইলে॥
তাহার অনুজ, নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর॥
শুক্রশাপে জরা হৈল, না যায় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন॥
সহস্র বৎসর পরে বৎস পুনর্ব্বার।
তোমায় যৌবন দিয়া লব রাজ্যভার॥
তুর্ব্বসু বলিল, পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত, যায় সংসারের সুখ॥
হেন জরা লৈতে মোর নাহি লয় মতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হৈল নরপতি॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
দেবযানীর দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল তখনি॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে॥
অর্পিয়া আমারে পুত্র আপন যৌবন।
আমার এ জরাভার কর হে গ্রহণ॥
দ্রুহ্যু বলে, রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্যের থাকুক কাজ বাক্য নাহি স্ফুরে॥
না পারিব সহিতে জরার হে যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লবে সেই জনা॥
শুনিয়া ক্রোধেতে রাজা বলিল তখন।
পুত্র হৈয়া পিতাবাক্য করিলা লঙ্ঘন॥
চারিজাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে॥
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ॥

অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর॥
মম জরা লহ বাপু, কর পুত্র কাজ।
শুনিয়া বলয়ে অনু শুন মহারাজ॥
জরা সম দুঃখ নাই জগত-সংসারে।
সদাই অশুদ্ধ দেহ থাকে অনাচারে॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে॥
রাজা বলে, তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার॥
যতেক জরার দোষ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন-কালেতে তারা সবাই মরিবে॥
তবে ত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত॥
সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয়কর্ম্ম করি রাখ আমার বচন॥
শুক্র-শাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে॥
পুত্র-কর্ম্ম কর, দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা দুঃখ পুত্র লহ নিজ কায়।
গ্রহণ করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবন ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন॥

বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
এতেক বলিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু-অঙ্গে জরা থুয়ে পাইল যৌবন॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট করি যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুত্রে দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপনার জরা দিয়া দিনু পুত্রে দুখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
ভোগে মত্ত আমি দুঃখী করি যে নন্দনে॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্রকর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যশ ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
লভিলেন পুরু পুনঃ আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা॥

পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল ভূপে করি সম্বোধন॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-নন্দন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে বল কি কারণ।
কনিষ্ঠ হইবে রাজ-ছত্র অধিকারী।
এ কেমন যুক্তি মোরা বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বগুণ-যুত যদু পরম সুন্দর।
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর॥
ধর্ম্মনীতি বহু তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাগণ-বচন শুনিয়া নৃপবর।
সর্ব্বজনে সম্ভাষিয়া করিল উত্তর॥
পিতৃমাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে, হেন কোন্ শাস্ত্রে লেখে॥
পুরুকে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার॥
পরম পণ্ডিত পুরু জানে সর্ব্বধর্ম্ম।
রাখিয়া আমার বাক্য কৈল পুত্র-কর্ম্ম॥
জরায় পীড়িত আমি মাগিনু যৌবন।
মম বাক্য না রাখিল অন্য চারি জন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মোর-জরাভার॥
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্মে কেন নয়॥
প্রজাগণ বলে, শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁহার দৌহিত্রগণ সংসারে পূজিত॥
তাদের না দিয়া অন্যে দিবা অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে, শুক্রে করিয়াছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সে রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে, যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবা অধিকার॥

প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা হইয়াছে নাহিক বিচার॥
পিতৃ-মাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ॥
রাজযোগ্য হয় পুরু ধর্ম্মেতে তৎপর।
সবার স্বীকার পুরু কর দণ্ডধর॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিল পুরুকে ততক্ষণ॥
ছত্র দণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

যযাতির স্বর্গে গমন ও স্বর্গ হইতে পতন।

হইল নৃপতি পরে জরাযুত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বনে মুনিগণ-সঙ্গ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল-মূলাহার করে বনের ভিতর॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায়॥
উঞ্ছবৃত্তি-ব্রত করি বঞ্চে বহুক্লেশে।
ফল-মূল আহার ত্যজিল অবশেষে॥
জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি-চর্ম্ম-সার॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর॥
যোগবলে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আসে ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার॥
কোন্ নীতি শিখাইলে তারে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ॥
রাজা বলে, শুন শিখাইলাম যে তারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র-অনুসারে॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কথা, শুন একমনে॥
ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধ করাইলে।
গালি দিলে যেই জন কিছু নাহি বলে॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি॥
মর্ম্মপীড়া পরেরে না দেয় কোন কালে।
কাপট্য-কুবৃত্তি-হীন, সদা সত্য বলে॥
আপনার ক্লেশে করে পরে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে॥
দীনের দারিদ্র্য দুঃখ বিনাশিবে ধনে।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে॥
উৎসব করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবে।
চোর দস্যু দুষ্ট লোক রাজ্যে না রাখিবে॥
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধ-জনে।
অবহেলা না করিবে অতিথি সেবনে॥
অবশেষে পুত্র করে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবে করি ফল-মূলাহার॥
ইন্দ্র বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজ সুখে।
তোমার সদৃশ নাহি দেখি তিনলোকে॥

কি পুণ্য করিলে তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নৃপবর, ইচ্ছা আছে শুনিবারে॥
রাজা বলে, বৃষ্টিধারা গনিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না দেখি হেন জন।
আমার সহিত তার করি যে গণন॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনা প্রশংসি নিন্দ দেবের সমাজ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলে যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও, বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর॥
কহিলাম বাক্য আমি, আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে॥
এক নিবেদন মোর তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে॥
পুণ্যবান্ লোক যত আছে এই পথে।
সেই পথে পাড় আজ্ঞা কর শচীপতে॥
ইন্দ্র বলে, রাজা তব বুদ্ধি নাহি ঘটে।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশ হইতে যেন খসিল তপন॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারি জন।
ডাক দিয়া বলে রহ, পড়ে কোন্ জন॥
পুণ্যবান আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থিত যযাতি রাজন॥
অষ্টক বলিল তুমি, কোন্ মহাজন।
কোন্ নাম ধর তুমি, কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র-তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন, না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে, নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি, নহুষ সন্ততি॥
পুণ্যবান্ জনেরে করিলাম অমান্য।
সেই হেতু হইলাম আমি ক্ষীণপুণ্য॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে॥
অষ্টক বলিল, তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হইলে, কহিবে আমায়॥
রাজা বলে মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীতে লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে করিনু গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম, না যায় কথন॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানাভোগ করিলাম সহস্র বৎসর॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে হৈল মোর গতি।
দশ লক্ষ বর্ষ যে হইল তথা স্থিতি॥
নন্দনাদি বন তথা, কি কব সে কথা।
অপ্সরীব সহ ক্রীড়া করিলাম তথা॥
কামরূপী হইয়া বেড়াই যথা তথা।
দেখি ইন্দ্র জিজ্ঞাসিল মোর পুন্য কথা॥
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হইতে সে কারণে পড়ি মহাশয়॥
অষ্টক বলিল, কহ শুনি মহামতি।
স্বর্গ হইতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি॥
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম-নরকের মধ্যে পড়ে সেইজন॥
রজোবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় কর্ম্ম অনুসারে॥
পশু কীট পতঙ্গ বিবিধ জন্ম পায়।
গৃধ্র-শিবা-গণ তারে পুনঃপুনঃ খায়॥

পুনঃপুনঃ জন্ম হয় পুনঃপুনঃ মরে।
নিজ কর্ম্মে গতাগতি খণ্ডিবারে নারে॥
অষ্টক কহিল, তবে কহ সবাকারে।
এ ঘোর নিরয়ে নরে তরে কি প্রকারে॥
রাজা বলে, তপ-শান্তি-দয়া-দান-ফলে।
এ সব স্বর্গের ভোগ হয় অবহেলে॥
যজ্ঞ-হোম-ব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু-দ্বিজ-সেবা করে দেব আরাধন॥
দৈবাধীন সুখ দুঃখে সদা সমজ্ঞান।
তবে ত নরক হৈতে পায় পরিত্রাণ॥
অষ্টক বলিল, তুমি বড় পুণ্যবান।
হেথায় নাহিক কেহ তোমার সমান॥
চিরদিন হেথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্র-ভয়॥
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নাহি অধিকারী॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে চারি জন॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে হেথা তুমি রহ মহাশয়॥
রাজা বলে, পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন॥
শিবি রাজা বলে, তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহ ত কিনিয়া॥
রাজা বলে, যাহা কহ বালকের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারিজন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন্॥
তোমার সহিত তবে যাব চারি জন।
যথায় নৃপতি তুমি করিবে গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চ-রথ সেখানে আইল॥
তঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চ জন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
বৈশম্পয়ান বলে, শুন জনমেজয়।
সেই চারি জন তাঁর কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি-চরিত্র-কথা অমৃত আধার।
শ্রবণে মধুর নাহি সমান ইহার॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
ধন-ধর্ম্ম-যশ লভে ব্যাসের বচন॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয় তো উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

পুরুবংশ কথন।

জন্মেজয় বলে, স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা, কহ মহামতি॥
মুনি বলে, যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসু হইতে সব যবন-উদ্ভব॥
দ্রুহ্যু হৈতে হৈল উৎপত্তি ভোজ-বংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ-অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
বংশে যাঁর নিজে হইয়াছেন উদ্ভব॥
তপ-জপ-যজ্ঞ-ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে-অগোচর॥
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্টী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাহার॥

তাঁর পুত্র মনস্যু হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তাঁর পরম সুন্দর॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী-গর্ভে জন্মিলেক দশ জন॥
দশ পুত্র মধ্যে রাজা হইল মতিনার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাঁহার॥
ঈলিন তংসুর পুত্র বলে মহাতেজা।
তাঁর পঞ্চ পুত্রে জ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত হৈল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভূমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাঁহার॥
সুহোত্র বলিয়া রাজা তাহাতে উৎপত্তি।
তাঁর পুত্র হস্তী নামে পায় প্রতিপত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন।
তাঁর পৌত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ॥
সম্বরণ-রাজ্যকালে হৈল অনাবৃষ্টি।
দুর্ভিক্ষ হইল লোকে লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি॥
পাঞ্চাল-দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
সিন্ধু-নদী-কূলে হিমালয়ের নিকটে।
সহস্র বৎসর তথা রহিল সঙ্কটে॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্য-প্রাপ্তি হইল তাঁহার॥
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্য-কন্যা নামেতে তপতী॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্য ফলে॥
জন্মেজয়-আদি করি পঞ্চ পুত্র তাঁর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার॥

প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হইল তাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপি শান্তনু বাহ্লীক যে নাম হয়।
তিন পুত্র প্রতীপের ঔরসে জন্মায়॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
শৈশব-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম, বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যারে পিতাকে বিভা দিল॥
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ প্রথম বিচিত্রবীর্য্য আর॥
গন্ধর্ব্বে মারিল জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ বীরে।
সে রাজ্যে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধরে॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনর্ব্বার বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সে নামে।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হৈল একশত ক্রমে॥
ভ্রাতৃ সহ যুদ্ধে তারা হইল সংহার।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার॥
দেব বরে পঞ্চপুত্র পাণ্ডুর হইল।
যাঁদের মহিমা-যশে পৃথিবী পুরিল॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল স্বরূপ সহদেব মহাশয়॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা-উদরে।
যৌবনে মরিল সেই ভারত-সমরে॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিলা গর্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপত্তি॥
আপনি হইলা তুমি তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
অশ্বমেধদত্ত শতানীকের কোঙর॥

পুরুবংশ সবিস্তারে যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥

———

মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ এবং শান্তনুর উৎপত্তি।

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বিষ্ণু-অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম ॥
মুনি বলে, কহি শুন তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকু-নন্দন ॥
ইন্দ্র সম তেজে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নৃপবর ॥
দেব দ্বিজ-দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি ॥
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞ-পুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে ॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি ॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ-মুনিগণে ॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য, নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর-কলেবর ॥
দক্ষ-আদি প্রজাপতি, ইন্দ্র-আদি দেবে।
দেব-ঋষি-মুনিগণ নিত্য আসি সেবে ॥
সভা করি বসিয়াছে মুনির সমাজ।
তথায় আছয়ে মহাভিষ মহারাজ ॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন ॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেঁটমুণ্ড করিলেন সিদ্ধগণ ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে ॥
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল-নয়নে ॥
মহাভিষ রাজা অতি রূপে অনুপাম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম ॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি কহে প্রজাপতি।
মোর লোকে আসি রাজা করিলা দুর্নীতি ॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার ॥
পুনরপি হেথায় আসিবা পুণ্যবলে।
চন্দ্রবংশে জন্ম লহ গিয়া ভূমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি ॥
চন্দ্রবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল ॥
বাহুড়িল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন ॥
বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে ॥
বসুগণ বলে, চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ সবে মহারোষে ॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে, কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষে মনুষ্য-যোনি নরক দুস্তর ॥
উপায় না দেখি সবে, চিন্তি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন ॥
কোটি কোটি পাপী পাপে করহ উদ্ধার।
আমা সবাকার তুমি কর প্রতিকার ॥
গঙ্গা বলে, কি করিব কহ সন্নিধান।
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন ॥
বসুগণ বলে মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয় ॥
আপনি মনুষ্যলোকে হয়ে রাজ-নারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী ॥

আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও তব নীরে॥
বসুগণ-বাক্যে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্ট বসু তবে আনন্দিত হৈল॥
কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড়, তপে মহাতেজা॥
দেবাপি নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাকুলে থাকে সদা, বয়সে প্রবীণ॥
তপ জপ ব্রত করে, বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন॥
তাঁর রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার॥
রাজা বলে, কি করিব, কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার॥
কন্যা বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমায় ভজিনু আমি, হও মোর পতি॥
রাজা বলে, পরদার আমি নাহি ভোজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি॥
কন্যা বলে, নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি, মোরে ভজ নৃপমণি॥
রাজা বলে, কন্যা নাহি বল হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে পুত্রবধূ গণি॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ॥
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা, অনুচিত বাণী॥

গঙ্গা বলে, রাজা তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার॥
তোমার বচনে আমি হইনু স্বীকার।
বরিব তোমার পুত্রে এই অঙ্গীকার॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয়কাজ॥
তবে সে তোমার পুত্রে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্ধান হইল তখন॥
কন্যার বচনে রাজা আনন্দিত হৈল।
পুত্র হবে বলি রাজা ভার্য্যারে কহিল॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিলেন ভূপ।
কতদিনে জন্মে তাঁর পুত্র অনুরূপ॥
দশ মাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীব-লোচন মুখ চন্দ্রের আকার॥
শান্তশীল পুত্র, নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজে নাম বাহ্লীক রাখিল॥
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র-যৌবন-সময়॥
শান্তনুরে নিকটেতে আনি নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন বিস্তর॥
একদিন পুত্রে ডাকি কহিলা রাজন।
বিস্মৃত না হও বৎস আমার বচন॥
একদা শুনহ পুত্র বিধির বিধানে।
আসিল সুন্দরী এক মম সন্নিধানে॥
বধূত্বে তাহারে আমি কারনু বরণ
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন॥
পরিচয়ে দেবকন্যা জানিনু তাঁহায়।
তোমার সদনে যদি আসে পুনরায়॥
ভজিবে তাহারে, যদি সে তোমারে বরে।
নিষেধ না করিবা সে যেই কর্ম্ম করে॥
স্বীকৃত হইল পুত্র পিতার বচনে।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হই পার॥

———

অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ।

হস্তিনা-নগরে রাজা শান্তনু হইল।
ক্রমে তাঁর গুণরাশি পৃথিবী পূরিল॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহা-ধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥
পদ্মের কেশর-বর্ণ সুসিক্ত বসনা।
রূপেতে নিন্দিত যত বিদ্যাধরাঙ্গনা॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিম্বা নাগকন্যা হও কিম্বা বিদ্যাধরী॥
অনুপম রূপরাশি, বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন, হও মোর নারী॥
কন্যা বলে, ভার্য্যা রাজা হইব তোমার।
একটী নিয়ম তবে আছে যে আমার॥
আমার নিয়ম যদি করিবে পালন।
তবে নরপতি আমি করিব বরণ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ॥
যে দিন বলিবে মোরে কোন কুবচন।
সে দিন হইতে নাহি পাবে দরশন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান
যা কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখন নিষেধ-বাক্য না আনিব মুখে॥

রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন আনি দিল॥
যতনে ভার্য্যার মন তুষিতে লাগিল॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
মনোসুখে কেলি করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনি-শাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥
হেথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥
তবে কত দিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেই মত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্ব সত্য ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কত দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কুমার॥
পুত্র লৈয়া গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ক্রুদ্ধ হৈয়া নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে॥
কেমন মায়াবী তুমি এলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে॥
আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্রে করিলা সংহার॥
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে, পুত্র বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥

তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ পুত্র পালিহ রাজা করিয়া যতন॥
এবে পরিচয় মম দিব নরপতি।
আমি হই জাহ্নবী ত্রিলোকে মোর গতি॥
আমার উদরে যত হৈল পুত্রগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনি-শাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেন বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বনিতা তোমার॥
রাজা বলে, কহ শুনি পূর্ব্ব-বিবরণ
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে, সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয়-পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল-ফুলেতে শোভিত তরুগণ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ-নন্দন।
বৎসের সহিত থাকে মুনির সদন॥
দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজনে।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সবে মুনির কাননে॥
দিব্যবসু-ভার্য্যা কামদুঘা গবী দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিখ-আঁখি॥
সুন্দরী দেখিয়া গবী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গবী দেখ বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গবী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভি॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
সুচির যৌবন থাকে, শরীর নির্জ্জর॥
স্বামীর বচন শুনি বলিল সুন্দরী।
এ গবীর দুগ্ধ যদি হয় হিতকারী॥
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার॥
তাহার কারণে তুমি গবী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইযা বসু ধরিল গবীরে॥
ভার্য্যা-বোলে গবী ধরে, পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লয়ে নিজ গৃহে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গবী না দেখিয়া মুনি তপোবন ভ্রমে॥
না পাইল গবী মুনি, ভ্রমিল বিস্তর।
গবীর বিহনে হৈল ব্যথিত অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গবী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
মনুষ্য হইযা জন্ম লহ অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ, শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনি বিদ্যমানে॥
মুনি বলে মোর বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবা মধ্যে গবী নিল যেই জনে
নরলোকে রহি মুক্ত হবে বহুদিনে॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে॥
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে॥

সে কারণে ভার্য্যা আমি হৈলাম তোমার।
এই তো কুমার রাজা বসু-অবতার ॥
মায়ের বিহনে পুত্র দুঃখিত হইবে।
সে কারণে আমার সহিত পুত্র যাবে ॥
পালিয়া ত সুতে পুনঃ যৌবন সঞ্চারে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিনান্তরে ॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

———

দেবব্রতের যৌবরাজ্য প্রাপ্তি।

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর ভার্য্যা-গুণ ভাবে নৃপবর ॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে ॥
হেনমতে বহুদিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি নিতি ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুর-নর-পূজ্য যেন পুরন্দর ॥
তেজে দিনকর সম, শান্তে যেন ইন্দু।
ক্ষমায় পৃথিবী রাজা গুণে পূর্ণ-সিন্ধু ॥
গতিতে পবন রাজা, দুষ্টগণে যম।
রূপে গুণে ধর্ম্মে কর্ম্মে কেহ নাহি সম ॥
দুঃখী অন্ধ অথর্ব্বের হৈল পিতামাতা।
ধর্ম্মেতে তৎপর রাজা কল্পতরু-দাতা ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি খ্যাত হইল ভুবনে ॥
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল হেনমতে।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে ॥
একা রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী-তীরে।
হেরে রাজা তরঙ্গ না বহে গঙ্গা-নীরে ॥
স্থির রহে জাহ্নবী বারি যে সুগভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা দূরে এক বীর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
তদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে ॥
নিকটে আসিয়া নৃপ দেখে সেই বীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর ॥
হাতে ধনুঃশর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল ॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
নৃপে হেরি বীর জলে প্রবেশ তখন ॥
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া ॥
শান্তনু দেখিয়া গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল আগে করিয়া তনয় ॥
পূর্ব্ব রূপ ত্যাজি গঙ্গা অন্য রূপ হৈয়া।
নৃপতির তরে তবে বলে ডাক দিয়া ॥
কি কারণে চিন্তা তুমি করহ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন ॥
আমা হৈতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার ॥
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে ॥
দেবগুরু, দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান ॥
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতি-শাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম ॥
তোমারে দিলাম পুত্র, লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ ॥
এত বলি গেল গঙ্গা অন্তর্ধান গতি।
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হৈল নরপতি ॥

পুত্র লৈয়া গেল রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখি পুত্রবরে॥
রাজার সহিত যত মন্ত্রীর সমাজ।
শুভক্ষণ করিয়া করিল যুবরাজ॥
পুত্র পেয়ে সব দুঃখ পাসরিল রাজা।
আনন্দিত হইল রাজ্যের যত প্রজা॥
পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু ভূপতি।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে অচিন্তিত-মতি॥
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নববীর।
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর॥
কালিন্দীর তীরে মৃগ করে অন্বেষণ।
সুগন্ধ সহিত তথা বহিল পবন॥
গন্ধে আমোদিত রাজা চারিভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধ আসে, না জানিল রায়॥
গন্ধ-অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকামাঝে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি॥
যুগল-খঞ্জন সম কন্যার নয়ন।
বিকচ-কমল প্রায় তাহার বদন॥
বচনে জিনিল মত্ত কোকিলের ভাষা।
কুসুমে কবরী-ভার সুচারু সুকেশা॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কোন জাতি হও তুমি, কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম॥
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বাহি যে নৌকা, আজ্ঞা দিল পিতা॥
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি॥
রাজা দেখি মৎস্যজীবি উঠিল ত্বরিতে।
রত্ন-সিংহাসন লৈয়া দিলেক বসিতে॥

করযোড়ে দাস-রাজ নৃপ প্রতি কয়।
কি হেতু আইলা, আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলে, আইলাম তোমার এ স্থান।
তোমার যে কন্যা আছে মোরে কর দান॥
দাস বলে মোর যদি বংশে ভাগ্য থাকে।
তবে মোর কন্যা দান করিব তোমাকে॥
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যথাযোগ্য বর পায় ধর্ম্ম-নিবন্ধন॥
তুমি কুরু বংশধর বিখ্যাত সংসারে।
একমাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে॥
সত্য কর, ধর্ম্মপত্নী করিবে কন্যায়।
তবে কন্যা সম্প্রদান করিব তোমায়॥
আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য-অধিকার॥
রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য-অধিকারী॥
এমন বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন॥
যেইক্ষণ হৈতে কন্যা দেখিল রাজন
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা নহে বিস্মরণ॥
নিরন্তর নরনাথ রহে অধোমুখে।
কন্যার ভাবনা ভাবি রহে মনোদুঃখে॥
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
পৃথিবীতে কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
যক্ষ-রক্ষ সুরাসুর সবে তব বাধ্য॥
আজ্ঞা কর এখনি সাধিয়া দিব কাজ।
কি কারণে অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ॥
পুত্রের বচন শুনি কহে নরপতি।
যে কারণে চিন্তা মোর শুনহ সুমতি॥
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার॥

জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিৎ তোমার বিপদ যদি হয়॥
তবে ত কৌরব বংশ হইবে বিনাশ।
এই হেতু চিত্তে তাপ না করি প্রকাশ॥
যাবত আছহ তুমি বংশেতে নন্দন
সহস্র কুমারে আর কোন্ প্রয়োজন॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম কহে পদ্মযোনি।
বংশ-রক্ষা-ধর্ম্ম ষোল-কলায় যে গণি॥
বংশহীন-লোকে ধর্ম্ম-ফল নাহি ফলে।
বিবাহ না করি তুমি থাকিলে কুশলে॥
রূপে গুণে যোগ্য তুমি যে রাজকুমার।
তোমা বিদ্যমানে বিবাহে কি কাজ আমার॥
তথাপি পূর্ব্বাপর কহেন মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ॥
এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি॥
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল যথা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ॥
কহিল পিতার কথা যত মন্ত্রিগণে
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে॥
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
পদ্মগন্ধা কন্যা সনে হৈল দরশন॥
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ॥
মন্ত্রিগণ স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন॥
ততক্ষণে দেবব্রত দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর॥
দেবব্রত বলে, রাজা তুমি ভাগ্যবান
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান॥
এত শুনি যোড়হাতে বলিল ধীবর।
মোর নিবেদন এক অবধান কর॥

দাস বলে, মোর কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা বলে যত মুনিগণে॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
ধীবর সে কন্যারত্ন কেমনে পাইল॥
সহজে কৈবর্ত্ত-জাতি নীচ-মধ্যে গণি।
তার ঘরে হেন কন্যা কি কারণে মুনি॥
মুনিবর বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ-কর্ম্ম শুনহ বিধান॥
মৎস্যের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
দয়া করিলেন তারে পরাশর মুনি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হবে পার॥

মৎসগন্ধার উৎপত্তি ও ব্যাসদেবের জন্ম।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
শিরে জটা, বৃক্ষের বল্কল পরিধান
কভু ফল-মূল খায়, কভু অম্বুপান॥
কখন গলিত পত্র, কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপধন॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পাইল ডর॥

নিবর্ত্ত কঠোর তপ, না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা দিল নৃপতির গলে।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডলে॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে॥
চেদি রাজ্যে নৃপতি হইল পরিচয়।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমা সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
নানাক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিত।
কত দিনে ঋতুকাল হৈল উপনীত॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নান দান করি॥
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ-অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর সদা পড়ে মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয় ত স্মরণ॥
সেই হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
হাতেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য লৈয়া দিবা পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া তাহাতে ছোঁ মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
পক্ষী স্থান হৈতে রেতঃ পড়ে সেইকালে।
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে যমুনার জলে॥
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
মুনিশাপে ছিল জলে হইয়া শফরী॥
সেই বীর্য্য শফরী যে করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥
সেই হৈতে দশ মাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনি শাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল॥
গর্ভে তার ছিল সুতা আর এক সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত॥
যুগল-সন্তান তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচর চেদি-অধিকারী॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎস্যরাজ বলি নাম করিল ঘোষণ॥
কন্যা লয়ে ধীবর আইল নিজঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে॥
রূপেতে তাহার সম নাহি ধরা'পরে।
দোষ মাত্র মৎস্যগন্ধ তার কলেবরে॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর-রাজ চিন্তিল উপায়॥
যমুনার জলে পথ গহন-কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে॥
কন্যারে বলিল, তুমি থাক এইখানে।
ধর্ম্ম-অর্থে পার কর যত মুনিগণে॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা থাকিল তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে নায়॥
মহামুনি পরাশর শক্তি্র কুমার।
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমেন ধরাপর॥

আচম্বিতে পরাশর আইল সেই পথে।
কৈবর্ত্ত-কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে ॥
আনন্দিত অঙ্গ তার, প্রথম যৌবন।
মত্ত কোকিলের স্বর জিনিয়া বচন ॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেলা মুনি।
জিজ্ঞাসিল, কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী ॥
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি ॥
মুনি বলে, কন্যা তুমি জগত-মোহিনী
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে, যুড়ি দুই কর।
কন্যা জাতি প্রভু আমি, নহি স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্ত-কন্যা, হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মোর, দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আসে কোন জনে
আমারে পরশ মুনি করিবা কেমনে ॥
তাহাতে কুমারী আমি বিবাহ না হয়।
কিমতে ভজিব, আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি তোর ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তোর কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলা, তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ-বরে।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥

যমুনার দুই তটে আছে লোকজন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তি-পুত্র পরাশর মহা-তপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটি মুনি করিল সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন
তথায় কন্যায় মুনি করে আলিঙ্গন ॥
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম হেতু তাঁর নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদ, ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা, আমি যাব তপোবন ॥
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে ব্যাস তপোধন।
তপস্যা-কারণে বনে করিল গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবতীর বিবাহ

জন্মেজয় বলে, তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর ॥
মুনি বলে, দাস রাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয় পূর্ব্বক বলে শান্তনু-নন্দনে ॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিলা এথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা ॥
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটনা না হয় ॥

রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
হেন বংশে দিব কন্যা, ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥
দেবব্রত বলে, কহ আছে কোন্ কথা।
মম বশ হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
দাস বলে, যুবরাজ কর অবধান।
যে কারণে নৃপে নাহি করি কন্যা দান ॥
কন্যা দান করিলে শান্তনু নরবরে।
বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে যে পরে ॥
তোমা হেন পুত্র যাঁর রাজ্যের ভাজন।
তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ ॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র-আদি দেব ডরে ॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন ॥
যতেক কহিলা তুমি নহে অপ্রমাণ।
নাহিক কন্যার দুঃখ আমা বিদ্যমান ॥
সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার ॥
তোমার কন্যার গর্ভে যে হবে কুমার।
হস্তিনা নগরে তার হবে রাজ্যভার ॥
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন ॥
তুমি সত্য করিলে, তা করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার পুত্রগণ ॥
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর ॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
পুত্র হেতু ভয় কেন হইল তোমার ॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব যে প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দেবব্রত এইমত বচন করিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে বিস্মিত হইল ॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নরলোকে ॥
যত বিদ্যাধরি আর অপ্সরী অপ্সর।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
স্বর্গ হৈতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা শান্তনু-নন্দন ॥
দেবাসুর-নরে এই কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা, ভীষ্ম তব নাম ॥
সত্য করি কন্যা লয়ে দিবা জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি নিবেদিল কন্যা সত্যবতী ॥
সত্যবতী দেখি ভিষ্ম বলে যোড়-হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা, চড় আসি-রথে ॥
কন্যা লয়ে যায় ভীষ্ম রথ-আরোহণে।
হস্তিনা-নগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত জন ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আসিল ॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে ॥
কন্যা লৈয়া দিল তবে পিতার গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তর ॥
তুষ্ট হয়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি আমার বচনে ॥
ভীষ্ম জন্ম-কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য-পবিত্র ॥
এ সব রহস্য কথা যেই নর শুনে।
শরীর নির্ম্মল হয় জ্ঞান ততক্ষণে ॥

ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি।

সত্যবতী লভি রাজা আনন্দিত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে।
তবে কত দিনে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী।
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী ॥
পরম সুন্দর পুত্র, মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখে চিত্রাঙ্গদ ॥
তার কত দিনেতে দ্বিতীয় পুত্র হৈল।
বিচিত্রবীর্য্য বলিয়া তবে নাম থুইল ॥
সত্যবতী গর্ভে হৈল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার ॥
কত দিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর ॥
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন ॥
অনাথ হৈল পুত্র দোঁহা পিতৃ বিহনে।
আপনি দোঁহারে ভীষ্ম পালেন যতনে ॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্য-খণ্ড ॥
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক
মহা-ধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক ॥
আপন সদৃশ কেহ না দেখে নয়নে।
এক রথে চড়ি বীর সবাকারে জিনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি, যুঝে চিত্রাঙ্গদ-আগে ॥
হেন মতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-মণ্ডল ॥

চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহারে ভেটিল নরবর ॥
সরস্বতী-নদী-তীরে হৈল সমর।
বর্ষত্রয়-ব্যাপী যুদ্ধ হৈল ঘোরতর ॥
মায়াবী গন্ধর্ব্ব শেষে নিজ মায়াবলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগন-মণ্ডলে ॥
চিত্রাঙ্গদ-বধ বার্ত্তা রটিল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে ॥
তাঁর বিভা হেতু ভীষ্ম চিন্তে নিরন্তর।
শুনে কাশীরাজ করে কন্যা-স্বয়ম্বর ॥
একেবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
এ কথা হইল সব রাজার গোচর ॥
স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
একা রথে কাশীধামে হৈল উপনীত ॥
দেখিল অনেক রাজা আছে সয়ম্বরে।
রাজ-রাজেশ্বর যত পৃথিবী-উপরে ॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর।
আমার অনুজ আছে শান্তনু-নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি রাজগণে ডাকিয়া বলিল ॥
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়া ॥
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে সবে ধায় ততক্ষণ ॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গে কেহ, কেহ চড়ি রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানাবিধ অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর ॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার -ময়।
না দেখি যে ভীষ্ম বীর আছয়ে কোথায় ॥

ক্ষীপ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ-মুনির শিক্ষা, যমের দোসর॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে শরে সব অস্ত্র করিল ছেদন॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো, দেখি বিপরীত॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম-হস্ত সহিত ধনুক ফেলে কাটি।
বুকেতে বাজিল কারো, করে ছটফটি॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তনদী॥
বিমুখ হইল, কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত রাজগণ।
চলিল আপন দেশে শান্তনু-নন্দন॥
কন্যা লৈয়া যায় ভীষ্ম, শাল্বরাজা দেখে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি ভীষ্মে পুনঃপুনঃ ডাকে॥
হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল তেন শাল্ব নৃপবর॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহা-ধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর॥
নেউটিয়া ভীষ্ম বীর নিল শরাসন।
শাল্ব ভীষ্ম দুই জনে হৈল মহারণ॥
দুই সিংহে যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষ যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
ক্রোধেতে নির্ধূম-অগ্নি যেন ভীষ্ম বীর
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক গেল কাট।
পলাইয়া যায় শাল্ব ভূমে বহি বাট॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান॥
সংগ্রামে জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লৈয়া নিজ দেশে করিল পয়ান॥
আনন্দিত সব লোক হস্তিনা-পুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের॥
পুরোহিত আনিয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু-নন্দন।
তোমারে কহি যে আমি এক নিবেদন॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে॥
ব্রাহ্মণ-সভাতে কন্যা এতেক কহিল
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল॥
পুনর্ব্বার গেল কন্যা শাল্বরাজ-স্থান।
শাল্বরাজ বলে তোরে না করি গ্রহণ॥
কান্দিয়া ভীষ্মের স্থানে পুনঃ সে আইল।
তুমি ব'লে নিলে তেঁই শাল্ব তেয়াগিল॥
তবে ভীষ্ম বলে তুমি বড় দুরাচার।
পুনঃ না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার॥
এত শুনি হৈল কন্যা পরম দুঃখিত।
সেইকালে অগ্নিকুণ্ড করিল ত্বরিত॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ॥
অম্বিকা ও অম্বালিকা যুগল সুন্দরী।
রূপেতে দোঁহার নিন্দে স্বর্গবিদ্যাধরী॥

বিচিত্রবীর্য্যেরে দুই কন্যা বিভা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূসহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন॥
অগ্নিহোত্র মধ্যেতে করিল প্রেতকর্ম্ম।
যেন পূর্ব্বাপর আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
তবে সত্যবতী আনি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী-ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
কুরুকুল অস্ত যায় করহ তারণ।
তোমা বিনা রক্ষা-হেতু নহে অন্যজন॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্বশাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃ-বধূগণ॥
অবিরোধ-ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া কহে শান্তনু-নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে॥
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য, সত্য অঙ্গীকার॥
যাবৎ শরীরে মোর আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মোর আন॥
দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে, পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥
সত্যবতী বলে, পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মণি॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুল-ধর্ম্ম-হিতে॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি-স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমত জানহ কর, যাহে বংশ বাঁচে॥
বেদ-বিধি-ধর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর॥
এত বলি সত্যবতী করেন ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন॥
ক্ষত্র হৈয়া যেই জন প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে॥
কুরুবংশ-রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান॥
জমদগ্নি-সুত রাম পিতার কারণে।
দশ-শত-ভুজ-ধর মারিল অর্জ্জুনে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন-সপ্ত-বার॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী-ভিতরে।
ক্ষত্র-নারী-গণ প্রবেশিল বিপ্র-ঘরে॥
বেদেতে পারগ যেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ॥

বেদবিধি দ্বিজগণ ধর্ম্মেতে বুঝিয়া।
বৃদ্ধি কৈল ক্ষত্রকুল পুত্রদান দিয়া॥
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র সবে হেন ভাষে॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্ম আছে পূর্ব্বাপর।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর॥
আর পূর্ব্বকথা মাতা কহি যে তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে॥
তাহার কনিষ্ঠ দেব-গুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয়॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি বুঝিয়া কারণ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার॥
উতথ্য-নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি এথা স্থান॥
সঙ্কীর্ণ এ স্থল আমি আছি পূর্ব্ব হৈতে।
মোর পীড়া হইবেক তোমার বীর্য্যেতে॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া মত্ত করিল রমণ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার।
যুগল চরণে রুদ্ধ কৈল রেতদ্বার॥

পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে॥
অন্ধ হইয়া জন্ম হইল উতথ্য-নন্দন।
সৌভরি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন॥
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে, না করে বিচার॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন॥
নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন জ্ঞান নাহিক ইহার॥
এত বলি মুনিগণ উতথ্য-নন্দনে।
সবে হতাদর করে কেহ নাহি মানে॥
পত্নীর বিরাগ-পাত্র ক্রমে দ্বিজবর।
প্রদ্বেষী নাম্নী পত্নী না করে সমাদর॥
সেবা ভক্তি নাহি করে নাহি শুনে কথা।
অনাদর করে সদা মর্ম্মে দেয় ব্যথা॥
তাহা দেখি দীর্ঘতমা জিজ্ঞাসে কারণ।
কিসের লাগিয়া মোরে কর অযতন॥
প্রদ্বেষী কহিল, দেখ বিচারিয়া মনে।
স্বামী যে ভার্য্যার ভর্ত্তা ভরণ পোষণে॥
জন্মান্ধ হইয়া তুমি জগতে জন্মিলে।
ভরণ-পোষণ মম কিছু না করিলে॥
পত্নীর বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিজবর।
প্রদ্বেষী সম্ভাষি তবে কহে অতঃপর॥
দিতেছি বিপুল অর্থ করহ গ্রহণ।
পুনশ্চ না কহ হেন পরুষ বচন॥
আর এই শাপ আমি অর্পিলাম তোরে
ক্ষত্রকুলে জন্ম হবে অর্থলিপ্সা তরে॥
এত কহি দীর্ঘতম বলেন বচন।
অদ্যাবধি এই বিধি করিনু স্থাপন॥

নারীজাতি জীবিত থাকিবে যতদিন।
ততদিন হয়ে রবে পতির অধীন॥
পতিবাক্যে অবহেলা কভু না করিবে
প্রাণপণে পতি-প্রিয় কার্য্য আচরিবে॥
জীবিত থাকিতে পতি অথবা মরণে
অপর পুরুষে নারী যদি ভাবে মনে॥
নিরয়-গামিনী হবে কহিলাম সার।
পতি ভিন্ন গতি আর নাহি অবলার॥
সংসারের সুখভোগে কিছুমাত্র আর।
পতিহীনা নারীর না রবে অধিকার॥
এত যদি কহে দীর্ঘতমা দ্বিজবর।
ক্রোধেতে আকুল হয় পত্নীর অন্তর॥
পুত্রগণে কহে, ল'য়ে এই পাতকীরে।
সত্বরে ভাসায়ে দেহ জাহ্নবীর নীরে॥
মাতার বচনে লোভলুব্ধ পুত্রগণ।
গঙ্গাতে ফেলিল বাপে করিয়া বন্ধন॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবাৎ দেখিল তারে বলী মহাশূর॥
ধরিয়া আনিল ভেলা, দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহারে যতেক বিবরণ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলী বলে, আমি তোমা করিনু বরণ॥
মোর বংশ বৃদ্ধি কর নিজ তপোবলে।
স্বীকার করিল দ্বিজ দৈত্যপতি-স্থলে॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা-রাণীকে ডাকি বলিল বচন॥
এই দ্বিজে ভজি কর, বংশের উৎপত্তি।
দ্বিজ হৈতে হইবেক, আছে হেন নীতি॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রা দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষট্‌শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেনকালে বলী গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন॥
দ্বিজ বলে, এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রী গর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার॥
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মোর স্থানে অনাদর করি॥
এত শুনি বলী গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা-রাণীরে॥
তবে ত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপাম॥
অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে, বঙ্গ দেশে বঙ্গ॥
হেন মতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয়-উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে এই কহি বেদনীতি॥
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী।
পাত্র মিত্র ডাকি জিজ্ঞাসহ এখনি॥
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারত-বংশের হেতু কর প্রতিকার॥
সত্যবতী বলে, পুত্র তুমি ব্রহ্মচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি॥
মোর পূর্ব্ব-বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে॥
ধর্ম্ম-পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
একদিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে॥
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময়, দেখে লাগে ডর॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ মোর শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র দেহেতে পদ্মগন্ধ হইল॥

কুজ্ঝটী সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূতা হইলাম তাঁর॥
তাঁহার ঔরসে মোর হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হৈল ততক্ষণ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
দ্বীপে জন্ম হেতু তাঁর দ্বৈপায়ন নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণে।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণে॥
জন্মমাত্র যায় পুত্র তপের কারণ।
আমারে বলিয়া গেল এই ত বচন॥
ত্বরিতে আসিব মাতা করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন।
তোমার সম্মতি হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ॥
কড়যোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম ইথে, নাহিক বিচার।
কুল-শ্রেয়ঃ-কর্ম্ম এই সম্মতি আমার॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহারে স্মরণ॥
দেবগণ মধ্যে হেথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিলা স্মরণ॥
নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপস্থিত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তারে কৈল বিধিমত॥
বহুদিনে সত্যবতী দেখিলা নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন॥
নয়নেতে নীর ঝরে, ক্ষীর বহে স্তনে।
স্তন্যদুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময়-বদন।
কমণ্ডলু-জল মুখে করিল সেচন॥
নিবারিয়া ক্রন্দন বলেন ব্যাস-মুনি।
কেন ডাকিয়াছ, আজ্ঞা করহ জননী॥
করিব তোমার প্রিয়, আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে॥
সত্যবতী কহে, পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের আর নাহি পরিশেষ॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠপুত্র করিল বিনাশ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল॥
পুত্র না হইতে তার হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ, নবীন যৌবন॥
কুরুকুল অস্ত যায়, নাহি রাজ্য স্বামী।
এ শোক-সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
এ দায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ॥
পিতামাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
একের অভাবে হয় সব অসঙ্গতি॥
তুমি পুত্র যেমন, তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত॥
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব, নাহি লব অধিকার॥
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর, কুল অস্ত যায়॥
ব্যাস বলে, জননী করিনু অঙ্গীকার।
পালন করিব আজ্ঞা যে হয় তোমার॥
সত্যবতী বলে, তব আছে ভ্রাতৃ-বধূ।
পরম পবিত্র রূপে যেন পূর্ণ বিধু॥
করুণা প্রকাশি দেহ পুত্র দান তার।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আর॥
ব্যাস বলে, মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপরা।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরম্পরা॥

তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য হিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননী।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি॥
পবিত্র হইলে বর লভিবে আমার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার॥
সত্যবতী বলে, পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট, প্রজা দুষ্ট হয়॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
.মার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে॥
সময়ে আসিব বলি গেল মুনি ব্যাস।
সত্যবতী গেল তবে অম্বিকার পাশ॥
মধুর-বচনে তার বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি॥
মজিল ভরত-বংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষা হেতু বধূ কহি যে তোমায়॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
আমার বচনে তুমি কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
অৰ্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি॥
পুনঃ পুনঃ কহি দেবী গেল নিজ স্থান।
অৰ্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল প্রয়াণ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ, সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যেন ভৈরব আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাসমুনি হৈল বিরস-বদন॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নান-দান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান॥
সত্যবতী বলে, পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে, পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে
শত পুত্র হইবে যে তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে, পুত্র নহিল করণ।
কুরুকুলে অন্ধ রাজা না হবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হৈল।
যুগল নয়ন অন্ধ, মুনি যাহা কৈল॥
পরে যবে অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূৰ্ব্বভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হইল॥
সে কারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে, পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্ধান করি মুনি নিজ স্থানে গেল॥
বৎসরেক বয়স হইল পাণ্ডু-বীর।
অপূর্ব্ব গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর॥
পুনরপি এল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে॥
সেবিকা আছিল তাঁর পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি-স্থানে সুবেশাদি করি॥

নবীন যৌবন তাঁর, হয় শূদ্র-জাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনি-বরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি ধর্ম্ম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অবিরত॥

বিদুরের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে, মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত ধর্ম্মশীল তপেতে তৎপর॥
বহুকাল তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধবাহু মৌনব্রতী সদা উপবাসী॥
হেনমতে বহুকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন তথা নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগর-রক্ষকগণ পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশিল সর্ব্বজন॥
নানাদ্রব্য নগরেতে যে করিল চুরি।
মুনির আশ্রমেতে রাখিল সব পূরি॥
তার পাছে এল যত রাজ-চরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে আগে আগে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন্ পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তবে করিল বন্ধন॥
রাজ-চরগণ তবে করিল বিচার।
জানিল সকল কর্ম্ম এই বামুনার॥
লোকেরে বঞ্চনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর না কর বিলম্ব॥
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তাঁরে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা দিল আজ্ঞা, শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর-বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
বহুদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাঁহারে।
দেখিয়া বিষম চিন্তা হৈল সবাকারে॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূলে ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন্ পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি॥
মাণ্ডব্য বলিল, আমি বহু পাপকারী।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি, বলিতে না পারি॥
মুনিগণ কথা কহে, শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি, রাজা ভীত অতি॥
মন্ত্রী সহ তথা আইলেন শীঘ্রগতি।
অশেষ-বিশেষে মুনিবরে করে স্তুতি॥
না জানিয়া কর্ম্ম হেন করিনু দুষ্কর।
অধম দেখিয়া মোরে ক্ষম মুনিবর॥
রাজা তারে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয়॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি-অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে নারিল॥

অনেক যতন কৈল না হৈল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥
তথাপিহ দুঃখ মন নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর ॥
মুনিগর্ভে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভাব্য।
সেই হৈতে নাম হইল অণীমাণ্ডব্য ॥
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন্ পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥
ধর্ম্মস্থানে ইহা হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন পাপে হেন শাস্তি করিল আমায় ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাঁহারে সব নিজ বিবরণ ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোর কারণ ইহার।
কোন্ দোষে হেন গতি করিলে আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে, তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিত ছিলা বাল্যক্রীড়া-রসে ॥
একদিন ক্ষুদ্র এক পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা ॥
তাহার উচিত শাস্তি পাইলে আপনি।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি কহে বেদবাণী ॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি, এ তব বিচার।
তাহাতে বালক-বুদ্ধি, কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্প দোষে অন্যায় তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
এই হেতু নরলোকে শূদ্রযোনি মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধর্ম্মরাজ ॥
অদ্যাবধি আমি এই দণ্ডের কারণ।
করিতেছি এইরূপ নিয়ম স্থাপন ॥
পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেন যম ॥
পরম পণ্ডিত, বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর-রূপে যম-অবতার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ বিবরণ।

হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হইল।
অহর্নিশি নানা দান, নানা যজ্ঞ কৈল ॥
তিনপুত্রে ভীষ্ম বীর করেন পালন।
নানা শস্ত্র-শাস্ত্র-বিদ্যা করান পঠন ॥
কত দিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণ চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী-নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী ॥
ভগবানে আরাধিয়া কন্যা পায় বর।
একশত পুত্র হবে মহা-বলধর ॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্মবীর দূত পাঠাইল।
সুবল-রাজারে দূত সকল কহিল ॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুবংশে বিখ্যাত, ভুবনে অনুপাম ॥
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর পাঠাইল মোরে শীঘ্র করি ॥
শুনিয়া গান্ধার-রাজ ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
সকল সম্পন্ন দেখি, অন্ধমাত্র বর।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর ॥

এতেক বিচার করি গান্ধার রাজন।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পুরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল বিপুল ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন॥
গান্ধারী শুনিল, অন্ধ-বরে সমর্পিল।
আপন সকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল॥
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুর করি।
আপন নয়ন-যুগ্ম বান্ধিল সুন্দরী॥
পতি-গতি অনুসারি মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী যে জগতে ঘোষণ॥
শকুনি যে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনা-নগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী-রতন।
নানা রত্ন-অলংকারে করিয়া ভূষণ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়াণ॥
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন॥
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তীভোজ-নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ॥
পিতৃম্বশা-পুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশীমুখী॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তি-নরপতি।
অতিথি-শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পূজে অতিথিরে।
কত কালে আইল দুর্ব্বাসা সেই ঘরে॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল॥
রত্নময় খাটে তবে করায় শয়ন।
মিষ্টান্ন পক্কান দিয়া করায় ভোজন॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি-আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয়॥
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা, শুন সুবদনী॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবে স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে পৃথা দেবী হরিষ অন্তর॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি
পৃথাব স্মরণে তথা এল দিনকর।
সূর্য্য দেখি পৃথা হৈল বিরস-অন্তর॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে পৃথাদেবী বলিতে লাগিল॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না ভাবিয়া করি তোমারে স্মরণ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞানে মোহিত।
বামাজাতি সদা দোষ ক্ষমিতে উচিত॥
সূর্য্য বলে, ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র ডাকিলা আমারে।
তব মন্ত্র ব্যর্থ হবে না ভজিলে মোরে॥
পৃথা বলে দেখ মম শৈশব বয়স।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম হবে অপযশ॥
দিনকর বলে, ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু দোষ তব না হবে ভুবনে॥
প্রবোধিয়া পৃথারে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য নিজ স্থানে তার॥
সূর্য্য-বরে কুন্তী-গর্ভে হইল নন্দন।
দেখিয়া ভোজের কন্যা সচিন্তিত মন॥
অকুমারী কন্যা আমি বিবাহ না হয়।
তাহে গর্ভ অসম্ভব লোক-লাজ ভয়॥

বয়সে বালিকা তাহে গর্ভ উদরেতে।
বেদনা যাতনা নারি প্রসব হইতে॥
এত ভাবি স্মরিলেক দেব দিননাথে।
পুত্র প্রসবিল কুন্তী কর্ণ-রন্ধ্র-পথে॥
কর্ণমূলে জন্ম হৈল তেঁই কর্ণ নাম।
নানা অস্ত্র শিক্ষা কৈল ভৃগুরামের স্থান॥
হেনমতে কুন্তী-গর্ভে হইল নন্দন।
জন্ম হইতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুবর্ণ মণ্ডিত
পুত্র দেখি পৃথাদেবী হইল বিস্মিত॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইলা বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক রবে, লোকে অপযশ॥
এতেক চিন্তিয়া পৃথা পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে॥
এক সূত নিত্য করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখে বিদ্যমান॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
অপুত্রক আছিলা, পুষিল পুত্র করি॥
বসুসেন নাম তবে রাখিল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করয়ে মিহির॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অবিরত॥
যেই যাহা চাহে, দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায়, তাই রহে প্রাণ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্র হিতে ধরিয়া ব্রাহ্মণ কলেবর॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
নিজ হস্তে কর্ণ কাটি কুণ্ডল অর্পিল।
সেই হেতু কর্ণ নাম ইন্দ্র তাঁরে দিল॥
ভোজের নন্দিনী পৃথা রহে পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা সেই নিমন্ত্রণে॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান॥
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিল যত নৃপবর॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া পৃথা উল্লসিত-মন।
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ॥
ভোজরাজ, পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
নানারত্নে ভূষিয়া করিল কন্যাদান॥
রাজগণ চলি গেল যে যার নগরে।
কুন্তী লৈয়া পাণ্ডু এল আপনার ঘরে॥
পুরন্দর-কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিতা রোহিণী॥
হস্তিনা-নগরে লোক হৈল হরষিত॥
স্থানে স্থানে নগরে হৈল নৃত্য-গীত॥
তবে কতদিনে পাণ্ডুর পুত্র না হৈল।
পুনঃ পাণ্ডুর বিভা হেতু ভীষ্ম চিন্তিল॥
হেনকালে শুনে শল্য নামে মদ্রেশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী॥
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
আগুসরি নিজ গৃহে নিল ততক্ষণ॥

বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন॥
ভীষ্ম বলে, তুমি রাজা বিখ্যাত সংসার।
বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম কর সমর্পণ॥
হাসিয়া যে বলে শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমন ভাগ্য আমার যে ছিল॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আমার আছয়ে কুলাচার॥
ঠেলিতে না পারি, কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা॥
তব স্থানে ধন লই, নহি যে নির্ধন।
কেবল চাহি যে কুল-ধর্ম্মের রক্ষণ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ
কুল-ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন।
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দেবকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না কর লঙ্ঘন॥
আপন কুলের ধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ, বেদের বচন॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
শত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধনলাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন॥
নানারত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজ দেশে গেল॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সম ভাব নাহি ভেদ জ্ঞান॥
তবে পাণ্ডু কত দিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্ বিজয় করিতে॥
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিকে গেল মহাবলে॥
দশার্ণ-দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পাইল বহু রত্ন নিধি॥
মগধ-রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা-ঈশ্বর কাশীক্রৌঞ্চ মহাতেজা॥
জমদগ্নি-সম তেজে পাণ্ডু মহামতি।
একে একে জিনিল সকল নরপতি॥
তবে ত সকল রাজা একত্র হইযা
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুরে পূজিয়া তবে দেয় রাজকর॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী বিবিধ রতন।
আর কত ধন দিল, না যায় গণন॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনা-নগর॥
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পুরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীতি গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন॥
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল॥
ধন পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যজ্ঞ করিয়া করিল বহু দান॥
বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গো কাঞ্চন ভূমি দান দিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা, বনেতে বিহার॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ॥

সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
মহা ধর্ম্মশীল এই বিদুর হইতে ॥
জন্মিল নন্দনগণ সে কন্যা-গর্ভেতে ॥
পিতার সমান তারা অতি নম্র ধীর।
অসামান্য গুণশীল ধর্ম্মেতে সুস্থির ॥
কুরুবংশবৃদ্ধি কথা যেই নর শুনে।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥

গান্ধারীর শত-পুত্র প্রসব।

কহিলেন মুনি, শুন নৃপমণি,
পূর্ব্ব-পিতামহ-কথা
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল-সুতা ॥
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে.
হইয়া হরষ-যুত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত ॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
কুড়ি মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী ॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর হইল সুত।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
হৈয়া পড়িল মূর্চ্ছিত ॥
পুত্র হইলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা ॥
আমি অভাগিনী পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হইল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার ॥
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করিব বিনাশ ॥
লোহার মুদ্গরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে ॥
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল ॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন বিহিত ॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে ॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি ॥
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি ॥

তুমি দিলা বর, শতেক কুমার,
হবে বলি আশা ছিল।
যুগল বরষে, মহাশ্রম ক্লেশে,
মাংসপিণ্ড জনমিল॥
বলে ব্যাস মুনি, শুন সুবদনি,
মোর বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মোর বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়॥
শত কুম্ভ করি, ঘৃত তাহে পূরি,
মাংসপিণ্ড সিক্ত জলে
এত বলি মুনি, বসিলা আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, হৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল সর্ব্ব,
ঘৃতকুম্ভে লৈয়া তুলে।
তবে তপোধন, সুদৃঢ় বচন,
গান্ধারী দেবীরে বলে॥
এই কুম্ভগণে, রাখিয়া যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায়, জন্মিবে তনয়,
নাহি ভাঙ্গ মোর বোল॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
তবে কত দিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি॥
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন
জনম মাত্রকে, ঘোর শব্দে ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন॥

তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুট শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল কাকে॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুদিল, রুধির বর্ষিল,
ঝনঝন হয় গিরি॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
আনাইল শীঘ্রগতি॥
সবার অগ্রেতে, লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হৈতে, অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, শুনে সর্ব্বজন,
বিদুর কৈল তখন॥
ভারত সঙ্গীত, জগত মোহিত,
কেবল অমৃতনিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে যম-ভয়,
পান কর নিরবধি॥

দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বিদুরের মন্ত্রণ-দান
ও দুঃশলার জন্ম বিবরণ।

বিদুর বলেন, অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি, ভাল নহে কাজ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা কিছু নাহি আর।
তবে সে মঙ্গল হয়, ত্যজ এ কুমার॥
কুলের অন্তক রাজা! এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার॥
নিজ-কুল হিত যদি চিন্তহ রাজন্।
এক ঊন হৌক তব শতেক নন্দন॥
কুলাঙ্গার এই শিশু তোমার যে হৈল।
নিশ্চয় জানিহ, এই অধর্ম্ম জন্মিল॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ-হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
যেন নীতি আছে রাজা কহে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী-উদরে॥
অধিক হইলে কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন॥
মুনি বলে, শুন তত্ত্ব শ্রীজন্মেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয়॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল, এক কন্যা দেহ মুনি॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যায় পীরিত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি॥
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মোর গতি॥
ব্রাহ্মণেরে গবী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মোর ইথে কন্যা হবে একগুটি॥
ব্রত তপ করে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব-দ্বিজগণ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন॥
একশত এক ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল॥
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ পাইলাম শতেক তনয়॥
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হৈতে হৈল একখানি॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্র ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিলা সুন্দরী॥
তাহার উদরে হইল একটি নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর॥
বিবাহ করিল সবে রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিল দুঃশলা সুন্দরী॥
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যে মত উদ্ভব॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভব-বারি ॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
এমত নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে রচিয়া পয়ার।
ভক্তিভরে শুনে যেন সকল সংসার ॥
শুন শুন সাধু-সুধী হয়ে একমন।
অপূর্ব্ব ভারত-গাথা ব্যাসের বচন ॥

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত
ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অবস্থিতি।

বহুকাল রহে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত অনুচর ॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বত-কন্দর ঘোর মহাশালবনে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর ॥
হেনমতে একদিন দেখে নৃপবর।
হরিণীযুথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীরে শৃঙ্গার ॥
মৃগ দেখি পাণ্ডুরাজ প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হৈতে ভূমে পড়ে লুটি ॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে ॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
পরম শত্রুকে হেন সময়ে না মারে ॥
পাণ্ডু বলে, মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন ॥
করিলা অগস্ত্যমুনি ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি-ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন ॥
রিপু সম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
নীতিশাস্ত্রে কহে, হেন ক্ষত্রিয়-আচার ॥
ঋষি কহে, মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপকর্ম্ম ॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরস জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
রাজা হয়ে নিজে কর হেন পাপাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার ॥
ঋষির নন্দন আমি, তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর ॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণী-রমণ।
হেনকালে তুমি মোরে করিলে নিধন ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জান আমারে।
সেই হেতু ব্রহ্মবধ নহিবে তোমারে ॥
মৃগদেহ মারিলে ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুন-সময় ॥
এই হেতু শাপ আমি দিতেছি রাজন্।
মৈথুন সময়ে হবে তোমার মরণ ॥
আমি যেমত অশুচিতে যাই পরোলোকে।
এই মত অশুচিতে যাবে যমলোকে ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার ॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
দেখিয়া পাণ্ডুর হৈল বিষণ্ণ বদন ॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন ॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে ॥
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব ॥

শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগ-বধ-অনুসারে॥
সমুচিত ফল তার হৈল এতকালে।
খণ্ডন না হয়, কর্ম্ম-অনুসারে ফলে॥
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া নিশ্চয়॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব দমন॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনা নগরে দোঁহে করহ গমন॥
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর অম্বালিকা মাতা।
সত্যবতী আই আর অন্ধরাজ ভ্রাতা॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবা অবিকল॥
এত শুনি দুই জনে করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুন বচন॥
কি দোষে আমরা দোষী তোমার চরণে।
তোমা বিনা হস্তিনায় যাইব কেমনে॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন্ কাজে।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি আমাদের।
তোমার যে গতি সেই গতি দুজনের॥
তপস্যা করিব মোরা তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্গতি॥
ফলাহারী হৈব করি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।
নানা তীর্থে স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ॥
হেনমতে আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসীতে।
ধর্ম্মপত্নী দোঁহে, দোষ নাহিক ইহাতে॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি॥
তোমার অগ্রেতে মোরা পশিব আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যেখানে সেখানে॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইল রাজন॥
পাণ্ডু বলে, নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে॥
গাছের বাকল পর, ত্যজহ বসন
শিরে জটা ধর, আর ত্যজ আভরণ॥
ফল-মূলাহারী হও ত্যজ দিব্য হার।
কাম ক্রোধ লোভে মোহ ত্যজ অহঙ্কার॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুই জন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ॥
কবরী এলায়ে কৈল শিরে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হৈল বিস্ময়।
দোঁহার দেখিয়া বেশ বিদরে হৃদয়॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী-আচার॥
রত্ন-অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি॥
হস্তিনা-নগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবা আমার বিবরণ॥
যত্নে প্রবোধিবে সবে মায়ের ক্রন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবে মধুর বচনে॥
পাণ্ডুর বচন যত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার করি সবে করয়ে ক্রন্দন॥
সঘনে নিশ্বাস, মুখে কাতর বচন।
হস্তিনা-নগরে সবে করিল গমন॥

একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সবে করে হাহাকার॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন-মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সাগর-কল্লোল॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নৃপবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুজন।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা তথা করিছে বিহার॥
সে বন ত্যজিয়া যান নৈমিষ-কানন।
বহু নদনদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন॥
তিনে হিমালয়ে কবিলেন আবোহণ।
তথা হইতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিন জন।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আবোহণ॥
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
তপস্যা করেন তথা সহ ঋষিগণ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিনশেষে ফলমূল করেন ভক্ষণ॥
বরিষা আতপ শীত সহে কালধর্ম্ম।
কেবল শরীর, তিনে সার অস্থিচর্ম্ম॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন॥

স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল, হেন বাসি।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি সব ঋষি॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গমন।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানারত্নে বিভূষিত বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
দেখেন বহিছে গঙ্গা মৃদুল তরঙ্গে।
দেবকন্যাগণ তথা ক্রীড়া করে রঙ্গে॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর॥
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাজ, যেতে নারে পাখী॥
তিন জনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলেন বচন॥
কোথাকারে যাও হে তোমরা তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি, যাহ কি কারণ॥
তোমাদের কোথা ধাম কহিবে নিশ্চয়।
কিবা নাম হোথা হৈতে আইলে হেথায়॥
ঋষিগণ-বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি, কুরুবংশেতে উৎপত্তি॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে॥
শুন শুন মহামুনি করি নিবেদন।
নিশ্চয় কহিব আমি তব বিদ্যমান॥
মর্ত্ত্যেতে মানব জন্ম হইল আমার।
কিন্তু ঋণ হইতে না পাইনু নিস্তার॥
সংসারের মধ্যে ঋণ শুনি মুনিবর।
বিস্তারিয়া সব কথা কহি বরাবর॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে॥
যজ্ঞ করি দেব-ঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার॥

পিতৃ-ঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্যে হইবে পার অথিতি ভুঞ্জিয়া॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে।
কিন্তু না হইনু পার পিতৃগণ-ঋণে॥
আপন কুকর্ম্মফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ॥
ঋষিগণ বলে, তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিৎ না পাইবা স্বর্গেতে বসতি॥
শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিলে হয় অবশ্য মরণ॥
পৃথিবীতে জন্ম হয় মহাপুণ্য-ফলে।
তাহার বৃত্তান্ত আমি কহিব সকলে॥
পৃথিবীতে বহু দান পুণ্য লোক করে।
বহু তপ জপ করে সংসার-ভিতরে॥
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে।
নীতিশাস্ত্রে হেন কহে বেদের বিচারে॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী॥
এত শুনি বলে রাজা বিনয়-বচন।
কি করিব, মোরে আজ্ঞা কর তপোধন॥
ইহার উপায় মোরে কহ মুনিবর।
অবশ্য পালিব আমি করি অঙ্গীকার॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব-বরদানে॥
দিব্যচক্ষে মোরা সব করি দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ॥
ঋষিগণ-বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলা মুনিগণের উত্তর॥
দেব হৈতে পুত্র হবে, বলে মুনিগণ।
আপনি করহ কুন্তী ইহার বিধান॥
মৃগ-ঋষি শাপে শক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিয়া পিতৃ-ঋণে কর পার॥
আর হেন আছে পূর্ব্বশাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন্ জন॥
মূল্য লৈয়া পৌষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি॥
পুত্রহীনে কোন্ জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চজন স্থানে॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন॥
সেই অনুসারে কহি বংশের কারণ॥
শ্রেষ্ঠ জন হৈতে কর বংশের রক্ষণ॥
কুন্তী বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্যজন না দেখি নয়নে॥
তুমি বল, শ্রেষ্ঠ হৈতে জন্মাহ নন্দনে।
তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছে ত্রিভুবনে॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরব-নন্দন।
মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর।
তাঁর দক্ষিণায় তুষ্ট হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ॥
ভদ্রা যে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী
রাজারে সেবয়ে সদা পুত্রকাম করি॥
পত্নীতে আসক্ত সদা স্ত্রৈণ নরবর।
অকালে হৈল ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মা-কাশ-রোগে রাজার হইল মরণ।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিমগন॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে, ধিক তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামীপুত্রহীনা নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর॥
হেন মতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন॥
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান॥
ঋতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে॥
সপ্ত পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥
শব-স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত জন্মাইল।
হেনমত আছে পূর্ব্ব মুনিরা কহিল॥
তুমিও এখন রাজা যোগ কর বনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন, সে মানুষে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-উক্তি কুন্তী কহি শুন আর॥
পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তী এ সব নিয়ম॥
যারে ইচ্ছা তার হয় করিত সঙ্গম॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথাস্থানে।
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
উদ্দালক নামে এক মহা-তপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাঁহার নন্দন॥
পিতৃমাতৃকোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আসে তথা মুনি একজন॥
বিমোহিত হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী-পুত্র কোলে হৈতে ধরি লয়ে যায়॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চাহে পিতৃপানে।
ক্রোধ-মুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে॥
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ, বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার॥
শুনিয়া বালকে মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করিও ক্রোধ॥
যারে যার ইচ্ছা হয় করিতে বিহার।
টানি লয়ে যায় তারে বিধি বিধাতার॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপতি।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি, নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে॥
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপঃ পরাক্রম॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন॥
সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি॥

স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজয় বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামী-কার্য্য করে অনাদর।
চিরকাল মজিবে সে নরক-ভিতর ॥
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্ব মত ত্যজি তাই হেন মত হৈল ॥
আর পূর্ব্বকথা, কুন্তী শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাস-রাজন ॥
মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্র হৈল ॥
আমা সবাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস করিলেন যথা পিতার বিহনে ॥
বংশ হেতু হেনমত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে, ধর্ম্মের উত্তর ॥
সেই হেতু আজি আমি কহি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তী নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥
রাজার কাতর বাক্যে কুন্তী-ভোজসুতা।
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরে সেবন করিলাম সুবিস্তর ॥
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা প্রতি হইল সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিল সেই মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনি ॥
এই মন্ত্র জপি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সেই দেব আসিবে তব স্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা হয়, পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর, দেবস্থানে মাগি পুত্রবর ॥
যে তোমারে কহিলাম পুত্রের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন্ দেবে করিব আহ্বান ॥
রাজা বলে, মুনি যদি দিয়া থাকে বর
তবে কেন বৃথা চিন্তা করহ অন্তর ॥
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাঁহার উদ্দেশে।
নানা ব্রতে অর্চ্চি যাঁরে অতিশয় ক্লেশে ॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥
হেন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনি বিলম্ব না কর ॥
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হরে যাঁর হইলে আশ্রয় ॥
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান ॥
পুত্রবর কুন্তী তুমি মাগ তাঁর স্থান ॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার
মহা-ধর্ম্মবন্ত হবে সর্ব্ব গুণাধার ॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ ॥
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার ॥
আদিপর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য, শ্রবণে অমৃত ॥
আয়ুর্যশ-পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম।

মুনি বলে, শুন কুরুকুল-অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী ॥

সেই ত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী ॥
পূর্ব্বে মন্ত্র-বর দিল যে দুর্ব্বাসা মুনি ॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান ॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
পরম-সুন্দর পুত্র প্রসবিলা সতী ॥
ইন্দ্র-চন্দ্র-সম কান্তি, তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য-তিথি-যুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিলা কুন্তীসুত ॥
সেই ক্ষণে ধ্বনি হইল আকাশ উপর।
সকল ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তাঁরে করিবেক পূজা ॥
এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন ॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন ॥
ক্ষত্রিয়ে প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর ॥
সে কারণে অন্য দেবে ভজ পুনর্ব্বার।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার ॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে ॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেই ক্ষণে বায়ু তথা করিলে প্রবেশ ॥
বায়ুর সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্মমাত্র তাহার যে শুনহ বিক্রম ॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লইতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায় ॥
কিছুমাত্র ভূমি হৈতে তুলিল যতনে ॥
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে ॥
অশক্তা হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপর।
শতশৃঙ্গ-পর্ব্বত কাঁপিল থরথর ॥
শিলা বৃক্ষ শিরিশৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয় ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন ॥
হেনকালে শূন্যবাণী হৈল ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন ॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী-ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহা-বলধর ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজন-রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই, বজ্রসম বপু ॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয় ॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
দুই মত জন্ম হৈল যুগল-কোঙর ॥
এক হৈল ধার্ম্মিক, নির্দ্দয় আর জন
সর্ব্ব গুণ-যুত এক জন্মাহ নন্দন ॥
কুন্তী বলে, হেন পুত্র হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণী পুত্র পাব কার আরাধনে ॥
ইহা শুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুনিগণে।
সর্ব্ব-গুণ-যুত দেব আছে কোন জনে ॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ ॥
সর্ব্ব-গুণ-যুত দেব ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ ॥
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর ॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর ॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া ॥
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া ॥

তপে তুষ্ট বাসব যে আইল তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
ইচ্ছা তব পূর্ণ হবে না কর সংশয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেল নিজস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ-অন্তর।
তুষ্ট হয়ে মোরে বর দিলা পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্ব-গুণ-যুত তুমি পাইবে কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনি-মন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে এবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ কুন্তীপাশে আইল তৎক্ষণে॥
সঙ্গম করিয়া ইন্দ্র দিয়া গেল বর।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল কুমার॥
জাতমাত্র শূণ্যবাণী হইল গম্ভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
অদিতির যেমন তনয় নারায়ণ।
তেমতি তোমার কুন্তী হইবে নন্দন॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে হৈবে খ্যাত এই পুত্র ধন॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখিবেক দিব্য-অস্ত্র দিব্য-মন্ত্র-মতে।
এ পুত্র না জানে, হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃলোকে উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশ-বাণী হৈল শূন্য হৈতে।
অমর কিন্নর সব আইল দেখিতে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ রুদ্র ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনী-কুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যতেক অমরগণ আইল সত্বর।
মহা-কলরব হৈল শূন্যের উপর॥
দক্ষ-আদি প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য-গীতে॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি আচ্ছাদিল গিরি॥
দেবগণ ঋষিগণ করিলা কল্যাণ।
নিবর্ত্তিয়া সবে গেল যার যেই স্থান॥
হরষিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিল পুত্র-গুণ শুনি॥
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমায় যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সে কারণে তোমায় কহিতে না যুয়ায়।
পুত্র-বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্র-চিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্য-জ্ঞান॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম।

একদিন পাণ্ডু-নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটেতে গিয়া॥
কুরুবংশে তিন বধূ যে আছে সম্প্রতি।
ইতি মধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিন জন॥
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব, মম কর্ম্মের লিখিত॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র লব দেব-বরে॥
সহজে সতিনী কুন্তী, কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥
আপনি বলহ যদি কুন্তীরে এ কথা।
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর॥
স্বামী-বাক্য কভু সেই না করে হেলন।
অবশ্য করিবে মম আদেশ পালন॥
তোমারে প্রকাশ আমি সেই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি, হও ধর্ম্মনারী॥
আপনি এখন তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তী-স্থান॥
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহেন নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি, শুন সতি॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র-অনুসারে॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপিহ করে তাঁরা গুরুর সেবন॥
সতী পতিব্রতা যেই অতি সুচরিত।
তাহার যতেক ধর্ম্ম জানহ নিশ্চিত॥
সেই হেতু কুন্তী, আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভব-সংসারে॥
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈলে হবে এ পুত্রের সহায়॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া॥
একবার দিব রাণী বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে তবে অধিক কুমার॥
হৃদয়ে ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি কৈল সার।
দেব মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী-কুমার॥
অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে এল ততক্ষণ॥
তাঁদের ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রী দেবী যুগল কুমার॥
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবে সংসারে॥
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বত নিবাসী ঋষি আসি নাম দিল॥
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হৈল ভীমবীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম রাখে ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রির নন্দন॥
সহদেব নাম রাখে পঞ্চম কুমার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন দেব অবতার॥
সিংহগ্রীব সিংহচক্ষু, কটি সিংহ সম।
মহা-বীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম॥

পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার ॥
পুত্র-সঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষনেক না করে রাজা নয়নের আড়ে ॥
হেনমতে পঞ্চ পুত্রে করেন পালন।
একদিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন ॥
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীন নর ॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ ॥
ইহকালে সুখদয়ী, লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারযে নরক রৌরব ॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র-পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা ॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র তনয়ারে।
বহুপুত্রে বহু সুখ হয় এ সংসারে ॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিবা আজ্ঞা শুন নৃপবর ॥
পরম কপটী মাদ্রী, দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইলা মম স্থানে।
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দন।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণ ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে ॥
মৌনী রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর পুত্র-বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে ॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে, শুনে যেই জন ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণ।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত ॥
বসন্ত-কালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত ॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর ॥
হৃদে আনন্দিত পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণে রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ ভ্রমে রাজা অরণ্য-ভিতরে ॥
রাজার সহিত মাদ্রী, কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুই জনে ॥
সঙ্গেতে যুবতী ভার্য্যা, বসন্ত-পবন।
বিমোহিত হইল যে তাহে প্রাণ মন ॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রির রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
বিকচ-কমল-সম সুচারু বদন।
শ্রবণে পরশে চারু পঙ্কজ-নয়ন ॥
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভাবে গমন মন্থর ॥
কোমল মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল কামক্ষুধা ॥
মদনে অবশ রাজা হয়ে অচেতন।
হইলেন বিস্মৃত সে মুনির বচন ॥
নিবৃত্ত হইতে নাহি পারিল রাজন।
তবে মাদ্রীর অঙ্গ করেন পরশন ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার ধ্বনি ॥
হাত পা আছাড়ে মাদ্রী ছটফট করে।
কটু ভাষে তবে মাদ্রী ভর্ৎসে নৃপবরে ॥

মৃগঋষি-সাপ প্রভু নাহিক স্মরণ।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে, না জান কারণ॥
তথাপি মদন-রসে হইয়া বিহ্বল।
পাণ্ডু নাহি শুনিল মাদ্রির যত বোল॥
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিত-বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
স্বরূপে জানহ তুমি এ সব বচন।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিলে এমন॥
বিহার করিতে রাজ্য মাদ্রির সহিত।
ঋষি-শাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত॥
শরীর ত্যজেন রাজা দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করিছে মাদ্রি হাহাকার করি॥
পাণ্ডু না শুনিলা সতী মাদ্রির বচন।
কাশী কহে, ব্রহ্মশাপ বড়ই ভীষণ॥
এখানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রির সহিত গেছে নাহিক রাজন॥
হইল অনেক বেলা, গেল কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী দেখিতে রাজারে॥
কতদূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি।
হাহাকার শব্দে কান্দে মাদ্রির নন্দিনী॥
শব্দ-অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রি, কোলে নরপতি॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে।
মুর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলিছে বচন॥
কি কর্ম্ম করিলা মদ্রকন্যে স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি॥
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥
যদি এই বনে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন॥

হেন কর্ম্ম জানি তুমি করিলা কেমনে।
হারালে গুণের স্বামী মাতিয়া মদনে॥
মৃগ-ঋষি শাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে॥
অনিমেষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
বড়ই পাপিষ্ঠা তুই পতি-বিঘাতিনী।
তোর জন্য হইলাম আমি অনাথিনী॥
মাদ্রি বলে, কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ॥
বার বার তাঁরে দেবী করেছি বারণ॥
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডে কোন্ জন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন॥
কুন্তী বলে, ভাবী কর্ম্ম, না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন॥
পঞ্চপুত্রে পালন করিহ ভাল মতে।
সহমৃতা হৈব আমি রাজার সহিতে॥
মাদ্রি বলে, হেন তুমি না বল আমারে।
তিলেক না জীব আমি না দেখি রাজারে॥
তোমার বিলম্বে এতক্ষণ আছে প্রাণ।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভু-স্থান॥
আমা হেতু নৃপবর হারাইল জীবনে।
সেই হেতু আমি যাইব সহ-মরণে॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
বিদায় তোমার কাছে মাগি যে এখন॥
পুনঃ পুনঃ যে তোমারে করি পরিহার।
যত্নেতে পালিবা দুটী কুমার আমার॥
ইহা বিনা আর কিছু না কহি তোমারে।
বিভেদ না ভেব দুটী আমার কুমারে॥
পিতৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সর্ব্ববন্ধু জেন, তুমি মাতা তাত॥

এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিবিড় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল॥
আলিঙ্গন করি মাদ্রি ত্যাজিল পরান।
শুনি শতশৃঙ্গ-বাসী এল সেই স্থান॥
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার॥
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
অনাথ হইল কুন্তী, শিশু পঞ্চজন॥
রাজ-পুত্রগণে স্থিতি না শোভে কাননে।
দেশেতে লইয়া রাখ পাণ্ডু-পুত্রগণে॥
তবে সবাকার ধর্ম্ম থাকে, হেন বাসি।
বিচার করিল এই শতশৃঙ্গ-বাসী॥
মৃত শব কান্ধে করি লয় চরগণ।
পুত্র সহ কুন্তী লয়ে গেল ঋষিগণ॥
অল্প দিনে গেল কুন্তী হস্তিনা-নগর।
প্রবেশ করিল সবে নগর-ভিতর॥
রাজ-অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তীসহ এল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্র-আদি যত বৈসে অন্তঃপুর॥
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধা নারী॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ॥
শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন ঋষির সমাজ॥
দেব-বরে পঞ্চ পুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার॥
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন সহমৃতা পাণ্ডুর বনিতা॥
এই কুন্তী সহ দেখ পুত্র পঞ্চজন।
পাণ্ডু-মাদ্রি-শব এনেছি করি বহন॥
যে মত বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রস্থান॥
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে, কাতর বচন॥
কান্দে সত্যবতী কান্দে অম্বিকা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে, অন্ধ নৃপমণি॥
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
ক্রন্দনের শব্দ উঠে গগন-উপরে।
মহা-কোলাহল হৈল হস্তিনা-নগরে॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া॥
রাজ বিধান যেমন আছে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর॥
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রগণে।
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ-বিধানে॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত॥
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসী কলসী ঘৃত আনে ভারে ভার॥
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্রে রাজার করিল দাহক্রিয়া॥
পঞ্চ ভাই দিলা পিণ্ড ক্ষত্রিয়-বিধান।
ত্রয়োদশ দিনে করে শ্রাদ্ধ শান্তি দান॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গবীদান।
কাঞ্চন-রজত-দান বিবিধ-বিধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবতীর প্রাণত্যাগ।

তবে কত দিনে তথা আসে বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন॥
ধর্ম্মকাল গেল, হৈল পাপ-উপাসন॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে সব হিংসা অহঙ্কার॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য, মেঘে অল্প জল॥
ধন লুপ্ত হবে, লুপ্ত হবে ক্রিযাচার।
আত্ম হিংসা সবে তবে করিবে বিস্তার॥
ধৃতরাষ্ট্র কপটে করিবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্ম আশ্রয়॥
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায়॥
গৃহ ত্যজি জননী চলহ তপোবন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন॥
এত বলি ব্যাস-মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান॥
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংসক হবে করিবে দুষ্কৃতি॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এসব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে॥
সে কারণে এবে আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে॥
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে ডাকি সব কথা কহিলেন সতী॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধা নারীগণ।
সত্যবতী সহ সবে গেল তপোবন॥
ফল-মূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সবে শরীর ত্যজিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রসবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

ভীমের বিষপান।

মুনি বলিলেন, রাজা শুন তদন্তরে।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বলে বীর বৃকোদর॥
মহা-বলবন্ত ভীম দেখি যম যেন।
তাহার সদৃশ নাহি ভাই একজন॥
ধাইতে পবন সম, সিংহ যম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ সম, মেঘ সম ডাকে॥
যেই দিক দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ বৃক্ষে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি॥
ক্রোধে সব সহোদরে ধরি একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে॥
কতদূরে পড়ে সবে অচেতন হৈয়া।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বৈয়া।
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর॥
প্রাণ যায় বলি সবে পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প সব দেখি তবে ভীম রাখে॥
জলমধ্যে ক্রীড়া যবে করে ভ্রাতৃগণ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন॥

ডুবায় জলের নীচে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে॥
ভয়েতে না যায় কেহ ভীমের নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীমে সবে থাকে তটে॥
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফল সহ পড়ে তাহা ভূতল উপর॥
বালক-কালেতে ভীম মহা-পরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম॥
দুর্য্যোধন দেখি হইল পরম চিন্তিত।
বালক-কালেতে বল ধরে অপ্রমিত॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীয়ন্তে নাই আমার কুশল॥
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব, হেন যুক্তি করে সার॥
ভীমে মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া।
তবে ত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া॥
বালক-কালেতে করে এমত বিচার।
যে কালে না জানে লোক হিংসা অহঙ্কার॥
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন॥
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান॥
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় শকটে পূরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন॥
আজি চল ভাই সব, যাই গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে॥
উত্তম বিহার স্থান আহার সহিতে।
ভক্ষ্য ভোজ্য আছে সব প্রমাণ-কুটীতে॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল-ক্রীড়া, চল গঙ্গাতীর॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া।
রথ গজ অশ্ব-যানে আরোহণ হৈয়া॥
প্রমাণ-কুটীতে যে যাইল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন॥
অনুচরগণ সব থুইয়া বাহিরে।
সব ভ্রাতৃগণ গেল প্রমাণ-কুটীরে॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল।
নানাদ্রব্য উপচার খাইতে লাগিল॥
উপাচার পূরি করে অঞ্জলি অঞ্জলি।
একজন মুখে দেয়, আরজন তুলি॥
হেনমতে ক্রুর কুরুপতি দুর্য্যোধন।
খাদ্য সহ কালকূট ভীমে করে দান॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর॥
এইরূপে দুর্য্যোধন করেন ব্যাভার।
ইহার বৃত্তান্ত কেহ নাহি জানে আর॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহাকুতূহলে॥
কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় হইল ক্রমে ভীম হীনবল॥
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন।
প্রমাণ-কুটীতে পুনঃ করিল গমন॥
দিব্যবস্ত্র পরি বিভূষিল অলঙ্কার।
উপচার-দ্রব্য যত করিল আহার॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন॥
বিষেতে জারিত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥

ধরিয়া ফেলিল তবে গঙ্গার সলিলে
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে ॥
ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে নাগের ভবনে।
উপনীত হৈল ভীম ঘোর অচেতনে ॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন ॥
নাশিল স্থাবর-বিষ জঙ্গম-বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম চাহে চতুর্ভিতে ॥
মনে মনে ভাবে ভীম বিস্ময় হইয়া।
কোথায় এলাম একা ভ্রাতৃরে ছাড়িয়া ॥
বন্ধন দেখিয়া তবে হইল বিস্ময়।
কে মোরে বান্ধিল, তবে না জানি নিশ্চয় ॥
অবহেলে ছিণ্ডে কর-পদের বন্ধন।
মুষ্ট্যাঘাতে প্রহারে যতেক নাগগণ ॥
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ ॥
দুই চারি নাগ তবে একত্র হইয়া।
ভাবিতে লাগিল সবে একত্রে বসিয়া ॥
কেহ বলে, শুন ভাই আমার বচন।
আমার দংশনে বাঁচে নাহি হেন জন ॥
আর নাগ বলে, ভাই যায় বুঝি প্রাণ।
শীঘ্র করি কর এর যা হয় বিধান ॥
একত্র হইয়া চল, জানাব রাজায়।
অবশ্য করিবে রাজা ইহার উপায় ॥
বাসুকির আগে গিযা করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন ॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার ॥
বন্ধনেতে ছিল, হেথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া ॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে, পাইল চেতন।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন ॥
এই সব বিবরণ শুন নৃপবর।
না জানি ইহার তত্ত্ব, করহ বিচার ॥
শুনিয়া বাসুকি-নাগ চলিল ত্বরিত।
পাছে পাছে যত নাগ চলিল সহিত ॥
মহা-পরাক্রম ভীম আছে সেইখানে।
দিব্যচক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে ॥
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ ॥
আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয়, করহ উত্তর ॥
ধনরত্ন লহ তুমি, যেই ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে ॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া তুষ্টি জন্মাও ইহার ॥
ধনরত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন ॥
ইহারে লইয়া গৃহে করহ গমন।
যাহাতে এ তৃপ্ত হয়, করহ রাজন ॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহে লইয়া বসাইল পালঙ্ক উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা-কুণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান, যত লয় মন ॥
সহস্র মাতঙ্গ বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে ॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রমে ক্ষুধা।
তাহে লোভী অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ডসুধা ॥
একে একে অষ্ট কুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি, উদর পূরিল ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
হেথা নিদ্রা অবসানে কুরু পুত্রগণ ॥
গৃহেতে যাইব হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার ॥

ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে, না দেখি কেবল ভীমবীর॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে॥
ভীমের উদ্দেশ ভাই কর সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ বনভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন॥
শুনি যুধিষ্ঠির হৈল বিরস বদন।
কোথাকারে গেল ভীম, না জানি কারণ॥
কেহ বলে, বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে, আগে ঘরে করিল গমন॥
অসন্তোষে যুধিষ্ঠির উঠি শীঘ্র করি।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বরী॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে কি এসেছে মাতা ভাই বৃকোদর॥
গৃহের মধ্যেতে না দেখি যে কারণে।
পাঠাইলে কোন স্থানে বুঝি অনুমানে॥
ভীমে না দেখিয়া মোর স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি॥
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর॥
শুনিয়া বিষণ্ণ-মনা হয়ে ভোজ-সুতা।
বলিলেন, ভীম নাহি আইলেক হেথা॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া বিদুরে জানাহ পুত্রগণ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদ-গদ ভাষে॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে এল বৃকোদর না আইল কেনে॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন, তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির, চিত্তে হইল যন্ত্রণা॥
বিদুর কহিল, কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্র-কথা শুনিলে করিবে অবিচার॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে সবে করিয়া বিলাপ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে কহিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন সবে শোক কর দূর॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয়॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজঘর।
শোকাকুল-মতি সেই চারি সহোদর॥
হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর॥
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন॥
চারি ভাই শোকাকুল, কাঁদয়ে জননী।
অষ্ট দিন হৈল, কেহ বার্ত্তা নাহি জানি॥
এত বলি নাগগণ নানারত্ন দিয়া।
কান্ধে করি প্রমাণ-কুটীতে থুল লৈয়া॥
তথা হৈতে চলে বীর মত্ত-গজ গতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥

আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর।
হরিষে চক্ষের জল বহে দরদর।
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এত দিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল ভীম সব বিবরণ।
যে প্রকারে দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে॥
নাগের দংশনে মোর চেতন হইল।
কৃপায় বাসুকি নাগ বহু ধন দিল॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃ-স্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাই চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট, কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একাকী কেহই নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া করিল বর্জ্জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

কৃপাচার্য্যের জন্ম বিবরণ।

মুনিবরে কহে পরীক্ষিতের কুমার।
বিস্তারিয়া কহ মোরে, ঘুচুক আঁধার॥
তদন্তর কি করিল পাণ্ডবের স্বামী।
তব মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হই আমি॥
মুনি বলে, শুন রাজা পাণ্ডব-চরিত্র।
যাহার শ্রবণে হয় জগত পবিত্র॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্র-শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান্ ঋষি-পুত্র হস্তিনাতে ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব-পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥
জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ-তনয়॥
মুনি বলে, নৃপতি করহ অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান্॥
শরদ্বান্ নাম হৈল শর সহ জন্ম
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র না পড়িল ধনুর্ব্বেদে মন।
তপবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তাঁর তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপভঙ্গ হেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দিল পাঠাইয়া।
যথা তপ করে, তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান্, হৈল হত ধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য।
স্খলিত হইতে মুনি হৈল সচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে॥
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
হইল একটি কন্যা, অন্যটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল-শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভারি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে কৃষ্ণচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির এ কর্ম্ম॥

গৃহে আনি দোঁহারে যে করেন পালন।
কতদিনে আসে শরদ্বান্ তপোধন ॥
শরদ্বান্ বলে, রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পালিলে সেই তনয়া তনয় ॥
সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী বলি হেন ঘোষয়ে সংসার ॥
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে ॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে ॥
কুরুবংশ-যদুবংশ-অন্ধ-বৃষ্ণি-বংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে নানা দেশে ॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপ-স্থানে।
কৃপগুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে ॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কি মতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রোণাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ।

রাজা বলিলেন, মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য, কোথা অবস্থান ॥
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তাঁরে কোন্ জন।
কুরু-দেশে গুরু হইলেন কি কারণ ॥
ব্যাস-শিষ্য মুনিবর সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানী।
কহিতে লাগিল দ্রোণাচার্য্যের কাহিনী ॥
ভরদ্বাজ মহামুণি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
একদিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে ॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমা-সুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা ॥
দক্ষিণ-পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন ॥
দেখিয়া তাঁহার চিত্তে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিকতর বেগ ॥
নাহি হেন জন, যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত, চিন্তান্বিত মুনি ॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী * রাখিলেন তায়।
দ্রোণী মধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায় ॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ-অন্তর।
পুত্র লইয়া গেলেন আপনার ঘর ॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ-বিদ্যা সর্ব্ব-শাস্ত্র করালেন শিক্ষা ॥
ছিলেন পৃষত-নামে পাঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন ॥
ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান-বয়স দ্রোন সহিত খেলায় ॥
এক ঠাঁই দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন-শয়ন ॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোঁহার দোঁহে সখা ॥
তবে কত দিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল-দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল ॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোবন ॥
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী ॥
পরমা-সুন্দরী কন্যা ব্রত অনুরতা।
যজ্ঞ-হোম তপে নিষ্ঠা সতী পতিব্রতা ॥
যজ্ঞ-তপ-ফলে তাঁর হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেন অশ্বের গর্জ্জন ॥

*দ্রোণী—গামলা

হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম তার হবে সে কারণে।
দীর্ঘজীবি হবে, আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে
পুত্রে দেখি দ্রোণচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে করালেন অধ্যয়ন॥
তবে কত দিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নি-সুতের দানের বিবরণ॥
নানা রত্ন ধন বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে জিজ্ঞাসেন জমদগ্নির নন্দন।
কোথা হৈতে আইলেন, কোন্ প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন, মোর দ্রোণাচার্য্য নাম।
জনক আমার ভরদ্বাজ গুণধাম॥
বহু দান কর তুমি, শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকুটুম্ব মোর যেন পূরে মনস্কাম॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন॥
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর তূণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ দ্রোণ॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ, না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে॥
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তাঁর স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
এত ভাবি গেল দ্রোণ পাঞ্চাল-নগর।
উত্তরেন যথায় দ্রুপদ নরবর॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটিমাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দুঃখে॥
রাজারে বলেন দ্রোণ, শুন মহারাজ।
আমি তব সখা, হেথা আসিয়াছি আজ॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিত-বর্ণ, কহে কম্পকায়॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবা দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনীর নির্ধন সখা কভু না যুয়ায়।
সুর-নরলোকে কভু সখ্য নাহি হয়॥
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখ্য হয় অতি সুখে॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখেছি কি না দেখেছি, নাহি পড়ে মনে॥
এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর॥
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ।
ক্রোধে নেত্রদ্বয় করে অগ্নি বরিষণ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
না বলিয়া কারে কিছু করিলা গমন॥
শ্যালক-আলয়ে যান হস্তিনা-নগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর॥

দারা পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কত দিন যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সিঞ্চিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

—

কুরু-পাণ্ডবের বাল্যক্রীড়া।

এক দিন তথা যত কুরুপুত্রগণ।
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন॥
এক গোটা লৌহ-ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাতে দণ্ড করি তাহা যায় গড়াইয়া॥
হেন লৌহ ভাঁটা তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে॥
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার॥
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইল।
হতাশ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিল॥
লজ্জিত হইল সবে মলিন বদন।
হেনকালে আইলেন দ্রোণ তপোধন॥
শুক্লবেশ শুক্লবস্ত্র স্কন্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ, গতি মত্তকরী॥
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস বদন।
জিজ্ঞাসেন মনোদুঃখ কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম আমা সবাকার॥
ধিক্ প্রাণ, ধিক্ ধনু, ধিক্ অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে শক্ত নহি কোন জন॥
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহ-ভাঁটা পাই দেখিবারে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য বলেন হাসিয়া।
কূপ হৈতে ভাঁটা দেখ দেই উদ্ধারিয়া॥
এই ইষিকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার॥
একবাক্য হৈয়া সবে কর অঙ্গীকার।
অবশ্য উদ্ধারি দিব লৌহ ভাঁটা যার॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্য প্রতি বলে বুঝিয়া কারণ॥
কূপ হৈতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
কি ভোজ্য ভোজনে তবে, সকলি তোমার॥
কৃপাচার্য্য সহিত ভুঞ্জহ নানা সুখ।
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য পরম কৌতুক॥
দ্রোণ বলিলেন, সবে থাক স্থির রূপে।
এইত অঙ্গুরী আমি ফেলি এই কূপে॥
অঙ্গুরী তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি লইলেন, ইষিকা একটা॥
মন্ত্র পড়ি দ্রোণাচার্য্য ইষিকা মারিল।
মন্ত্রতেজে লৌহ-ভাঁটা সকল ভেদিল॥
পুনঃ পুনঃ তথিপর মারেন অপার।
ইষিকা ইষিকা যুড়ি হৈল দীর্ঘাকার॥
ইষিকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা উঠিল উপরে॥
আশ্চর্য্য হইয়া সবে মানিল বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লয়ে দ্রোণ মহাশয়॥
মন্ত্রপড়ি অঙ্গুরী উপরে বাণাঘাতে।
শর সহ অঙ্গুরী উঠিল আসি হাতে॥
দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহাস॥
কোথা হৈতে এলে দ্বিজ, কোথায় নিবাস।
কি কারণে আগমন, করহ প্রকাশ॥
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
কহ শুনি দ্বিজবর কিবা তব নাম॥
আজ্ঞা কর দ্বিজবর, যেই লয় মন।
যে আজ্ঞা করিবা, তাহা করিব পালন॥

এতেক বচন যদি শিশুগণ-কৈল।
শুনিয়া সন্তুষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ যে হইল॥
দ্রোণ বলে, শুন সবে আমার উত্তর।
মম সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর॥
রূপ গুণ আমার কহিবা তাঁর স্থান।
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিবে বিধান॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ-আগে কহে সব সমাচার॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাঁহার যতেক গুণ অদ্ভুত সংসারে॥
নাম ধাম করিলাম জিজ্ঞাসা তাঁহারে।
কহিলেন তোমার গোচর করিবারে॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া হৃদয়।
জানিলেন এতাদৃশ অন্য কেহ নয়॥
দ্রোণাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে।
আইলেন দ্রোণ, জানিলাম এ বিধানে॥
কুরুবংশ-যোগ্য গুরু মিলে এতদিনে।
দ্রোণ-অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনে॥
দ্রোণে দেখি প্রণমিল গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি দ্রোণ, দেন আলিঙ্গন॥
ভীষ্ম বলিলেন, কহ আপন কল্যাণ।
বড় ভাগ্য কুরুবংশে দ্রোণ-অধিষ্ঠান॥
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন।
কহিতে লাগিল সব আত্ম-বিবরণ
তপোবনে থাকি বহু করি তপঃক্লেশ।
ফলমূলাহারী ধরি জটা-বল্ক-বেশ॥
এইরূপে বহুদিন থাকি তপোবন।
হেনকালে পিতৃবাক্য হইল স্মরণ॥
বংশ-হেতু কতদিনে পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে।
গৌতমী কৃপের ভগ্নী করিলাম বিয়ে॥
জন্মিল তাহার গর্ভে একটি নন্দন।
অশ্বত্থামা নাম তার দিল দেবগণ॥
কতদিনে ক্রীড়া-কাল পাইল কুমার।
শিশুগণ-সঙ্গে সদা করয়ে বিহার॥
আচম্বিতে একদিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
গবীদুগ্ধ পান করে সকল বালক।
সেই মত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক॥
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্যটন॥
গবীর কারণে ভ্রমিলাম বহু স্থান।
সত্যশীল কেহ না করিল গবীদান॥
নাহি চাহিলাম কোন অধমের স্থান।
গবী না পাইয়া গৃহে করিনু প্রস্থান॥
গৃহে আসি দেখিলাম বালকের দল।
আনিয়াছে পাত্র ভরি পিটালির জল॥
পিটালির জল সবে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল॥
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশু সঙ্গে॥
ইহা দেখি শিশুগণ বলাবলি করে।
যার পুত্র পিষ্টোদক পিয়ে হর্ষভরে॥
দুগ্ধপান কৈনু বলি নাচিছে সঘনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধনহীন দ্রোণে॥
শিশুগণ উপহাস তাহারে করিল।
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল॥
পুত্রের বচন শুনি চিত্তে হৈল তাপ।
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ॥
বহুমতে বিলাপিয়া ভাবি মনে মনে।
আপন কর্ম্মের ফল না হয় খণ্ডনে॥
ধিক্ তপ ধিক্ জন্ম ধিক্ পরিবার।
ধিক্ ধ্যান জ্ঞান মোর, ধিক্ কলেবর॥
ধিক্ ধিক্ শতধিক আমার জীবনে।
পৃথিবীতে গৃহবাসী ধিক্ ধনহীনে॥

এতেক ভাবিয়া পূর্ব্ব হইল স্মরণ।
বালক কালেতে সখা পৃষত-নন্দন॥
অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল তাহার সহিত
পাঞ্চালে গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পিরীত॥
সখা বলি সম্ভাষ করিনু দ্রুপদেরে।
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে॥
কোথায় দারিদ্র তুমি, আমি নৃপমণি।
তব সনে সখ্য করে, আমি নাহি জানি॥
পুনঃ পুনঃ কত বলে নিষ্ঠুর বচন।
সেবকে বলিল, দেহ একটি ভোজন॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তাহার।
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিনু আর॥
ভেদিলেক মর্ম্ম মম তাহার বচনে।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম তথির কারণে॥
আইলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ চিতে।
প্রতিকার করিব তাহার ভবিষ্যতে॥
সেই হেতু আইলাম হস্তিনা-নগর।
কি করিব প্রীতে তব, কহ নৃপবর॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাগ্য বড়ই আমার।
অতএব হেথায় করিলা আগুসার॥
এই কুরু-জাঙ্গল কৌরব-অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার সব আপনার॥
পৌত্রগণে সমর্পিয়া দিনু হাতে হাতে।
পাণ্ডব কৌরব পঞ্চোত্তর শত সুতে॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান
কৃপায় সবারে কর অস্ত্রশিক্ষা দান॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর
রহিবারে দিলেন রত্নমণ্ডিত ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

———

দ্রোণের নিকট অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্র শিক্ষা।

তবে দ্রোণাচার্য্য সব রাজপুত্র লৈয়া।
কহিতে লাগিল সবে একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্রবিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা বলি শুন সব শিষ্য।
সত্য কর, তোমরা তা করিবে অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি যত শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে, না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন, করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন, হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন-বচনে দ্রোণ হরিষ-অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক-উপর॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য লৈয়া যত শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান নানা অস্ত্র-অধ্যয়ন॥
অস্ত্রশিক্ষা করে কুরু-পাণ্ডব-কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল দ্রোণ-গুরু-সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনা-নগরে সবে করিল গমন॥
বৃষ্ণিবংশ-যদুবংশ-তনু ভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেও অস্ত্র দ্রোণ স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহুশিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর॥

সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু লয়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
একান্তে পাইয়া দ্রোণ পুত্রে শিক্ষা দেন।
গুরুর এ কৌশল বুঝিলেন অর্জ্জুন॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে জুড়িয়া
কমণ্ডলু লৈয়া দিল জলেতে পুরিয়া॥
জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি, সদা স্তুতি, বিনয় বচন॥
পার্থের সৌজন্য দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহুবিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥

দ্রোণ সমীপে অস্ত্রশিক্ষা হেতু একলব্যের আগমন।

তবে এক দিন তথা দ্রোণ-গুরু-স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ-নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য-মুখে বাক্য নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা-বল্ক-পরিধান, ফল-মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্ত্তি করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর॥
সর্ব্ব অস্ত্র শিখি হৈল মহা ধনুর্দ্ধর॥
তবে কতদিন পরে কৌরব-নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে॥
মৃগয়া-নিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুকুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে॥
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা-পুত্তলি আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুকুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মারে স্তব্ধবাণ॥
না মরিল কুকুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক রা॥
কুকুর নিঃশব্দে ধায় মুখে স্তব্ধশর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার-গোচর॥
কুকুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুতকর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহুবিদ্যা জানি, হেন বিদ্যা নাহি জানি॥

লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন্ জন॥
অনুচরে লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল, হও তুমি কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে, মম একলব্য নাম।
দ্রোণ গুরুস্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিলাম॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণস্থানে করিলেন সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে নিগ্রহ কর বুঝিনু এখন॥
পূর্ব্বেতে আমার কাছে কৈলা অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-কুমারে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন, সে আছে কোন্ স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি ধাবে উঠি নিষাদ-নন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু, হেথা কোন্ প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন, যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা মোর পাশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করিব বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥
দ্রোণ বলিলেন, যদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবে॥
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল।
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
পার্থ জানিলেন, গুরু আমারে সদয়॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলা গমন॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

দ্রোণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের
অস্ত্র পরীক্ষা গ্রহণ।

তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
রচিয়া কাষ্ঠের পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাস পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাঁহারে॥
ঐ দেখ ভাস-পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর॥
যেক্ষণে আমার আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাস-পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥

ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন শত ভাই, বীর বৃকোদব।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশব॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহুনিন্দা করি দ্রোণ-বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনেব হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখ-বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা বাপু ধনুঃশর হানি॥
গুরুবাক্যে তখান টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষীপ্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণে থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষ উপরেতে দেখিবারে পাই পাখী॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন, আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন, অগ্রে কাট পক্ষী-শির।
না স্ফুরিতে গুরুবাক্য কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥

তবে এক দিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে॥
জলে নামিলেন গুরু, শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে॥
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে॥
আমারে কুম্ভীর ধরি লৈয়া যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে॥
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে-ব্যস্তে লৈয়া যায় অস্ত্র যে যাহার॥
দ্রোণেব মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চ বাণ মারিল ফাল্গুনী॥
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর-কলেবব।
মবিল কুম্ভীর, ভাসে জলের উপর॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বার বার তুষিল চুম্বন-আলিঙ্গনে॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা বাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥
দেখিযা গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্যোধন চিন্তে মবণ-সমান॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে॥
রথ আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠিব।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম-বীর॥
তুবঙ্গে নকুল হৈল, সহদেব কুন্ত।
হেনমতে হইলেন সবে বিদ্যাবন্ত॥
ইন্দ্রের নন্দন হৈল ইন্দ্রের সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখান॥
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনুঃ খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ভক্তিতে শুনিলে তরে ভব-পারাবার॥

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে রাজপুত্রগণের
অস্ত্র-শিক্ষার পরীক্ষা।

সর্ব্ব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ বলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর॥
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সবারে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন॥
রঙ্গভূমি সুসজ্জ করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে॥
ক্ষেত্র এক প্রশস্ত চৌদিকেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানারত্নে গৃহ সব করিল শোভন॥
রাজগণ বসিবারে তাহার উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা রাখিল বিস্তর॥
রাজ-নারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
ভূমি হৈতে তাহা অতি করিল উচল॥
হেন মতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইলেন ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর গঙ্গার নন্দন॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সামদত্ত।
আর যত রাজগণ আইল প্রমত্ত॥
গান্ধারী সুবল-সুতা কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী॥
রথ-গজ-অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
শতপুর করিয়া বসিল দেখিবারে॥
নানাবাদ্য বাজে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি॥
হেনকালে আইলেন আচার্য্য মহাশয়।
তারা-মধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয়॥
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইলা সভামাঝে।
আজ্ঞা কৈল আসিবারে পাণ্ডব-অগ্রজে॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ-মুখ নির্ম্মল শরীর॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ॥
ধন্য ধন্য করি সবে করিল বাখান।
সবে বলে, কেহ নাহি ইহার সমান॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে দ্রোণ তপোধন
আজ্ঞা করিলেন, এস ভীম দুর্য্যোধন॥
গদা হাতে এল তবে দুই মহাবীর।
মল্লবেশে রঙ্গমাটি-ভূষিত শরীর॥
মাথায় মুকুট, পরিধান বীর-ধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
গদা হাতে করি ভ্রমে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে, মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
পরস্পরে কথা হয় সভার ভিতর॥

কেহ বলে, মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে, ভীম হৈতে বলী কুরুবর ॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রবল-শব্দ কথায় কথায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ-মাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা ॥
বুঝিয়া লোকের মর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয় ॥
মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন ॥
তবে-আজ্ঞা কৈল গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে ॥
নব-জলধর--প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ-শশধর মুখ, রাজীব লোচন ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে, আইলেন কুন্তীর নন্দন ॥
কেহ বলে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ-যম ॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহি ভূমণ্ডলে ॥
এইমত কথাবার্ত্তা হয় যে সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে ॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে পুছিল।
কি হেতু এমত শব্দ সভাতে উঠিল ॥
বিদুর বলেন, রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ্ সকলে প্রশংসে তার গুণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন বিস্তর।
কুরু-বংশে ভাগ্য মম এমত কুমার ॥
ধন্য কুন্তী হেন পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল ॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে ঝরে দুগ্ধ সজল নয়ন ॥

তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া ॥
মারিল অনল-অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিয়া গগন-মণ্ডল ॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব, হৈল অগ্নিময় ॥
যুড়িয়া বরুণ-বাণ কুন্তীর কুমার।
নিবর্ত্তিল অগ্নিবৃষ্টি, বর্ষে জলধার ॥
বায়ু-অস্ত্রে নিবারিল জল-বরিষণ।
আকাশ-অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ ॥
সন্ধিয়া পর্ব্বত-অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর ॥
ভূমি-অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু-অস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল ॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র মারি লুকাইল নিজে।
কোথায় আছেন, কেহ নাহি পায় খুঁজে ॥
কভু রথে ধনঞ্জয়, কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি যেন চক্ষে ধাঁধা করে ॥
হেনমতে নানাবিদ্যা অর্জ্জুন প্রকাশে।
ধন্য ধন্য বলি সর্ব্ব সভাসদে ভাষে ॥
নিবর্ত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিঃস্বন ॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু-আগে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে ॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥

অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দর্শন করিয়া
রণস্থলে কর্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ হৈল আগুয়ান ॥

শতদল বর্ণ জিনি অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডল-যুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবারিত কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানু-লম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করিয়ে সর্ব্বজনে।
কহেন কর্ণ, এ ক্রীড়া নাহি লাগে মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে, এই হবে দেবের কুমার॥
কেহ বলে, এই বীর পরম-সুন্দর।
অপ্সরা কিন্নর কিম্বা দেব পুরন্দর॥
অথবা গন্ধর্ব্ব কিবা, না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
কেহ বলে, এই বীর হবে বৈশ্বানর।
আচম্বিতে সমুদিত যেন দিবাকর॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা, সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোকে বিস্মিত-বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত-মন॥
বিরস বদন হইল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন্ বিদ্যা জানহ সভার আগে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি, ছিলা কোন্ দেশে।
হেথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে সে সকলে দিনু অধিকার॥
কর্ণ বলে, সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে সদা আমি হইনু তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত শরীর॥
অর্জ্জুন বলিল, তোরে কে ডাকিল হেথা।
কে বা বলে তোমারে সভায় কহ কথা॥
অনাহুত আসি দ্বন্দ্ব করিস্ সভায়।
ইহার উচিত ফল পাবি রে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি যমস্থানে পাইবি এখন॥
কর্ণ বলে, ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক, জিনি অস্ত্রধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীন-লোক-প্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর, তবে জানি বলী॥
মম সঙ্গে রণে জিন, তবে জানি বীর।
দ্রোণ-গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥

এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয় ॥
স্বপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর ॥
আগু হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর ॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ ॥
পুত্রস্নেহে গগনে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর ॥
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ ॥
সকুণ্ডল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী চিনিলেন আপন নন্দনে ॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তী দেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় মহাতাপ লাগি ॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে, কহে কর্ণেরে চাহিয়া ॥
এই পার্থ বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরু মহাবংশে জন্ম, বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ, কোন বংশ কাহার নন্দন ॥
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন ॥
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর-লোকেতে যুদ্ধ নয় ॥
কেবা তব মাতা পিতা কহ বীরবর।
বল শুনি কোন রাজ্যে তুমি অধীশ্বর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ কৃপের বচন
হেটমুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন ॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃন্ত হৈতে ছিন্ন যেন কমলের দল ॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন ॥
সহজে বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে যেই জন বীর্য্যবন্ত তেজে ॥
যেই জন জানে সৈন্য-চালন-সন্ধান।
তাঁর মনে রণ সাজে, আছে এ বিধান ॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন ॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর ॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে
বসাইল কর্ণবীরে কনক-আসনে ॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত ॥
কনক-অঞ্জলি শিরে ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ রহেন বিস্মিত হৈয়া ॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন ॥
অঙ্গদেশে দিলে মোরে তুমি রাজা করি।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা প্রাণপণ করি ॥
দুর্য্যোধন বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন।
হইবে আমার সখা এই মম মন ॥
অচল সৌহৃদ্য-ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা, আজ্ঞা কর তুমি মিতে ॥
কর্ণ বলে, সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম-স্নেহেতে দোঁহে করে আলিঙ্গন ॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শুনি, পুত্র হৈল নরপতি ॥
বয়সে অত্যন্ত বৃদ্ধ চলে যষ্টিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে ॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥

অধিরথে দেখি কর্ণ শশব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে॥
পাণ্ডব জানিল, কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন॥
ওহে কর্ণ, তুমি অধিরথের নন্দন;
এতক্ষণ না জানি এ সব বিবরণ॥
অর্জ্জুন সহিত রণে তুমি শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তোর আদি অন্ত॥
সভাতে সম্ভবে কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি চালা গিয়া রথ॥
আরে নরাধম তোর কিমত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও, এ অদ্ভুত কথা॥
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনি কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়॥
ভীমমুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর॥
সারথিই হই, কিংবা সারথি-তনয়।
যাহাই হই না আমি, দুঃখ তাহে নয়॥
কোন্ কুলে জন্মলাভ দৈব দেন করে।
পুরুষত্ব কিন্তু মোর মুষ্টির ভিতরে॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্র হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র-ধর্ম্মে বলিষ্ঠ যে জন।
শূর বা নদীর অন্ত পায় কোন্ জন॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজদল করে শূরকর্ম্ম॥
কার্ত্তিকেয়-জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে, কেহ বা আগুনে॥
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সবাকার॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র-জন্ম সর্ব্বলোকে জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ, কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার অগ্রেতে॥
কর্ণেরে কিমত বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে॥
সকুণ্ডল-কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গদেশ কোন্ ছার॥
কর্ণ বাহু-বীর্য্যে সবে করিবেক পূজা।
আমা সহ অনুগত হবে সর্ব্ব রাজা॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন॥
কেহ বলে, ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ॥
কেহ বলে, দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ॥
কেহ বলে, কুরুকুল আজি হৈল অস্ত।
কেহ বলে, পাণ্ডুকুল মজিল সমস্ত॥
অস্ত গেল দিবাকর, রজনী প্রবেশে।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশে॥
কর্ণ-হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
পশ্চাতে চলিল সমুদয় ভ্রাতৃগণ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব চলেন নিজস্থান।
আগে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ॥

হরষিতা কুন্তী-দেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন॥
দুর্য্যোধন হরষিত, হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয়॥
ত্যজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া॥
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা।

তবে কতদিনে দ্রোণ শিষ্যগণ প্রতি।
আমারে দক্ষিণা দেহ, বলেন সুমতি॥
দ্রোণ বলিলেন, শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন॥
পাঞ্চাল-ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈলা না করিতে অধ্যয়ন॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই, শুন শিষ্যগণ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
বলিলেন সৈন্যগণে সাজিতে তখন॥
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি হইল তুমুল॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয়-হৃদয়॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইও অন্য কোন জন॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পাঞ্চাল-নগর॥
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন্ প্রয়োজন॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন গোচর।
মন্ত্রী বলে, অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর॥
কহ কুরুবর তব কেন আগমন।
আজ্ঞা কর, কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন॥
রাজার মন্দিরে চল, লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা॥
অর্জ্জুন বলেন, সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আসি যুদ্ধ দেহ তুমি॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পাঞ্চালে॥
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর॥
ক্ষত্র হৈয়া হেন কাব্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গ-দলে রাজা আসে ততক্ষণে॥
অশ্ব গজ রথ আর না যায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয়॥
অস্ত্র-বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুণ॥
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর॥

আষাঢ় শ্রাবণে যেন নবজলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে তথা সৈন্যের উপর॥
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী॥
পলায় তুরঙ্গ, কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায়, হাত কাটা গেল যার॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য রণে হইল নিধন॥
হত সৈন্য হইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহুড় দ্রুপদ।
আমার নিকটে তোর নাহিক আপদ॥
প্রাণে ভয় পেয়ে যেই ভঙ্গ দেয় রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি, না যায় খণ্ডনে॥
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন-বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ-অর্জ্জুনে॥
মন্ত্র পড়ি দিব্য-অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুর্গুণ॥
ধনু কাটা গেল, রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহারে দুই হাতে॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন॥
চতুরঙ্গ দলে আসে কৌরব-ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ-রথের উপর॥
দুর্য্যোধন বলে, পার্থ নহিল শোভন।
গুরু-আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন॥
এত বলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্ত-পদ দ্রুপদের করিল বন্ধন॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমত উত্তরিল দ্রোণ বরাবরি॥
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে॥
এবে গর্ব্বী দ্রুপদ কোথা তব সিংহাসন।
কোথা রাজছত্র কোথা প্রজা অগণন॥
কোথায় বা ধন জন রাজ-আভরণ।
এবে দেখি পরিয়াছ শৃঙ্খল ভূষণ॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বাল্যের সখা চিত্তে উপরোধ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন॥
এখন সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবা কি আমারে রাজন্॥
বাল্যকালে করিয়াছিলা যে অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে রাজ্য অর্দ্ধেক তোমার॥
পালিতে নারিলা তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন॥
তুমি না পালিলা, আমি চাই পালিবারে।
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীর কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার॥
অর্দ্ধা-অর্দ্ধি রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হবে যদি, হও যত্নবান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ ভিতর॥
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা, আমি হইনু তোমার॥
দ্রোণ কহিলেন, তবে খুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন॥
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষমা নাহি মনে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে॥
মাকন্দীনগরে বৈসে ভাগীরথী-তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে॥

দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরুকুল আদি শিষ্য যাহার সহায়॥
বলেতে নহিব শক্ত দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ-ভূপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিযোজন॥
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায়॥
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে॥
অহিচ্ছত্র নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হইলা ঈশ্বর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক।

মুনি বলিলেন, রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল ধীর॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
হইল পরম প্রীত সকল সমাজ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সবে রৈল বশে।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র-যশে॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়ে।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়ে॥
জিনিল অনেক দেশ, কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ন নিধি॥
কুরুকুলে ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই আয়ত্ত করিল॥
নানারত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনা নগর।
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর॥
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণে ধীর।
কৌরব-কুমার মধ্যে সুন্দর শরীর॥
সহদেব হইল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞ হইল দেব-গুরু আরাধনে॥
পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ॥
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব-সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন॥
দিনে দিনে বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল ক্ষুন্নমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
হিংসা জন্মিল চিত্তে অন্ধ-নরবরে॥
মম পুত্রগণ-গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
নয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন॥
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই জানাই তোমাকে॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণা-বলে খণ্ডিবে সে দুঃখ॥

পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর॥
আমার বচন যদি রাখ নররায়।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা, হইবে বিজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, তুমি যে কর বিচার
মম দৃঢ় বাক্য, সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কণিক বলিল, রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত॥
কার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্য খণ্ড॥
আত্মছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
পরছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেন হয় কূর্ম্ম
দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিবে বৈরী॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু ঋণ একই সমান॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান বহুক্লেশ সহিবে হৃদয়॥
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছড়িয়া॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল॥
একদিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায়ে, আছয়ে গর্ভিণী॥
শৃগাল দেখিয়া বলে, মৃগের ঈশ্বরে।
যত্ন করি সিংহ না পারিল ধরিবারে॥
শৃগাল বলিল, তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণী, শুন আমার বচন॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে মৃগী করিব সংহার॥
শ্রান্ত আছে হরিণী, শুইবে কোন স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করহ প্রয়াণ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দে যাইবে যেন না জানে কুরঙ্গ॥
সুড়ঙ্গ-ফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিবে পদের শির করিয়া উপায়॥
পদ-শির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবশেষে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ॥
কাটা গেল পদ-শির মূষিক-দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে॥
হরিণী পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান॥
বুদ্ধিবলে মৃগে আমি করিলাম হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খেলে মাংস আমি পাব কত॥
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিব, পাছে যে হয় সে হয়॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণী।
মাংসশ্রাদ্ধ করি, আজি পিতৃলোকে ঋণী॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে এস গিয়া।
ততক্ষণে মৃগী আমি থাকি আগুলিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি-অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি এল চক্ষুর নিমিষে॥

স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে॥
সিংহ বলে, সখে কেন বিরস বদন।
স্নান করি এস মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল বলিল, সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা॥
যখন আপনি গেলে স্নান করিবারে।
কুবচন বলে যে, কহিতে লজ্জা করে॥
মহাবলী সিংহ ইহা বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ, সে করে ভক্ষণ॥
সিংহ বলে, হেন বাক্য সহে কোন্ জন।
কোন্ ছার মূষা হেন বলিবে বচন॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি॥
হেন বাক্য বলে, তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমার সিংহ না পাইল দেখা॥
দৈবাৎ তোমারে ক্রোধ হইয়াছে তার।
নাহি জানি কে কহিল, কিবা সমাচার॥
এখনি গেলেন তেঁই তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল, তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি, না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল-বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন॥
নাহি জানি কোন্ দোষ করিলাম তার।
ক্রোধ করিয়াছে কেন, না বুঝি বিচার॥
মহা চিন্তাকুল হয়ে, ভাবিতে লাগিল।
কি করিব কোথা যাব অন্তরে ভাবিল॥
হেথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাই কি কাজ বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে॥
মূষিকে দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন॥
কেন সখা নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি॥
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তাব সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুই জন।
সর্প্পেরে না দিনু মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চ জন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইল ভাগ, নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খেতে নকুল বলিল॥
দুই জন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে।
হেথা এলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ-আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকে যদি, আসি কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনমতে চারি ঠাঞি চারি বুদ্ধি কৈল।
যুদ্ধে সবা জিনি মৃগ আপনি খাইল॥
কণিক বলিল, রাজা কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান॥

বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে।
লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে ॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষেরে মারিবে ॥
জানিবে, যে শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি ॥
ছলে বলে শত্রুকে পাঠাবে যম-ঘর।
হেনমতে আছে রাজা বেদের বিচার ॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ, কহেন ভার্গব ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায় ॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর ॥
পুণ্য-কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র ॥
জন্মেজয় বলে, কহ কহ মুনিবর।
বিস্তারিয়া কহ মোরে ঘুচুক আঁধার ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব আমি ভারত কথন ॥

———

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ, সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে প্রজা অমাত্য কিঙ্কর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকি সুখে।
রাজার নন্দন, রাজ্য সম্ভবে তাহাকে ॥
ভীষ্ম রাজা না হলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বিনয়ন ॥
পূর্ব্বেতে ছিলেন রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধি এই আছে, রাজপুত্র রাজা হয় ॥
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর ॥
চলহ যাইব প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক ॥
হাট বাট নগরে চত্বরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া পাইল বড় ব্যথা ॥
বিরস-বদনে গেল রাজার গোচর।
দেখিল, জনক বসি আছে একেশ্বর ॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধানে শুন যাহা, কহে প্রজাগণ ॥
নগরে শুনিনু আমি আশ্চর্য্য বচন।
অবধান কর রাজা করি নিবেদন ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
রাজা ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে ॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজযোগ্য নয়
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর. সে রাজ-তনয় ॥
এই মত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥
তাহার নন্দন হৈলে হবে সেই রাজা।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা ॥
বৃথাই জীবন ধরি, বৃথা জন্ম মোর।
বৃথা বহন করি এ হেয় কলেবর ॥
এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় মরিব আমি তব বিদ্যমান ॥
অকারণে জন্মে যেই পর-ভাগ্যজীবী।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী ॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন ॥
কি করিব, কি হইবে, চিন্তে মনে মন।
হেনকালে আসে তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ ॥

দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি ॥
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর হয়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায় ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকা-নন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা ॥
সবকের প্রায় মম করিত সে পূজা ॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া ছিল অনুক্ষণ।
ভাই হয়ে কারো ভাই না হয় এমন ॥
তাহার অধিক হয় তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মন থাকে অনুক্ষণ ॥
দেবপ্রায় আমারে যে সেবে যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ॥
অবিচার করি যদি আমি তার সনে।
অবশ্য ফেলিবে মোরে, শুন মন্ত্রিগণে ॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অবশ্য তাহার হয় নরকে পতন ॥
হিংসা সম পাপ নাহি জান সর্ব্বজন।
দয়া বিনা ধর্ম্ম নাহি এ তিন ভুবন ॥
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর ॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় বহিষ্কার করিবারে ॥
দুর্য্যোধন বলে, যাহা কহিলে প্রমাণ
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান ॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন ॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
চিত্তেতে বুঝিয়া কার্য্য কর আপনার ॥
এক বাক্য কহি, পিতা কর অবধান।
আছয়ে অপূর্ব্ব অতি অনুপম স্থান ॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ-মাতৃসহ তথা যাক যুধিষ্ঠির ॥
হেথা আমি নিজরাজ্য স্ববশ করিলে।
এ স্থানে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন, করিলা যে বিচার
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ॥
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত ॥
এই চারি জনা যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কিমতে তোমার ॥
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন ॥
অধর্ম্ম নাহিক হয়, ধর্ম্মার্থ বিচার।
ইহাতে নাহিক পাপ শুন কহি সার ॥
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আমার সম্মত ॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে ॥
ত্বরিত চিন্তহ পিতা উপায় ইহার।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, যদি করি বহিষ্কার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানারত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ-ঘর ॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রিগণ

শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া॥
অনুব্রত কহ সবে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে॥
দুর্য্যোধন-সম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে॥
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে বলে মন্ত্রিগণ বসি॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
পঞ্চাক্ষ বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥
আর মন্ত্রী বলে, সে জগতে মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম॥
আর মন্ত্রী বলে, তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা॥
মহাতীর্থ মহাস্থান ভুবন-মোহন।
নিত্যকৃত্য আসি করে যত দেবগণ॥
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলিল বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত-মন।
হৃদয়ে কপট, মুখে অমৃত বচন॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ যত পরিবার॥
জননী সহিতে তথা পঞ্চ সহোদর।
যথাসুখে বিহরহ বারণা নগর॥
ধনরত্ন সঙ্গে লহ যেই মনে লয়।
কত দিন বঞ্চিয়া আইস নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারে বার।
বিস্মিত হইল রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার
এখন যাইতে বলে সহ পরিবার॥

ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাসহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥
যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর॥
জাতিতে যবন, দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাসী তেঁই ডাকি হে তোমারে॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্য-জন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবা তথায়॥
খচর সংযোগ রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করহ গমন॥
উত্তম দেখিয়া স্থল করিবা আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয়॥
স্তম্ভ নির্ম্মি গর্ভ তার ঘৃতে পূরাইবে।
শণ আর জাউ দিয়া প্রাচীর রচিবে
মধ্যে মধ্যে দিবে বাঁশ ঘৃত পূর্ণ করি।
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবাইতে নারি॥
এমত রচিবা, কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিবা লোক মনোহরে॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মঞ্চ বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবে ভিতর॥
জতুগৃহ হইতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রে বাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিকে তবে খুদিবে গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীর॥

সময় বুঝিযা অগ্নি দিবে সে আলয়।
একত্র থাকিবা তবে সমস্ত সময় ॥
ত্বরিতে চলিযা যাহ, না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কব গিযা গৃহের আরম্ভ ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুবোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন ॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণা-নগব।
গৃহ বিরোচিতে নিযোজিল অনুচর ॥
যেমন কবিযা কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুবোচন ॥
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সহ বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি ॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধাবী সহিত গৃহে নারীগণ যত ॥
একে একে সবা স্থানে লইযা বিদায।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল বায ॥
পাণ্ডবে বিদায লৈতে দেখি দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু কহি কুবচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কবিল কুমতি।
সে কাবণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি ॥
সত্যবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডু-পুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
হেন ছাব নগবে বহিতে না যুযায।
যথা যান যুধিষ্ঠির, যাইব তথায় ॥
কুরুকুলে মহাপাপী এই নৃপবর।
ইহার পাপেতে হৈবে সকল সংহার ॥
ধৃতবাষ্ট্র কবে যদি হেন দুরাচার।
কেমনে করেন ইহা গঙ্গার কুমার ॥
তাবা সবে সহিবেক, সবে দুষ্ট চিত।
মোরা সবে না সহিব, যাইব নিশ্চিত ॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
দারা পুত্র পরিবার লইয়া সংহতি ॥
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন কূট ভাষাচারে ॥
বারণাবতেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা, আছয়ে তাহে ডর ॥
যাহে জন্মে তাহে ভক্ষ্যে শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয যাহ সেই দেশে ॥ *
এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শির ধবি কবিল চুম্বন ॥
নয়নের নীর ঝবে, ভাষে গদগদে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদে ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয।
বাবণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয ॥
প্রবেশ করেন গিযা নগর ভিতব।
আগুসরি নিল যত নগরেব নর ॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কাব।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন বাজ-ব্যবহার ॥
করযোড কবি দুষ্ট পুবোচন কহে।
হেথায বহিলা কেন, চল নিজ গৃহে ॥
পূর্ব্ব হইতে হেথা আছে পুবীব নির্ম্মাণ।
মনোহব দিব্যস্থান স্বর্গের সমান ॥
কুবের ভাস্কর জিনি পুরীর গঠন।
তাদৃশী নাহিক মর্ত্ত্যে ইহাব প্রমাণ ॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি, দিন শুভক্ষণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈযা পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘব ॥
বিচিত্র সে নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥

* অর্থাৎ অগ্নি। কারণ—কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সেই কাষ্ঠকেই আবার ভস্মীভূত করে।

তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন তখন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ বৃকোদর।
মোর মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিল সেই ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু-গৃহের নির্ম্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জতু-ঘৃত সরিষা-তৈল গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে জটিল ভাষে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে।
অচেতন হৈব যবে মোরা নিদ্রা ঘোরে॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনা-নগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন, এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবেক নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে॥
সৈন্যগণে সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব-সৈন্য সর্ব্ব-রত্ন ধন॥
কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্ধন নিঃসৈন্য আমি, নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব॥
পঞ্চ ভাই একত্র না রব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পলাইব কত দিন গেলে॥

অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন॥
সব জ্ঞাত হৈব, ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমত বিচার করিল ছয় জনে॥
সেথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি॥
কিমতে বাহির হৈবে জতুগৃহ হৈতে।
কোন্ দূতে প্রেরিয়া রক্ষিব অলক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল, জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্মপাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমাকে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
বিদুরের লোক বলি না যাবে বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি কূট ভাষা কহিল তোমারে
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস॥
বিদুরের প্রিয় তুমি, তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য, তাই জানা গেল॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব-চরিত॥
শণ-জতু-ঘৃত-বাঁশ-সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের লিখনি করি গৃহ চতুর্ভিত॥
করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণী-বলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে॥

লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর, তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম॥
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনি গেল।
সম্পূর্ণ করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুর-বচন।
চতুর্দ্দশী-রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে ছয় জন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ॥
বিদুরে কহিল গিয়া সব বিবরণ।
বারণাবতেতে যত কৈল প্রকরণ॥
খনকের মুখে বার্ত্তা বিদুর পাইল।
শুনিয়া বিদুর বড় সন্তুষ্ট হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জতুগৃহ-দাহ।

হেনমতে তথায় রহিল ছয় জন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥
বৎসরেক জতু-গৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস॥
পুরোচন-মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে আনিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয় জন॥
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে, দিবসে করিতে নারি বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণ।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে॥
ভালমতে করি আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুধন॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ॥
পঞ্চ পুত্র সহ এক নিষাদ-রমণী।
অন্ন হেতু এল যথা কুন্তী ঠাকুরাণী॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়॥
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুখে নিষাদ-বনিতা॥
দিনকর অস্ত গেল, নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল॥
পরিবার সহ গৃহে শোয় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ॥
বৃকোদর পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃ সহ গর্ত্তে প্রবেশিল॥
তদন্তরে জতুগৃহে দিয়া হুতাশন।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল পবন-নন্দন॥
মাতৃ সহ পঞ্চ ভাই অতি শীঘ্র চলে।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে॥

অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লয়ে চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক করি হাহাকার॥
জৌ-ঘৃত-তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে ধায়।
জতুগৃহ বলি লোকে বুঝিবারে পায়॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই, নহে অপরাধী।
সর্ব্ব-গুণনিধি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন॥
নির্দ্দোষী জনেরে হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ॥
এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক॥
জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন॥
রাজার কুমার সব, রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী, ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রী-পুত্র কোমল শরীর॥
কত দূরে যান কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রী-পুত্র, হস্তে দোঁহা ধরি॥
বায়ুবেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শীলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর॥

গভীর গঙ্গার জল, অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হই পার॥
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল-পরিমাণ করে বৃকোদর॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
নৌকা পাই পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাযানে॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ॥
যখন আইলা সবে বারণানগর।
কূটভাষে তোমারে সে কারল উত্তর॥
যাহে জন্মে তাহে ভক্ষ্যো, শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে॥
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে॥
কৈবর্ত্ত-বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া নৌকা-আরোহণ কৈল॥
চালাইল নৌকা তবে পবন-গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর-বচনে॥
বিদুর বলিল এই করুণা বচন।
হেথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন।
কতকাল অজ্ঞাতে বঞ্চত কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কত কালের হরণে॥
এই কথা কহিতে হইয়া গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডু কুমার॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন॥

বিষম প্রমাদ হইতে হইলাম পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন॥
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
বাহি নৌকা দাস কৈল উত্তরে গমন॥
এ স্থানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক॥
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক॥
জল দিয়া নিভাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল যতেক অস্ত্রধারী।
প্রত্যেকে প্রত্যেক ভস্ম দেখিল বিচারি॥
জতুগৃহ-দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে পাঠাল পুরোচন॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র মনে ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে॥
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কাজ।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিয়া কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয়॥
হস্তিনা-নগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি॥
জতুগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন্ জন॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হৈল পুরোচন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়॥
আজি জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক না ছিল এ সবার কারণ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরের ভিতর॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর॥
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির, কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয়, কেহ মাদ্রীর কোঙর॥
হা হা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিলা বহু রত্ন ধেনু দান॥
হেথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ॥
পরিশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে॥

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল, কিবা জীয়ে পুরোচন॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা॥
তবে ত সাজিয়া দল আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ কহ ত উপায়॥
ভীম বলে, নিঃশব্দে থাকহ এইখানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে॥
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জল-অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানাস্থলে॥
জলচর-পক্ষ শব্দ শুনি কত দূরে
শব্দ-অনুসারে গেল জল আনিবারে॥
জলেতে নামিয়া বীর কৈল স্নান-পান।
জল লইবারে ভীম পাত্র নাহি পান॥
পাত্র না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবন-নন্দন॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন॥
বসুদেব-ভগিনী যে কুন্তী ভোজসুতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধ্ পাণ্ডুর বনিতা॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয যাঁর তাহার উপর॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতে লোটায় যুধিষ্ঠির॥
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন্ জন।
হেন ভাই কৈল হায় ভূমিতে শয়ন॥

সুন্দর নকুল সহদেব অনুপাম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্ব গুণধাম॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে॥
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায়॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি-বৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেও দুষ্ট করিল অনীতি॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল, দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
পুণ্যবলে নাহি দুষ্ট জীয়ে দেববলে।
কোন্ দেব বরদাতা হৈল কোন্ কালে॥
হেন কদাচার নাহি করে কোন জন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥
হেন কর্ম্ম ধৃতরাষ্ট্র আপনি করিলে।
বিধিমতে শাস্তি আমি দিব ভালে ভালে॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা।
তাহাকে নিষেধ করে নাহি হেন রাজা॥
এই পাপে কৌরবেরে করিব নিধন।
অবশ্য মারিব আমি শতেক নন্দন॥
এত দুঃখ সহ কেন ঈশ্বর আমার।
আজ্ঞা পেলে কটাক্ষেতে করি যে সংহার॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
তাই এত দুঃখ পাও গুণের সাগর॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
গদার বাড়িতে তার লোটাতে শরীর॥
কোন্ মন্ত্রে মহৌষধি কৈল কোন্ জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন॥
ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির না জানে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার॥

কোন কর্ম্মে অশক্ত যে আমি ইহা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে॥
জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষ মূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে॥
তেনকালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর।
বিপুল-বিস্তার কায়, লোকে ভয়ঙ্কর॥
দন্তপাটি বিদাকাটী জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কাল ছিল ভাল মহীর উপর॥
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চৌদিকেতে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
দুষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে॥
চারিদিন ভক্ষ্যহীন আছি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগে আইল মানুষে॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত॥
নাহি ভয় আগুসরি যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন্ জন বিরোধিবে তথি॥
ভ্রাতৃ-কথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবের নিকট হিড়িম্বার আগমন।

নিশাচরী দূরে থাকি, বীর বৃকোদরে দেখি,
শরীর নেহালে ঘনে ঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া, যেন শাল-দ্রুম-কোঁড়া,
শশিমুখ পঙ্কজ-নয়ন॥
সিংহের বিক্রম ধর, ভুজযুগ করিকর,
কম্বুকণ্ঠ খগবর-নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে, মাতিল অনঙ্গ-বাণে,
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা॥
এমন সুন্দর রূপে, নাহি দেখি ইহলোকে,
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মম ভাগ্য হেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী আমি করিব ইহারে॥
ভাই মোর দুরাচারী, এ হেন পুরুষে মারি,
মাংস খাইবেক মনসুখে
ইহারে রাখিয়া আমি, বরিয়া করিব স্বামী,
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে॥
এতেক কামনা করি, কামরূপা নিশাচারী,
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
পূর্ণচন্দ্র মুখখানি, নয়ন কুরঙ্গ জিনি,
স্তন-যুগ বরা নিতম্বিনী॥
কামের কার্ম্মুক ভুরু, তিলফুল নাসা চারু,
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করিকর-যুগ উরু, সুন্দর কদলী-তরু,
মত্ত-বর-মাতঙ্গ-চলনী॥
চম্পক-কুসুম আভা, অঙ্গের বরণ-শোভা,
কটাক্ষে মোহিত মুনি-মন।
আসিয়া ভীমের পাশে, সলজ্জিত মৃদু-ভাষে,
কহে যেন কোকিল ভাষণ॥
কহ তুমি কোন্ জন, কোথা হৈতে আগমন,
কি হেতু আইলা এই বন।

দেবতার মূর্ত্তি-প্রায়, ভূমিতলে নিদ্রা যায়,
কেবা হয় এই চারি জন ॥
নিদ্রা যায় নিরুপমা, সুবদনী ঘনশ্যামা,
এ রামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস-আলয় ॥
তিলেক নাহিক ডর যেন আপনার ঘর,
অতিশয় দেখি দুঃসাহস ॥
এই বন-অধিকারী, পাপ-আত্মা দুরাচারী,
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস ॥
হয় সে আমার ভ্রাতা, মোরে পাঠাইল হেথা,
তোমা সবা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদি-জন বৈরী, মাংসলোভী পাপকারী,
ইচ্ছা করে তোমারে খাইতে ॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গ, দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ,
স্বামী করি বরিনু তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, বুঝি কার্য্য কর স্বামী,
সাবধান হও রাক্ষসেরে ॥
আজ্ঞা কর এইক্ষণে, লৈয়া যাই অন্য স্থানে,
পর্ব্বত-কন্দর অন্য বনে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি, মেঘের নিনাদ-বাণী,
বৃকোদর কহে ততক্ষণে ॥
দেখি তোরে সুলক্ষণী, কহিস্ অনীতি-বাণী,
এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী, ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি,
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে ॥
সবারে রাক্ষস মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্য স্থান।
কহিতে এমন কাজ, মুখে তোর নাহি লাজ,
কামশরে হইলি অজ্ঞান ॥
এত শুনি নিশাচরী, কহে যোড়কর করি,
মৃদু মৃদু মধুর বচনে।

আজ্ঞা কর মহাশয়, যে তোমার প্রিয় হয়,
প্রাণপণে করিব এক্ষণে ॥
বড় দুষ্ট মম ভ্রাতা, এখনি আসিবে হেথা,
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে, মোর পৃষ্ঠ-আরোহণে,
চলহ অন্যত্র লৈয়া যাই ॥
ভীম বলে ভ্রাতৃ মায়, সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়,
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন্ ছার, কেবা ভয় করে তার,
আমি তারে না করি গণন ॥
কীটজ্ঞান করি রক্ষ, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
নাহি সহে মোর পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি, আমার যুগল-পাণি,
দেখিয়া করয়ে ভয় যম ॥
যাহ বা থাকহ হেথা, মনে লয় যেই কথা,
কর চিত্তে যেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া, ভায়ে দেহ পাঠাইয়া,
কি করিবে আসি মোর পাশ ॥
ভীম হিড়িম্বাতে কথা, বিলম্ব দেখিয়া হেথা,
হিড়িম্ব হইল ক্রোধমন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের সমবর্ত্তী,
আসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন ॥
দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী, স্তব্ধ হৈয়া নিশাচরী,
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হের দেখ মোর ভ্রাত, যেন ঘোর মহাবাত,
আইসে দুরন্ত-ক্রোধভরে ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতর, খাইল অনেক নর,
দেখিয়াছি আমি বিদ্যমান
বিলম্ব না কর তুমি, বিশেষ রাক্ষস-ভূমি,
মায়াবী অধিক বলবান ॥
বিলম্ব না কর প্রভু, আজ্ঞা মোরে দেহ তবু,
পৃষ্ঠে করি লই সবাকারে।

উড়িব পবনভরে, যথা বল তথাকারে,
লৈয়া যাব নিমেষ ভিতরে ॥
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র, হিড়িম্বারে দেখি ব্যগ্র,
হাসি বলে মরুত-নন্দন।
স্থির হও সুবদনি, কি ভয় কর লো ধনি,
বসি দেখ কৌতুক এখন ॥
আসুক তোমার ভাই, মুহূর্ত্তেকে মোর ঠাঁই,
প্রাণ দিবে পতঙ্গ সমান।
এইমাত্র হবে তোকে, মজিবি ভ্রাতার শোকে,
ইহা বই নাহি দেখি আন ॥
ভারত-সঙ্গীত-রস, শ্রবণেতে পুণ্য যশ,
সদা শুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষ-নাশ, বিরচিল কাশীদাস,
আদিপর্ব্বে পাণ্ডব-চরিত্র ॥

হিড়িম্ব রাক্ষস বধ।

ভীম-হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বাম দিকে।
ভুবন-মোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তাহার শোভে গলে ॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন ॥
প্রিয়ভাষে যেমন দম্পতি কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয় ॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য-স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনি ॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্যে ব্যাঘাত করিলি সে কারণ ॥
এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাতে এ সব জনে করিব আহার ॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত, দন্ত কড়মড় করে ॥
ভীম বলে, রাক্ষস রে তোর লাজ নাই।
ভগিনীকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই ॥
তুই পাঠাইলি, তেঁই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায় ॥
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মোর বিদ্যমানে তুই বলিস দুর্ভাষা ॥
মরিবারে চাহ রে করিস্ অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া নিদ্রায় যে বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস্ গোল ॥
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে ॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাতে ধরে।
এক টানে লয় অষ্ট-ধনুক অন্তরে ॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি ॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর ॥
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগে ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইল কতদূরে ॥
দুই জনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে।
শুণ্ডে শুণ্ডে টানাটানি যেন গজে গজে ॥
দুই মেষ যেন মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি ॥
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিঃস্বন যেন বজ্রের নিনাদ ॥

দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিতা বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি॥
কে তুমি, কোথায় হৈতে আইলা গো হেথা।
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি, নিবাস এস্থলে॥
এই বন-নিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর॥
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল হেথাকারে॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিনু তাহায়॥
বিলম্ব দেখিয়া হেথা আসে মোর ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ তাই॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম-স্থানে চলিল সত্বর॥
ভীম-হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত-প্রায় দেখি দুই জনা॥
যুদ্ধ-ধূলি-ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজন।
নিশ্বাস-পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণ॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় ভাই না কর এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম, এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবন কুমার॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন, বহু করিলে বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন-বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমিতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পশুবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ-বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃসব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলিলেন, চাহিয়া যুধিষ্ঠিরে।
এইত নিকটে গ্রাম আছে নহে দূরে॥
এই সমাচার যদি শুনে কোন জন।
লোক-মুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষণেক না রহিতে যুয়ায়॥
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া হেথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করয়ে গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥
সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনী-বেশ ভাণ্ডে সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পাবে মারিবারে॥

সহজে ভ্রাতার বৈরী সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে কারণে ॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভীম নহে ধর্ম্মাচার
অবধ্যা স্ত্রীজাতি, কেন করিবা সংহার ॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিয়া সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার ॥
যুধিষ্ঠির-বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর ॥
কায়মনোবাক্যে মোর সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বিনা গুরু মোর গতি নাহি আর ॥
তোমারে না ভুলাইব প্রপঞ্চ বচনে।
স্ত্রীলোকের মর্ম্মপীড়া জানহে আপনে ॥
কামবশ হইয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু ॥
সব ত্যজি ভজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে ॥
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত ॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে ॥
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি যে বিনয়।
শুনি কুন্তীদেবী তবে দ্রবিল হৃদয় ॥
কুন্তীদেবী ডাকিয়া বলিল যুধিষ্ঠিরে।
হিড়িম্বা আসক্ত হইল বৃকোদর বীরে ॥
হিড়িম্বা কাতর-বাণী শুনিয়া তখন
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন ॥
সত্য বলে হিড়িম্বা, নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ ॥
চলি যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদরে।
যথাসুখে ক্রীড়া কর বনের ভিতরে ॥
পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা
আপনার সত্যবাক্য কভু না লঙ্ঘিবা ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীমে লয়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বন উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি ॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদনদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে ॥
নিত্য নিত্য নব বেশ ধরে অনুপাম।
হেনমতে করে বহু ক্রীড়া অবিশ্রাম ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি ॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর ॥
বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ* নাম তেঁই ভীমের কুমার ॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন।
ইন্দ্রের একাঘ্নী শক্তির যে হবে ভাজন ॥
ঘটোৎকচ মাতৃসহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা পেয়ে মায়ে পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন ॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
এক স্থানে না থাকেন একই রজনী ॥
পরিধান বল্কল শিরে শোভে জটাভার।
কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথা তপস্বী-আকার ॥

* ঘট = করিমুক্ত ; উৎকচ = নেড়ামাথা।

পথে লোকজন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান যথা কেহ নাহি জানে ॥
ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল মৎস্যাদি যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহুক্লেশ করিয়া বিশেষ ॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে পাণ্ডু-পুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়ায়ে অগ্রেতে ॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন
বহু বিলাপিয়া দেবী বলেন বচন ॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী
আমারে কি বল ইহা, সব আমি জানি ॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনে বন ॥
যত কৈল, অগোচর নাহিক আমায়।
সে কারণে দেখিবারে এলাম হেথায় ॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন ॥
তব পুত্রগণ-গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি ॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে ॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহুদুঃখ পেলে বহু ভ্রমিয়া কাননে ॥
নিকটে নগর এই একচক্রা নাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম ॥
গুপ্তবেশে এইখানে থাক ছয় জনে।
তাবৎ থাক আমি না আসি যত দিনে ॥
এত বলি ব্যাস সবে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণ-গৃহে দিলেন বসতি ॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয় জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহা-তপোধন ॥

পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে বাস ও
বকবধ বৃত্তান্ত।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ-গৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে ॥
জননী করেন পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক বাটিয়া দেন বীর বৃকোদরে ॥
মাতাসহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপিও তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর ॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে অতিক্লেশে।
ভিক্ষা করে অনুদিন ব্রাহ্মণের বেশে ॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর ॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
করুণ হৃদয়া কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া ॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্তে ॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তারে করহ রক্ষণ ॥
উপকারী জনে যে সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয়, অযশ সংসারে।
ভীম বলিলেন, মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব তৎক্ষণে ॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করেন গমন।
দেখেন ব্যাকুল হৈয়া কাঁদিছে ব্রাহ্মণ ॥

ব্রাহ্মণ কাতর হৈয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা-মাতা-স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলা এখন॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন্ বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিশারদা সুখ-প্রদায়িণী॥
বিশেষ বালক-পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে॥
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী॥
কন্যা-জন্ম হৈলে পিতৃলোকে করে আশ।
দান কৈলে চিরকাল হয় স্বর্গবাস॥
ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস-ভক্ষণে
ধিক্ ধিক্ তবে মোর কি কাজ জীবনে।
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে॥
ব্রাহ্মণী বলেন, প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে, আমি তথা যাব॥
তুমি যদি যাও তথা, একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুই জনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥

তোমা বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে দিনে॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হৈয়া।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়া॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলা সংসার।
কন্যা পুত্র দুইগুটি হৈয়াছে তোমার॥
কন্যা দান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে॥
আমা বিনা গৃহস্থলী হবে আরবার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ, যশ ইহলোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সর্ব্বধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর, শুন মোর নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী-বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥

পিতৃস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন ইহা, খণ্ডিতে কে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে পাও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিনজনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
হাতে এক তৃণ লৈয়া বলে সেই শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস্ কিছু॥
রাক্ষসে মারিব এই তৃণের প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ, দেখি তারে॥
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচনে॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে, হইলে সাধ্য করিব মোচন॥
দ্বিজ বলে, যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এই ত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র-ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয়॥
নগরের মধ্যে এই আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকটে পুরিয়া।
এক নর আর দুই মহিষ ধরিয়া॥
এই কার্য্য বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে করার॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেইজন।
সকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পালা পড়িয়াছে মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বুদ্ধি নাহি সরে॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা।
কারে দিব বলিদান, করি এ ভাবনা॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃদ্ কুটুম্ব দিতে নাহি লয় মন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জনে।
সবেমিলি যাব কর্ম্মে যা থাকে লিখনে॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দিনী॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
সকুটুম্বে যাবে কেন রাক্ষস-সদন॥
পঞ্চ পুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল, ভাল করিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছ আশ্রমে আমার॥
আপনার প্রাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া দ্বিজ রাখে, বেদে শাস্ত্রে কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার।
জ্ঞানেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী বলিলেন, যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে, সব আমি জানি॥

লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ দুঃখ সহিব কেমনে॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী, শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহা-বলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না করিহ মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদবিদ্যা বুদ্ধি বলে মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জন॥
শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজ সঙ্গ করি কুন্তী করিয়া গমন।
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্তে ধর্ম্মের সুত ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন, ভীম গেল কোথাকারে॥
তোমার সম্মতি কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিল উপায়॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-রক্ষা পরম পৌরুষ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস।
কি বুদ্ধিতে মাতা হেন করিলা সাহস॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হইয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
পুত্রের ভিতরে পুত্র কর কি বিশেষে।
সবে প্রাণ রাখিয়াছি তাহার আশ্বাসে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি, যথা তথা বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে॥
স্কন্ধে করি নিল সবা হিড়িম্বক-বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥
গর্ভধারী হয়ে ইহা হেন নাহি করে।
বেদেতে নাহিক, নাহি সংসার-ভিতরে॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি, হৈলা বনবাসী॥
কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥
অযুত হস্তীর বল ধরে কলেবরে।
ভীমে পরাজয় করে নাহিক সংসারে॥
জন্মকালে পরাক্রম শুনহ তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নাহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা লইল বলে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস-সংহার হবে ভীম-ভুজ-বলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥

রাজ্য রক্ষা দ্বিজ রক্ষা আর যে পৌরুষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস ॥
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয় ॥
পর-পুত্র প্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা।
তোমার পুণ্যেতে দ্বিজ তরিবে বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে ॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না হয় নগরে ॥
তবে কুন্তী কহিলেন তথা সে ব্রাহ্মণে।
বলি ভোজ্য করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে ॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বনে বসে বক উত্তরিল গিয়া ॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খান বীর বৃকোদর ॥
নামধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থর থর।
বক বীর আসে যেন পর্ব্বত-শিখর ॥
মহাকায় মহাবেশ মহা-ভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে ॥
অন্ন খান বৃকোদর দেখি বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণ-সমান ॥
ডাক দিয়া বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস অনীতি ॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধায় অতি রোষে ॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কানে।
পৃষ্ঠ-দিয়া তারে অন্ন পূরেন বদনে ॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধ বাহু করি ধায় অতি ক্রোধ মন ॥
দুই হাতে বজ্রমুষ্টি পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে ॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে, সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর সহি নিঃশঙ্কায় ॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে ॥
তথাপিহ অন্ন খান হাসি বৃকোদর।
বামহাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর ॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর ॥
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপাড়িলেন যে যে ঘোর দরশন ॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উৎসন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে ॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু-বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে, বুকে বুকে, ভুজে ভুজে তাড়ি।
জড়াজড়ি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি ॥
যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর ॥
বাম হস্তে দুই জানু, ডান হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিছেন ভীমবীর ॥
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বক ত্যজিল পরাণ ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর ॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ ভ্রাতৃ স্থানে সব কহিলেন গিয়া ॥
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে ॥
রজনী প্রভাত হৈল, উদয় অরুণ।
বাহির হৈল যত নগরের জন ॥

দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত-আকার ॥
কেহ বলে, এ কর্ম্ম করিল কোন্ জন।
কেহ বলে, নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন ॥
পরম দুরন্ত বক সদা হিংসা করে।
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে ॥
তবে সবে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত করহ বকে কে কৈল নিধন ॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল-নির্ণীত।
সবে মিলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত ॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল, শুন ইহার কারণ ॥
কালিকার দিনে পালা ছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে ॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক-স্থানে গেল মহাশয় ॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার ॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
এত শুনি মহাপূজা করিল তখন ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে
দেবতুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে ॥

———

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি।

হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায় ॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চ পুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ ॥
দ্বিজ বলে, করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্র না যায় গণন ॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চাল নগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ-কন্যার সয়ম্বরে ॥
দ্রুপদ-রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
অযোনি-সম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তাই বিখ্যাত জগতে ॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ গুণধাম।
দ্রোণে বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডু-পুত্রগণ
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ ॥
দ্বিজ বলে, পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত ॥
অভিমানে গেল দ্রোণ হস্তিনা-নগরে।
অস্ত্র-শিক্ষা করান্ সেন কৌরব-কোঙরে ॥
শিক্ষা-অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ-রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল ॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরু-আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া ॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া দ্রোণ হইলেন মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত ॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমন মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল ॥
এই ত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গা তীরে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর ॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাহার চরণে ॥
বিনয়-মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥

দশ কোটি ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি কর মনঃপূর্ণ ॥
মম ইষ্টকর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতিমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে ॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর, তারে জিনি যে সংগ্রামে ॥
ক্ষত্রের অজেয় শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপ মন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার ॥
হেন যজ্ঞ কর, হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন ॥
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি লয়।
ব্রাহ্মণের বধ-কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন ॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে, শুন দণ্ডধর ॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ, সদা অরণ্য-নিবাসী ॥
প্রার্থনা তাহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ-বিমোচন ॥
উপযাজ-বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন ॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত-কুমার ॥
রাণী সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ-পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কোঙর ॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর, হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ ধরে, মাথায় টোপর ॥
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥

তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশদিক করে মহাদ্যুতি ॥
নীলোৎপল-আভা অঙ্গে অমর-বর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক-ইন্দু-জ্যোতি পীনঘনস্তনী ॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব-বাঞ্ছিত ॥
পুত্র কন্যা দুই জন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল ॥
এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে ॥
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ॥
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পাঞ্চালের গণ ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজ ত্যজিল বিষাদ ॥
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল নন্দিনী।
পিতৃনামে দ্রৌপদী, যজ্ঞের যাজ্ঞসেনী ॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার সয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজ-রাজ্যেশ্বর ॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার ॥
পুত্রগণ-চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি ॥
বহুদিন করিলাম এস্থানে বসতি।
একস্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি ॥
পূর্ব্বমত ভিক্ষা ইথে না মিলে এখন।
বড় দয়াবন্ত শুনি পাঞ্চাল-রাজন ॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ ॥

পুত্র সহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার॥
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চ ভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
পরস্পর মিষ্টবাক্য হৈল শিষ্টাচারে॥

———

অর্জ্জুন-অঙ্গারপর্ণ সংবাদ এবং তপতী-
সংবরণোপাখ্যান।

মুনি বলিলেন, শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা-স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজ-রাজেশ্বর।
স্বয়ম্বরে এল সবে পাঞ্চাল-নগর॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পাঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার মাঝার।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তাহার॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডু-পুত্রগণ॥
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানাদেশ নদ নদী লঙ্ঘিলেন গ্রাম॥
আগে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে॥
কত দিনে উত্তরেন জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া॥

প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে; কে হেন আছয়॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন॥
বিশেষে অঙ্গারপর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত॥
পার্থ বলিলেন, শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নানে কিবা দিবা রাতি॥
অকাল হইল তাহে, কিবা আসে যায়।
তোর কাছে যে দুর্ব্বল, সে তোরে ডরায়॥
গঙ্গার মহিমা না জানহ মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দা, ভূমে ভাগীরথী॥
পিতৃলোকে বৈতরণী, অধো ভোগবতী।
অকাল-সুকাল নাহি, সদা লোক গতি॥
হেন গঙ্গাস্নান কন্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর॥
হাতেতে উলকা ছিল, ইন্দ্রের নন্দন।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ, শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলেতে করিতেছিলি গর্ব্ব॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মোর বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র এই, রাখ আপনারে॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময়॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছে আছে অর্জ্জুন ধরেন চুলে গিয়া॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয়॥

গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠির-পায়ে ধরি বিনয় সে করে॥
সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আশ্রয়ে দুঃখ খণ্ডে সবাকার॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান॥
কামিনীর ক্রন্দন শুনিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা, ছাড় শীঘ্রগতি॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন॥
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রীতি, উচিত যে হয়॥
অদ্ভুত চাক্ষুসী বিদ্যা আছে মোর স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্বাবসু চন্দ্র-স্থানে, সে দিল আমারে॥
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর।
সেই অশ্ব শান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল॥
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ-বচন॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে, বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান করে, বজ্র তারে কহি॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সে কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে॥
অর্জ্জুন বলেন, তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র, না শোভে আমারে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি, তুমি ত্যজ কি কারণে॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি জানিনু সকল।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল॥
গন্ধর্ব্ব বলেন, আমি জানি যে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে॥
তোমার পুরুষকার জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি, তিনি খ্যাত ত্রিজগতে॥
তবু রুষিলাম রাত্রে, আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়॥
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলাবল নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে॥
অনাহূত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাতে নাহিক শক্তি হিংসিতে আমায়॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলা সে কারণ॥
মোর বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে॥
আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে যেই জন।
কভু না লঙ্ঘিবে পুরোহিতের বচন॥
সহজেতে পুরোহিত সদা হিতকারী।
পুরোহিত ভজি ইন্দ্র স্বর্গ-অধিকারী॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা কেন, কেবা সে তপতী॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ববংশ-কথা শুন দিয়া মন॥

এইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তাঁর সমা নাহি রূপবতী॥
যৌবন-সময়ে তাঁরে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর॥
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হলেন তুষ্ট দেব লোকপাল॥
সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা॥
তাঁর রূপগুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর॥
তবে কতদিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহুশ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক্ জানিবারে উঠে পর্ব্বত-উপর॥
পর্ব্বত-উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ, কিম্বা কাঞ্চন প্রতিমা॥
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে আপনা পাসরি॥
সফল আমার জন্ম, বলে নৃপবর।
হেন রূপ দেখিলাম চক্ষুর গোচর॥
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে।
সবাকারে নিন্দা রাজা করে নিজ মনে॥
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল।
সবাকার শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল॥
স্থির করি কায় রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্তের পুত্তলি প্রায় হইল রাজন॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যাপাশে॥

রাজা বলে, কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী॥
রাতুল চরণ কিবা যুগ-পদ্ম চারু।
তাহাতে স্থাপন তব যুগ্ম-রম্ভাউরু॥
নিতম্ব কুঞ্জর-কুম্ভ, কটিদেশ সরু।
নয়ন খঞ্জনযুগ কামচাপ ভুরু॥
অতুল-যুগল কুচ কন্দর্প কলস।
ভুজঙ্গ-যুগল ভুজ, জঘন সরস॥
অনিন্দিত-অঙ্গ কন্যা দেখিয়া তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন-অলঙ্কার॥
কেবা তুমি দেবকন্যা অথবা অপ্সরী॥
নাগিনী মানুষী কিবা, হবে বা কিন্নরী।
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কাণে।
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ লোকে নাহি জানে॥
কে তুমি, কাহার কন্যা, কহ শশিমুখি।
কি হেতু পর্ব্বত-মধ্যে আছহ একাকী॥
চাতকের প্রায় মম কর্ণ করে আশা।
তৃপ্ত কর কর্ণ মম কহি এক ভাষা॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্ধান হৈল॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায়॥
কন্যা না দেখিয়া রাজা হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরণ॥
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল॥
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ নৃপতি তুমি যাহ নিজ ঘর॥
কন্যার এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
মৃত কলেবরে যেন পাইল চেতন॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়॥

রাজা বলে কামশরে হানিল শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির॥
তোমার বদন দেখি অন্য নাই মনে।
গরলে ব্যাপিল যেন ভুজঙ্গ দংশনে॥
তোমা বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিৎ নহে হেন অবশ্য মরণ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে যেন লয় মন॥
মোর প্রতি দয়া যদি হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার স্থানে করহ আমার॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি, নাম ধরি যে তপতী॥
তপঃক্লেশ ব্রত কর, সূর্য্য-আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান॥
হেথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায়॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে॥
রাজা বৃদ্ধমন্ত্রী এক রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে॥

তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠের করিল স্মরণ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে॥
তপতি কারণে তপ তপন-সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশ-মণ্ডল।
দ্বিতীয়-ভাস্কর তেজ যাঁর তপোবল॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম॥
ভাস্কর বলেন, মুনি কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার॥
কোন্ কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর॥
ভারত-বংশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুগত।
চিরকাল সম্বরণ তোমা অনুগত॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী-অনুজা॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু, যেই আজ্ঞা করহ বিধান॥
ভাস্কর বলেন, তুমি মুনিতে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষত্রেতে সম্বরণ সমান॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিনজনা॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিব সম্বরণে দান॥
এত বলে কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন॥

তপতী দেখিয়া তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড় কর॥
তবে ঋষি দোঁহারে বিবাহ করাইল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে॥
যেই বৃদ্ধমন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তারে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে॥
হেথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
গাভী-অশ্ব-পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে, হয় ডাকা চুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায়॥
হীনশক্তি স্থানে স্থানে রহিল পড়িয়া।
স্থানে স্থানে অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত যুড়িয়া॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কতদিনে॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর॥
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন॥
দেশে আসি যজ্ঞ দান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর॥
পুনঃ শস্য জন্মিল, সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল॥
কুরুক যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশে পঞ্চ সহোদর॥
তাপত্য বলিয়া তাই বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ-কথা এই খ্যাত চরাচরে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর॥
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ, কহ তাঁর কথা শুনি॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কত না যায় কথন॥
কাম ক্রোধ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁর ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তাঁরে ক্রোধ না করিল॥
ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টক বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হই পার॥

———

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ-বিরোধ ও কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত-কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন॥

তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণ-যুত।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে ভুবনে অদ্ভুত॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নৃপবর॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনি।
অতিথি-বিধানে পূজা করিলেন তিনি॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত দেখি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিল যে ডাকি॥
দেখহ, রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
যেই যাহা চাহে তোষ করহ তাহার॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি নন্দিনী।
সংসারে যাঁহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী॥
হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় নানা রত্নধন॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন॥
যেই যাহা মাগে, তাহা পায় ততক্ষণে॥
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণে॥
গবীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন।
বশিষ্ঠ-মুনিরে বলে গাধির নন্দন॥
এই গবী মুনিরাজ দান কর মোরে।
এক কোটি গবী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান॥

রাজা বলে মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে যে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা, থাক বনমাঝে॥
গবী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গবী, জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবে গবী লৈয়া যাব বলে।
ক্ষত্র-কর্ম্ম আমার, লইব বলে ছলে॥
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে॥
যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ, কি শক্তি আমার॥
শুনি বিশ্বামিত্র বলে, শুন সৈন্যগণ।
কামধেনু লয়ে চল করিয়া বন্ধন॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু, পাছে মারে বাড়ি॥
প্রহারে পড়িল গবী তবু নাহি যায়।
ক্ষুব্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়॥
মুনি বলে, নন্দিনী কি চাহ মম ভিতে।
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য-অধিকারী॥
তবে রাজ-সৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দাড় দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয়, কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে দেখ হের মহামুনি॥
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি, আজ্ঞা করহ আমাকে॥
মুনি বলে, আমি তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে লৈয়া যায় রাজা কি করিতে পারি॥
নিজ শক্তিবলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার, কি কব তোমারে॥

মুনিরাজ-মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল॥
উর্দ্ধপুচ্ছ করি গবী হাম্বারবে ডাকে।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে॥
পহ্লব নামেতে জাতি, নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্যে দেখাদেখি, হৈল মহারণ॥
বিশ্বামিত্র-সৈন্যগণ যতেক আছিল।
এক জন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল॥
সহিতে না পারি রণ বিশ্বামিত্র-সেনা।
রাজ-বিদ্যমানে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
মুনি-সৈন্য রাজ-সৈন্য পাছে যায় খেদি॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্বসৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে খেদি যায়॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ প্রণমে মুনিরে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাই অপমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিনু এতক্ষণে॥
ধিক্ ক্ষত্রজাতি, মম ধিক্ রাজপদে।
একই তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে॥
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন্ প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইব কিম্বা যায় যাক্ প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সম্বিধান॥

দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্ব সৈন্যগণে।
তপস্যা করিতে গেল গহন কাননে॥
বিশ্বামিত্র তপ-কথা অদ্ভুত কথন।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন॥
নাকে মুখে রক্ত বহে, ঘোর দরশন।
অস্থি-চর্ম্ম-সার মাত্র আহার পবন॥
বরিষা-কালেতে যথা সদাই বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তথাই নিবসে॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত-পর্ব্বত যথা সদা বরিষয়॥
এইরূপে তপ করে সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে এল বর॥
ব্রহ্মা বলে, বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে, কর আমারে ব্রাহ্মণ॥
বিরিঞ্চি বলেন, তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবে দ্বিজ, দুষ্কর এ কর্ম্ম॥
অন্য বর চাহ তুমি, যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন॥
ব্রহ্মা বলে, পরজন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যে চাহ, তাহা মাগহ রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলে, আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই॥
এত শুনি বিধাতা করিলেন গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
উর্দ্ধ দুই পদ করি উর্দ্ধমুখ হৈয়া।
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া॥
শুষ্ক কাষ্ঠ মত সে হইল নরবর।
কেবল আছয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর॥

তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিন লোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে ॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন, মাগ বর, গাধির কুমার ॥
বিশ্বামিত্র বলে, আমি মাগিয়াছি পূর্ব্বে।
ব্রাহ্মণ করহ যদি মোরে বর দিবে ॥
এড়াইতে নারিয়া সৃষ্টির অধিকারী।
বিশ্বামিত্র-গলে দেন আপন উত্তরী ॥
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র-মুনি হৈল মহা-তপোধন ॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান॥
সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠকে পূজে।
সুধা পান করিল সহিত দেবরাজে ॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে ॥

ইক্ষ্বাকু-বংশেতে রাজা সর্ব্ব-গুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞহেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত ॥
বশিষ্ঠ বলেন, কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে, যজ্ঞ আমি করিব এক্ষণ ॥
মুনি না আইল, রাজা হৈল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠ-নন্দন ॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে, মোরে পথ দেহ নরেশ্বর ॥
রাজা বলে, রাজপথ জানে সর্ব্বজন।
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণ ॥
শক্তি বলে, দ্বিজ-পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত ॥

এইমতে বোলাবুলি হৈল দুই জন।
কেহ না ছাড়িল পথ, কুপিল রাজন ॥
হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি-অঙ্গে রাজা করিল প্রহার ॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি, রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নৃপবরে ॥
উত্তম বংশেতে জন্মি করিস্ অনীতি।
ব্রাহ্মণের হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি ॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পুরুক উদর॥
শাপ শুনি ভীত হৈল সৌদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন ॥

হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর ॥
রাক্ষস-শরীর হৈল, রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র-মুনি হৈল অন্তর্ধান ॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট, ভুঞ্জ তার ফল।
বধিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইল সকল ॥
শক্তিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া ভ্রমে বনের ভিতর ॥
দেখি বিশ্বামিত্র-মুনি ভাবিল অন্তর।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবর ॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার ॥
একে একে দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল ॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময় ॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল ॥

শতপুত্র-শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
অতি ধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকানলে প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে।
মরণ না হইল যদি, সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী॥
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলারাশি প'রে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু, চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইলা অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল, মুনি ভ্রমিল সংসার।
কত দিনে আসে মুনি গৃহে আপনার॥
একশত পুত্র নাই দেখি মুনিবর।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করিত পুত্রগণ॥
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি লয় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মরিতে উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি॥
বিস্ময় হইলা মুনি উলটিয়া চায়।
শক্তি-ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়॥
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা।
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম হেথা॥
মুনি বলে, সঙ্গে আর আছে কোন্ জন।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয়ে উত্তর॥
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘর।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবর॥
নির্জ্জন গহনবনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খেয়ে পূরয়ে উদর॥
নৃপতি কল্মষাপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে॥
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর থর॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত, হের রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি কোন জন॥
বশিষ্ঠ বলিল বধূ, না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয়॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যার দশন বিকটে॥
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কতদূরে।
কমণ্ডলু-জল মুনি ফেলিল উপরে॥

রাজ-অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল, রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি-পুটে করে বশিষ্ঠে স্তবন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি, পাপে নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত॥
মুনি বলে, চল শীঘ্র অযোধ্যা নগরে।
কদাচিৎ অমান্য না করহ দ্বিজেরে॥
রাজা বলে, আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি হব নিরন্তর॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সৌদাস-নন্দন।
হেন কর মোরে, নাহি নিন্দে কোন জন॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা যে পাইয়া।
অযোধ্যা-নগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া॥
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর।
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাশর॥
পৌত্রে দেখি বশিষ্ঠের শোক নিবারিল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা ব'লে বশিষ্ঠেরে জানে সে আপনি॥
একদিন পরাশর মায়ের গোচরে।
পিতৃ সম্বোধন করি ডাকে বশিষ্ঠেরে॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া॥
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়ের দেখি শোকেতে ক্রন্দন॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে, লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিল পিতা॥
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাহার একজন॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল এ সকল সমাচার॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে শিশু তুমি কারে কর ক্রোধ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত॥
কর্ম্ম-অনুরূপে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ॥
কার এত শক্তি, তারে মারিবারে পারে।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরি॥

কৃতবীর্য্য চরিত ও ভৃগুপুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য নামে ছিল এক নরবর॥
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ-ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত॥
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে॥
ভৃগুবংশে দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া॥
ভয়ে তবে বিপ্রগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে, দিব সব ধন॥

এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণে।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজনে॥
রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবর॥
চর হইতে সন্ধান পাইল রাজন।
পুতিল ঘরের ভিতরেতে কত ধন॥
সসৈন্যেতে ঘর সব বেড়িল যে গিয়া।
বাহির করিল রেখেছিল যা পুতিয়া॥
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণ মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণে কাটিল সকল॥
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর॥
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মণ-নগরে।
প্রাণ লইয়া স্ত্রীগণ যায় দেশান্তরে॥
এক ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী।
স্বামীগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী॥
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ-ভয়েতে যায়েন পলাইয়া॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ গর্ভ ভরে॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইখানে
শত সূর্য্য প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত কত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল॥
যোড়হাতে স্তুতি করে সব ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি বহু বিনয় বচন॥

পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সবারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লৈয়া ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল॥
পিতৃপিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল শুনি ভৃগুর কুমার॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এখন।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন॥
এত চিন্তি তপস্যা যে করে মুনিবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি হাজার বৎসর॥
তাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল পিতৃগণ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সে কারণে ক্ষত্র করে হইল মরণ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোন জনে॥
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সবা না রুচে তোমার ক্রোধ-কর্ম্ম॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া ঔর্ব্বমুনি।
কহেন, কহিলা যত আমি সব জানি॥
পূর্ব্বে আমি ক্রোধে করিলাম অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার॥
দুষ্ট লোকে সম শাস্তি যদি নাহি পায়।
সংসারে যতেক লোক সেই পথে যায়॥

অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ॥
যখন ছিলাম আমি জননী-উদরে।
ক্ষত্রভয়ে মোর মাতা এড়িলেন উরে॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিড়িয়া মারিলেক দুষ্টমতি॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে॥
শক্তি আছে, শাস্তি নাহি দেয় যেই জন।
কাপুরুষ বলি তাবে সংসারে ঘোষণ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে ক্রোধ না করি সংহার॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ, শান্ত কর মন॥
ক্রোধ তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সব গণিয়া বাপু কর সম্বরণ॥
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন।
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক, শুন মহামতি॥
ত্রৈলোক্য-জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে॥
সে কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল॥
ঔর্ব্ব বলে, না লঙ্ঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ-অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিতি পোড়ে সিন্ধুমাঝে॥

বশিষ্ঠ বলেন, তাত পূর্ব্বের কাহিনী।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধ শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ॥
পিতৃবৈরী নিশাচরে-করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর-মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ॥
পরাশর-যজ্ঞ-কথা-অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হৈল সব রাক্ষস নিধন॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে॥
গিরীন্দ্র নগর হৈতে কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে॥
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মহাতেজ মহাকায় মহা ভয়ঙ্কর।
কারো সপ্ত মুণ্ড, আরো অষ্টাদশ কর॥
বিকট দশন, রক্ত-লোমাবলি দেহ।
কূপ-সম চক্ষুতে বহয়ে ঘন লোহ॥
পর্ব্বত-আকার কেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ॥
কেহ কেহ প্রবেশিল পর্ব্বত কোটরে।
প্রাণে ব্যগ্র কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে॥

কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ, যায় দিগন্তরে॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরিষে।
লিখন না যায় কত অনলে প্রবেশে॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়-কালেতে যেন মজয়ে সংসার॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু, যায় গড়াগড়ি॥
কোনখানে রাক্ষসের না হয় রক্ষন।
যজ্ঞে লৈয়া আসে মন্ত্রে করিয়া বন্ধন
পরাশর যজ্ঞে কৈল রাক্ষস সংহার।
পুলস্ত্য পাইল এ সকল সমাচার॥
পুলস্ত্য নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন।
যাঁর সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগণ॥
সৃষ্টিনাশ হৈল, চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর।
পুলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিলা উত্তর॥
বড় যশ উপর্জ্জিলা শক্ত্রির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ কেহ নাহি তপ করে॥
তোমার বিচারে শক্ত্রি ছিল হীনজন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ॥
মৃত্যু বলি সংসারে বড়ই আছে ব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি॥
শত বৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে॥
ব্যাঘ্র-হস্তী-হস্তে কিম্বা জলে ডুবি মরে।
শত শত ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডন॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র-অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে॥
বিশেষ আপন দোষে শক্ত্রির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প-দোষের কারণ॥
আপনার মৃত্যু তবে আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নিবর্ত্তিত॥
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা অকারণে॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজ-ক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয়॥
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে॥
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
হুতশেষ যেই আছে কবহ রক্ষণে॥
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে
বশিষ্ঠ কহেন, সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনী॥
অকারণে হিংসা-কর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ সব করিলে কিবা পুনঃ পাবে বাপ॥
ক্রোধ ত্যাগ কর, ছাড় লোকের হিংসন।
পুলস্ত্য-মুনির বাক্য করহ পালন॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ-অগ্নির নির্ব্বাণ॥
নিবৃত্ত না হৈল অগ্নি পূর্ব্ব-অঙ্গীকারে।
সংকল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস-সংহারে॥

আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন-দাহনে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে॥
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে লৈতে পারে, তথাপি না আনি॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্র-দান॥
যে রাজা হইল হেতু শত-পুত্র-নাশে।
তারে পুত্রবান কৈল আপন ঔরসে॥
অর্জ্জুন বলেন, কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন॥
একে ত পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন তার বিবরণ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যে আকুল কলেবর
ভক্ষ্য-অনুসারে ফিরি অরণ্য-ভিতর॥
হেনকালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-যুবতী॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস-নন্দন॥
তোমার বংশেতে সব দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর॥
আজি মোর প্রথম হইয়াছে ঋতু-স্নান।
বংশ-রক্ষা হেতু মোরে স্বামী দেহ দান॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মোর স্বামী॥

এতেক কাতরে যদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনি না শুনিল॥
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে নৃপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মোর শাপে॥
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবা দুষ্ট তুমি॥
স্ত্রী-স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন॥
সূর্যবংশ কারণ জানাই উপদেশে।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ-ঔরসে॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরি মহারাজ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন॥
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী॥
মদয়ন্তী বলে, রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন॥
স্ত্রী-স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ
সে কারণে মোর অঙ্গ না ছোঁও রাজন॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশরক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি॥
বশিষ্ঠ রাখিবে বংশ শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা-নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে॥
বশিষ্ঠ-ঔরসে অশ্মক নামে হৈল পুত্র।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ দেবমূর্ত্ত॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয় বচন॥

এ সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন।
পুরোহিত-যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ॥
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের সুতেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পায় ক্ষিতিমাঝে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, যদি পুরোহিতে মন।
দেবল-ঋষির ভ্রাতা ধৌম্য তপোধন॥
পুরোহিত করি তাঁরে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ হয় প্রসন্ন বদন॥
যত অস্ত্র দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন, ইহা থাকুক এখানে॥
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখনি এ অস্ত্র-প্রাপ্তি হইবে আমারে॥
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে একে পঞ্চ ভাই কৈল আলিঙ্গন॥
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক-তীর্থে গেল কুন্তীর তনয়॥
পুরোহিত করি ধৌম্যে করিল বরণ।
উল্লাসেতে কৈল ধৌম্য আশিস্-বচন॥
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই পাঞ্চালে চলিল।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিল॥
দ্বিজগণ বলে, কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিতেছ কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, একচক্রা হৈতে।
পঞ্চ ভাই যাইতেছি জননী সহিতে॥
দ্বিজগণ বলে, চল মোদের সংহতি।
কন্যা-স্বয়ম্বর করে পাঞ্চালের পতি॥
বহুদিন হৈতে তথা আসে দ্বিজগণ।
বহুধন দিতেছেন বিজয়-কারণ॥
স্বয়ম্বর দেখিব, পাইব বহু ধন।
আমা সবা সংহতি চলহ পঞ্চজন॥
তোমা পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয়, তোমা অবশ্য বরিবে॥
তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় তার জন্মিবে অন্তরে॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পাঞ্চাল-নগরে সবে হৈল উপনীত॥
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পাঞ্চাল-নগরে পঞ্চ পাণ্ডব তনয়।
কুম্ভকার-গৃহ মধ্যে করেন আশ্রয়॥
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রহ্মণের বেশে।
হেনমতে কত দিন থাকেন সে দেশে॥
স্বয়ম্বর-সজ্জা করে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর॥
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিন্তে পাঞ্চালাধিকারী॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমতে ধ্বনি হৈল, ঘোষে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদ বলিল, ইহা চিত্তে নাহি লয়।
দেব হৈতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
বহুদেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইল পাণ্ডবেরে, চিন্তিত রাজন॥
হেন ধনু কৈল, যাহা কেহ নাহি দেখে॥
শূন্যেতে রাখিল লক্ষ্য অসম্ভব লোকে॥
মধ্যপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র-বিরচিতে।
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্র-রন্ধ্র-পথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কন্যা ভজিবে তাহাতে॥

করিল দ্রৌপদ-রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥
সাগর-অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে॥
রথ অশ্ব পদাতিক না যায় গণনা।
চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশদিক ঘুরিয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজ-ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরব কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশানভাগে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিবিধ বসন মণি রতনে মণ্ডিল॥
কৈলাস শিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর॥
সুবর্ণ রজত মণি মুকুতা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল সুবর্ণের জাল॥
গুবাক কদলী রোপিলেক স্থানে স্থানে।
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একই সমানে॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে মত্ত শব অলি॥
স্থানে স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা, বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায়।
বহুদিনে করিল সঞ্চয় তাহা রায়॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর-সভা যেন অমর ভুবনে॥
মঞ্চের উপরে বসি যত রাজগণ।
নানাচিত্র-বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল মণি, গলে মুক্তাহার।
মাথায় মুকুট, অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥

রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্ব গুণশালী॥
আইল যতেক রাজা, না যায় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ-দলাদি লইযা নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন-সহ যত আর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কর্ণ নৃপ সোমদত্ত।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ অঙ্গ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল-মহাবীর।
গান্ধার-রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর॥
অংশুমান্ চেদিপাল কাশীদণ্ডধর।
পশুপাল শেতশঙ্খ বিরাট উত্তর॥
প্রতিভূতি পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা॥
শত ভাই কলিঙ্গ নৃপতি অনুগত।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস রাজা সত্রাজিত।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বানন্দের সহিত॥
বৃহৎক্ষত্র উলুক কৈতব জলসন্ধ।
ভগদত্ত চক্রসেন শূরসেন চন্দ্র॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
মহারাজ শল্য এল মদ্রের নন্দন॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘস্বর প্রাজ্যোদয়॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরতের কালে যেন শোভে শশধর॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্রসহ আইল সত্বর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশকোটি গন্ধর্ব্ব চারণ॥

সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সর অপ্সরী।
নৃত্য-গীত-বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু সপ্তবংশ সাথ॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ॥
বিদুরথ কৃতবর্ম্মা উদ্ধব অক্রূর।
পৃথুঝিল্লি পিণ্ডারক শঙ্কু উশীনর॥
শূন্যে রহিলেন খগপতি আরোহণে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে॥
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য, সব লুকাইল॥
যত বিজ্ঞগণ সভামধ্যে বসে ছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত॥
কৃতাঞ্জলি করি সবে কৈল দণ্ডবত।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র॥
কেহ বলে কারে সবে করিলা প্রণাম।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পূরাইবে কাম॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল॥
তাই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ বাজাবার তরে॥
জরাসন্ধ বলে, ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইলা অজ্ঞান॥
এ সবার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপ-সুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
নন্দ-গোপ-গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ-অন্ন-খাইয়া রাখিল গরুপাল॥
সর্ব্বলোকে খ্যাত ইহা ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি মতে॥
ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকমুখে শুনি॥
গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য-ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিল অর্দ্ধকোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট্ যার নিঃশ্বাসে প্রলয়॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মনুষ্যদেহ, দেব নিরাকার॥
লীলায় হইল যাঁর চরাচর জন।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা করিল সৃজন॥
ললাটে জন্মিল ধাতা, চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র, নিশ্বাসে পবন॥
ব্রহ্ম কীট হইতে যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল-চরণ॥
পঞ্চ-মুণ্ডে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি-মুণ্ডে বিধাতা সহস্র-মুণ্ডে শেষ॥
হেনজনে প্রণমিতে আমি কি হে গণি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন্ মূঢ়-বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ॥
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা॥
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধুতীরে।
সেইত দিবসে মাত্র পলাইল ডরে॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ॥

ভীষ্ম বলিলেন, সে সকল জানি আমি।
না ভাবিয়া বলি, চিত্তে না ভাবিহ তুমি ॥
পূর্ব্বে ছিলে রাজা তুমি দৈত্য-অধিপতি।
কৃষ্ণ-হস্তে মরিলে পাইবে দিব্যগতি ॥
সে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল্ ॥
শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে।
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত-আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধমুখে দেখি ॥
কি হেতু কবহ তাপ মগধ-প্রধান।
এই আমি হেথা হৈতে যাই অন্য স্থান ॥
কৃষ্ণ-নিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি ॥
এত বলি তথা হইতে যান অন্য স্থান।
কাশীদাস নিবচিল শুনে পুণ্যবান ॥

———

স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর আগমন।

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল ॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিল ভূষণ ॥
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে।
ষোড়শ-কলাতে যেন শোভে দ্বিজরাজে ॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল ॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত ॥

কামাগ্নি দহিল চিত্তে, হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ ॥
কেহ কেহ সেই স্থলে পড়িল ঢলিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া ॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার ॥
ধন্য এ জীবন, যাহে দেখিনু এ রূপ।
পাইব এ কন্যা, চিত্তে কহে কোন ভূপ ॥
রাজগণ-মনে-জন্মে বিস্ময় অপার।
কাশীরাম বিরচিল রচিয়া পয়ার ॥

———

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

পূর্ণ সুধাকর, জিনি মনোহর,
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনিমন-সুখ ॥
নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূ-লতা, দেখি পায় ব্যথা,
মদনের শরাসন ॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূবব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দূর চিকুর জালে ॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি-মাঝে।

নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিষাদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝন্ ঝন্,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণ কাঞ্চী অবতংস ॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ্ম উরু,
দেখি নিন্দে যত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ ঈশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি ॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, আর পদতল,
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে,
হৈল কমল-সম্ভূত।
কমলাবিলাসী বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত ॥

— —

নৃপতিগণের লক্ষ্যভেদের উদ্যোগ।

দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে ধায় বায়ুবেগে।
সবে বলে, রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ পুনঃ।
নোয়াইয়া ধনু ধরে হুলে দিতে গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কত দূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোয়াইয়া হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল, কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট-রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে ॥
তুলিতে যে নারিল ছাড়িতে না পারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যারে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিবার নাহি শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥
পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কতদূরে পড়িল হয়ে মৃতপ্রায় ॥

মত্ত দশসহস্র-মাতঙ্গ-পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা, পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোয়াইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য, হৈতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কত দূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
তবে একে একে যত নৃপতি সকল।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব মহাবল ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুসেন রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘ পিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান।
লক্ষ লক্ষ নরপতি সবে বলবান ॥
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
প্রাণপণে তুলিতে দুর্জ্জয় মহাধনু।
পরিশ্রমে সবে হতবীর্য্য হৈল তনু ॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলক ॥
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি ॥
বড় বড় নৃপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি কৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল ॥
দন্ত করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হৈল ভঙ্গীয়ান।
করযোড় করি বলে পাঞ্চাল-প্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥
সবে বলে রাজা তব না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত ॥
বহুস্থানে এমত হয়েছে লক্ষ্য-পণ
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ ॥
ঈদৃশ ধনুক কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুর্ভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমনি ॥
বিন্ধিবার কাজ থাক, গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা-স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উচ্চে রাধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা ॥
ভগদত্ত-নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই এইমত পণ করিল নৃপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সেই ধনু নহিবে এ ধনুর তুলনা ॥
তাহাতে ত গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি, কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥

কহ শুনি ভানুমতী-স্বয়ম্বর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

— ——

ভানুমতীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী॥
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পাঞ্চাল নন্দন॥
শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোজিত।
জয়দ্রথ শল্য মদ্র কোশল সহিত॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
সয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত নৃপতি করিল নিবেদন॥
এইমতে মৎস্য-লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধযোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন॥
সেই মম কন্যা লভিবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে তেন করিল প্রকাশ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
ষোড়শ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কারো শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহুশক্তি দিল গুণ ধনু নোয়াইয়া॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল নৃপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি॥
লক্ষ্য না বিন্ধিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
লাজ পাইয়া হাত হইতে ধনু ফেলে॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোয়াইতে নারিল ধনুক॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতি।
করযোড়ে কহে সব নৃপতির প্রতি॥
কারু হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর, কোন কর্ম্ম করিব এখন॥
রাজগণ বলে, শক্তি নাহি মো'সবার।
উপায় করহ চিত্তে যা হয় বিচার॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি ভারে কিছু বলিতে না পারি॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে হেথা যত॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, সে লভিবে ভানুমতী॥
এই ভাষা পুনঃপুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার॥
মহা-পরাক্রম কর্ণ হয়ে দৃষ্টভেদি।
এক বাণে মৎস্য-চক্র ফেলাইল ছেদি॥
দেখি হৃষ্ট মতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণগলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি॥
পিছু হৈয়া মালা দিতে কর্ণ নিবারিল॥
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া কুপিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা॥
কর্ণ বলে লক্ষ্য যে বিন্ধিলাম সভাতে।
ভানুমতি আইল আমারে মালা দিতে॥

মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ॥
জরাসন্ধ বলে, অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মোর গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
এত শুনি কহিল যতেক নরপতি।
সত্য কহিলেন, জরাসন্ধ মহীপতি।
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরেতে স্বামীত্ব দোঁহার॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এই মত কহিল যতেক রাজগণ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি॥
বহুশক্তি দিলা গুণ করি প্রাণপণ।
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিলে ভাজন॥
কন্যা লোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মোর স্থানে॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে কি শক্তি তোমার॥
আবার তথায় লক্ষ্য রাখ লৈয়া পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারহে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধ-কুমার॥

গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন॥
মার মার বলিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে।
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
অন্য গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
অন্য গদা লৈল পুনঃ মগধ-প্রধান॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
বহু গদা কাটা গেল, গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ-কুমার॥
আমি অস্ত্রহীন, তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর॥
মুণ্ডে মুণ্ডে, ভুজে ভুজে, বুকে বুকে তাড়ি।
চরণে চরণে ছান্দি যায় গড়াগড়ি॥
গদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
চট্ চট্ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার॥
কোথায় পড়িল রত্ন-কণ্ঠহার ছিঁড়ি।
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ি॥
দোঁহাকার সংগ্রাম না হয় যে বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম॥

বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
দুই মত্ত দন্তীবল করে মহারণ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়ি ভূমি'পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥
জরাসন্ধ-সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপনার দেশে গেল হৈয়া দুঃখমতি॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন আগে লৈয়া দিল ততক্ষণ॥
হৃষ্ট হৈয়া দুই মিতে করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কথোপকথন।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তবে পুনঃ কি করিল পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥
মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী॥
উপহাস করিবারে নৃপতি মণ্ডলে।
মিথ্যা সয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তব যারে লয় মন॥
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদ কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে সভার ভিতর॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যতজন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ॥
হৌক বা না হৌক রাজা না করি বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা, লক্ষ্য বিন্ধে শক্তি যার॥
পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে॥
তবে বাম দৃষ্টি করে কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁরে বলে নারায়ণ॥
আমা সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ॥
বলভদ্র বলে, তবে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পাঞ্চাল রাজন॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করে পূজা॥
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ॥
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোনজন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ॥
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পঞ্চদশ দিবস ছাড়িয়া দ্বারাবতী॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে দেব কৌতুক দেখহ॥
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।
ইন্দ্র যম কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালে॥
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্য-লোকেতে শ্রেষ্ঠ মহা-পরাক্রম॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ, এমত আছয়ে কোন্ জন॥
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা বিনা কেবা আছে আন॥
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মনুষ্য।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর চিত্তে জাগে হাস্য॥

অবর্ণিত রূপ কৃষ্ণ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা মুখ, জাতিতে পদ্মিনী॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ তোমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম॥
গোবিন্দ বলেন, দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন॥
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব মধ্যম।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে মাত্র সেই জন ক্ষম॥
রাম বলিলেন, শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিবে আর হেথা॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস॥
অগ্নিমধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডব নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ্য কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল, না বুঝি কারণ॥
কৃষ্ণ বলে, পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা, অবধ্য সংসারে॥
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নিবারিতে জন্ম সবাকার॥
তা সবা মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে কাটাইল যথি তথি॥
এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল রোহিণী-নন্দন॥
রাম বলিলেন, কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ি, বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে॥
কোন্ বেশে, কোন্ খানে আছে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ॥

এত শুনি বলিতে লাগিল যদুবীর।
হের দেখ দ্বিজ-সভা মধ্যে যুধিষ্ঠির॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে॥
শুনিযা চাহেন রাম যুধিষ্ঠির-পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস-বদনে॥
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি।
মাথে তাল-পত্র-ছত্র, স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি॥
রাম বলিলেন, কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাক্লিষ্ট দুঃখিত অন্তরে॥
রাজা দুর্য্যোধন দেখি অতুল বৈভব।
সভায় বসিয়াছেন দ্বিতীয় বাসব॥
গোবিন্দ বলেন, অবধান মহাশয়।
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধন, জানিহ নিশ্চয়॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখসুখ কত কাল দৈবের লিখন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

লক্ষ্যভেদে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি দান।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥

তাহাশুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি ॥
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতী ॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নত করিলেন মহাধনু ॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেল গঙ্গার নন্দন ॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি
তার মুখ দেখি ধনু রাখে মহামতি ॥
তবেত সভাতে ছিল যত রাজগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী ॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীয় শোভে শুভ্র অতিশয় ॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন ॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ-কুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী ॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধনু তুলি নিল বামপাণি ॥

টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ দিলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিবে গুণ, এ কোন আশ্চর্য্য ॥
বিন্ধিতে যে শক্ত, তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয় ॥
তাই গুণ ঘুচাইতে নাহি প্রয়োজন।
বিশেষ ভীষ্মের দত্ত, নহে অন্যজন।
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ-নৃপেতে ॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ-মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ-পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে ॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ ॥
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্র-পথে ॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য ॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলচ্ছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তা করে যদুরায় ॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানাবিদ্যা অস্ত্রে-শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয় ॥
বিশেষে সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবে কিছু বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা ॥
সুদর্শন-চক্রে আজ্ঞা দেন চক্রধর।
মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর ॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রচ্ছিদ্র-পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগন-মণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ ॥

বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্র-পথে হানে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হইল খান খান ॥
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বামহস্তে ধরি ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুকে যুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ, বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল হেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-কুমার ॥
দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ ॥
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
আর কেহ নাহি যায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে ॥
দ্বিজ-সভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥

নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ॥
অর্জ্জুন বলেন, যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেরে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে ॥
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে, পাবে বহু ধন ॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দিজ ইথে ॥
অনর্থ না কর, আসি বৈসহ ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-তনয়।
শুনিয়া অস্থির চিত্ত বীর ধনঞ্জয় ॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি ॥

পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট-রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল॥
শঙ্খনাদ শুনি পার্থ হ'লেন উল্লাস
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যত দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে, বিপ্র হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ॥
সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর-জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি হবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয়, অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখি চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘে আবরিত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥
এইজনে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে, হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন।

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বাম করে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥

পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়ে।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অজ্ঞাত সময়ে॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ-অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন, দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয়শিষ্য এই হবে কোন জন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন. দেখ শান্তনু-তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলে, আমি ক্ষত্র ও হয় ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম করে কিসের কারণ॥
দ্রোণ বলে, দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্র-কুল-শ্রেষ্ঠ এই দ্বিজ ছদ্মরূপী॥
যেই বিদ্যা দেখাইল তব বিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা অন্যে কেহ নাহি জানে॥
বড় বড় রাজা ইহা কেহ নাহি জানে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে॥
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার॥
এখনি বিদিত হবে আর মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে॥
ভীষ্ম কহে, আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় যত জন্মিতেছে সুখ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ, কাহার পুত্র, কিবা নাম ধরে॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে আমি পারি।
স্বপক্ষ বিপক্ষ দেখি চিত্তে কিছু ডরি॥
বিশেষে অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম বলে, কহ গুরু কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কিবা নাম তার॥
দ্রোণ বলে, যে বিদ্যা দেখাল এ সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায়॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেক যাহা ভৃগুর তনয়ে॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তাই পার্থ বলি ইহা লয় মম মনে॥
শুনিয়া পার্থের নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল॥
কি বলিলা আচার্য্য, করিলা কোন্ কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন, ভীষ্ম ত্যজ শোকমন॥
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন॥

পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে, কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস-শর্ব্বরী ॥
হেন নীতি উক্ত আছে, মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে ॥
এত শুনি ভীষ্মবীর ত্যজিলা ক্রন্দন।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন ॥
যদি এই কুন্তী-পুত্র হইবে ফাল্গুনী ॥
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে ॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি ॥
অবধানে দেখ হের রেবতী-রমণ।
তোমারে প্রণমে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
কল্যাণ করহ, যেন বিন্ধে পার্থ লক্ষ্য।
শুনি বলভদ্রের কম্পিত হৈল বক্ষ ॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য ॥
একা ধনঞ্জয়, এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ ॥
অনুপম-রূপা কৃষ্ণা-অনঙ্গ-মোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভামিনী ॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে ॥
কৃষ্ণ কন, অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ ॥
মম বিদ্যমানে করিবেক অত্যাচার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্ব ফলদাতা ॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব ॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যথা নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ভৃগুপতি ॥
বিশেষ করিতে নাশ অবনীর ভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার ॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
অর্জ্জুনে আশিষ করে কৃষ্ণের বচনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে সে সর্ব্বপাপে তরি ॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিন্ধ করণ।

তবে পার্থ প্রণময় ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ নন্দিনী ॥
ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র-পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥

সুদর্শন জগন্নাথ কবেন অন্তর ॥
মৎস্য-চক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর ॥
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি অস্ত্র হৈল পার।
অর্জ্জুন সম্মুখে অস্ত্র আইল পুনর্ব্বার ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন সব নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখি হত চিত্ত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত ফল সদ্য দিতে পারি ॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল না হয় নির্ণয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥

অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহে যে, সে কার্য্য নাহি লভে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয় ॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব, দেখুক সর্ব্বজন ॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে, বিন্ধিব ততবার ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর ॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে ॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ ॥
হাতে দধিপাত্র মালা দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি ॥
দধি-মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ ॥
একজন প্রতি আর একজন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র দ্বিজ, অন্ন নাহি মিলে।
ছিন্ন চর্ম্ম-পাদুকা যুগল পদতলে ॥
অতি সে দরিদ্র জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান ॥
হেন জন গৃহে নাহি রাজকন্যা শোভে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে।
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে ॥
ধনের প্রয়াস আছে ব্রাহ্মণের মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥

এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর॥
তাঁহাদের কথা দ্বিজ করি নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানারত্ন দিব।
একশত দ্বিজ-কন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব, নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ-দুহিতা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর অগ্নিপ্রায় জ্বলে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, চর প্রতি বলে॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি, অবধ্য ব্রাহ্মণ॥
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি ধনে॥
আমি দিব তা সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি॥
শুনিয়া সত্বর তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তবে বলে॥
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি, লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন গর্ব্বিত।
দিবাবে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন।
প্রাণে আশা করি কহিবে কোন্ জন॥
দ্বিজজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ॥
এমন কদর্য্য ভাষা কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে॥
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ॥
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয়॥
দেখহ দুর্দ্দৈব এই দ্রুপদ-রাজার।
আমা সবে নাহি মানে করি অহঙ্কার
মহারাজগণ ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এ হেন অন্যায় কর্ম্ম সহে কার প্রাণে॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে, নাহি হও ভীত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজন্যবৃন্দের যুদ্ধ।

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী-নরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥

চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা ॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু নৃপতি।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ প্রভৃতি ॥
যার যে লইয়া অস্ত্র ভূপতি-মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
অর্জ্জুন বলেন, তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ॥
কৃষ্ণা বলিলেন, দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে, দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি ॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজাযূথপতি ॥
একেশ্বর গরুড় সকল অহি নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
একা ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র ॥
একা হনুমান্ যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মতে নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা ॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া ॥

তবে ত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিৎ ॥
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন-নন্দন ॥
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায় ॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর ॥
অতি উচ্চ তরুবরে নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন ॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এ দ্বিজ বিন্ধিল লক্ষ্য সভার মাঝার ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব করে কেন একা ত ব্রাহ্মণ ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব, দ্বিজ সব কয় ॥
মারিব মরিব আজি, করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর ॥
এত বলি দ্বিজগণ দণ্ড লয়ে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগণ আগে ॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি ॥

তোমরা আইলা দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন ॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে ॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে ॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন ॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি হৈল বিদ্যমান ॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে স্বসৈন্য লইয়া ॥
একা পার্থ নিবারিবে কত শত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়নযুগল যেন বিকচারবিন্দ ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যা বলিলে সত্য তাহা যাদব-ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল একজনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে ॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি ॥
যতেক মনুষ্য আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ ॥
কহিলা, যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্যোধনে ॥
শিশু করে কোথা চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্রমুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে ॥
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন-চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর ॥
পাণ্ডবের শত্রু, ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে ॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতী-রমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥
বিশেষ আপনি বল, পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল ॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ দেখহ আপনে ॥
গোবিন্দ বলেন, আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে ॥
একা পার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখনি দেখিবা বিদ্যমানে ॥
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইয়া যদি যায় দাবানল ॥
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পারিবে ॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে রহিলা রাম হইয়া বিমন ॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিকে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে ॥
হিমাদ্রি-পর্ব্বত-প্রায় আছে মহাবীর।
সমুদ্র-সদৃশ বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর ॥
জন্তুগণ মধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্র-পরাক্রম ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ-অর্জ্জুন-অঙ্গে বাণ-বৃষ্টি হয় ॥

অপূর্ব্ব সময় দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হইল চিন্তিত অন্তর ॥
একা পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ্য ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ-পূর্ণ ॥
বৈজয়ন্তি-মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেতে শর-বৃষ্টি করেন বারণ ॥
যেন মহা-বাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিলা ভেলা ॥
শিশুগণ মধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা।
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা ॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত যে সকলে ॥
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধুমত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অবিরত ॥

দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ।

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর ॥
চতুর্দ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
মারহ এ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ গণিল প্রমাদ ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
হের দেখ অস্তে যেন উথলে অর্ণব ॥
উঠ উঠ দ্বিজ সব, চলহ সত্বর।
নির্ভয়ে আছহ মনে, নাহি কিছু ডর ॥
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে এসেছিল।
আপনি মরিল, সব দ্বিজে দুঃখ দিল ॥
ক্ষত্র-রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
থাকুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ, চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর ॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে ॥
হেথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার ডাকে ক্ষত্রগণ ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ, চলহ সত্বর।
এত বলি পলায় যতেক দ্বিজবর ॥
প্রাণ লয়ে পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পলায় মুনিগণ ॥
বিংশতি সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ-সহস্র লয়ে পলাইল কৌণ্ড ॥
বাইশ-সহস্র শিষ্য লৈয়া যান ব্যাস।
ধাইল পুলস্ত্য মুনি, বহে ঊর্দ্ধশ্বাস ॥
ষষ্টিদশ শত শিষ্যে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশ সহস্রে গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা ॥
পঞ্চবিংশ সহস্রেতে পরাশর মুনি।
চতুর্দ্দিকে ধায় সবে, নাহি সরে বাণী ॥
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী ॥
লাগ লাগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে ॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোরা সব।
একা দ্বিজ করিল সকলে পরাভব ॥
কন্যা লৈয়া যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন্ লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন ॥
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, না যায় লিখন ॥

সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
প্রহার করেন নিজ অস্ত্রে রাজগণ॥
কাহার কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্‌গ, কারো কাটে তূণ॥
কাহার কাটিল রথ, কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর, শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত্র করিয়া তবে যত রাজচয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
মুখে পঞ্চ ভুজে চারি হৃদে চারি পায়।
মুর্চ্ছিত হইয়া সবে গড়াগড়ি যায়॥
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল, চতুর্দ্দিকে যত নরপতি॥
পাছু পানে চাহি পার্থ কৃষ্ণারে আশ্বাসে।
পিছে থাকি কর্ণবীর খল খল হাসে॥
কি কর্ম্ম করিস্ দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ কেন সভামাঝ॥
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস-কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন, কহ কর্ণ আছত জীবনে॥
আরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্তে আছিস্ যে খাইয়া মম বাণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ।
কোন্ দেশে ঘর তোর, আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে রে ক্রোধ॥
কর্ণ-বাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি, এই কথা কে বলিল তোরে॥
যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই রণে ভীত॥
বীরগণে আছে এই শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান॥
তুমি বড় ধর্ম্মপর ব্রহ্মবধে ভয়।
তেঁই এক জনেরে বেড়িলা রাজচয়॥
হারিয়া এখন বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ॥
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিও আমা॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে।
নানাবর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপরি ফেলে॥
কর্ণ-ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর॥
মার মার বলি অস্ত্র ফেলায় চৌদিকে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে॥
মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভূষণ্ডি কোটি কোটি॥
মার মার বলি সবে চতুর্দ্দিকে ডাকে।
বৃষ্টিবৎ নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদিয়ে যেন গিরিবর॥
বায়ুর নন্দন ভীম মহা-পরাক্রম।
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র করে ক্রম॥
পরম আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম॥
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে যত ভীম অস্ত্র পড়ে॥
জীবগণ মধ্যে যেন যুগান্তের অন্ত।
ভীম বিহরয়ে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত॥
প্রলয়ের মেঘরাজি জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ ঘুরাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ॥

আথালি পাথালি বীর মারি বৃক্ষ বাড়ি।
সহস্র সহস্র চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি॥
ভাঙ্গিয়া অনেক রথ রথী অশ্ব ধ্বজ।
সহস্র সহস্র ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ॥
দক্ষিণ বামেতে বীর ধায় আগে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে॥
মহাদাপে বৃকোদর যেই ভিতে ধায়।
পলায় সকল সৈন্য তূলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল মন্থে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে।
মানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় ভীম নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিকে তট যেন মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা॥
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল।
পলায় সকল রাজা নাহি বান্ধে আল॥
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশ-অক্ষৌহিণী-পতি ধায় জরাসন্ধ॥
একাদশ-অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।
সপ্ত-অক্ষৌহিণী-পতি বিরাট রাজন্॥
পঞ্চ-অক্ষৌহিণী-পতি ধায় শিশুপাল।
নব-অক্ষৌহিণী-পতি কলিঙ্গ-ভূপাল॥
বিন্দ অনুবিন্দ চারি অক্ষৌহিণী-পতি।
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি॥
একা একা প্রাণ লৈয়া সবাই পলায়।
আইল আইল বলি, পাছে নাহি চায়॥
মুকুট পড়িল খসি, হাতের ধনুক।
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে, পাছে নাহি দেখে।
মার মার বলিয়া সে ভীমসেন ডাকে॥
শরণ লইনু বলে মারে আছাড়িয়া।
পলাইলে রক্ষা নাই মারিল তাড়িয়া॥
পলায় নৃপতিগণ না দেখে নিষ্কৃতি।
উঠিলেন গর্জ্জিয়া মদ্রের অধিপতি॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কোপে বৃক্ষ প্রহারয়ে বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল।
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমিতে পড়িল॥
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈয়া শল্য রাজা ভূমির উপরে॥
গদাহস্তে শল্য রাজা তরু-হস্তে ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম॥
কৌতুক দেখয়ে সবে থাকিয়া অন্তরে।
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে চারিভিতে ফিরে॥
পর্ব্বত-উপরে যেন পড়িল পর্ব্বত।
সর্ব্বরাজগণ যেন জানিল অদ্ভুত॥
পর্ব্বত-উপরে যেন বজ্রাঘাত হৈল।
সেইমত দোঁহাকার শব্দেতে পূরিল॥
পর্ব্বত পড়য়ে যেন পর্ব্বত-উপরে।
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবরে॥
উভ মত্তহস্তী যেন পর্ব্বত উপর।
উভ মত্তবৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন॥
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে চলনে তড়বড়ি॥
এইমত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়॥

ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্য হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতরাঘাতে॥
নিরস্ত্র হইল শল্য, কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তারে পবন-কুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষে।
পায়ে ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষে॥
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালি॥
আরে দুষ্ট ক্ষত্রগণ যে কর্ম্ম করিলা।
তাহার উচিত ফল হাতেতে পাইলা॥
দয়াযুক্ত হয়ে তবে যতেক ব্রাহ্মণ
ছাড় ছাড় বলিয়া করিল নিবারণ॥
এই মদ্রপতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়।
সে কারণে মারিবারে উচিত না হয়॥
শল্য যেন মরিল, হরিল তার জ্ঞান।
আর দুই তিন পাকে ছাড়িবে পরাণ॥
শুনি ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিশেষ মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ॥
মৃতপ্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল॥
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥
মনুষ্যের কর্ম্ম নয় জানিল নিশ্চয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
প্রাণ লয়ে পলায় যতেক নরবর।
খেদারিয়া পাছে ধায় বীর বৃকোদর॥
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধু-মত।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে অবিরত॥

———

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুন-কর্ণেতে যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম-রাবণ॥
যেন বৃত্র-বৃত্রহা মাধব-উমাধব।
বালি-সুগ্রীবের কিবা গজেন্দ্র-কচ্ছপ॥
নানা অস্ত্র দুইজন দোঁহারে মারয়।
দূরে রহি রাজগণ দাণ্ডাইয়া চায়॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ॥
মহাশব্দে আসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস॥
হাসিয়া গরুড়-অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিয়া সন্ধান।
উড়াইল জল-অস্ত্র পার্থ বলবান॥
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
সন্ধিয়া আকাশ-অস্ত্র সংহারিল বাত।
এই মত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাঠা জাঠী শক্তি শেল মুষল মুদগর॥

নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে।
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, না দেখি যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কে হও ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন্ জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার, তোরে দিলে পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা হইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণ-নয়ন-যুগ্ম ঘুরে বিপরীত॥
অরুণ-অঙ্গজ বীর অরুণ-প্রতাপে।
অরুণ-সদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেক বাণ।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥

বিরথী হইলেন কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
দেখি হাহাকার করে যত নৃপবর॥
কর্ণরক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন অস্ত্র-বরিষণ রণে॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে॥
দিনকর-তেজ যেন সব ঠাঁই লাগে॥
সবাকার অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুর সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কহ বুকে বাজে ঘাত॥
ভাদ্রমাসে পাকা তাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে॥
ভীষণ দশন হস্তী পর্ব্বত-আকার।
মুষল মুদ্গর মারে মুণ্ডে সবাকার॥
নব-মেঘ-ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের আঘাতে সব গড়াগড়ি চলে॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল॥
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী ধায় ঘোর রব করে॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল, মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশিষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হিত-উপকার॥

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দ।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ॥

— —

যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজগণের পলায়ন।

দশ দশ যোজন চৌদিকে হৈল খেদা।
আড়ে দীর্ঘে শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা॥
দ্বিজে মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল॥
উর্দ্ধশ্বাস হীনবাস আউদর চুলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে, নাহি লয় তুলি॥
ফেলে চর্ম্ম-পাদুকা ও স্কন্ধ হৈতে ছাতা।
মৃগচর্ম্ম ফেলে কেহ, ছিঁড়ি ফেলে পৈতা॥
বায়ুবেগে ধায় সবে, পাছে নাহি চায়।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পলায়॥
পশ্চাৎ হইল যুদ্ধ ক্ষত্র ভঙ্গিয়ান।
বর্ণয়ে না যায় রাজগণ-অপমান॥
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজগণ॥
যে দিকে যে পারে যেতে সে গেল সে দিকে।
পলায় পশ্চিম-বাসী রাজা পূর্ব্বভাগে॥
উত্তরের রাজগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ।
একে চাপি অন্যে যায় যেই বলবন্ত॥
বৃষ উষ্ট্র হয় হস্তী সেনা অগণন।
রথ রথী সারথি পলায় ভীতমন॥
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।
অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥
ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ-সৈন্য মৈল।
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-আকার সব রৈল॥
এক পদ কাটা কার কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ করিয়াছে কুঁজ॥
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশ, ভগ্নদেহ কাণ কাটা কার॥
আড়েওড়ে ঝাড়েঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়েঝোড়ে॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয়-ভয়, ক্ষত্রে দ্বিজ-ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্রবেশ ধরে, ক্ষত্রে দ্বিজ হয়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥
তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥
প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে পশে, কেহ বৃক্ষডালে॥
মড়ার ভিতরে কেহ মড়া হৈয়া রহে।
দুর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষতলা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির॥
পাঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদ-নগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস বিরচিল সাধু করে পান॥

———

রাজগণের যুদ্ধ ভঙ্গের বিবরণ।

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়॥
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা।
পৃথিবীর রাজগণ মিলেছিল তথা॥

অসংখ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না যায় গণন।
সকলে দলিল মাত্র ভাই দুই জন॥
না চাহি দ্রুপদ নৃপে হেন অবিহিত।
ক্ষত্র হৈয়া পলাইল রণে হৈয়া ভীত॥
সমূহ ক্ষত্রিয় মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে।
কি বুঝিয়া পলাইয়া গেল কি প্রকারে॥
কোথা গেল ধর্ম্মরাজ সহ মাদ্রী-সুত।
কোথা গেল যদুবংশী শ্রীরাম অচ্যুত॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পাঞ্চাল-নগর।
কি মতে রহিল কুন্তী কম্ভকার-ঘর॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হইল, না জানি এখন॥
কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ॥
মুনি বলে, রহস্য শুনহ কুরুরাজ।
যখন বেড়িল আসি ক্ষত্রিয়-সমাজ॥
অনেক করিল যুদ্ধ দ্রুপদ-নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-সত্যজিৎ-শিখণ্ডী-সংহতি॥
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম।
বিরাট-শিখণ্ডী যুদ্ধ লোকে অনুপাম॥
তিন অক্ষৌহিণী দলে কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ॥
জরাসন্ধ সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক সংহতি॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলিলেন দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ, দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দ্বে নাহি কার্য্য॥
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য, সবার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্মে নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈলে কভু জয় নহে॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বলবান্।
দুষ্টকর্ম্ম ভাল নহে তাঁর বিদ্যমান॥
গরুড়-আরূঢ় হয়ে আছেন শ্রীপতি।
তাঁর বলে যুঝে বীর, হেন লয় মতি॥
যাবৎ না হয় ক্রুদ্ধ দেব হৃষীকেশ।
চল ভালে ভালে প্রাণ লৈয়া যাই দেশ॥
ভীষ্ম যাহা বলিলেন, হইল বিদিত।
কুন্তীপুত্র পার্থ এই জানহ নিশ্চিত॥
অচল পর্ব্বত-প্রায় দাঁড়াইয়া আছে।
কার শক্তি নাহিক যাইতে তার কাছে॥
মানুষেতে কার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ্য।
কার শক্তি নিবারয়ে এতেক বিপক্ষ॥
শরতের মেঘ যেন উড়ায় পবনে।
বড় বড় রাজগণ ভঙ্গ দিল রণে॥
ভীষ্ম বলিলেন, দ্রোণ যাইবে কেমনে।
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একই ব্রাহ্মণে॥
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু ত্যজে যে জীবন।
হেনকথা নীতি-শাস্ত্রে কহে সর্ব্বক্ষণ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণ আজি মারি রাজগণে॥
তোমাকেও হেন কর্ম্মে না চাহি আচার্য্য।
প্রাণপণে করে লোক দ্বিজাতি সাহায্য॥
হের দেখ হীনাস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ।
প্রাণপণে ধাইতেছে জাতির কারণ॥
দ্বিজ নহে এ যদি সে কুন্তীর নন্দন।
সঙ্কটে রাখিয়া যাই করিয়া কেমন॥
দ্রোণ কহে একা পার্থ হয় ইথে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থ পরাক্রম॥
এই যে অর্জ্জুন রণে করে পরাক্রম।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণ-যম॥
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার।
এইখানে রহিবারে ভদ্র নাহি আর॥
হের দেখ বেগে আসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে, এই বীর বৃকোদর॥

জানি আমি ভালমতে তাহার চরিত।
নাহি পরাপর জ্ঞান, বুঝে বিপরীত॥
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি জান ভীমা।
পিতামহ বলিয়া না উপেক্ষিবে তোমা॥
জতুগৃহে পোড়াইলা, সেই ক্রোধ আছে।
হের এই দিকে আসে হাতে লয়ে গাছে॥
চল শীঘ্র নহিলে ঘটিবে পরমাদ।
বুঝি তব বৃক্ষ-বাড়ি খেতে আছে সাধ॥
ভীষ্ম চলিলেন শুনি দ্রোণের বচন।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্যগণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে পুণ্যবান॥

ভীমের যুদ্ধে রাজ-পরিবারদিগের ত্রাস।

ভীমের ভৈরব নাদ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগ-অন্ত সমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হই অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের একজন।
দ্রৌপদীর আগে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
দেখ সৈন্যভঙ্গ, যেন সিন্ধু উথলিল।
নগরের ঘর-দ্বার সকলি ভাঙ্গিল॥
প্রাণ লয়ে দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এখন॥
ধনে-প্রাণে রাজ্য দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতর হৈয়া দ্রুপদ-নন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ আর আত্মগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া, আর পরিজন॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা॥
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য, সবার বিদিত॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম, আছি তাঁর আগে॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী॥
চলি যাহ পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য-সাগর কে করিবে নিবারণ॥
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর-ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ-সাহায্য-কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি, সে গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, পিতা মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন প্রয়োজন।
কোন্ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন॥
মারিব, মরিব আজি করিব সমর।
তুমি যাহ, রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইলা বলি আপন বিপদ॥
যত দিন কৃষ্ণা জন্মিয়াছে মম গৃহে।
কভু নাহি লঙ্ঘি আমি, কৃষ্ণা যাহা কহে॥

বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
কৃষ্ণা যে কহিলা যুদ্ধ করিতে বারণ।
তোমা সবা যেতে কহি তাহার কারণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল, তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে করিল বিরথী॥
গদার প্রহারে তাঁর হত হৈল জ্ঞান।
হাত হইতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রুপদ-নন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে পশি রাখিল জীবন॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল, বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ-ভ্রাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন॥
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দহ দেবী, কারে তব ভয়॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলে, কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয়-পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ মহা-বিপদ-সিন্ধু-তরিতে তরণী।
গোবিন্দকে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সবাকার তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি অন্য জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
পিতা মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ॥

তুমি মম সত্য পাল আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে ল'ক দ্বিজ মম পতি॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলিলা বাম হাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য॥
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্নপূর্ব্ব রাখ সবে পাঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু, বলয়ে সংসার॥
এ মহা সঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ কালে তার তুমি হবে সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব মোরা সবে।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডবে॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম॥
পৃথিবীর লোক যদি হয় একত্রিত।
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত॥
চিন্তিত না হও কিছু অর্জ্জুন-কারণ।
পাঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল।
রক্ষা হেতু গেল সবে নগর পাঞ্চাল॥
অস্ত্রশস্ত্র হাতে প্রতি ঘরে প্রতিজন।
প্রজাগণ রক্ষিল নিবারি সৈন্যগণ॥

কুন্তীর বসতি কুম্ভকার-কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল॥
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
ভক্তিতে শুনিলে লভে নর দিব্যজ্ঞান॥

———

অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর কুম্ভকার গৃহে গমন।

মুনি বলে, অবধান কর জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাৎ চলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হৈব চিন্তে দুইজন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগণে।
বিদায় মাগি যে আজি সবাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
নাহি জানি কি করিবে যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখিয়া।
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না শুনি, ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে॥
পার্থ বলে, সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ, কালি সবে করিব মিলন॥
অনেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধন।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণ॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি।
চিনিলে কি এই দোঁহে, হয় কোন্ জাতি॥
কিবা দৈত্য, কিবা দেব, রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে, কোন্ দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম্য-বাক্য শুনি সবে ভয় হৈল মনে।
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল॥
গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গব-গৃহে মিলেন তথাই॥
একা কুম্ভকার-গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে, ভাসে অশ্রুজলে॥
ভিক্ষার সময় গেল হইল রজনী।
এতক্ষণ না আইল, কি হেতু না জানি॥
চতুর্দ্দিকে শুনি যে সৈন্যের কোলাহল।
মার মার বিপ্রগণে ডাকিছে সকল॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে॥
এই হেতু, দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর॥
আজি মাতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইলা।
উপবাসে মহাক্লেশে দিন গোঙাইলা॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী।
সে কারণে হইল মাতা এতেক রজনী॥

রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা, দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে বাটিয়া লহ রে পঞ্চ ভ্রাতা॥
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি গেল মম ক্ষুধা॥
আয়রে সোনার চাঁদ, অরে বাছাধন।
নিকটে এস রে, দেখি সবার বদন॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে একে চুম্ব দিল সবাকার শির॥
সবার পশ্চাৎ দেখি দ্রুপদ-নন্দিনী।
পূর্ণ-শশধর-মুখী-গজেন্দ্র গামিনী॥
তাঁরে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চ সুতে।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে॥
ভীম বলে, জননী এ দ্রুপদ-দুহিতা॥
একচক্রা-নগরে শুনিলা যায় কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা ভোজের নন্দিনী॥
কুন্তী বলিলেন, তবে শুন পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি কথা, অগ্রেতে জানি নাই॥
কেন হেন বৈলে পুত্র, কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে পাইয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি লহ পঞ্চজন।
কিমতে মায়ের বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
তদন্তরে দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠির আগে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পুত্র তোমার গোচর।
শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর॥
পুত্র হয়ে মোর বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যে মতে লঙ্ঘন নাহি হয় মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নাহি হয় দ্রুপদ-নন্দিনী॥
বুঝিয়া বিধান তার করহ আপনি।
এত বলি কান্দে দেবী চক্ষে বহে পানি॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হইল স্মরণ॥
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে, কহিলা শূলপাণি॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিলা এখন॥
তেঁই কহে মায়ে ধর্ম্ম আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
বড় কর্ম্ম করিলা, পাইলা বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা হে ভ্রষ্ট॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না কর ভাল মানি॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
বিভা আজি কর ভাই করি শুভক্ষণ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার আগে হইবে আমার॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে॥
তদন্তরে আমার শাস্ত্রেতে হেন আছে॥
পার্থ-বাক্য শুনি ধর্ম্ম হয়ে হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে অধর্ম্মখণ্ডে, বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ॥

———

কুন্তীর নিকটে রাম ও কৃষ্ণের আগমন।

ধর্ম্ম চক্রশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ॥
প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে॥
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে॥
কোথা ছিলি তাত মোর অনাথার নড়ি।
হাপুতির পুত তোরা দরিদ্রের কড়ি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি দুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কাঁদিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি॥
আজিকার রাত্রি মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বর্ষের কষ্ট আজি গেল তাত॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল, নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে, কিছুই না জানি॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা॥
গহন কাননে ভ্রমি আর কত দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ॥
কৃষ্ণ কহিলেন, দেবী ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের মহাপাপ॥
গৃহদাহে মরিলা, শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্ন জল না ছুঁলেন পিতা॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিছেন অশ্রুজলে॥
কিন্তু কি করিব বল বিধির লিখন।
কেহ নাহি পারে যাহা করিতে লঙ্ঘন॥
শোক না করিহ দেবী, দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্ম-পাশ।
করপুটে প্রণমিয়া করেন সম্ভাষ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দু'জন॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণে দোঁহা মুখে না সরে বচন॥
তবে পঞ্চ ভাই রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহেন বসিয়া॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
যতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার॥
বনে বনে, দেশে দেশে, তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ॥
একে একে কহেন সকল বিবরণ।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী নন্দন॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এখন॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, তবে দামোদরে।
কিমতে জানিলা মোরা কুম্ভকার-ঘরে॥
কৃষ্ণ বলেন, যে যুদ্ধ কৈল তব ভাই।
মনুষ্য করিতে পারে ক্ষিতিমাঝে নাই॥
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্যে করিতে না পারে।
সন্ধানে জানিনু তেঁই আছ এই ঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, আজি সুপ্রভাত।
তাই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হৈল, আজি কুম্ভকার-ঘরে॥

বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিব চক্ষুর নিমিষে॥
সপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা॥
যুধিষ্ঠির বলেন, যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে বড় ভয় মানি॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয়, কালি করিব দিবসে॥
এত বলি মেলানি করিল দুই জনে।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

দ্রুপদ রাজার খেদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ বাক্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রুপদ-নন্দন।
গুপ্তবেশে দেখিল সকল বিবরণ॥
যবে কৃষ্ণা লৈয়া আইলা কুন্তীর তনয়।
গুপ্তবেশে ভগ্নী-মোহে ধৃষ্টদ্যুম্ন রয়॥
সকল বৃত্তান্ত বীর দেখিল নয়নে।
পিতারে জানাতে গেল ত্বরিত গমনে॥
হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর-জন॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে, একা দেখি কৃষ্ণা মম কোথা॥
হরি হরি বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ-কুমার॥
একা দ্বিজে বেড়েছিল যত রাজগণ।
কহ পুত্র সংগ্রামে জিনিল কোন্ জন॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বাক্যে কৃষ্ণার করিনু স্বয়ম্বর॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন, পার্থ বিনা না পারিবে আন্॥
মম কর্ম্মদোষে মুনি-বাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল॥
কহ বাপু, কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায়॥
হা কৃষ্ণা হা-কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখমন॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়॥
শুনি কহ কহ, বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, অবধানে শুন পিতা।
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবারে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মানুষে সদৃশ নাই তার॥
হাতে বৃক্ষ হানে যেন বজ্র-হস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক নরেন্দ্র॥
এইমত যুদ্ধে তাত, হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী॥

এ দোঁহার সহ তাত আর তিনজন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কর্ম্মশালে আশ্রয়ে আছিল।
পঞ্চজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
নারী এক ছিল তাহে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তার বুঝিনু কথায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন ॥
রন্ধন করি কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে ॥
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন্ জন ॥
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
তুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে ॥
এক ভাগ দাও বাপু ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর ॥
চারিভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ তুই স্থানে ॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
সেইমত বাঁটিয়া দিলেক যাজ্ঞসেনী ॥
এত যদি পুনঃ পুনঃ কহিল জননী।
ক্রোধ করি তুষ্ট দ্বিজ কহে কটুবাণী ॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিম্বা থাকিবে নিদ্রায় ॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা সমধিক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে ॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে তাহাই হউক ॥
পুনঃ বলে, অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা, দিও অতিথিরে ॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপ বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী ॥
গ্রাস তুই তিনে সেই সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন, বলি ডাক দিল ॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মোর মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায় ॥
মণ্ড না পাইয়া মনে জন্মে মহাক্রোধ।
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে না মানে প্রবোধ ॥
মাতা বলে, তাত আজিকার দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী, আজি না রাখিল মণ্ড ॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন শেষেতে তবে আচমন কৈল ॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে ॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা পদনীচে তাঁর ॥
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী ॥
শুইয়া যে সব তারা কহিল তখন।
তাহে জানিলাম ছদ্ম না হয় ব্রাহ্মণ ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধু নর ॥

———

দ্রুপদ-রাজপুরে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন।

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ-উদয়।
পুরোহিত-দ্বিজে কহে করিয়া বিনয় ॥
কুম্ভকার-শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ, তারা হয় কোন্ জাতি ॥

রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল শ্রেষ্ঠ তুমি, বুঝি অনুমানি ॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবা ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ-রাজন ॥
দ্রুপদ-রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী-কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল ॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিব, চিন্তিল অন্তর ॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা কহে, প্রত্যয় না যাই ।
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্য জন ॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি, কাহার পুত্র, পরিচয় দেহ ॥
ধর্ম্ম কহে, পরিচয় কোন প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ জাতি বর্ণ জিজ্ঞাসিয়া ॥
পুরোহিত বলে, তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে।
যুধিষ্ঠির বলে৷ গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন কি বিন্ধিতে লক্ষ্য পারে ॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল ॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া ॥
পুত্রে পাঠাইল আগুসরি লইবারে।
রথ লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ॥
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশাক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণ পঠন ॥
ধান্য যব নানা শস্য রাখে দুই ভিতে।
ধনুকাদি নানা অস্ত্র তূণের সহিতে ॥
নট নটী নৃত্য করে, বন্দীগণে গান।
চারিভিতে সুসজ্জিত অশ্ব গজ যান ॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে ॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চড়িলেক গিয়া ॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি ॥
দুই ভিতে নানারত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না চাহিল ভাই পঞ্চজন ॥
বিচারে জানিল যত পাত্র মিত্রগণে।
সামান্য নহে এই ভাই পঞ্চজনে ॥
তাঁহাদের কর্ম্ম দেখি সবার বিস্ময়।
লোকে বলে ছদ্ম দ্বিজ মনুষ্য এ নয় ॥
যথায় দ্রুপদ ভূপ রত্ন-সিংহাসনে ॥
বেষ্টিত হইয়া যত পাত্র মিত্রগণে ॥
তথা আসি উপস্থিত ভাই পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ ॥
কুন্তীসহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে নিল।
নারীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে, লভে ভারতের ফল ॥

———

যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত ॥

পঞ্চজন-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হৈয়া রাজা বলেন বচন ॥
কে তোমরা, কোথা বাস, কহ সত্যবাণী।
কেবা জনক, কেবা হয় তব জননী ॥
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পঞ্চজনে ॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ, জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ॥
কিবা ইন্দু ইন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহা মধ্যে হবে, চিত্তে লয়েছে আমার ॥
আর যত ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মতান্তর ॥
এত শুনি বলেন ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজল জলদ যেন বচন গম্ভীর
আমরা যে পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির, এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন ॥
এ নকুল সহদেব, জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী ॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে, মুখে নাহি সরে ভাষ ॥
কদম্বকুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ তিতে নয়নের জলে ॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করি আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন ॥
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল ॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে গৃহদাহ নয়
পুজৌগৃহ করিল রোচন পাপাশয় ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ-রাজা বলে ক্রোধচিতে ॥
এত বড নির্দ্দয় সে অন্ধ-মহারাজ।
নাহি ধর্ম্মভয়, নাহি লোকভয়-লাজ ॥
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মজিবেক পাপিগণ আপন কপটে ॥
গৃহদাহে মৈল বলি, কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন ॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার ॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ ॥
শুনিয়া করয়ে মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে, যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার ॥
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন এই মাদ্রীর তনয় ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি।
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তুমি হেন বল, আমি কি বলিব আর ॥
বহু পতি ধরে সতী কভু নাহি শুনি।
হেন শাস্ত্র বেদে শাস্ত্রে নাহি আছে জানি ॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
ধার্ম্মিক সাধুজন যাহা নাহি আচরে ॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্ব সাধুগণ পথ কে করিবে আন ॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ রাজন।
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন ॥

লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুজন-বাক্যে না করি অন্যথা॥
লোকমধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত দ্রুপদ।
অধোমুখ হয়ে বৈসে গণিয়া বিপদ॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধা সিন্ধুসম।
কাশীদাস রচিল ছন্দেতে অনুপম॥

———

দ্রুপদ রাজার নিকট মুনিগণের আগমন।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু কৈলা আগমন॥
শিষ্য সহ পরাশর মহা-তপোবল।
জমদগ্নি জৈমিনি শ্রীঅসিত দেবল॥
কৌণ্ডমুনি মাণ্ডব্য ভার্গব জরদগব।
গর্গমুনি পর্ব্বত অগস্ত্য জলোদ্ভব॥
দুর্ব্বাসা লোমস আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য ষষ্টি-সহস্রে আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসি দ্রুত দ্রুপদে জানায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
আগুসরি প্রণমিল ভূমে শির লুটি॥

গললগ্নীকৃতবাসে করি সম্ভাষণ।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাঁড়াইল পাঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইলা হেথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবা, করিব সেইমত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
ঘটিবে সে পঞ্চপতি বিধির লিখন॥
সুরভির শাপ আর পশুপতি-বরে।
পঞ্চপতি পাবে সতী কহিনু তোমারে॥
মুনিগণ-মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ-রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, এ ত নাহিক সংসারে।
লোকে যাহা নাহি, তাহা করি কি প্রকারে॥
এহেন করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্ম কহে কন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণমুখে শুনিয়াছি পূর্ব্ব বাণী।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী॥
যত দ্বিজগণে তিনি করান পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পিছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিবা দ্বিধা রহে বেদের বচন॥

লোক বেদ হৈতে গুরুশ্রেষ্ঠ আমি জানি।
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ জননীরে মানি ॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এই মত ॥
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্ন ভিক্ষা মত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে পাপ করে ॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি রয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় লয় ॥
সে কারণে বুঝি এই ধর্ম্ম-আচরণ।
বিশেষে খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন ॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর ॥
বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির ॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিম্বা অন্য জনে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে ॥
কে লঙ্ঘিবে, যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির ॥
পুনঃপুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিলে হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন ॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরুমধ্যে গণি।
তেঁই মম ক্রোধেতে রহে তব জীবনী ॥
লোক বেদে যদি বলে, নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে।
কাহার আছয়ে শক্তি কে তাহা দুষিবে ॥
হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥
ব্যাসের চরণে ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর, মিথ্যা বাক্যে ভয় ॥
যা বলিল যুধিষ্ঠির, সেই সত্য কথা।
যেন মতে মম বাক্য না হয় অন্যথা ॥
মুনি বলে, ত্যজ ভয়, না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার কারণ।

ব্যাস বলে, পূর্ব্ব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি ॥
রচিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া ॥
ঘৃত মধু উপচার বাদ্য বাজাইয়া ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তাহে দেন ব্যোমকেশ ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড় কর ॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শঙ্কর বলেন, কন্যে কি দোষ আমার।
স্বামীবর তুমি যে মাগিলা পঞ্চবার ॥
অকারণে কন্যা আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন ॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
ক্ষিতিমধ্যে হৈবে তবু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সতী ॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে গিয়া কন্যা ত্যজে কলেবর ॥

পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্ম পতিহীনা যৌবন সময়ে॥
না হৈল বিবাহ যৌবনকাল গেল।
আপনারে তিরস্কারি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ॥
নিকটে আইল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনী-যুগ্মসুত॥
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণে।
এমত কঠোর তপ এ নব-যৌবনে॥
স্বামী-ইচ্ছায় তপস্যা কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব, হেন ভাবিতে লাগিল॥
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয়-কথা জানি পঞ্চজন।
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ, এই দেহ ত্যজ, কন্যা তুমি।
পর-জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনি-সম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদি॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু আর অশ্বিনী-যুগল।
পঞ্চ-অংশে জন্মিল পাণ্ডব মহাবল॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলেন, সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাষ॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি, দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ-কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপপুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ, ইহা বা কেমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
মুহূর্ত্তেক অবকাশ নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পারিনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু, নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনে সচিন্তিত প্রজাপতি।
দেহ হৈতে কৈল এক মূর্ত্তির উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে, তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥

যমেরে বলেন, তুমি রাখ সাথে এরে।
যখন যা জিজ্ঞাসিবা, কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবা।
ব্যাধিরূপ হৈয়া সবে বিনাশ করিবা॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপরে অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী পুরী যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক-পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
অম্লান কনকপুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র ধর্ম্মরাজে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধর্ম্ম গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে বায়ু চলিল ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনী-নন্দন॥
হইল অনেকক্ষণ নাহি বাহুড়িল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী॥
কনক-কমল হয়, তার অশ্রুজলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী-জলে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি, কি হেতু কান্দ, কহ নিজ কাজ॥
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিলা অধর।
কমল-সম তব অঙ্গ যে মনোহর॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু, মধ্য মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দে হস্তিহাত॥

কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
কন্যা বলে, আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ জন্ম-তপস্বিনী॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপ-চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়॥
এই মতে আমারে কহিল চারিজন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কথন॥
ইন্দ্র বলে, কহ তাঁরা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে, যদি ইচ্ছা আইস তথায়॥
কন্যার সহিত গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত-উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর॥
কেতকী বলিল, দেব আমি তপস্বিনী।
এ পুরুষ আমারে বলে উপহাস-বাণী॥
শিব বলিলেন, মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবা মম স্থানে॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগড় বন্দী আছয়ে সবার॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীদ্বয় আছে চারিজন।
দেখিয়া হইল ভীত সহস্রলোচন॥
করযোড়ে বিস্তর করিল স্তব হরে।
তুষ্ট হইয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে॥
লক্ষ্মী-অংশ কেতকী আজন্ম তপাচারী।
তারে অপরাধ আমি ক্ষমিতে না পারি॥
তব স্তব-বাক্যে মোর হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা বাসব॥
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ॥

কহিলেন সকল কেতকী-বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়ে তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী॥
পঞ্চজন জন্ম সবে লভ নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভামিনী॥
তোমা সবা প্রীতিহেতু আমিই জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন কেশব।
মহেশ সহিত তবে চলিলা বাসব॥
কেশবের কেশ লৈয়া আসিলা মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইলা যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধুজন॥

কেতকীর প্রতি সুরভির অভিশাপ দান।

দ্রুপদ কহিল, বলি শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকী, তাপসী কি কারণ॥
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহাঋষি॥
অগস্ত্য বলেন, শুন তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিল সেই দক্ষের নন্দিনী॥
না করিল বিভা, সে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
হিমালয়-মন্দিরে হরেরে নিবেদিল॥
তোমার আলয়ে আমি তপস্যা করিব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয়ে থাকিব॥
হর বলিলেন, থাক এই গিরিবরে।
আমার নিকটে থাক, কি ভয় তোমারে॥
পুরুষ পাইয়া তোরে যে করে সম্ভাষ।
শীঘ্র তুমি তাঁহারে আনিবা মম পাশ॥
হরের আশ্বাস পেয়ে কেতকী রহিল।
একাসনে ধেয়ানেতে জন্ম গোঁয়াইল॥
দৈবে এক দিন তথা আইল সুরভি।
পাছে পঞ্চ ষণ্ড দেখি ঋতুমতী গবী॥
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভির পাছে।
ষণ্ডে ষণ্ডে মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে॥
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখি সুরভির সঙ্গে॥
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষৎ হাসিল।
কেতকী হাসিল, তাহা সুরভি জানিল॥
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হৈল তাপ।
ক্রুদ্ধা হৈয়া গোমাতা তাহারে দিল শাপ॥
নাহিক ইহাতে লজ্জা, গরু জাতি আমি।
নরযোনি হয়ে তোর, হবে পঞ্চ স্বামী॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হৈবে নরযোনি।
দুই জন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিণী॥
তৃতীয় জন্মেতে হবে স্বামী পঞ্চজন।
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হৈবে বিমোচন॥
একজন-অংশে তারা হৈবে পঞ্চজন।
ভেদাভেদ নহিবেক, সবে এক মন॥
কেতকী পুছিল তারে করি যোড়হাত।
অল্পদোষে এত বড় শাপিলা নির্ঘাত॥
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।
এক অংশে কাহারা হইবে পঞ্চজন॥
শাপ দিলা, তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই।
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই॥
সুরভি বলিল, শুন তাহার কারণ।
একা ইন্দ্র অংশেতে হইল পঞ্চজন॥

বৃত্রাসুর নাম, ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন ॥
সুররাজ রণে যবে তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি ক্রোধে আগুন হইল ॥
আজি সংহারিব ইন্দ্রে, দেখ সর্ব্বজন।
নহে মোর তপোব্রত সব অকারণ ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাস-ঘাতক দুরাচার।
কি মতে বহিছে ধর্ম্ম এ পাপীর ভার ॥
ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী কারে না হিংসিল ॥
হেন পুত্রে মারে মোর দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া বৃত্রে করিল সংহার ॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধভরে ॥
দুইপাটী দন্ত ঘন করে কড়মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভরড় ॥
বায়ু বলিলেন, ইন্দ্র নিশ্চিন্তে আছহ।
ক্রোধান্বিত ত্বষ্টামুনি আইসে দেখহ ॥
করে করে কচালে, উরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ তড়বড় ॥
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়।
সঘনে গর্জ্জয়ে যেন ঘন গড়গড় ॥
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড়চড় ॥
ঘন ঘন জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়মড় ॥
মম বাক্যে সুরপতি বাহনে না চড়।
আগু হৈয়া অর্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড় ॥
দুই হাত বান্ধি তার চরণেতে পড়।
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে লহ খড় ॥
নতুবা পলাও শীঘ্র, আইল নিয়ড়।
রহিলে নাহিক রক্ষা, কহিলাম দড় ॥

শুনি ইন্দ্র ভয়ে আত্মা করে ধড়ফড়।
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য, হৈল যেন জড় ॥
কোথায় লুকাব, হেন না দেখি আহড়।
আজ্ঞা কৈল আনিবারে যত হস্তী ঘোড় ॥
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড় বড়।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া রাখিল যেন গড় ॥
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব, রক্ষা পাব, গেলে কার পাশ ॥
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারি জন।
ধর্ম্ম, বায়ু আর দুই অশ্বিনী-নন্দন ॥
চারি জনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ।
অপর আত্মায় দিল নিজ দেহে স্থান ॥
পঞ্চ ঠাঁই পঞ্চ-আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর ॥
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঁই।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই ॥
হেনকালে উপনীত ত্বষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টিমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি ॥
ইন্দ্রে ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া ঘোষিল দেবগণে ॥
কেতকীর প্রতি তবে সুরভি বলিল।
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চ ঠাঁই হৈল ॥
সেই পঞ্চ অংশ হৈতে হৈবে পঞ্চজন।
তুমি তার ভার্য্যা হৈবে, না যায় খণ্ডন ॥
কেতকী বলিল, কহ শুনি গো জননী।
কি মতে পাইল প্রাণ পুনঃ বজ্রপাণি ॥
গবী বলে, ত্বষ্টা ইন্দ্রে করিয়া সংহার।
আপনি লইল স্বর্গে ইন্দ্রের যে ভার ॥
দেবগণ গিয়া তবে কহিল ব্রহ্মারে।
ইন্দ্র বিনা থাকিতে কি পারে স্বর্গপুরে ॥
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা, দেবের নগর।
নৃত্য গীত নাহি করে অপ্সরী অপ্সর ॥

অনুক্ষণ হইল অসুর-উপদ্রব।
এই হেতু রহিতে না পারিলাম সব॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে॥
ইন্দ্রত্ব লইয়া মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হৈল সর্ব্বরাজ্য॥
মুনি বলে, ইন্দ্রত্বে কি মম প্রয়োজন।
জপ তপ ব্রতে মন যায় অনুক্ষণ॥
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা লউক এখন।
ত্বষ্টার এ কথা শুনি বলে তপোধন॥
ইন্দ্রেরে সৃজিল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব করিবে কোন্ জন॥
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবা মুনি।
ক্রোধ ত্যজি জিয়াইয়া দেহ বজ্রপাণি॥
বিধাতার সৃষ্টি রাখ, আমার বচন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন তপোধন॥
ইন্দ্র-ভস্ম যে ছিল অগ্রেতে আনি দিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তারে জীয়াইল॥
হেনমতে দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ।
তোমারে কহিলাম এ কথন পুরাণ॥
এত বলি সুরভি গেলেন নিজ-স্থান।
চিন্তিয়া কেতকী চিত্তে করিতেছে ধ্যান॥
গঙ্গাতীরে বসি কান্দে, পড়ে অশ্রুজল।
তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক-কমল॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবতা কহিল॥
অগস্ত্য কহেন যাহা, কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ॥
শীঘ্র কর শুভকর্ম্ম, সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য আভরণ।
কেয়ুর কুণ্ডল হার বলয় কঙ্কণ॥
অম্লান অম্বর, পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনা-সমাজ॥
হেনকালে আইলেন রাম নারায়ণ।
দ্বারকা নিবাসী যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
বিবাহ-মঙ্গল-দ্রব্য বসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ লইয়া এল গরুড়ে চড়িয়া॥
আইল দেবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্ববতী॥
নগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর যত যদুনারী কে করে গণনা॥
নানারত্ন আনিল ভূষণ অলঙ্কার॥
দশকোটি অশ্ব, দশকোটি রথ আর॥
দশকোটি মাতঙ্গ, বৃষভ অগণন।
উট খর শকটে পূর্ণিত করি ধন॥
সকলে দিলেন কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
যুধিষ্ঠির অপার আনন্দযুক্ত মনে॥
মাতুলানী মাতুলে প্রণমে পঞ্চজনে।
একে একে সম্ভাষেন যত যদুগণে॥
নিকটেতে রাজগণ পাইয়া বারতা।
বিবাহ-যৌতুক লৈয়া শীঘ্র এল তথা॥
যারে যেই সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন।
আদরে করিল পূজা দ্রুপদ রাজন॥
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা।
সতত শুনহ নর ভারতের কথা॥

পঞ্চ-পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায়॥
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে॥

পঞ্চ-তীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল॥
বিবাহ মঙ্গল যত হইল সুবেশ।
রত্নবেদী-মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চ ভাই সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥
পঞ্চজন-অগ্রে বেদী-মধ্যে বসাইল।
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল॥
কৃষ্ণা-বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট॥
দুন্দুভি-নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলি মঙ্গল করয়ে নরনারী॥
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে, বাদ্য অগণন॥
কল্যাণ করিল যত দেব-ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া বিভাকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দ-জলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি যাতায়াত।
বড় ভাগ্য, হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ॥
কহ কিছু জ্ঞান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন্ দেশে কোন রূপে আছে তারা কোথা॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত॥
হা হা কুন্তী, হা হা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়া॥
হাসিয়া বিদুরে তবে কহে জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসিছিল॥
কালি রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী॥
পতি ও ভাসুর দুই রাজা যুধিষ্ঠির।
পতি ও দেবর দুই সহদেব বীর॥
ভীম ও অর্জ্জুন আর নকুল প্রবীর।
ভাসুর, দেবর, পতি তিন দ্রৌপদীর॥
আমিও ছিলাম সব কুটুম্ব সংহতি।
শুভকর্ম্ম সমাপিয়া যাই দ্বারাবতী॥
শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইয়া।
গোবিন্দ-চরণ ধরে ভূমে লোটাইয়া॥
এ কথা এথায় হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে॥
ভীমার্জ্জুন-পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে॥
বিদুরে প্রবোধি চলি গেলা ভগবান্।
বিদুর ত্বরিতে গেল ধৃতরাষ্ট্র-স্থান॥
বিদুর বলেন, আজি শুভরাত্রি হৈল।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল॥
এই মাত্র সংবাদ পাইয়া আমি আজ।
আপনারে জানাতে আসিনু মহারাজ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
আগুসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর॥

নানারত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া॥
বিদুর বলিল, রাজা হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেন, দ্রুপদ-দুহিতা॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি, বলে রাজা মুখে॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর॥
কহ শুনি বিদুর, আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঁই পাইলা তুমি এ সব বারতা।
বিদুর বলেন, কৃষ্ণা কৈল লক্ষ্য-পণ।
সেই লক্ষ্য বিন্ধিলেক ইন্দ্রের নন্দন॥
তব মুখে শুনি কথা আনন্দ অপার।
বিদুর কহিছে মন বুঝিয়া রাজার॥
কন্যা-হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী॥
এত বলি বিদুর গেলেন নিজ স্থান।
অধোমুখে অন্ধ রাজা মনে করে ধ্যান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবদিগের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা।

বার্ত্তা উপরন্তে তার তৃতীয় দিবসে।
ভগ্নদণ্ড দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে॥
যাবার সময় গেল দশ অক্ষৌহিণী।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীতে আইল নৃপমনি॥
কারো রথে নাহি ধ্বজা, দন্তী দন্ত কাটা।
কারো ক্ষত দেহ, কেহ কুব্জা বোঁচা ঠুঁটা॥
কারো মুখে নাহি কথা, নাহিক বাজন।
নাহিক চামর ছত্র, নাহি চিহ্ন বাণ॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
কহ তাত যুধিষ্ঠীর সহিত মিলিলা।
হুলাহুলি করিয়া সম্প্রীতে বিভা দিলা॥
কিরূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডু-পুত্রগণ॥
শুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমৎকার॥
জানিল ব্রাহ্মণ নহে পাণ্ডুর কুমার॥
কর্ণ বলে, কি কথা কহিলে মহাশয়।
হেন বাক্য কি মতে স্ফুরিত মুখে হয়॥
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমা দেখা পাইলে কি জীয়ে পঞ্চজন॥
ছদ্ম দ্বিজ-বেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজ-বধ-ভয় করি ক্ষমিলাম তারে॥
তখন জানিতাম যদি, মারিতাম প্রাণে।
পাণ্ডু-পুত্র বলি শুনি তোমার বদনে॥
দুর্য্যোধন বলে, ইহা জানিব কেমনে।
এতকাল জীয়ে আছে পাণ্ডু-পুত্রগণে॥
ধিক্ ধিক্ পুরোচন মৈল ভালে পুড়ি।
কি করিল কার্য্য, লজ্জা কৈল ক্ষিতি যুড়ি॥
এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়॥
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে।
পশ্চাতে ইহার জন্য অনর্থ হইবে॥
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পাঞ্চাল রাজনে॥

সহস্রেক রথ দিব, সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি॥
সখ্য হৈয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডব মারহ॥
নতুবা পাঠাই যে সুরূপা নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন॥
দ্রৌপদীরে তাহার হউক অনাদর।
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর॥
নতুবা সুহৃদ দ্বিজে তথায় পাঠাই।
প্রকারেতে ভেদ করাউক পঞ্চ ভাই॥
পঞ্চ ভাই তারা যদি বিচ্ছেদ করিব।
কোন্ ছার পাণ্ডু-পুত্র নিমিষে মারিব॥
নতুবা যাউক এক অন্তঃপুর-লোক।
সবার অগ্রেতে কাঁদি কহে পূর্ব্ব-শোক॥
তবে তারে পাণ্ডু-পুত্র করিবে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণ-যুদ্ধে কে যাইবে অর্জ্জুনের সাথ॥
দুর্য্যোধন-বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে॥
দ্রুপদ রাজারে রত্নে লোভ করাইবে।
ত্রৈলোক্য পাইলে সেও না ত্যজে পাণ্ডবে॥
একেত জামাতা, আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট॥
দ্বিজ দ্বারা ভ্রাতৃভেদ কি করিতে পারি।
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী এক নারী॥
ভীমেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
কত না করিলা গৃহে আছিল যখন॥
বিষ দিলা, নানা অস্ত্র গর্ত্ত খুঁড়েছিলে।
অবশেষে জতুগৃহে দাহণ করিলে॥
করিলা যতেক কিবা হইল তাহায়।
এক্ষণে হইল তাহার অনেক সহায়॥
নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঁই।
কটাক্ষেও পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চ ভাই॥
যতেক উপায় বল, নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যদু-বলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর॥
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
তবে ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি॥
সে সবার মত দেখি কি করে যুকতি।
এত বলি সবারে ডাকিল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, সদা কর পান॥

ভীষ্ম দ্রোণ, এবং বিদুরের যুক্তি।

রাজার আদেশে সব এল মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন॥
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিনপুর॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তী সাথ॥
এতকাল কোথা ছিল, লুকাইয়া কেন।
কিছুত ইহার আমি না বুঝি কারণ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে সবার স্থানে নাহি করি দোষ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া।
বিভা কৈল পঞ্চ ভাই মোরে না বলিয়া॥

কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার ॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবিত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব ॥
কি বুদ্ধি হইল তোমা না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ ॥
না জানি তথায় কিবা কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল, বলে সর্ব্বজন ॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিতে ভীষ্ম এতেক করিল ॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন ॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার ॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন।
কর পাণ্ডু-পুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন ॥
আমি একা নাহি বলি, সবার বিচার।
যেন তুমি, তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার ॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি ॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন্।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ্ব কি কারণ ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল, পৃথিবীর রাজা।
তাঁহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা ॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন।
তব হিত হেতু তাই বলি হে রাজন ॥
অৰ্দ্ধরাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হৈবে তব যশ ॥
কীৰ্ত্তি রাখ নৃপতি, কীর্ত্তি সে বড় ধন।
হতকীর্ত্তি অভাজন জীয়ন্তে মরণ ॥

কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন অন্তে কহিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবান তুমি যেন কল্পতরু ॥
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ ॥
সে কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার ॥
ধৰ্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান্ ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ একজন পাঠাও পাঞ্চাল ॥
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল-বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন ॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে অনেক অলঙ্কারে।
নানারত্নে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে ॥
পুনঃ পুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি রুষ্টা না হইবে ॥
দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ ॥
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমারে যেন না হয় বিবাদী ॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন ॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ, খ্যাত এ সংসারে ॥
মুখেতে সুহৃদ তব, অন্তরেতে আন।
যে কহিল, বুঝহ করিয়া অনুমান ॥
ধন জন সম্পদ এ সবার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে ॥
তথাপি পাণ্ডব-অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তর-বার্ত্তা হতেছে বিদিত ॥

রাজা হৈয়ে যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট-মন্ত্রী-মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট, শুনি কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যেতে যমগৃহ॥
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চালরাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥
লক্ষ রাজা সবে একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলা, তাই রহিলা জীবনে॥
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে।
তোর মত নির্লজ্জ না দেখি সংসারে॥
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।
কুরু-কুল ক্ষয় হৈবে সবার সংহার॥
এত শুনি বলিলা বিদুর মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিতকারী কে তোমার॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমর-গুরু, তেজে আখণ্ডলে॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি॥
ভীষ্ম দ্রোণ যে বলেন সবার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন-সংহতি॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি॥
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্রহীন, বৃক্ষ লয়ে প্রবেশিয়া রণে।
এক লক্ষ নৃপসৈন্য করিল মথনে॥
এক্ষণে সহায় হৈবে সেই রাজগণ।
স্ব-অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী বিশ্বপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী॥
মাতুল-নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার॥
বিশেষ তোমার দেখ যত মন্ত্রীগণ।
ভালমতে জানহ কি সবাকার মন॥
আমি জানি সবে হৈবে পাণ্ডব-সহায়।
দ্বন্দ্ব-ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি॥
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে, শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে তাঁদের বাঞ্ছা করে সর্ব্বজনে॥
সবে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠির-পতি।
তার সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নাহি নরপতি॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মোর বাক্য শুন রাজা যে হিত তোমার॥
জতুগৃহে পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে॥
প্রিয়বাক্যে হেথায় আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা, যশ ঘুষিবে জগতে॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র কয়।
যা বলিলা বিদুর, আমার মনে লয়॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্য জন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন॥
এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া যে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহিছে শ্রবণে ভবে তরি॥

———

হস্তিনায় পাণ্ডবগণকে আনিতে বিদুরের
পাঞ্চালে গমন।

মুহূর্ত্তেক বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু রত্ন-ধন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষি বিদুর।
কুন্তী কৃষ্ণা দর্শনে যাইল অন্তঃপুর॥
দ্রৌপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে॥
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে।
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ॥
পঞ্চভায়ে দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয়॥
বিদুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ॥
বিদুর কহিল যত কুশল সংবাদ।
একে একে করিল সবারে আশীর্ব্বাদ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পলান্নে তাঁরে করান ভোজন॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিয়া সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে॥
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধেতে প্রীত হৈল মন॥
প্রিয়সখা তোমারে জানায় আলিঙ্গন।
পুনঃপুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ॥
বহুদিন নাহি দেখি পাণ্ডু-পুত্রগণে।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণে॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরু-কুল-নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন ত্যজিল আবাস।
বহুদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ॥
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
লইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি॥
দ্রুপদ বলিল, ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল॥
যা বল বিদুর সেই মোর মনোনীত।
পাণ্ডবের নিজগৃহে যাইতে উচিত॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক-সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয় ত বিধান॥
ভয় আছে তথা, যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে বল কোন্ জনে॥
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হলেন ততক্ষণ॥
রথে চড়ি চলিলেন দ্রৌপদী সহিত।
বিদুর সংহতি হস্তিনায় উপনীত॥
পাণ্ডব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা যায় দর্শন কারণ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় নারী গর্ভবতী॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ী॥
পঞ্চ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করেন প্রণিপাত॥

কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষেন কৌরব রমণী ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনিয়া যুধিষ্ঠির করিলেন স্বীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সবে কৈল আগুসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সনে যান হস্তিনা-নগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যে বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম ॥
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থুল ॥
কুবের ভাণ্ডার জিনি পুরাইল ধন।
শুক্লবর্ণ সব গৃহ বিচিত্র শোভন ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্র বৈশ্যজাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সূত্রধর বণিক জাতি আর শূদ্রগণ ॥
বসিল সকল লোক নগর-ভিতরে।
পাণ্ডব-নগরবাসী ইন্দ্রে নাহি ডরে ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলি বদরী বেল করবী খদির।
পারিজাত আমলকী পর্কটী মিহির ॥
কদলী গুবাক নারীকেল সুখর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকা-নগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তি শুনে যেইজন।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র্য-খণ্ডন ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত ॥

— — —

সুন্দ উপসুন্দের বিবরণ ও দ্রৌপদী-সম্বন্ধে পাণ্ডবগণের নিয়ম নির্দ্ধারণ।

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
পঞ্চভাই এক স্ত্রী কিমতে আচরিল।
বিভেদ নহিল, দিন কিমতে বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ॥
কতদিনে হৈল নারদের আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ ॥
করযোড় করি দাঁড়াইল ছয় জন।
বসিবারে আজ্ঞা মুনি দিলেন তখন ॥
নারদ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
একপত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন ॥

ভাই ভাই বিভেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিভেদ হয় পূর্ব্বে হেন আছে ॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
নারী হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর ॥
নারদ বলেন, পূর্ব্বে কশ্যপ-নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই জন ॥
নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে ॥
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ॥
দুই ভাই এক বাক্য একই জীবন ॥
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন ॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে ত্রৈলোক্য করিব অধিকার ॥
বিন্ধ্য-মহীধরে গিয়া তপ আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল ॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা।
যতেক কঠোর কৈল না যায় গণনা ॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন, মনোমত বর লহ ॥
দুই ভাই বলে, বিধি করহ অমর।
বিরিঞ্চি বলেন, দোঁহে মাগ অন্য বর ॥
দুই ভাই বলে, মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যবে এই বর পাই ॥
বিধাতা বলেন, জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুই জন ॥
দৈত্য বলে, পরহস্তে নহিবে মরণ।
পরস্পর ভেদ হৈলে হইবে নিধন ॥
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজগৃহ যথা ॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজাল অসুর।
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর ॥
অমর জানিল, ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর ॥
বিনাযুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুই জন ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয় ॥
যজ্ঞ হোম ব্রত যথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী ॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে ॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্বরত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার ॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব-ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্মা হৃদয়ে চিন্তিয়া।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি কহিলেন বিবরিয়া ॥
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন ॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা-বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন ॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবস্তু ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, নাহি এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা ॥

তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয় ॥
বিরিঞ্চি বলেন, সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর ॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে-সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করাহ দোঁহার ॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবতা মণ্ডলী কন্যা প্রদাক্ষণ করি ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন ॥
যেই দিকে চায়, মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
মদনে পীড়িত হৈয়ে চাহে পুরন্দর।
দশ-শত চক্ষু তাঁ হৈল কলেবর।
আর যত দেবগণ এক দৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হৈল সবে দেখিয়া কন্যায় ॥
দেবগণ বলে, প্রভু কার্য্য সিদ্ধ হৈবে।
ইহারে দেখিয়া কোন্ জন না ভুলিবে ॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লয়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে ॥
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানাপুষ্প তোলে সেই পর্ব্বত-উপরি ॥
ধীরে ধীরে তথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥
দেববরে মত্ত, সদা মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্তে ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড়, ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মোর ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
উহারে ধরহ তুমি কেমন কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে, এরে বরিয়াছি আমি।
ভ্রাতৃবধূ হয় তব, ছাড়ি দেহ পাণি ॥
সুন্দ বলে, আগে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে, কন্যা বরেছে আমারে ॥
ছাড় ছাড় বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধুপানে কামবাণে-হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুই জনে হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি গেল পলাইয়া ॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কারো দৃষ্ট নহে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হৈবে তোমার কারণ।
ধর্ম্ম নষ্ট হৈবে লোক তোমা দরশনে ॥
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান কৈলা পিতামহ ॥
নারদ বলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জান, অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর ॥
এইমত প্রীতি তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল দোঁহে নারীর কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলা তোমরা পঞ্চজন।
বিভেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥

এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ হয়ে বলে যোড়করে॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে॥
কৃষ্ণা সহ দেখে যদি ভাই অন্য জনে॥
দ্বাদশ বৎসর সেই যাইবে কাননে॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চজন॥

অর্জ্জুনের নিয়ম ভঙ্গ, বন গমন, নাগকন্যা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত মিলন।

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গবী হরি লৈয়া যায় চোরে॥
কাতবে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে ব্রাহ্মণে॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ, কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ॥
হরিয়া আমার গবী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল, তারা গেল এতক্ষণ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে ব্যস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির॥
দৈবযোগে অস্ত্র-গৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হলেন বাহির॥
দ্বিজ বলে, অস্ত্র লয়ে শীঘ্র গতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ, চক্ষে পড়ে জল॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব, চিত্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়॥
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হৈবে বহুতর।
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য-ভিতর॥
ব্রাহ্মণের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে॥
দ্বিজ-দুঃখ নাশিলে হইবে বড় কর্ম্ম।
বিনাক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে॥
দ্বিজ সহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনি।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা কন, কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বেতে নারদ ঋষি কৈলা যে সময়॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে, তাহা যদি দেখে॥
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন, স্নেহে বল মহাশয়।
এ কপট কর্ম্মে প্রভু মম মত নয়॥
সত্যে বিচলিত হই, নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর মহারাজ, যাব আমি বন॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ॥
মহাবনে প্রবেশ করিয়া মতিমান।
বহুপুণ্যতীর্থে করিলেন স্নান দান॥

কত দিনে হরিদ্বারে করিয়া গমন ॥
দেখিয়া হলেন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন ॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র-স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে ॥
বলে ধরি লয়ে গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর ॥
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয় ॥
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ, নাহি ভ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয় ॥
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী ॥
কন্যা বলে, ঐরাবত-নাগরাজ বংশে।
কৌরব্য নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে ॥
তার কন্যা আমি যে উলুপী মোর নাম।
তোমারে দেখিয়া মোরে, পীড়িলেক কাম ॥
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্ত কর মন ॥
পার্থ বলিলেন, কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি, ভ্রমি সতত কানন ॥
দ্বাদশ বৎসর করিয়াছি এ নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নহে কোন ক্রম ॥
কন্যা বলে, সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি ॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তজনে রক্ষা উচিত নিশ্চয় ॥
আর্ত্ত হয়ে আমি বাঞ্চা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে, পাপ ইথে নাহিক সংসারে ॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক পুত্র দান মোরে দেহ মহাশয় ॥
তোমার ঔরসে এক পুত্র আমি চাই।
তাহার অধিক কামা কিছু মোর নাই ॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
ধর্ম্ম-সাক্ষী করি করেন পত্নীতে গ্রহণ ॥
এক নিশি বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হইলেন বাহির ॥
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষ-বৃত্তান্ত পার্থ কহেন সকল ॥
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ-আশ্রমে।
বহুতীর্থে পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে।
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্ব সিন্ধু-তীরে বীর গেলেন আপনি ॥
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ, যত নদ নদী ॥
অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ-প্রদেশে ॥
কলিঙ্গে না পশি বাহুড়িল দ্বিজগণ।
কলিঙ্গে পশিলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ ॥
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয় ॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর ॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য-অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী ॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা, দেখিল অর্জ্জুনে ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয় ॥
পার্থ বলিলেন, রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারী এই মোরে দেহ দান ॥

রাজা বলে, কে তুমি, কোথায় তব ঘর।
কোন বংশে জন্ম তব, কাহার কোঙর॥
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তী-গর্ভে জন্ম মম, নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে, এতদূরে আসা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন পৃথার নন্দন॥
রাজা বলে, মোর ভাগ্যে আইলা হেথায়।
মম বিবরণ শুন, কহিব তোমায়॥
প্রভঞ্জন নামে রাজা মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র-বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হৈবে রাজা একই কোঙর॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে, সেই রাজ্যে রাজা হবে॥
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটী॥
পুত্র না হইল মম, হইল কন্যাটী॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম বংশে রাজা হৈতে নাহি আর জন॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এক সত্য কর, তবে দিব আমি সুতা।
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে॥
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তাঁরে রহিতে হইল॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর॥

একস্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চতীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়॥
অশ্বমেধ-ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
কিন্তু সে তীর্থ-সলিল কেহ না পরশে॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন্ পাকে॥
মুনিগণ বলে, এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সব জন॥
সৌভদ্র নামক তীর্থে পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক হৃদয়।
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর।
কে তুমি, কি হেতু হৈলা কুম্ভীর শরীর॥
কন্যা বলে, আমি বর্গা-নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী॥
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র-সূর্য্য সম তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে তাহারে করিলাম বিড়ম্বন॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য, বহু হাস্য পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে মো সবারে শাপ দিল ততক্ষণ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি, করযোড় করি॥
অবধ্য অবলা জাতি, জানিয়া অন্তরে।
বধাধিক শাস্তি দিলা আমা সবাকারে॥

ব্রাহ্মণেরা শান্ত শীল সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি॥
মুনি বলে, গ্রাহ হৈবে তীর্থের ভিতরে।
তবে মুক্ত হৈবে যদি তোলে কোন নরে॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যাই ঘরে হইয়া বিমন॥
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহাকে আপন বিবরণ॥
নারদ বলেন, নাহি হইও বিমনা।
পঞ্চ-তীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজনা॥
তীর্থযাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়॥
সত্য হৈল যে বলিল ব্রাহ্মণ-কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার॥
বিনয় শুনিয়া পার্থ হয়ে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ॥
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টক তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুনঃ হইল মিলন॥
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জনমিল যে নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন॥
কত দিন বঞ্চি পুত্রে স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ ভ্রমিবারে গেল তথা হৈতে॥

অর্জ্জুনের দ্বারাবতী গমন ও অর্জ্জুনকে
দেখিয়া সুভদ্রার মোহ প্রাপ্তি।

গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস-তীর্থেতে যান পৃথিবী পশ্চিমে॥
প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার॥
অতিশীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দেবকী-নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করিল গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবতক-পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন॥
অতিশয় মনোহর গিরিবর যত।
নানা ধাতু বিরাজিত, মণি মরকত॥
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্ব ফলফুলে শোভে।
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদে সৌরভে॥
নানা জাতি পশু খেলে, নানা পক্ষিগণ।
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবতক-পর্ব্বতেতে কৈল মহোৎসব॥
বাল বৃদ্ধ যুবা আর নর নারীগণ।
নানা বাদ্য নৃত্যগীত করে অনুক্ষণ॥
নানা রত্নে মণ্ডিত যতেক তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন॥
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল প্রতি ডালে।
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্রজালে॥
উগ্রসেন বসুদেব অক্রূর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব॥
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুমন॥
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশ নারী।
উদ্যান ভ্রমিতে সবে চলে আগুসরি॥
দৈবকী রোহিণী আর ভদ্রা শচী রতি।
ভীষ্মক-নন্দিনী সত্যভামা জাম্ববতী॥

নগ্নজিতা কালিন্দী লক্ষ্মণা রত্নভূষা।
ভদ্রমিত্রা মিত্রবৃন্দা বাণপুত্রী উষা॥
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমনী॥
রৈবতক পর্ব্বতে যে করেন বিহার।
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার॥
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
আগুসারি আনিবারে সবে গেল তথা॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহেন এক রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি, কেহ না পারে চিনিতে॥
দোঁহে ঘন নীলবর্ণ অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন বিস্তারিয়া॥
অর্জ্জুন বলিল সব নিজ বিবরণ।
নারদ-নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ॥
বসুদেব বলেন, থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয়।
উগ্রসেন বলভদ্র সত্যক সাত্যকী।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক-গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী॥
অর্ঘ্য দিয়া কল্যাণ করেন সর্ব্বজন।
পরম আনন্দ সবে শুভ জিজ্ঞাসন॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া॥
হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেব-সুতা।
নবীনা যুবতী সর্ব্বরূপ-গুণযুতা॥

বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন কুরুবক ফুলে॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড কুণ্ডল মণ্ডিত শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসাস্থলে॥
বদন নিন্দিত চান্দ, নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সম পূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগ-ঈশ নহে সমতুল॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তক অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ অঙ্গুলে॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যুথী হার পরে মালতী বকুল॥
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে॥
আবিবাহিতা কন্যা যে লয় মোর মনে।
শুনিয়া বলিল তবে শ্রীমধুসূদনে॥
বসুদেব-সুতা হয় আমার ভগিণী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী॥
বিবাহ না হয়, নাহি মিলে যোগ্য বর॥
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনেরে হেরি ভদ্রা বিমোহিত হৈলা।
চলিতে না চলে পদ, ভূমেতে বসিলা॥
সত্যভামা বলেন, না আস ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিলা কি কারণে॥
সুভদ্রা বলিল, দেবী ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥
সত্যভামা বলেন, কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত, কেন বা পড়িলা॥

নিভৃতে সুভদ্রা কহে, কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি॥
অর্জ্জুনের মোহন চাহনী তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জর জর॥
দেখ মোর অঙ্গ-তাপ ঘন কম্পমান।
ছট্‌ফট্‌ করে তনু, বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা, আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে॥
সত্যভামা বলে, ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
রাখিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুল-মাঝ॥
পিতা বসুদেব, ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্॥
অন্য কি অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পরপুরুষ দেখিয়া কাহার মন ভুলে॥
তোমা হৈতে নির্লজ্জ না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য ধর, চল ঘরে, পাছে কেহ শুনে॥
সত্যভামা সখীর নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা, চক্ষে বহে পানি॥
ধিক্ ধিক্ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পর-বশে দহে তনু বিরহ অনলে॥
সত্যভামা বলে, কি নিন্দিস কামিনী।
নারীরূপে দেখ ক্ষিতি সংসারধারিণী॥
নারী হৈতে হৈল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন॥
নারী নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী আগে বলয়ে, পশ্চাতে নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলে, বলে সীতা-রাম॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ নাহি॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন, সত্য কহিলা সকল॥
কিন্তু সে পুরুষ বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলেন, না হও উতরোল॥
বিয়া দিব স্থির হও শুন মম বোল॥
উত্তম বংশজ, হৈবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হৈবে তব মনোনীত॥
ভদ্রা কহে, যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
কৌরব-বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলে, দেবী, চল এইক্ষণ॥
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন॥
সত্যভামা-মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ॥

সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের বিবাহ হেতু সত্যভামার দূতীয়ালী।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু আপনি করহ অবধান॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারী-বধ দিব তোমার উপরি॥
গোবিন্দ বলেন, আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহুদিনে॥

কোন্ ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল, সুভদ্রারে দান দিব তারে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রার॥
সত্যভামা বলে, নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন, যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমনে, সঙ্কট নাহি হয়॥
সত্যভামা বুঝি তবে কৃষ্ণের সম্মতি।
লৈয়া যান সুভদ্রায় যথা পার্থ রথী॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক-কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকিলা শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত-সুতা॥
ঘুচাও কপাট, কিছু আছে গুপ্তকথা॥
অর্জ্জুন বলেন, হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিল তব, পাঠাইলে দূতে।
আজ্ঞামাত্রে তথায় যাইতাম অগ্রেতে॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা, কাল করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন, যে দূত-কর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম, মহাতাপ মনে॥
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখে নিবস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব পরমা সুন্দরী এক নারী॥
অর্জ্জুন বলেন, এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ-গোচরে॥

সত্যভামা বলিলেন, বিলম্বে কি কাজ।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ॥
পার্থ বলিলেন, কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
বিবাহ করিতে বল কেমন বিচার॥
সত্যভামা বলিলেন, খুলুন্ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা, দেখ চক্ষে আপনার॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুৎ বরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
অর্জ্জুন বলেন, একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুল-পতি॥
তাঁদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা দিতে মোরে চাহ কিগো মহাদেবী॥
দেবী বলিলেন, ইহা বলিব কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি-গাছ।
এত তিল পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ॥
যে লোভে নারদ-বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয়॥
পার্থ বলিলেন, দেবী না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ-জনে খ্যাত তব মহৌষধি॥
ষোলশত-সহস্র যে অষ্ট-পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী।
অপুত্রা কি রূপহীনা হীনকুল-জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি কন্যা পাটরাণী সাত॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান॥
দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যা পান কৃষ্ণ সকলি তোমার॥

অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী ইহা কোন্ গুণে কর।
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যাহা, জগতে বিখ্যাত।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনির সদনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে।
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

———

পারিজাত হরণ বৃত্তান্ত।

মুনি কহে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
পারিজাত-হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এককালে নারায়ণ বিহার কারণ।
করিলেন রৈবতক-পর্ব্বতে গমন॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজায়ে সুনাদ বীণা কৃষ্ণ গুণ গীত॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ॥
দেখি আনন্দিত চিত্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া রুক্মিণীরে করেন সুবেশ॥
একে ত রুক্মিণী দেবী ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
পারিজাত-সুবেশে শোভিল সবা জিনি॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন॥
বিদায় লইয়া চলিলেন তপোধন॥
কলহে সানন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে মন॥

সত্যভামা আগে কহি পারিজাত-কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত-সুতা॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকা-নগর।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত ত্বরাপর॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিলা বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন বসিতে আসন॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ-বাক্য মুনি মহামতি॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর॥
নরের অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবের দুর্ল্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব॥
পুষ্প লভি হৈল মনে চিন্তার উদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়॥
সে কারণে পুষ্প আনি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি শ্রীগোবিন্দ সানন্দ অন্তরে॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পারিজাত॥
সে পুষ্পে ভূষিবা মাত্রে ভীষ্মক-দুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিলা বিজিতা॥
সবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
এবে জানিলাম কৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে মান করি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিলা কণ্ঠে ছিল যেই হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার॥
ছিঁড়িল পুষ্পের মাল্য, খসিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবতক-পর্ব্বতেতে বেগে যান ঋষি॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন॥

গোবিন্দ কহেন মুনি, কহ সমাচার।
পুনঃ হেথা কি হেতু আগমন তোমার॥
মুনি বলে অবধান শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকা-নগরে গিয়াছিলাম এখন॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত-কথা॥
এমত হইবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে॥
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনে ঘন॥
সব সখীগণ মিলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনিয়ে কিছুই, দ্বিগুণ করে ক্রোধ॥
প্রাণ যাক্ প্রাণ যাক্, এই মাত্র ডাকে।
দেখিয়া এলাম শীঘ্র কহিতে তোমাকে॥
শুনিয়া গোবিন্দ-চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি করিব, কি হইবে চিন্তেন হৃদয়॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া॥
কি করিব বৈদর্ভি আপনি কর ক্ষমা।
যেমন চরিত্র, তুমি জান সত্যভামা॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া, কেন পুষ্প দিব তারে॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন, বৃত্তান্ত বিবরি॥
কোথায় পাইলা পুষ্প, কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন-বন করয়ে শোভন॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্র-লোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেন সেইক্ষণে॥
গোবিন্দ বলেন, মুনি যাহ তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা॥
ক্ষীরোদ মথনে পুষ্প হয়েছে উৎপত্তি।
একা তুমি ভোগ কর কেন শচীপতি॥
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সহজে পুষ্প, দুঃখ পাবে পাছে॥
প্রথমেতে সম্প্রীতে মাগিহ তপোধন।
না দিলে এ সব পিছে কহিবা তখন॥
এত বলি কৃষ্ণ করি নারদে প্রেরণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি॥

সত্যভামার মানভঞ্জন।

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্ত কেশী, গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন-ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজন করিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে, চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজনী লৈয়া সখী-হস্ত হৈতে।
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিলা করিতে॥

গোবিন্দের আগমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ-আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশন-প্রায়।
রুক্মিণীর পতি কিবা আইল হেথায়॥
এত বলি শিরে মারে কঙ্কণের ঘাত
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল, রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি, চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা, হৃদয়ে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রুর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা মোরে করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন, প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত, চিন্ত এত তাপ॥
এক পুষ্প হেতু তব ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত-মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করান কৃষ্ণে পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বামপাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিয়া শয়ন।
আনন্দে রজনী বঞ্চিলেন দুইজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ কৈল স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান॥
কলহ-বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের আগে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা, কহিবারে লাজ।
যতেক কহিল মোরে শুন দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়ে গোপালের দূত॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মানুষের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংস-ভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে ধরি বান্ধিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অঘ সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধ ভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া রহে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে॥
হেন জনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে, বলিয়াছে করিবে প্রমাদ॥
হেন কটূত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্যজন নহে॥
যাহ যাহ নারদ, না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া, করুক সে যত শক্তি আছে॥

নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল-লোচন॥
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ, সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকূলে পূজা লৈতে ক্ষম॥
অহঙ্কার তার উচ্চে সুরপুরে স্থিতি।
অহঙ্কার তার আমি রহি নীচে ক্ষিতি॥
আর অহঙ্কার, চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার, বজ্র-অস্ত্র ধরে করে॥
আর অহঙ্কার, তার সহস্র-লোচনে।
মত্ততা করিব দূর ধূলির অঞ্জনে॥
সুরপুর হৈতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুম্ভস্থলে॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি, বজ্র অস্ত্র-রাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে।
অগ্রে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়করে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাব ইন্দ্রের নগরে।
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবরে॥
গরুড় বলিল, প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে॥
নন্দন-বনের সহ পুষ্প পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ॥
গোবিন্দ বলেন, নহে অশক্য তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে॥

এত বলি গোবিন্দে নিলেন প্রহরণ।
কৌমোদকী গদা, খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ॥
বেশ ভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহির-মণ্ডল॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজ-মুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ-আকার॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিল কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূৰ্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ুর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল চন্দন কস্তুরী।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী, কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি॥
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
তবে ডাকি আনিল সাত্যকি আর কামে॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ, চল মোর সঙ্গে।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গে॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারি জন॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা-রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিলা।
চলহ বলিয়া আজ্ঞা গরুড়েরে দিলা॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের সুরলোকে গমন।

নারদ বলিলা, তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিলা যত কুণ্ডল কারণ॥
নরক আনিল বলে অদিতি-কুণ্ডল।
পুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তাঁরে না মারিলে নহে স্বর্গের বসতি॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিল গমন।
নরকেরে মারিয়া পাইল কন্যাগণ॥
ষোড়শ-সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারি॥
আদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর-নগরে॥
নন্দন-কানন মধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখেন কুসুম-রাজ গন্ধে আমোদিত॥
সাত্যকিরে বলেন, আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ॥
সাত্যকি বলিল, প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব, ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ॥
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ, বিলম্ব না সহে॥
গরুড় আরূঢ় যে মনুষ্য চারিজন
ভাঙ্গিয়া লইল পুষ্প পারিজাত-বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে থরথর কলেবর, কাঁপে শক্র।
সহস্র-লোচন ফিরে যেন কালচক্র॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চাড়ল গজরাজ॥
শচী বলে, যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপ হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
শচী, জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, শুনি তরি ভববারি॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে অস্ত্রে দুই জনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ না ভারতি, কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া চাহ ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি, ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে, শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা বলি আখণ্ডলে॥
ছারখার কৈল স্বর্গ সে অসুর-পতি।
রাখিবারে নাহি পারিল তোমার পতি॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত-পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প, বিভাগ সবার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখ আজি লৈয়া যাব রুখহ কেমনে॥

সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ-লহরীতে নারদ-মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক-জয়ন্ত-যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজন ছাইল গগন॥
সাত্যকি তুলিল ধনু গরুড়-উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্রে গজেন্দ্রে যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দশন-শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র-শুণ্ড নখেতে বিদারে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈলা, বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে, কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ ভূমির উপর॥
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল॥
ইন্দ্র বলে, কৃষ্ণ গর্ব্ব না করিহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া নাহি পড়ি আমি॥
বাহন অস্থির হৈল গরুড়-আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে॥
ইন্দ্র-বাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র এড়ে ইন্দ্র, কাটে দামোদর॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়, মনে পেয়ে লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র-অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি॥
সুদর্শনে এইক্ষণে তিল তিল করি।
মুনি-বাক্য ব্যর্থ হবে, এই হেতু ডরি॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর॥
এক পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় অতি হৈল আখণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মহাদেবের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন।

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ-স্থানে গেলেন ত্বরিত॥
নারদ বলেন, আছ কশ্যপ কি কাজে।
প্রমাদ পাড়িল তব পুত্র দেবরাজে॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ, তেঁই জীয়ে এতক্ষণ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন্ জন॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি চিন্তান্বিত হন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হৈবে নিবারণ॥

দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন।
যুদ্ধ-স্থানে গেলেন করিতে নিবারণ॥
খগেন্দ্রে উপেন্দ্রে ও গজেন্দ্র ইন্দ্ররাজ।
যোগীন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ॥
হরিরে কহেন হর, কর অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।'
এক্ষণে নিগ্রহ তারে না হয় উচিত॥
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পায় সুরাসুর-কুল॥
মথনের দ্রব্য সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষে বামন আমি, জন্ম তার পাছে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বিমুখ॥
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তার দ্বন্দ্ব করা ইহা লাগি॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
ইন্দ্রস্থানে চলিলেন দেব পঞ্চানন।
গিরীশ বলেন, ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
তাঁর সহ কর দ্বন্দ্ব নাহিক কল্যাণ।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান॥
পারিজাত চাহে যদি যদু-বংশ পতি।
পুষ্প দিয়া সম্প্রিতি করহ সুরপতি॥
ইন্দ্র বলে, পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যে বাহন॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন-কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ॥
পারিজাত লৈবে যদি দৈবকী-কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মোর কি রহিল আর॥
মহেশ বলেন, হরি খর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি-উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হৌক নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে, তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান॥
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে যেমন আছে ব্যবহার॥
তাহা না করিয়া কেন করে অত্যাচার॥
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
এত শুনি কহে শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইল মত্ত দেব সুরপতি॥
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি।
আপন ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে॥
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারে বারে॥
আপনি অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়।
পারিজাত পুষ্প লয়ে যাহ, বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিব-বাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লয়ে শিব ইন্দ্র-স্থানে।
প্রণাম করেন হরি কনিষ্ঠ-বিধানে॥
হৃষ্ট হয়ে দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত-বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনী-মণ্ডলে।
তাবৎ থাকিবে পুষ্প আসিবেক কালে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা পানে চাহি ইন্দ্রাণী হাসিল॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সাধু সদা করে পান॥

ইন্দ্রকে লইয়া গরুড়ের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ।

শচী-হাসি দেখিয়া সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে, কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী, হইল সম্পূর্ণ।
বলেছিলা গর্ব্ব আজি করিব যে চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
ছিল ভাল এ মতে না লৈলে পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমল লোচন।
এই হেতু সতী কেন হও দুঃখমন।
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে॥
আমা হৈতে বিভিন্ন নহেক কোন জনে॥
আপনারে নমস্কার করি যে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে॥
সতী বলে, তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্র-লোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষে শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ বলে, আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র-অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে, আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দেবকী-তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তাহার কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥
ধর্ম্মবলে বলি ল'য়েছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস-অধিপতি।
সকলে জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি॥
তাহারে মারি যে আমি রাম-অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্র-লোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ুক সতীর চরণে॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এখনি অন্যে দিব স্বর্গপুর॥
ইন্দ্রে কহিলেন এ সকল মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর॥
না করে স্বীকার, শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে॥

যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবনে।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গে অধিপতি।
সাধুসেব্য গুণে বলি আমাতে ভকতি ॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত ॥
সবিনয়ে বচন বলেন খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর ॥
মন্বন্তরে বলিরে কবিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি ॥
কোন্ ছার ইন্দ্র, প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি, তোমারে কেমনেনাহি মানে ॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল, অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥
যাঁহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাঁহার।
যেই হেতু তোমারে দিয়াছে অধিকার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘহ করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা ॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব ॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র, শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি ॥
খগেশ্বর বলে, সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ-সম্মুখে লইয়া যাব তোমা ॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি ॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কতদূরে সতী-আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি,
সহ যত অমর-সমাজ ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাত্রী চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা॥
অনাদিপুরুষ প্রিয়া, কে জানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্য-দেহধারী।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি ॥
বেদপাঠি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈল গর্ব্ব,
না চিনিনু তোমার চরণ ॥
করহ এবার কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, :পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্ব গৃহে জননী-রূপিণী ॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর

সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানিনু তব তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর ॥
এত বলি সুরপতি, পুনঃ লুটি পড়ে ক্ষিতি,
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে এ মলিন বাস ॥
ধূলিতে লুণ্ঠীত তনু, নয়নে পূরিল রেণু,
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা, আজ্ঞা কৈল সত্যভামা
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর ॥
মন্দাকিনী জল দিয়া, চক্ষু ধৌত কর গিয়া,
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী, লৈয়া মন্দাকিনী-পানি,
স্নান করাইলেন বাসবে ॥
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া, ঐরাবতে আরোহিয়া,
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
অধর্ম্ম কলুষ ক্লেশ নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

———

সত্যভামার ব্রতারম্ভ।

রোপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামা-দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥
শত শত রবি শশী যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত কৈল আভা ॥
উপরে বান্ধেন চান্দ দিয়া রত্ন-বাস।
তার তলে কৃষ্ণসহ করেন বিলাস ॥

হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন, দেবী কি কর বাখান।
না হইবে, নাহি হয়, তোমার সমান ॥
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবি ইহার যে কাজ।
অবহেলে হইবে তোমার ব্রতরাজ ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিবা গোবিন্দে লইয়া কেলি ॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমা-নন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বত নন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহা দেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে সেই ব্রত করাহ এক্ষণে ॥
নারদ বলেন, লহ কৃষ্ণ-অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি।
নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত-বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া দিতে হৈবে স্বামীদান ॥
সত্যভামা বলে, হেন কহ কেন মুনি।
মোরে বিরোধিবে হেন কে আছে সতিনী ॥
করিব গোবিন্দে দান. যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব, ইথে কি আছে সংশয় ॥
মুনি বলে, তবে আর বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি, ধান্য লক্ষ পৌটী।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥

বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্নযান॥
নারদের বাক্যমত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলে ব্রত আরম্ভণ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ॥
করিল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানি॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ
স্বস্তি বলি নারদ নিলেন হাতে হাত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

———

শ্রীকৃষ্ণকে দান পাইয়া নারদের গমনোদ্যোগ।

দান পাইয়া নারদ নাচেন ঊর্দ্ধবায়।
যতেক দক্ষিণা পায় ব্রাহ্মণে বিলায়॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যায় ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নর নারী॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ॥
এখন গোপাল আর এ বেশে কি কাজ।
তপস্বী হইয়া ধর তপস্বীর সাজ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গ জটা।
কনক-পইতা ফেলি লহ যোগপাটা॥
কনক-মুকুতা হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছালা॥
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
ধরেন তপস্বী-বেশ দৈবকী-নন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু
থাকুক অন্যের কথা কান্দে বন্য-পশু॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিনী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন যে তোমরা যাবে যেথা॥
নারদ বলেন, কি তোমায় প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন, কৃষ্ণ দান পেলে মুনি॥
যৌতুক পাইলা ষোল-সহস্র রমণী॥
মুনি বলে, রুক্মিণী না কর মিছা দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভালমন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত-সুতা
তখন ত কেহ না কহিলা কোন কথা॥
তার আগে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত-তব কোন্ প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ, শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান, আমার কি তায়॥
প্রাণনাথে লয়ে যাহ আমা সবাকার।
কহ মুনি, আমরা রহিব কোথা আর॥
মহাভারতের কথা সুধা সমতুল।
কাশীরাম দাস রচে জগতে অতুল॥

নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমানে ধনদান।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ-মুনি যান।
বিষণ্ণ বদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল-সমান।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান॥
বুঝিনু নারদ-মুনি চতুরালি তোর।
ভাঁড়াইয়া লৈয়া যাও প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাঁড়ায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাঁচ দিয়া লৈয়া যাও কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ-রতন।
শুধু কায় দিয়া যাও লইয়া জীবন॥
না চাহি যে ব্রত, না চাহি যে ফল তার।
বাহুড়িয়া প্রাণনাথে দেহ ত আমার॥
মুনি বলে, সত্যভামা সত্যভ্রষ্টা হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি, দিব কি কারণ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মোর ঠাঁই লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনি-মুখ দেখি॥
সত্যভামা বলে, তব ক্রোধে নাহি ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে, ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি. সেই মোর সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণে আর এই বড় দুখ॥
এক কথা কহি, অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী॥
পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নি-প্রিয়া।
তারা পুনঃ স্বামী পেলে কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন, সর্ব্বভক্ষ হুতাশন।
চারি মুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতি কি করিব আমি।
সে কারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামী॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ বাহন।
হাড়মালা, ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ॥
নিরন্তর ভূত প্রেত লৈয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন॥
কভু ঐরাবত, কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ স্বর্গে আছে আমার হইয়া॥
তোমার এ স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা॥
যথায় যাইব, তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব॥
জনমে জনমে মোর এই বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল॥
নয়ন মুদিয়া মুনি ধ্যান করে যাঁকে।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে॥
আসিতেছি যাঁর চিন্তা করি নিরবধি।
দরিদ্র কি ছেড়ে দেয় পেলে সেই নিধি॥
ব্রতের কারণ ছেড়ে দিলে কৃষ্ণধন।
ব্রতফল কিন্তু সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া দিলে তুমি অকাতরে।
দরিদ্র নারদ কিন্তু তাহা নাহি পারে॥
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান, সত্যভামা মৃত কি জীবিতা॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদেরে বলেন, ছাড়হ মুনি মায়া॥
নারদ বলেন, কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অজ্ঞ সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি ॥
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বারে বার ॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥
নারদ বলেন, দেবি এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ, অধর্ম্ম দুস্তর ॥
গোবিন্দে তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন ॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ ॥
করহ তুলের সজ্জা, যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ ॥
এক ভিতে বসাইল দৈবকী নন্দনে।
আর ভিতে বসাইল যত রত্নগণে ॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল, তবু সমান নহিল ॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্ববতী।
যে যাহার ঘর হইতে আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়াইল তুলে, তবু সমতুল নহে।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা নিজধন বহে ॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরা করি চড়াইল তুলে সব লৈয়া ॥
না হয় কৃষ্ণের সম, অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা ॥
শকটে উটেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম, দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত-আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে ॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন, নারদ তপোধন ॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলাও এই মুখে।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামীকে ॥
শিশু প্রায় পুনঃপুনঃ করহ রোদন।
এত দিনে জানিলাম তব বিবরণ ॥
বক্র চক্ষু করিয়া কহয়ে তপোধন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ-হাতে ॥
শুনি সত্যভামা-মুখে না সরিল বুলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আউদর-চুলী ॥
হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ॥
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥
চিন্তিয়া বলিলা সবে মোর বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর ॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে ॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী উর্দ্ধেতে জগন্নাথ ॥
দেখি উল্লাসিতা হৈলা সকল রমণী।
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি ॥
কৃষ্ণ-নাম গুনের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নামধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দৃঢ় ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাইবা কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ॥
নাম-পত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্ন ধন ব্রাহ্মণে বিলান॥
পারিজাত হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা-হরণ।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্মী হৈবে হেলে ভব পার॥
পারিজাত হরণে হরিষ রসকথা।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচে সংসারের ব্যাথা॥
পুরুষ শুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মতি।
নারীজন শুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি॥
আয়ুর্ধন-বংশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কাশীদাস কহে, তাহা করিয়া প্রমাণ॥

———

সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিলা রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ-কথা কহ, শুনি মহাশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতে।
ভদ্রা-পার্থে স্বয়ম্বর হইবে যেমতে॥
বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয়॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী॥
অর্জ্জুন বলেন, স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ, নিদ্রা যাই, কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি, দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন, কহ কোথা যাও সতী॥
সতী বলে, আইসহ, করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয়॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সখি দিয়া শীঘ্র রতি আনেন ডাকিয়া॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে, ঠাকুরাণী এ কোন্ বিচিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
পার্থের সে গর্ব্ব আজি দিব চূর্ণ করে॥
এত বলি সিন্দূর পরিয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে॥
যাহ দেবি, এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট॥
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া॥
হস্ত দিতে কপাটের অর্গল ঘুচিল।
অর্জ্জুন-সন্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকর-চিত্র যেন কনক-প্রতিমা॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি।
স্ত্রী নহিলে কাটিতাম খড়্গোতে এখনি॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কান কাটিব খড়্গোতে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি॥
সিঁথায় সিন্দুর তার, নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের বিভোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে॥

আইস আইস বৈস ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি॥
নাহি নাহি করি ভদ্রা বস্ত্রে মুখ ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে॥
একি পার্থ এ তোমার কেমন বিচার।
অনূঢ়া কন্যার সহ একি ব্যবহার॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিত-সুতা।
কহ পার্থ, গণ্ডগোল কি করিছ হেথা॥
সুভদ্রা বলেন সখি, দেখনা আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হয়ে ব্রহ্মচারী॥
বসুদেব-সুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর, ধাম্মিক আপনি॥
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচব।
অমি কি বুঝিব, নারিলেন দামোদর॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ, তোমার পায় লইনু শরণ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভাত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছে ক্ষত্রধর্ম্ম॥
পাঁচ সাত সখী মিলি দিয়া হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি॥
হেনমতে দোহার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে বলেন সব গিয়া॥
সত্যভামা বলেন, যে আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব-সমাজ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন, সতী এই মত হয়॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাঁহার নহিবে মনোনীত॥
সত্যভামা বলেন যে কি উপায় করি।
উপায় করিব, বলি বলেন শ্রীহরি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান॥

অর্জ্জুন সহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি।

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
একত্র বসিল সব যাদব-প্রধান॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রুর সারণ গদ মুষলী মাধব॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বিবাহের যোগ্য যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন-জল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়তঃ সপ্তকুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
এ কারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়॥
ভদ্রার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
মোর চিত্তে লয় এক কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয়, করিয়াছি অনুমান॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যা বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার॥

সাত্যকি বলিল, যদি কুলে ভাগ্য থাকে
তবে ত পাইবে ভদ্রা স্বামী অর্জ্জুনকে ॥
অর্জ্জুন-সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে ॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর ॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥
কৌরব-কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চ কুল বলি হয় বিখ্যাত ভুবন ॥
বলে জিনি মত্ত দশ-সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে, ধনে বৈশ্রবণ ॥
অর্জ্জুনের শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে ॥
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা-নগর।
দুর্য্যোধনে তথা গিয়া আনুক সত্বর ॥
শুভদিন করহ করিতে শুভকার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত আছে রাজ্য ॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হৈয়ে কেহ না দিল উত্তর ॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ-লিপি দেন জনে জনে ॥
দুর্য্যোধনে লিখেন সকল সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া এস বিভা যে তোমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহে সাধু যায় ভব তরি ॥

দৈবকী ও রোহিণী সহ বলরামের কথোপকথন।

দিবা অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যে যার আলয় ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি ॥
গোবিন্দ বলেন, সখি কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ ॥
বলেন যে, বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে ॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে ॥
বলিলেন, কহ দেব কি হৈবে এখন।
অনর্থ হইল এবে সুভদ্রা কারণ ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কিহে অন্য বরে বিয়া ॥
উপায় না করি কেনে মৌনতে রহিলে।
হেন বুঝি, কলঙ্ক করিবে যদুকুলে ॥
গোবিন্দ বলেন, দেবী কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি, নহ উতরোল ॥
সত্যভামা বলেন, বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে ॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর, জলে দিব ঝাঁপ ॥
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের যে বেদন।
শাশুড়ীর আগে আমি করি নিবেদন ॥
এত বলি উঠি গেল দেবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী, করি নিবেদন।
কুল-লজ্জা-ভয়ে মম স্থির নহে মন ॥
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল, নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে ॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার
এবে শুনি এখন হইবে বর আর ॥
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইলা বিস্মিতা।
বলভদ্র গৃহে যান রোহিণী সহিতা ॥

দৈবকী বলেন, তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হৈবে, কেন কর আন॥
রাম বলে, জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবগণের কথা সকল জানহ॥
আমার কুটুম্ব-যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য-সম্বন্ধে মাতা কুল নষ্ট হয়॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব যোগ্য হয় কুরুসুত॥
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত॥
রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার।
পিতা ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর॥
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা, সবাকার মন॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্ব গুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তাম্রবর্ণ চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন॥
গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল মন্দ, সেই বন্ধু হয়॥
কল্য তার পুত্রে দুর্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ, নব কুটুম্বিতা॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা, আর কিছু না বল আমারে॥
রামের এতেক বাক্য শুনিয়া দুজনে।
উঠি গেল দুই জনে বিষণ্ণ বদনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, মুনিরাজ শুন।
কোন্ কৃষ্ণপুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন॥
না কহিলা মুনি মোরে ইহার কথন।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর।

মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা-স্বয়ম্বর॥
ভানুমতী-গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব গুণযুতা॥
ভুবনমোহিনী সুলক্ষণা-বিভূষণা।
সে কারণে নাম তার রাখিল লক্ষ্মণা॥
যুবতী হইল কন্যা, দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে॥
আইল যতেক রাজা, কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপাম॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে না শুনি শ্রবণে॥
ধবজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি॥
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান॥

নারদের মুখে বার্ত্তা পেয়ে শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা, চিন্তে মনে মন॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষ্মণারে॥
অনুপম রূপ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল-প্রিয়-বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ-অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
খঞ্জন-গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচঞ্চু নাসা, শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
বিপুল নিতম্ব, গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে কিঙ্কিণী আর নূপুর রসাল॥
নির্ধূমাগ্নি শিখা যেন রাচলা বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় হইল পূর্ব্বভিতে॥
দৃষ্টিমাত্রে রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতী-সুতে পীড়িল মদন॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেন রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে বলিতে না পারি॥
ভয়েতে সন্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে আগু হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়॥
বালক হৈয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণে॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নিবারিতে নারে শাম্ব পড়িল বন্ধন॥
ধরিল ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল।
কাট লৈয়া, বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল॥
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ-মশানে লৈয়া কাট মূঢ়-সুতে॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া তবে করিল বন্ধন॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন॥
কর্ণ বলে, মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোর-পুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশনে কচালে করে কর॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঁই এই মত লয়।
সহজে চোরের জাতি, কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছেন মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন॥
সভাতে এমত লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে, যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোর-রাজ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি বজ্রনাভ-সুতা॥

পৌত্র করিলেক চুরি বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী॥
শুনিয়া বিষণ্ণ মুখ হৈল ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে, ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার॥
যুধিষ্ঠির কহে, কন্যা কে করিল চুরি।
আন যদি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে, চোরে কোন্ কার্য্য হেথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলে, যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তার বধে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই, রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না রাখিবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্ জন॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে॥
এখনি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন-বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্ব-চুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়গ চর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥

তাহারে বলিল, তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্বে দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্ববতী-নন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত॥
কুলের কলঙ্ক যে অধম দুরাচার।
হেন জনে মারিতে সহায় হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এ রূপ এ সভামধ্যে আছে কোন্ জন॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার॥
ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবে।
বরপূর্ব্বা হৈল কন্যা কলঙ্ক হইবে॥
কে আর করিবে বিভা পৃথিবী মণ্ডলে।
সভাতে দেখিল, শাম্বে করিলেক কোলে॥
দুর্য্যোধন বলিল, তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়॥
মারিব দুষ্টেরে, তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে, দুর্য্যোধন হৈলে ছন্ন-মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে পাঠাইব যমের সদন॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্র-চক্রী প্রায় ফিরে মস্তক উপর॥

ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে॥
দুর্য্যোধন-আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সবে ধাইল সত্বর॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে ছাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণরঙ্গা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কহে থাকি মধ্যস্থানে
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে॥
বন্দী করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিহ পশ্চাতে॥
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত॥
শ্রুত মাত্র যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
তবেত মারিবে এরে, ঘরেতে আছয়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি॥
চরণে নিগড় দিয়া নিল গঙ্গা-সুত।
নিজ নিজ গৃহে সবে যাইল ত্বরিত॥
মহাভারতের কথা ভুবনে অতুল।
কাশী কহে, ব্যাসের এ কীর্ত্তি নাহি তুল॥

———

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদ গদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ, শাম্ব পুত্রের বারতা॥
দুর্য্যোধন-দুহিতার স্বয়ম্বর-কালে।
স্বয়ম্বর-স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে॥
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
অস্ত্রাঘাতে আছে প্রাণমাত্র অবশেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব, সব করিবা শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদু-সৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতী-পতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥
হস্তিনা নগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বদ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
যে হইল দোষ, ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে কলেবর কম্পে, করয়ে গর্জ্জন॥
যে বাক্য বলিল, আমি গুরু বলি মানি।
অন্য জন হৈলে সেই দেখিত এখনি॥

পাঠাইল পুত্র বলি চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কেবা তার পুত্রবধূ তারে দিব লৈয়া।
লজ্জা নাই তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাহ আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর আরক্ত নয়ন॥
ক্রোধে হলী মুষল নিলেন তুলি হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে॥
ক্রোধে থরথর-অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥
রাজা প্রজা পাত্রমিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি॥
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি।
করযোড়ে করুণ-বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি নিদান তুমি ব্যাপ্ত চরাচর॥
তুমি ক্রোধ কৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তব ক্রোধে হইবে হস্তিনা ছারখার॥
যুবা বৃদ্ধ নারী গো ব্রাহ্মণ শিশুগণা।
বিশেষে তোমার বধূ আছয়ে লক্ষ্মণা॥
ক্ষমা কর কৃপাময়, পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল, হইল ক্রোধ সাম্য॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া॥
লক্ষ্মণা সহিত নিল দোঁহা করি রথে॥
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে।
দেখিয়া সানন্দ হৈল রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে যেইজন।
কাশীরাম কহে, লভে সেই কৃষ্ণধন॥

———

সুভদ্রার বিবাহ-কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা।
ও হস্তিনায় দূত প্রেরণ।

মুনি বলে, অবধান করহ নৃপতি।
রাম-বাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী॥
না দিলে মারিবে পার্থ যুঝিবেক ক্রোধে।
আর যত মরিবেক তা সহ বিরোধে॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা-কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ॥
গরল খাউক কিংবা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী ব্যাকুল-পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান॥
দৈবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান সতী তাহা অবগত॥
গোবিন্দ বলেন, প্রিয়ে কি ভয় তোমার।
উপায় করিব ইথে, সে ভার আমার॥

দূত পাঠাইয়া তুমি আন ধনঞ্জয়।
সতী বলে, আমি যাই, দূত কর্ম্ম নয়॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখিলা সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন॥
সত্যভামা বলেন, কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ কিছু না জানহ॥
পার্থ বলিলেন, দেবি কিসেব প্রমাদ
যাহার সহায় দেবি তব যুগ্মপাদ্॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান॥
গোবিন্দ বলেন, সখা কর অবধান।
পিতৃ-আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান॥
লাঙ্গলী বলেন, আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সেখানে॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল যত শক্তি ধরেন শ্রীহরি॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচব॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নানহেতু জলে॥
সেইকাল লয়ে তুমি করিবে গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ॥
এতেক বলিল যদি দৈবকীকুমার।
অর্জ্জুন বলেন, দেব যে আজ্ঞা তোমাব॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজগৃহে চলিলেন করিতে শয়ন॥

প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নান দান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান॥
এতেক অনর্থ হৈবে বাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
উহাব বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবে সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ॥
হেন মতে সপ্ত নিশি গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হৈবে দুর্য্যোধন॥
দেশান্তর হইতে আনায বন্ধুগণ।
বিবাহ-সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন॥
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এক্ষণ॥
দ্রোণ বলে, কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত॥
বিদুর কহেন, কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য বলে, ইহা কদাচিত নয়॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়॥

দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তী-সুত।
তাহাকে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণী-কুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু কি হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা মোরা বরযাত্র ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, পাপী শুনে হয় পুণ্যবান ॥

———

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সদলে আসিবা মম বিবাহ কারণে।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর ॥
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রা বিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ করিল এক্ষণ ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইহা হইবে কেমনে ॥
সহদেব বলেন, শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত ॥
সত্যভামা দিলেন বিবাহ লুকাইয়া।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া ॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচনে ॥
ইহার উচিত কৃষ্ণ করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হও নৃপমণি ॥

যুধিষ্ঠির বলেন, এ লজ্জার বিষয়।
মোদের যাইতে তথা উচিত না হয় ॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী বলে চলেন সত্বর।
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ যত কে করে গণনা ॥
দুর্য্যোধন-বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন, তোরা সবাই অবোধ ॥
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূরদেশ।
এইখানে কি হেতু করিলা বরবেশ ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে ॥
ভীম বলে, ভালমন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে ॥
আমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
সেই হেতু বলি বরবেশে নাহি কাজ ॥
পাছু কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে ॥
বিস্মিত হইল সবে ভীম-বাক্য শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি ॥
দুঃশাসন বলে, যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় সবার অন্তর ॥
না জান ভীমের যেমত বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল ॥
বাতুলের প্রায় বলে যে আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখি প্রায় শেল বাজে বুকে ॥

কর্ণ দুর্য্যোধন বলে সত্য এই কথা।
এ বৈভব দেখিতে কেমনে রহে হেথা॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল দ্বারাবতী॥
রোহিণীনক্ষত্র মেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কাল রাত্রি বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ-অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান॥

———

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্র-আজ্ঞা পেয়ে যত নারীগণ।
পিঠালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী-জলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে বলে নারায়ণ।
শুনিলে কি অর্জ্জুন, আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস হেতু রাম আজ্ঞা দিল।
স্নান হেতু তারে সরস্বতী পাঠাইল॥
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
যে কিছু কহিবে পার্থ না কর অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজাইয়া আনে রথ অর্জ্জুন-গোচর॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরী গদা শূল চক্র লৈয়া করে॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী-তীর॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে পার্থ তথা গেল পদব্রজে॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণ্ডব॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি॥
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমেষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল॥
সভাপালে মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশক্রোশ পথ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে॥
কেহ স্নানে কেহ দানে ভোজনে শয়নে।
যে যথা আছিল ত্যজি ধায় সর্ব্বজনে॥
চড়িতে তুরগে রথে না পাইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হইল কামপাল॥

ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর পদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ॥
ধর ধর বিনা শব্দ নাহি কারো মুখে।
ধর গিয়া ধর, বলে যারে আগে দেখে॥
কামদেব যাইয়া চড়িল মীনধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটি গজে॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দিল বলরাম।
সবার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম॥
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটি সাত।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্র হাত॥
কৃপ বৃন্দ উপপদ কৃতবর্ম্মা ধীর।
যে যাহার সৈন্য লৈয়া ধায় যদুবীর॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা॥
ধর গিরা বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকটে এল যতেক যাদব॥
ক্রোধে বলভদ্র-তনু কাঁপে থরথর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর॥
প্রলয় মেঘের শব্দে ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা॥
রাম বলে, পাণ্ডবের এত গর্ব্ব হৈল।
শ্বাপদ যজ্ঞের হবি খাইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ি অজ্ঞাতে যেন ধরে কাল ফণী॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয়॥
দেখ হের মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি লয়ে যায় ভগিনী আমার॥
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
তাহাকে মারিব যে হইবে তার বংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আজি মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব আজি সমুদ্রের জলে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান।
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চূণ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হইল রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন পায় আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দিল পাঠাইয়া।
সে প্রিয়সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, সাধুজন সদা করে পান॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন-গমন॥
না পলাও, শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুকে প্রতি বলয়ে অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল, পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখি গোবিন্দের সুত॥

অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজেয়।
দেখ পাছে আসে যেন সমুদ্র-প্রলয়॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রনীত॥
এ কর্ম্মে আমার শক্তি নহে কদাচন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লৈব কিম্বা ইন্দ্রের নগর॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদনে।
যথায় কহিবা, রথ লইব এক্ষণে॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবে চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে॥
পার্থ বলে, দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকে বীর পশ্চাতে আমার॥
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে॥
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র অথবা আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধ হেতু মোরে যে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যেই হোক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদু-কুলহিত।
নারিবে সারথি-কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষে রণস্থলী।
ছুলাহ প্রবোধবাড়ি ছাড় কড়িয়ালী॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি বাড়ি কড়িয়ালি নিল কর॥
পাশ-অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে॥

এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি॥
ভদ্রা বলে, মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে
তিনপুর ভ্রমণ করিনু কত রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয়॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্য ধন্য বলি প্রশংসিলা বহুতর॥
আজ্ঞা কর, রথ চালাইব কোন্ পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে॥
চালাইয়া দিল রথ, বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পশে মেঘের ভিতর॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন॥
অনেক মারেন সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে, অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে, সব রক্তেতে সাঁতারে।
কাল-রূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে॥
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ॥
অমৃত-সমান মহাভারতের কথা।
শ্রবণে পঠনে ঘুচে পাপ তাপ ব্যথা॥

———

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত আসি করিল প্রণাম॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে কান্দিতে।
আর রক্ষা নাহি প্রভু অর্জ্জুনের হাতে॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে, কখন ভূমিতে॥
কখন লুকায় মেঘে, ক্ষণে শূন্য মাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফেরে তেজে॥
দক্ষিণ বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে ক্ষণে থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন্ ঠাঁই থাকে, তাঁরে কেহ নাহি দেখে॥
নানাবর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি-অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে॥
কোনখানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগণ।
কোথাও ভুজঙ্গ অস্ত্র করে বরিষণ॥
কোনখানে জলবৃষ্টি, শীতে কাঁপে তনু।
কোনখানে শরজালে না দেখি যে ভানু॥
সেই সে সবারে মারে, কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার॥
মুষলী বলেন, দূত কহ সত্যকথা।
এমত তুরগ রথ পাইল সে কোথা॥
দূত বলে, যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হেঁট করি মাথা॥
ক্রোধেতে সর্ব্বাঙ্গে পড়য়ে কালঘাম।
যদুগণে চাহিয়া বলেন বলরাম॥
গোবিন্দ যে করয়ে আমার অপমান।
আপন সারথি দিল অশ্ববর যান॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন।
কোন্ লাজে লোকে আমি দেখাব বদন॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
ক্রোধে না চাহেন নারায়ণে বলরাম॥
গোবিন্দ বলেন, কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন্ অপরাধ করি আমি॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল, নহে এই ধর্ম্ম॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথী দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে॥
গোবিন্দ বলেন, ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ॥
কিমতে জানিব সে সুভদ্রা লবে হরি।
নর-মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি॥
ইথে অকারণে প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ, দারুকে কি দোষ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা॥
দূত বলে, দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোঁসাই॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব॥

আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

— — —

বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলা যদুনাথ॥
আজ্ঞা দেহ, আমি এবে করিব কি কাজ।
বার্ত্তা-হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ॥
কামদেব মহাবীর যাদব-প্রধান।
তিন লোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
তিল তিল গেল কাটা শর ধনুর্গুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ॥
শাম্ব গদ্দ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার॥
কাহার নাহিক ধ্বজ, কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ, নাহিক পদাতি॥
কাহার নাহিক অস্ত্র, কারো ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকী-কুমার॥
মোর বাক্য শুন প্রভু দেখিনু স্বচক্ষে।
নারিবে অর্জ্জুনেরে কুমারগণ পক্ষে॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
সেই হেতু এতক্ষণ জীয়ে সর্ব্বজনে॥
গোবিন্দ বলেন, আমি জানি অর্জ্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি কোন জন॥
কি করিবে তাহারে এ সব শিশুগণে।
যা কহিলা সত্য, পার্থ নাহি মারে প্রাণে॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জ্জুন ত নাহি কিছু করে অবিহিত॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে॥
তাই কহি কিবা দোষ কৈল ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থে জীয়ন্তে না ধরিতে পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে, ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হৈবে কি কর্ম্ম সাধন॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনিয়া তারে করাহ বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
সকল মঙ্গল হৈবে, লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিলা উত্তর॥
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি, তব যাহা লয় মন॥
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাই হইবে।
তুমি যে কহিবা তাহা অন্য কে করিবে॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥
এত বলি সাত্যকীরে পাঠাইয়া দিল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল॥

আদিপর্ব্বে ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে, সাধু সদা করে পান॥

———

অভিমানে দুর্য্যোধনের স্বদেশ যাত্রা ও অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া॥
হে কৃপ, হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব, দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥
কর্ণ বলে, মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন।
শীঘ্র ধায় কর্ণ বীর লোহিত-লোচন॥
বৃকোদর বলে, কোথা যাস্ সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাস্ বড়ই অদ্ভুত॥
সুরাসুর যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাস্, লজ্জা নাহি করে॥
আরে মূর্খ দুরাচার এত অহঙ্কার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন চক্রপাণি॥

বিদুর বলিল, তাত শুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥
সে যেমন কহিবে, করিবে সেই রীত।
পার্থ সহ কলহ তোমার অনুচিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বলিলেন এই সুবিচার।
যে আনিল, তাঁর ঠাঁই জান একবার॥
অনেক কহিয়া দ্বন্দ্ব করিল বারণ।
দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
হেনকালে উপনীত হইল সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥
ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয়, কি হেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ॥
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ কারণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোরে।
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে॥
একত্র বসিয়া যত বৃষ্ণি-ভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমারে করিবে সমর্পণ॥
সাত্যকির এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হৈলেন ফাল্গুনি॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ, ক্ষম মতিমান॥
দারুক কহিল, পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম, রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন॥

এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥
অর্জ্জুন বলেন, ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কুপিত॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া ভীম অর্জ্জুনের আগে।
পশ্চাৎ যাদব কাম আদি বীরভাগে॥
আগুসরি লইলেন দেব নারায়ণ।
হুলাহুলি দিল যত যদুনারীগণ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বেদ-অনুসারে তবে করাইল বিয়া॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ।
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।

———

খাণ্ডব বন দাহন।

তবে কত দিনান্তরে পার্থ নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রার সঙ্গে বহু পরিবার॥
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিলেন বহু দ্রব্যচয়॥
ক্রীড়ান্তেতে দুই জন বসিল আসনে।
হেনকালে বিপ্রবেশে আইল হুতাশনে॥
মাথায় ত্রিজটা শোভে পিঙ্গল নয়ন।
উত্তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রে দাঁড়াইল হুতাশন।
দোঁহারে আশিস্ করি বলয়ে বচন॥
যদুকুলশ্রেষ্ঠ আর কুরুকুলসার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সমান দোঁহার॥
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুইজন মিলি মোরে করাহ ভোজন॥
হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ॥
ভক্ষ্য হেতু এত চাটু বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি, বলি দিল নিজ পরিচয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয়॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু-পক্ষিগণ।
যতেক আছয়ে তাহে, করাহ ভোজন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ, মম খণ্ডাহ বিস্ময়॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণে চাহে খাণ্ডব দাহন॥
মুনি বলে, শুন নৃপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকী নৃপমণি॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন॥

পতিত নহি যে আমি, নহি কোন দোষী।
কোন হেতু মম যজ্ঞ না করহ ঋষি॥
দ্বিজগণ বলে, ভূপ না দূষি তোমারে॥
শক্তি নাহি মো সবার যজ্ঞ করিবারে॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব, নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নি তাপ ক্লেশ॥
নয়ন নিরক্ত হৈল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নির্জীব হৈল, সদা অগ্নিসঙ্গ॥
দ্বিজগণ-বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সাবিনয় স্তুতি॥
দ্বিজগণ বলে, রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে, হেন না দেখি ব্রাহ্মণ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে নাহি অন্য জন॥
দ্বিজগণ-বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন, মাগ বর।
রাজা বলে, কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন॥
হাসিয়া বলেন শিব, শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ, ব্রাহ্মণের কাজ॥
যজ্ঞফল যাহা চাহ, মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন॥
না করিয়া যজ্ঞ, ফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় কিছু কহ ত্রিলোচন॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ॥
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
যেই মতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান॥

শিব-আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপধনে।
ছিদ্র কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকী রাজন।
যজ্ঞ হেতু করিল আমারে আবাহন॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যে মাগে মুনি যোগায় রাজন॥
শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেয় মুষলের ধারে॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেহ অগ্নি হইল দুর্ব্বল॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন॥
বিরিঞ্চি বলেন, লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খেয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ॥
যদি পার সেই বন দগ্ধ করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি সুপ্রচণ্ড বেগে।
খাণ্ডব বনেতে অগ্নি চলিলেন রেগে॥
অতি শীঘ্র উপনীত হয়ে সেইখানে।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ভীষণ গর্জ্জনে॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময়॥

কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নি শুণ্ডে করি জল আনি ॥
বড় বড় সর্প সব মহা ভয়ঙ্কর।
শত পঞ্চ সপ্ত অষ্ট দশ ফণাধর ॥
মুখেতে করিয়া জল নিবারে অনল।
আর যত আছে জীব যারা যত বল ॥
নিবৃত্ত হইল অগ্নি নারিল দহিতে।
বহুবার উপায় করিল হেনমতে ॥
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে ॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিল মহামতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কাল গতপ্রায় ॥
ইহার প্রধান এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায় ॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন।
হইলে দ্বাপর শেষে দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা দেব নারায়ণ ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার ॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর ॥
অর্জ্জুন কহেন, দেবে নাহি মম ভয়
বহু ইন্দ্র আসে, তবু করিব বিজয় ॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্র সহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ ॥
অবশ্য বিরোধ হৈবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধ-যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ ॥
দেবরাজ ইন্দ্র সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে ॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাহুবল সহিবারে পারে ॥
হেন অস্ত্র নাহি তাঁরো হস্তের মাঝারে ॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায় ॥
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ ॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর ॥
এমন সময়ে সখা কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার ॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুখ ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি ॥
সুরাসুরে পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথজ্যোতি জিনি চন্দ্র ভানু ॥
শুক্লবর্ণ চারি অশ্ব রথে নিয়োজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্রে সুশোভিত ॥
বরুণ আনিয়া দিল অগ্নির বচনে।
অগ্নি তাহা সমর্পিল নর-নারায়ণে ॥
অস্ত্র লভি হরষেতে কুন্তীর নন্দন।
প্রদক্ষিণ করি রথে কৈল আরোহণ ॥
নিজ শক্তি তবে অগ্নি পার্থেরে অর্পিল।
যেই শক্তি তেজে অগ্নি দানব দহিল ॥

কৃষ্ণেরে করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমোদকী গদা দিল-চক্র সুদর্শন॥
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল সংসারে।
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে॥
দোঁহে রথে চড়িলেন নিজ নিজ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে, পার্থ কপিধ্বজে॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত আকার॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুই জন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥
প্রলয়ের মেঘ যেন, শুনি গড়গড়ি।
নানাজাতি বৃক্ষ পোড়ে, শুনি চড়বড়ি॥
নানাজাতি পশু পোড়ে, নানা পক্ষিগণ।
নানা জাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
প্রাণভয়ে কোন জন পলাইয়া যায়।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে অগ্নিতে ফেলায়॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন।
গর্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
আনন্দেতে হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িয়া মরে অরণ্য ভিতর॥
ভার্য্যা পুত্র সহ কেহ করে আলিঙ্গন।
ব্যাকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী, না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানাজাতি নাগ পোড়ে গর্জ্জিয়া আগুনে।
শত পঞ্চ দশ ফণা ধরে কোন জনে॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ, গমনে পবন।
নানাজাতি পুড়িবা মরয়ে পক্ষিগণ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নিমাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল, যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুই জন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
শুনি অবহেলে তরে ভব-পারাবার॥
শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃতে বিরচিল ব্যাস।
খাণ্ডব দাহন কথা শ্রবনে উল্লাস॥
আদিপর্ব্ব ভারতের শুনে সাধুজনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও
ময়দানবাদির পরিত্রাণ লাভ।

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে, ছত্র শোভে শিরে।

কোপেতে সহস্র আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত অনুচরে॥
যত আছ দেবগণ, লয়ে নিজ প্রহরণ,
আইস আমার পশ্চাতে।
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না করে ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি মতে॥
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টী মেঘিনী॥
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা ধরি করে।
মহিষে মৃত্যুর নাথ, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে॥
নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার॥
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিল জলের রাজ,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্য করে।
শিখি পৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তি করে ষডানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে॥
এই মত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড়পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষাহেতু নিজ জ্ঞাতিগণে॥
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি॥
যজ্ঞ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।

এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সবে আকাশ যুড়িয়া॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবার অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষল ধারায় ঢালে জল॥
প্রলয় কালের বৃষ্টি, যেন মজাইতে সৃষ্টি,
শিলা-জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝন্‌ঝনা ঘন পড়ে,
তিন লোকে লাগিল তরাস॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যেঅস্ত্রউঠেরোষে, শোষকে সলিল শোষে,
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতি ক্রোধে দেবরায়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর-নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্র ব্যর্থ পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিঁড়ি পড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ-পুত্র দীক্ষা,
অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
ক্ষিপ্রহস্তে এড়ে বাণ, গিরি করে খান্‌খান্,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত জম্ভভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদগর শেল শূল।

চক্রবাণ জাঠা জাঠি, নানা অস্ত্র কোটি কোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল ॥
তরল সাবল শার্ঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গি,
কুঠার পট্টীশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্ত খড়্গ রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর ॥
যেন বৃষ্টি ঘোর বনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেণ ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হৈয়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয় ॥
অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময় দেবরাজ,
সুরাসুর আগু নহে ডরে ॥
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্র সম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥
আকাশে গরুড পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরু দান,
সকল হইল অগ্নিময় ॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির-অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম ॥
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন শ্রাবণের মেঘমালা ॥
ফাল্গুনি জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।

নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে ॥
শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ দিকে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর ॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণিগণ,
আগু হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি কোটি যক্ষ সাথে, ভয়ঙ্কর গদা হাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুশ্বর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে হৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যা-রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার ॥
যে অস্ত্রে যে অস্ত্র বারে, যথোচিত পার্থমারে
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর ॥
পার্থ এড়ে বজ্রশর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর ॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, ঘাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি।
এই মতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি ॥
এইমত ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্য আদি চারিযুগে, নহিল না হবে আগে,
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপাম ॥
যুদ্ধে হৈল পরিশ্রম, চূর্ণ হৈল পরাক্রম,
যক্ষগণ হইল বিমুখ।

বহু জ্ঞাতিগণ বধে, আইল পরম ক্রোধে,
নির্ব্বাণ করিতে হুতভুক্ ॥
রাক্ষস দানব দানা, ভূত প্রেত অগণনা,
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধর।
মুখেতে উল্কা জ্বলে, মহারোল কোলাহলে,
পিশাচের সৈন্য ভয়ঙ্কর ॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে, ভয়ঙ্কর গদা করে,
কেহ লয়ে পর্ব্বত পাষাণ।
মার মার করি ডাকে, বৃক্ষ ধরি লাখে লাখে,
ধায় কেহ বিস্তারি বয়ান ॥
দেখি দানবের সৈন্য, বাজাইয়া পাঞ্চজন্য,
সুদর্শন এড়েন মুরারি।
তেজে চক্র শত চণ্ড, ক্ষণমাত্রে লণ্ড ভণ্ড,
করেন দানবগণ মারি ॥
রাক্ষস পিশাচচয়, বাণে কাটি ধনঞ্জয়,
কৈল বীর অগ্নির তর্পণ।
লিখিবারে পারি কত, সংগ্রামে পড়িল যত,
ভঙ্গ দিল, ছিল যত জন ॥
এইমত পুনঃ পুনঃ, সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বন মাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন নাম ॥
সখা করি হরিহয়ে, খাণ্ডব তক্ষকালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যাপুত্রে, গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে
সেইকালে কদ্রুর নন্দন ॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবাহে,
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু, কোলেতে করিয়া শিশু,
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক-গৃহিণী ॥
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হতে পার,
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিহ আমারে কাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন ॥
মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনি ॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড পুচ্ছ কাটি তিনখণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে ॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী ॥
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সংবর সংবর দেবরাজ।
এই নর-নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ ॥
কোন্ প্রয়োজন হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেই হেতু চিন্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে আগুগেছে,
তব সখা কশ্যপ-কুমার ॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ, ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত ॥
নিষ্কণ্টকে হুতাশন, দহয়ে খাণ্ডব বন,
নানাবর্ণ পশুগণ পোড়ে।

ভক্ষ্য ভক্ষক একাঠাঁই, কেহ কারে চাহে নাই,
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে ॥
কুঞ্জর কেশরী কোলে, মৃগ ব্যাঘ্র এক স্থলে,
মূষিক মার্জ্জার সহ বৈসে।
একত্র মণ্ডুক নাগে, সন্ধান না চায় বকে,
দৃষ্টি নাই শার্দ্দুল মহিষে ॥
প্রলয় অনলতাপে, ভ্রমে সদা লাফে লাফে,
উঠে বড় বৃক্ষের উপরে।
ভল্লুক নকুল যত, শিবাগণ শত শত,
প্রবেশয়ে বিবর ভিতরে ॥
জলেতে যতেক বসে, অগাধ সলিলে পশে
খেচর আকাশে উড়ি যায়।
কোথাও নাহিক ত্রাণ, হুতাশন লয় প্রাণ
কৃষ্ণার্জ্জুন কাটেন সবায় ॥
হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥
দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব-ঈশ্বরে গিয়া পায় ॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীনে যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত ॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডাকি বলে নাহি ভয়,
ভীত হয়ে ডাকে কোন্ জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন ॥
দানব পাইল রক্ষা, বন দহে সর্ব্বভক্ষ্য।
সকল করিল ভস্মময়।
মনোভীষ্ট করি ভোগ, খণ্ডিল অগ্নির রোগ,
সঙ্কল্পে তরিল ধনঞ্জয় ॥
বিশাল খাণ্ডব বন, নানাবর্ণে বৃক্ষগণ
নানা জাতি আছিল ওষধি।
পশু পক্ষী নাগ যত, লিখন করিব কত,
রাক্ষস দানব যক্ষ আদি ॥
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয় জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত, পাঁচালী প্রবন্ধে গীত,
কাশীদাস দেব বিরচন ॥

মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান।

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন্ ছয় জন ॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারি জন ॥
মুনি বলে, শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাধীর।
তপ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর ॥
তপঃক্লেশ ফলে দ্বিজ গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে থাকিয়া দ্বিজ চিত্তে বড় দুঃখী ॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে ॥।
কোন্ কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে ॥
দেবগণ বলে, পুণ্যভূমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করে, স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল ॥

ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
তাই আজি তুমি স্বর্গবাসী যে হইলা॥
কিন্তু মর্ত্ত্যে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক ভিতরে॥
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ।
অন্য পাপ নাহি ইথে, শুন তপোধন॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিল অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর॥
কান্ জীব হৈলে হবে ঝটিতে সন্তান।
পক্ষী জাতি হৈব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষী গর্ভ প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর॥
শারঙ্গের মূর্ত্তি ধরি শারঙ্গী উদরে।
চারিপুত্র মন্দপাল উৎপাদন করে॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার, পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়।
সঙ্কল্প করিল আজি শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিবে এই ত খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে, তবে জীয়ে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন॥
তুমি ধাতা, তুমি ইন্দ্র, তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ্য সর্ব্বদেবে স্থিতি॥
চরাচরে যত বৈসে তোমাতে বিদিত।
হব্য কব্য যত কিছু ত্রিগুণ ব্যাপিত॥
তুমি ক্রুদ্ধ হৈলে কারো নাহিক নিস্তার।
তিলমাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
চারি গুটি পুত্রে মোর দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজ-স্তুতিবসে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।
শারঙ্গী পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
বালক অজাতপক্ষ এই চারি জন।
কি উপায়ে পুত্র সবে করিব রক্ষণ॥
সকরুণে বলে তবে চারি পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ এইক্ষণে॥
প্রচণ্ড অনল উঠে পর্ব্বত আকার।
আর কোন উপায়েতে না দেখি নিস্তার॥
নাহিক এমন শক্তি আমার শরীরে।
চারি জনে লয়ে আমি পলাই অচিরে॥
অশক্ত অজাতপক্ষ তোরা চারি জন।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন॥
শিশুগণ বলে গর্ত্তে প্রবেশি কেমনে।
গর্ত্ত মধ্যে মূষা আছে বিকট বদনে॥
শারঙ্গী বলিল, মূষা লইল সঞ্চানে।
ক্ষণমাত্রে নিল এই মোর বিদ্যমানে॥
পুত্রগণ বলে, গর্ত্তে বড়ই সংশয়।
একে ঘোর অন্ধকার তাহে সর্পভয়॥
অদৃশ্য স্থানেতে যাই মন নাহি সরে।
কপালে আছয়ে যাহা, কে লঙ্ঘন করে॥
বাহিরে থাকিলে যদি পুড়িব অনলে॥
সর্ব্বপাপ মুক্ত হৈব, শাস্ত্রে ইহা বলে॥
কর্ম্ম-অনুসারে ফল ভুঞ্জিব এক্ষণ।
তুমি অন্য স্থানে যাহ লইয়া জীবন॥
অনেক মধুর বাক্য শারঙ্গী বলিল।
তথাপি এ চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল॥

শিশু সব কহে, মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন ॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি ॥
অনল হইতে যদি পাই প্রতিকার।
তোমার সহিত দেখা হবে পুনর্ব্বার ॥
পুত্রের বচন শুনি শারঙ্গী উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল ॥
প্রচণ্ড অনল, তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীবজন্তুগণ দহে ॥
দেখিয়া কাতর সবে মুনির নন্দন।
জরিতারি নামে জ্যেষ্ঠ সারিসৃক্ক, দ্রোণ ॥
স্তম্বমিত্র নামে চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন ॥
আকুল হইয়া চারিজনে করে স্তুতি।
তুমি দেব লোকপাল সর্ব্বলোকগতি ॥
বালক অজাত পক্ষ মোরা চারি জন।
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন ॥
সঙ্কটে ছাড়িয়া চলি গেল মাতা তাত।
তুমি কৃপা কর প্রভু দেখিয়া অনাথ ॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব হুতাশন ॥
না করিহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বে তোমাদের আমি দিয়াছি অভয় ॥
আমা হৈতে ভয় না করিহ চারি জন।
যে বর মাগহ দিব করিলাম পণ ॥
শিশুগণ বলে যদি হৈলা কৃপাবান।
মনোমত বর দেহ, মাগি তব স্থান ॥
এখানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমাদের গ্রাসিবারে আসে অনুক্ষণ ॥
সে সকল ভস্ম যদি কর দয়াময়।
তবেত আমরা সবে হইব নির্ভয় ॥
সহাস্যে কহেন তবে দেব হুতাশন।
নির্ভয়ে করহ সবে জীবন যাপন ॥
এত বলি সর্ব্বভুক শিশু চারিজনে।
প্রাণ রাখি দহে বন ব্রহ্মার বচনে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন-বিক্রমে বিমুখ দেবগণ ॥
নিবারিতে না পারিল খাণ্ডব দাহন ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে দেব পুরন্দর।
দেবগণ সঙ্গে লৈয়া গগন উপর ॥
কহিলেন কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনে ডাকিয়া।
তোমরা উভয়ে আজ একত্র মিলিয়া ॥
যে কর্ম্ম করিলা তাহা অদ্ভুত কথন।
দেবের দুষ্কর ইহা, ছার নরগণ ॥
তোমাদের পরাক্রম করি দরশন।
হইলাম সাতিশয় আনন্দিত মন ॥
এই হেতু একবাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ, তোমা দুই জন ॥
অর্জ্জুন বলেন, বর দিবে সুরেশ্বর।
দিব্য অস্ত্র তূণ তবে দেহ পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবে তপোবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনের সনে যেন বিচ্ছেদ না হয় ॥
হৃষ্ট হয়ে বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥
বর দিয়া নিজস্থানে গেল হুতাশন।
হৃষ্ট হয়ে ময় সহ যান কৃষ্ণার্জ্জুন ॥
ব্যাস বিরচিত এই ভারত সুন্দর।
কাশী কহে, শ্রবণে পাপহীন হয় নর ॥

———

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ও পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রোৎপত্তি।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর শেষ তথায় বঞ্চিয়া॥
তবে পুনঃ কতদিন রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন সুভদ্রা সংহতি॥
যুধিষ্ঠির-চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে॥
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে অন্তঃপুরে যান।
পার্থে হেরিয়া কৃষ্ণার জাগে অভিমান॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন॥
কহ প্রিয়ে কি হেতু হও অভিমানিনী।
কেন না সম্ভাষ মোরে পাঞ্চাল নন্দিনী॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় হেন না বুঝি কারণ॥
দ্রৌপদী বলিল, পার্থ নিদয় শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মোর চিত্ত নহে স্থির॥
মোর স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দোষ না হয় উচিত॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হলেও তুমি সবার উপরে॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইলা উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুই জনে হইল সম্ভাষ॥
আইলেন কতদিনে রাম-নারায়ণ।
নানারত্ন সঙ্গেতে অনেক দাসীগণ॥
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক।
কৃষ্ণে দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ লৈয়া দুইজনে।
অন্যান্যে সম্ভাষা করিলেন প্রীতমনে॥
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে করিল আলো সকল ভুবন॥
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক-সমান।
দ্বিজগণ নাম দিল করি অনুমান॥
অভিনব মনোহর সুন্দর শরীর।
মন্যুমান ক্রোধপর অতিশয় বীর॥
সে কারণ অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাৎ কহিব যত তার গুণগ্রাম॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হৈতে।
সবাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
সুতসোম নাম বৃকোদর-সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থ-সুতে দিল॥
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন।
সহদেবসুত নাম হৈল শ্রুতসেন॥
এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান।
রূপ গুণ বল বীর্য্যে জনক সমান॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হইল এমত।
দেখি সবে পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত॥
ভারত শ্রবণে কিছু না থাকে আপদ।
দুঃখ শোক দূর হয় বাড়য়ে সম্পদ॥

কাশীরাম দাস কহে, শুন সারোদ্ধার।
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর॥
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাসদেব রচিল।
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

অষ্টাদশ পর্ব্ব

॥ মহাভারত ॥

॥ সভা পর্ব্ব ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্ম্মাণ

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান ।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উত্তরিয়া ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ বিস্তারিয়া ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনোধন্ধ ॥
বৈশম্পায়ন বলেন, শুন নৃপবর ।
অগ্নি-সত্যে পার হৈয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ ।
পরম আনন্দে রাজা কৈলা আলিঙ্গন ॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান ।
ময়দানবের বহু করিল সম্মান ॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার ।
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমৎকার ॥
হেনমতে নানাসুখে থাকেন পাণ্ডব ।
সদা যাগ যজ্ঞ দান করে মহোৎসব ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
ভারতের সভাপর্ব্ব বিচিত্র কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড়কর ।
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর ॥
সুদর্শন-চক্রে ভয় করে তিনলোকে ।
হেন চক্র হৈতে উদ্ধারিলে হে আমাকে ॥
প্রচণ্ড অনল মুখে কৈলে পরিত্রাণ ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ ॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় ॥
অর্জ্জুন বলেন, যাহ দানব-ঈশ্বর ।
রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর ॥
ময় বলে, যাবৎ না করি তব কর্ম্ম ।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম ॥
দানবকুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা আমি ।
করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা কর তুমি ॥
পার্থ বলে, কিছু আমি না চাহি তোমারে ।
যা পারহ করহ প্রীত দেব দামোদরে ॥
করযোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর ।
কি করিব, আজ্ঞা কর দেব দামোদর ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
দিব্য সভাগৃহ এক করহ রচন ॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে ।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিনলোকে ॥
কৃষ্ণের আদেশে ময় আনন্দিত হৈল ।
নির্ম্মিতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি গেল ॥

কনক-রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান॥
চৌদিকে সহস্র-দশ ক্রোশ পরিসর॥
সুরাসুর নাগ নর সব অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব-প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ-বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসি দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহানন্দে সবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন॥
শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
বহুদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ-দরশনে যাব ভাবিলেন চিতে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিলা দুই পাদ।
আলিঙ্গনে ভোজসুতা করেন প্রসাদ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদগদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবে কৃষ্ণা সনে॥
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা-পাশে।
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদুমন্দ ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া যান নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল লোচন॥
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদবিধি মঙ্গল ব্রাহ্মণ উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ, যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতিধ্বজে আরোহেন ছয় জন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে কহিলা শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ, যাহ নিজালয়।
আমাতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয়॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন॥
আত্মা যেন পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল।
কেবল শরীর লৈয়ে পাণ্ডব রহিল॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকা-রমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয়-বিদ্যমান।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি মৈনাক-পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
চৌদিকে শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল
নানা রত্নে নানা শস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল॥

কৌমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর ॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দু-সরো-মাঝে ॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর ॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর, গিয়া আমি আনিব সত্বরে ॥
অর্জ্জুন বলেন, যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা করহ আপনে ॥
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে মৈনাক যথা রয় ॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেক যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত স্থান, না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপাম।
যত রত্ন নিল, তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল, শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক রজত চিত্র ঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব, চিত্র মণি হীরা।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্নছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী ॥
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
ভানু বৃহদ্ভানু জিনি পূর্ণ চন্দ্রপ্রভা।
সুরাসুর অপূর্ব্ব করিল ময় সভা ॥
উচ্চ নীচ বুঝিবারে ভ্রম হয় লোকে
বিশেষে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
একমাসে সভা ময় করিয়া রচন।
কুন্তী-পুত্র প্রতি করিলেন নিবেদন ॥
সভা দেখি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চ জন ॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন ফল মূল যত ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কাটি লক্ষ লক্ষ ॥
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে ॥
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্মপুত্র-প্রীতে।
আশ্রমে করিয়া রহিলেন সভাতে ॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী ॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত জৈমিনি।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি ॥
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অস্পু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য ॥
জঙ্ঘাবন্ধু রৈভ্য কোপবেগ পরাশর।
পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর ॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন রুদ্রমালী।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥

যুধিষ্ঠির-সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রসঙ্গ ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি॥
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির-সভায় থাকেন অনুক্ষণ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তি উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ-অধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি॥
বসুদান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশে যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষাব কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হৈয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব-অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীরাম দেব কহে, পাঁচালীর ছন্দ॥

———

যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ প্রদান।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়,
হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
এক দিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব॥
ধ্যান জ্ঞান যোগপূজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, জ্ঞাত যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেন অনায়াসে॥
পরমার্থ অণুবন্ধী, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে উজ্জ্বল ফোঁটা,
শ্রবণে কুণ্ডল সুশোভিত॥
মুখে হরিরস স্রবে, মধুর বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রোজ্জ্বল অমল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন,
উপনীত পাণ্ডব-সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা শুভ আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।

একক বা বহু সহ, মন্ত্রণা ত না করহ,
কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখ তো না পায় কোন জনা ॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষবিৎ,
আছয়ে কি বৈদ্য চিকিৎসক।
অনাথ অতিথি লোকে, ভুঞ্জাইয়া বহু সুখে,
সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক ॥
রাজ্যের যতেক প্রজা, করয়ে তোমার পূজা,
সবে অনুগত কি তোমার।
ধন ধান্য বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার ॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস,
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয়, কর নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহেন বিনয় করি
প্রণমিয়া মুনির চরণ ॥
যে কিছু কহিলা তুমি, যথাশক্তি করি আমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জন্মিল জ্ঞান,
যত্নেতে করিব আজি হৈতে ॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমাতে গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভায় প্রায়, মনুষ্য-লোকেতে রায়,
নাহি দেখি, শুনহ রাজন ॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা কৈলাস দেখিনু যেবা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু কহি ধর্ম্মচারী ॥
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়
সে সকল সভার বিধান।
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণ গুণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান ॥
দিব্য সভা পর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

নারদ কর্ত্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন।

নারদ বলেন, রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার ॥
সেই সভা শূন্যপথে পারয়ে থাকিতে।
যথা ইচ্ছা পারে তাহা যাইতে আসিতে ॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ ॥
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ ॥

অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম॥
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্ত্তিমন্ত।
দেব ঋষি পুণ্য জন সিখিতে অনন্ত॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা গুণ যত ধরে॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত পুণ্যজন লিখনে না যায়॥
নারদ বলেন, শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান॥
দীর্ঘ প্রস্থ কত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য-সমান প্রভা, গতি কামাচার॥
নহে শীত, নহে উষ্ণ, নাহি দুঃখ লোকে।
প্রেমময়, নাহি হিংসা, সদাকাল সুখে॥
কতেক কহিব কথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয়॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীত সুরথ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব ও উপরিচর॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমান॥
শরভ সঞ্জয় বেণ ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর॥
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয়॥
অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম।
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্দম॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে, ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম, কৃষ্ণার্জ্জুন শত, আর কত॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব তথা, যত আছে আর॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু দান ফলে।
তথায় যে পুণ্যবান বৈসেন সকলে॥
বরুণের সভা কহি, কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপাম।
জলের ভিতর সে পুষ্করমালী নাম॥
শত শত যোজন বিস্তার দৈর্ঘ্য তার।
নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার॥
নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ সরভ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযু আরো নদী চর্ম্মণ্বতী॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্বা লাঙ্গলী কাবেরী॥
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী॥
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত, যত বৈসে আর॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥

চিত্রসেন রম্ভা চিত্রা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্বুদা চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা কত মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি॥
পুত্র নলকূবর আরো যে মন্ত্রিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস দৈত্য রক্ষ॥
ফল্লকর্ণ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর॥
আছয়ে পর্ব্বতগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া॥
আমিও থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে।
উমাসহ সদানন্দ সদাই বিরাজে॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব॥
আর যত আছে, তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিব্য নামে দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিল আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
সূর্য্য বৈল সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া॥
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পরে পুনঃ আইলেন দেব দিবাকর॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ।
অতুলন সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ॥
বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা অক্ষগণ।
বায়ু তেজ পৃথ্বী জল শব্দ পরশন॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা॥
চতুর্ব্বেদ ষট্‌শাস্ত্র তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতি।
চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাতি॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি-অধিকারী॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য-ভুবনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, তুমি মনোজব।
তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব॥
এক কথা শুনিয়া বিস্ময় জন্মে মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে॥

একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন্ পুণ্য দানফলে কহ মহাশয়॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার বারতা কিছু কহিলেন তথা॥
নারদ বলেন, শুন পাণ্ডব-প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান॥
এক রথে চড়িয়া জিনিল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর॥
রাজসূয়-যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র।
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন॥
শাস্ত্রমত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ।
পঞ্চগুণ করি তারে দিলেন রাজন॥
সব রাজা হৈতে সে করিল বড় কর্ম্ম।
ইন্দ্রলোকে তাই রহে করি মহা ধর্ম্ম॥
আর যত রাজা রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি যাহারা মরিল॥
যোগিগণ যোগে নিজ দেহত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার॥
বহু কথা কহিলেন করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমল-লোচন॥
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয়-যজ্ঞ তাঁর অবহেলে হয়॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ।
হরিশ্চন্দ্র সহ বৈসে ইন্দ্রের সমাজ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহুবিঘ্ন হয় ইথে, আমি ভাল জানি॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেমতে মঙ্গল হয়, কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকা নগর॥
সভপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধুজন॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নার্থ যুধিষ্ঠিরের দূত প্রেরণ।

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি, তবে ধর্ম্ম নৃপমণি
মনে মনে করেন চিন্তন।
অন্য নাহি লয় মনে, কহিলেন ভ্রাতৃগণে,
কি করিব বলহ এক্ষণ॥
নারদ বলেন যত, পিতৃ-আজ্ঞা যেই মত,
শুনি হন পুলকিত মন।
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য কি না, ভেবে দেখ সর্ব্বজনা,
কিসে হয় পূর্ণ আকিঞ্চন॥
শুনি যত মন্ত্রিগণ, কহে তবে সর্ব্বজন
কেন বৃথা চিন্তিত রাজন।
চিন্তা কর কোন হেতু, কর রাজসূয় ক্রতু
তুমি হও সর্ব্ব গুণবান॥
কিকার্য্য অসাধ্য আছে, কেবাবিরোধিবেপাছে
নাহি হেরি আছে ত্রিভুবনে।
মন্ত্রিগণ-বাক্য-শুনি, বিচারেন নৃপমণি,
কি কার্য্য করিব এইক্ষণে॥
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে, সেকর্ম্ম করিলেতবে
সভামাঝে হইবে নিন্দন।

পাছে হয় বিড়ম্বনা, অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা,
চিন্তাতে হয়েন নিমগন ॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ, সব লোক নহে যোগ্য
কিরূপেতে হইবে সাধন।
ইহাআগেনাপ্রকাশি, গোবিন্দেঅগ্রেজিজ্ঞাসি
কি কহেন শুনি জনার্দ্দন ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, হরির হইলে শ্রব্য,
করিব এ ব্রত আচরণ।
যদি দেন অনুমতি, এ যজ্ঞে হইব ব্রতী,
নতুবা এ বৃথা আকিঞ্চন ॥
ইহা চিন্তি নরপতে, তবে ইন্দ্রসেন দূতে,
প্রেরিলেন কৃষ্ণ সন্নিধান।
সে দূত সত্বর হয়ে, দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে,
দাঁড়াইল বন্দিয়া চরণ ॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার, কহে ধর্ম্ম-সমাচার,
জানাইল হরিষে তখন।
কয় সে বিনয় করি, চল তথা তুমি হরি,
তোমা লাগি চিন্তিত রাজন ॥
তোমার দর্শন বিনে, কুন্তী-পুত্র দুঃখী মনে,
রহিয়াছে বিরস বদন।
এ কথা শুনিবামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ তোলেন গাত্র,
যাইবারে করেন মনন ॥
বৈনতেয় আরোহণে, যান ইন্দ্রসেন সনে,
ধর্ম্মপুত্রে দিতে দরশন।
দিবাকর যায় অস্তে, উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে,
হইলেন দেব নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে, শুনি হর্ষ নৃপবরে,
আগুবাড়ি লইতে তখন।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল, অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল,
মহাসুখে ভাসে সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মে নমস্কার করি, সম্ভাষেন তবে হরি,
মিষ্ট ভাষে তুষি ভগবান।
ধর্ম্ম-নরপতি তবে, কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে,
বসিবারে দিল সিংহাসন ॥
বসিলেন সবে তথা, চন্দ্রের মণ্ডলী যথা,
সে রূপের না হয় তুলন।
শ্রীহরি-চরণদ্বয়, যে ভাবে সদা হৃদয়,
দুঃখ নাহি পায় সেই জন ॥

শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ, দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে ॥
এই হেতু যজ্ঞ-বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ, কহি সারোদ্ধার ॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে ॥
যে যত বলেন, নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যুক্তি তোমার বিচার ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥
আমি যাহা কহি, তাহা জান ভালমতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে ॥
মগধ-ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা ॥

তাহারে না মানে হেন, নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব কোশল-ঈশ্বর।
রুক্মী ভগদত্ত রাজা মহাবলধর॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল থাকে সবে তাহার সংহতি॥
ইক্ষ্বাকু ইলার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলী॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য, কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নাহি, মারিলেক শতেক বৎসরে॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সে হেতু আইল সাজি অষ্টাদশবার॥
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ আসিবেক কোপে॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া
দূরস্থান দ্বারকায় রহিলাম গিয়া॥
তার পক্ষে না যুঝে যে সব রাজগণে॥
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে॥
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে করি রুদ্র পূজা॥
ছিয়াশী হাজার ভূপ আছে বন্দীশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে।
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয়॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।
তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ॥
হইবে অতুল যশ সংসার ভিতরে।
আমার যুকতি এই কহিনু তোমারে॥
এতেক বলিলা যদি কমললোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
সমুচিত যতেক কহিলা মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয়॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবীর রাজা বাধ্য করি ক্রমে ক্রমে॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই, কহিলাম যে তোমায়॥
ভীমসেন বলে, না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে॥
তারে মারি মুক্ত যদি করি রাজগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে, নাহি হেন জন॥
রাজা হৈয়া শান্তি ভজে, লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্ব-রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায়॥
বাহুবলে ভারত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি॥
সৈন্যে সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার রক্ষিত॥
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয়॥

মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি॥
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া॥
ভীমার্জ্জুন চক্ষু মম, কৃষ্ণ তুমি প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব, না হয় বিধান॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয়॥
চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেবা আছয়ে অমর॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্ম বিহীন রাজা, বৃথা তার জন্ম॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিব তাহা, যাহা লয় মন॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে॥

জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত।

ধর্ম্মরাজ বলেন, বলহ নারায়ণ॥
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ॥
কত বল ধরে সে, কাহার পাইল বর।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল, বিস্ময় অন্তর॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ-বিবরণ কহি তব স্থান॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ॥
তেজে সূর্য্য, ক্রোধে যম, ধনে যক্ষপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে, অন্যে নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি॥
গৌতম-নন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী॥
বহু দেশ ভ্রমিয়া মগধে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত॥
ভার্য্যা সহ প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন॥
করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হৈয়া রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধনে জনে প্রয়োজন নাহি তপোধন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি মুনি বিনা পুত্রধন॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতম-নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
আচম্বিতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছাপূর্ণ হৈল রাজা, যাহ নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥

মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল ॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুই জন ॥
একই সময়ে দুই রাণী প্রসবিল।
বিস্ময়ে এককালে দোঁহে নিরখিল ॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহি গেল ॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা কৈলা দাসীগণে ॥
চতুষ্পথে ফেলাইয়া দিল ততক্ষণে।
জরা নামে রাক্ষসী আইল সেই স্থানে ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার তাহার।
সংসারের গর্ভপাতে তার অধিকার ॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল ॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুই খান ধরিয়া নিরখে ॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল ॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী ॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে ॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন ॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্রে কোলে করি ॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের নৃপ, লহ এই আপন নন্দন ॥

পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি ॥
কে তুমি, কোথায় বাস, কি তোমার নাম।
কার কন্যা, কার ভার্য্যা, কোথা তব ধাম ॥
এত স্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
গৃহদেবী দিলা নাম সৃষ্টি-অধিকারী ॥
দানব বিনাশে মোর হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি রাজা করহ শ্রবণ ॥
আমারে সপুত্রা নবযৌবনা করিয়া।
যে জন রাখিবে গৃহ ভিত্তিতে আঁকিয়া ॥
জায়া সুত ধন ধান্যে সদা তার ঘর।
পরিপূর্ণ থাকিবেক, শুন রাজ্যেশ্বর ॥
তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন ॥
সমুদ্র শোষয় রাজা মোর এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে ॥
তব গৃহে পূজা লভি সন্তোষ আমার।
এই হেতু রাখিলাম তোমার কুমার ॥
এই বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষবান ॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ ॥
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ-চন্দ্র ॥
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হৈয়া ॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল, বলে মহাবল।
নিজ ভুজ-পরাক্রমে শাসে ভূমণ্ডল ॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্ভক তাহার।
সর্ব্বত্র বিজয়ী অস্ত্রে, অভেদ আকার ॥

তিন জন মহাবীর, অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে॥
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হৈল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ॥
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে।
মথুরা কম্পিত যেন গিরি বজ্রাঘাতে॥
সংগ্রামে সাজিয়া এল অষ্টাদশ বার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার॥
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র হাতে সেই হইল সংহার॥
মরিল মরিল হংস, হৈল এই শব্দ।
শুনি মগধের লোক হইলেক স্তব্ধ॥
ডিম্ভক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল, সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ॥
সহিতে নারিল শোক হৈল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিল শরীর॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর॥
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল।
যমুনার জলে সেও ডুবিয়া মরিল॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুই জন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে যদি থাকয়ে প্রত্যয়॥
পৌরুষ বৈভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে, সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডব-বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের হাতেতে দিলেন সমর্পিয়ে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে, রচিয়া পয়ার॥

ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের
গিরিব্রজে প্রবেশ।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
স্নাতক-বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিল পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী শর্করাবর্ত্ত বিষম সঙ্কট॥
সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা॥
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান তিন জনে।
মগধ রাজ্যেতে উত্তরিলা কত দিনে॥
চৈত্যরথ আদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরিব্রজ পুরী॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
গো মহিষ ধন ধান্যে শোভিত নগর॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি॥

পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিনগোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে॥
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন॥
দ্বারে আছে দুই নাগ শত্রু দেখি দংশে।
যার ভয়ে রিপু নাহি নগরে প্রবেশে॥
মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন, ভেরী রৈল মোর ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, নিবারিব দুই নাগে॥
ভীম বলিলেন মোর পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে, না যাইব দ্বার॥
এইরূপ বিচারিয়া তবে তিন জন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ॥
নাগের কারণে দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি॥
আইল ভুজঙ্গ-রিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কাঁপে যাহার গর্জ্জনে॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি॥
চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে ভীম কৈল আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িল করে।
অচল হইল গিরি মুষ্টির প্রহারে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ-দেশ॥
হাট বাট নগর চত্বর মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ॥
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা॥
তিন দ্বার লঙ্ঘি তবে যান অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর॥
যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে, যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাস-ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনা নিমন্ত্রণে অন্যে যাইতে না পারে॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড় হাতে।
আগুসরি অভ্যর্থনা করে কত পথে॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ আকার।
অস্ত্রচিহ্ন-লেখা আছে অঙ্গে সবাকার॥
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
ব্রতী বিপ্র হৈয়া কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধিচন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ॥
সত্য কহ তোমরা, কে হও, কোন্ জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্য জন।
চোর রূপে আসিয়াছ লয় মোর মন॥
চৈত্যগিরি শৃঙ্গ ভাঙ্গি বুঝি এলে প্রায়।
রাজদ্রোহ পাপ ভয় নাহিক তোমায়

কি হেতু আইলা কোন্ ভিক্ষা-অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে পূজা করি সবাকারে॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদ যেন জলদ-গর্জ্জন॥
পুষ্পমাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয়া কর্ম্মে বল কার বাঞ্ছা নয়॥
দ্বারে না আইলে হেন বলিলে বচন।
শক্রগৃহ-দ্বারে মোরা না যাই কখন॥
কোনরূপে শক্রগৃহে পশি মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিব সে কাজ॥
জরাসন্ধ বলে, মম না হয় স্মরণ।
কবে শক্র আমার তোমরা তিন জন॥
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে॥
কারো হিংসা নাহি করি, আমি মনে জানি।
কিমতে তোমরা শক্র, কহ দেখি শুনি॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক হিংসা জগতে বিদিত॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধি আনি বলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি হেন বিপরীত।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা, অধর্ম্ম চরিত॥
আপদভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জ্ঞাতি-হিংসা দেখিতে না পারি কদাচন॥
সেই হেতু আসিয়াছি দুষ্টের দমনে।
কতবার দেখিয়াছ, নাহি চিন কেনে॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার।
হারি পলাইলা সব করিলা সংহার॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুই জন॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ॥
নহে, যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে যেবা ইচ্ছা হয় তব মতি॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ এসেছ নগরে॥
এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণ।
যাহ গোপসুত, লজ্জা নাহি কি কারণ॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন॥
যেবা ভীমার্জ্জুন, দেখি অত্যাল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাও বালকদ্বয়, না কর সাহস॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বৃকোদরের অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
গোবিন্দ বলেন, মিথ্যা না কর বড়াই
তোমার বিচারে তোমা সম কেহ নাই॥
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে॥

তার অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে।
দূর কর দর্প আজি পড়িলা সঙ্কটে॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি।
ক্ষণেকে জানিবা আগে যাহ যুদ্ধভূমি॥
জরাসন্ধ বলে, যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ-বাঞ্ছা করিলে, করিব আমি রণ॥
কিরূপে করিবা রণ, কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্মে লিখে।
সৈন্যে সৈন্যে রথে রথে অথবা এককে॥
সেমতে করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যাহা লয় মনে॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর, লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ-দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর-লোক শুনি যুদ্ধকথা॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায় যেন মল্ল যুগলেরে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব চরিত্র॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হৈল জরাসন্ধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বৃত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ-রামে॥
কেশ-বাস সারি, করে গদা ধরি
দুই জন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব
আইলা মগধ-দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি হয়ে এলাম দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বাঁধি,
দুইজনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয় হানে॥

লোহিত নয়ন, লোহিত বদন,
নেহারে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
বজ্র সম চড় মুষ্টি ॥
উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম-জল অঙ্গে, রণ-ধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায় ॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অস্তুর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে, পুনঃ পুনঃ ঝম্পে
দোঁহা'পর দুই জনে ॥
ঘোর নাদ চট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদরে, চাপিয়া অধরে
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে ॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ-শির-পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখি সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
কেহ নহে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ,
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে তাড়ি, ভূমিতলে পাড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে ॥
যেন দ্বি-বারণ, বারণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি-বৃষভে, সুরভির লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে ॥
কার্ত্তিক-প্রথমে, প্রতিপদ-ক্রমে,
অহর্নিশি মত্ত রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না পায় ক্ষণে ॥

জরাসন্ধ বধ ও রাজগণের কারামোচন।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না পায় বিশ্রাম ॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোঙর ॥
অচল হইল অঙ্গ, হরিলেক জ্ঞান।
তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান ॥
পবন-নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম ॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ, কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার ॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
দুই পায়ে ধরি ফেলে ভূমির উপর ॥
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে ॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্র-মুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনে কম্পয়ে ধরাধরে ॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মূর্চ্ছা প্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
যথা শক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথা শক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥
ইহার মরণে আমি, না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায় ॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেইরূপে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥

বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত॥
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন॥
বজ্রমুষ্টি প্রহারিয়া ফেলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে॥
একপদ পদে চাপি আর পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল, সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন॥
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব নামে ছিল॥
ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে॥
তবে কর যুড়ি বহু করিল স্তবন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পুরন্দর।
তুমি আত্মা, তুমি শক্তি, তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি জলেশ্বর।
তুমি বায়ু, তুমি বল, তুমি চরাচর॥
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি তোমা।
চারি বেদে নাহি জানে তোমার তুলনা॥
এইরূপে বহু স্তুতি করিল কুমার।
ঈষৎ হাসিল তবে দেব গদাধর॥
আশ্বাসিয়া গোবিন্দ অভয় তারে দিল।
মগধ-রাজ্যেতে তারে দণ্ড ধরাইল॥
বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ।
একে একে ঘুচাইল সবার বন্ধন॥
নানা রত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ॥
সদয়-হৃদয় তুমি সেবক-রঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল, গর্ব্বীর গর্ব্ব-ভঞ্জন॥
অনাথের নাথ তুমি, হিংস্রকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্ত্যে অবতরি॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ, বেদে অগোচর।
সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর॥
যত দুঃখ দিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে॥
অভয় পঙ্কজ-পদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত-ভাষা, শুনিনু শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন, সবে যাহ নিজ রাজ্য॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবে সর্ব্বজন॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার॥
তবে জরাসন্ধ-রথ আনি নারায়ণ।
তিন জনে আরোহণ করেন তখন॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজা যার॥
ইন্দ্র হৈতে পাইল বসু মগধ-ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ, সে দিল কুমারে॥
সেই রথে আরোহিয়া যান তিন জন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিলা স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপরে।
খগপতি-ধ্বজ-রথ ঘোষে চরাচরে॥

শঙ্খনাদ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি॥
যুধিষ্ঠির-চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধ-রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হৈয়া হৃষ্টমন॥
সেই রথে আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকা-নগর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা-রস পাণ্ডব-চরিত্র॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়যাত্রা।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয়-যজ্ঞ-ভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ-যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেব-দত্তাম্বুজ,
চারি তুরঙ্গ ধবল॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেবে বাঞ্ছা করে,
হেলায় মিলিল মোরে।
এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিব সব রাজারে॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব-স্বামী॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল-বচনে, মাধব-স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে॥
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাথে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণে কনিষ্ঠ ভ্রাতে॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজন বাজে।
শঙ্খের নিঃস্বন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে॥
প্রথমে প্রবেশে, কুলিন্দের দেশে,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকুট বর্ত্ম, জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ্য নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ, সুধৃত ধনুক,
গুঞ্জা-হার মালা ভূষি॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা উর্দ্ধ ঝুঁটি
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম-কথা॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।

ভগদৎ-রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখি দুইজন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহুত ॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা সে আইলা কেনে ॥
বলে ধনঞ্জয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা।
করিলেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিবা তাঁরে কিছু পূজা ॥
যদি মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌জ্যোতিষ-অধিকারী ॥
হরিষে রাজন, দিল বহু ধন,
পার্থেরে পূজি বিশেষে।
লয়ে তাঁর পূজা, পার্থ মহাতেজা,
চলিলেন অন্য দেশে ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলুকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনে দিল বহুধন ॥
রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্নসিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত-রাজা
লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা ॥
ত্রিগর্ত্ত-মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ, রাজা যে কামদ
বৈসে কামগিরি-মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশে, নানা বর্ণ অশ্বে,
শুক-ময়ুরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
নৃপতি যবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহুদ্রব্য
নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত-গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব-দানব-পুরী ॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মানুষ কিন্নর, হইল সমর,
হৈল বিজয়ী কিরীটী ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেক বহু যক্ষ।

পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হৈয়ে আনন্দিত মন ॥
মান সরোবর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমর-নগরী, অপ্সর কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর
নাহি চান কারো পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশিস্ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, মহা কুতূহলে,
অতিশয় শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারত-ভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিব-নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময়-অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥
মানব-শরীরে, আসিলে এধারে,
কভু নাহি দেখি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা মতিমন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলে।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
হেথায় কি হেতু আইলে ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোক-গতি।
কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন,
বলেন দ্বারীর-প্রতি ॥
ধর্ম্ম-নরবর, ক্ষত্রিয়-ঈশ্বর
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
দেহ কিছু মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লয়ে ধনঞ্জয়, সানন্দ হৃদয়,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ-দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা-প্রবাল-রাশি।
বিবিধ বসন, গো আদি বাহন,
লয়ে কত দাস-দাসী ॥
জয় জয় শব্দে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম-অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।

করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইলাম যে যে দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদু-ভাষে।
আনিলেন যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥

—— ——

ভীমের দিগ্বিজয়।

পূর্ব্বদিকে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পাঞ্চাল-নগরে উত্তরিলেন যাইয়া ॥
দ্রুপদ-নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির-রাজা হেতু দিল বহু কোষ ॥
তথা হৈতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহ-নগরে যান গণ্ডকীর পার ॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ-প্রদেশে।
সুধর্ম্মা নৃপতি আসি পূজিল বিশেষে ॥
তাঁহারে পাইয়া প্রীত বীর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর ॥
অশ্বমেধেশ্বর মহারাজ রোচমানে।
পরাজয় করিলেন সমর প্রাঙ্গণে ॥
রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে।
পূর্ব্বদেশ অধিকার লাগিল করিতে ॥
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি।
চেদি-রাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডব-বাহিনী ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা আছে আসিবার কালে।
সম্প্রীতে মিলিও ভাই রাজা শিশুপালে ॥
সেই হেতু সাম্যরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর ॥
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোঁহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল ॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহুমান্য করি।
ত্রিদশ-দিবস রাখিলেন নিজ পুরী ॥
রাজকর মহানন্দে দেন শিশুপাল।
তথা হৈতে গেলেন সে উত্তর-কোশল ॥
অযোধ্যা-নগরে রাজা দীর্ঘশৃঙ্গ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম ॥
একদিন সংগ্রামেতে সে রাজে জিনিয়ে।
কোশল-রাজ্যেতে যান ধন-রত্ন লৈয়ে ॥
তথা বৃহদ্বল রাজা জিনি কুন্তীসুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত ॥
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমান্ গিরি।
সুবাহু নামেতে যেই কাশী-অধিকারী ॥
সুপার্শ্ব নিকট রাজপতি ক্রথ-আদি।
একে একে সবা জিনি নিল রত্ননিধি ॥
মৎস্যদেশ-ভূপতিরে জিনি বৃকোদর।
গেলেন উত্তরমুখে নিষাদ-নগর ॥
শর্ম্মক-বর্ম্মকগণে জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলা-পতি মণিমন্ত ধীর ॥
হেলায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি ॥
সহদেব নৃপতি লইয়া বহুধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন ॥
পুণ্ড্রাধীপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ-দলে ॥
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইলবহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনি কুন্তীসুত ॥
চন্দ্রসেন-রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর ॥

দিগন্ত পর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ ॥
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লৈয়া বহু ধন ॥
অগুরু-চন্দন ভোট-কম্বল বসন।
লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গ-বাজিগণ ॥
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানাজাতি পশু সঙ্গে যায় পালে পাল ॥
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড় করে ॥
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
ভাণ্ডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন ॥
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম-দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস ॥

সহদেবের দিগ্বিজয়।

যাম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া।
শূরসেন রাজ্যে আগে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রীতি-পূর্ব্ব বহুরত্ন দিল নরপতি।
মৎস্য দেশে হেলায় জিনিল মহামতি ॥
অধিরাজ দন্তবক্র মহা-বলধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর ॥
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই নৃপে।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ-অধীপে ॥
শ্রেণীমান রাজাকে জিনিল অবহেলে।
কুন্তীভোজ-রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ দলে ॥
কুন্তীভোজ-রাজা সহদেবের শাসন।
শিরোধার্য্য করিলেন হৈয়ে প্রীতমন ॥
অবন্তী নগরে বাস অনুবিন্দ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে করিল পূজা ॥
বিদর্ভ-নগরে চলি গেল পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক-নৃপতি স্থানে পাঠাইল দূত ॥
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।
নানা রত্নে সহদেবে পূজে যথোচিত ॥
কান্তার কোশলাধিপ নাটকেয় আর।
হেরম্ব মারুধ আর মঞ্জুগ্রাম সার ॥
বাতাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল।
কিষ্কিন্ধ্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল ॥
মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে দুই কপিপতি।
পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি ॥
শিলা বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর-মনুষ্যে থা হৈল মহারণ ॥
সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেব সনে।
দেখি দুই কপিপতি প্রীতি পাইল মনে ॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কি কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ ॥
বানর বলিল, এই কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
মনুষ্যে কি শক্তি যে ইহাতে হয় অরি ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হৈবে ॥
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত।
এত বলি রত্নরাজি দেয় শত শত ॥
যত রত্ন পাইল বীর, দিল পাঠাইয়া।
মাহিষ্মতী-পুরে বীর উত্তরিল গিয়া ॥
মাহিষ্মতী-পুরে নীলধ্বজ নামে রাজা ॥
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা ॥
সহদেব সহিত হইল মহারণ।
নীলধ্বজ নৃপের জামাতা হুতাশন ॥
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজমূর্ত্তি ধরে।
সর্ব্ব-সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে ॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন ॥
জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক কেন হৈল হুতাশন ॥

মুনি বলে নীলধ্বজ সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে॥
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগিনি॥
বিম্বোষ্ঠ আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার॥
দ্বিজমূর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে॥
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পর দার-দণ্ড॥
ক্রোধেতে আপন মূর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
আস্তে-ব্যস্তে উঠি স্তব করে নরবর॥
হৃষ্ট হৈয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল॥
বর মাগ নরপতি, যেই লয় মনে।
রাজা বলে, সদা মম থাকিবা সদনে॥
পর-চক্র যেন মোরে নহে বলবান্।
এই বর মাগি, আজ্ঞা কর ভগবান্॥
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায়॥
যতেক নৃপতি আসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতী-পুরে গেলে অবশ্য মরণ॥
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায়।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীলধ্বজ-রায়॥
সহদেব-সৈন্য দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
অচল পর্ব্বত প্রায় মদ্রসুতা-সুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্র-শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন॥
জাতবেদা হেতু দেব তোমার উৎপত্তি।
পাপহন্তা তব নাম সর্ব্বঘটে স্থিতি॥
রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখা শিখী।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ-আঁখি॥
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব-পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ॥
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি সবাকার হিত॥
সহদেব-স্তুতি-বশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমূর্ত্তি হইল তখন॥
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ উঠ কুরুপুত্র না করিহ ডর॥
এই নীলধ্বজ-পুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ॥
তুমি প্রিয়পাত্র মম, ক্ষমিনু তোমারে।
করিব তোমার কার্য্য জানিবে সাদরে॥
রাজারে বলিল, পূজা কর সহদেবে।
নানারত্ন ধন দিয়া পরম-গৌরবে॥
তবে নীলধ্বজ তারে পূজিল বিশেষে।
তথা হৈতে গেল বীর ত্রিপুরের দেশে॥
কৌশিক সৌরাষ্ট্র ভোজ কটকে পশিল।
ভীষ্মক-নন্দন রুক্মী সহ যুদ্ধ হৈল॥
যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন।
শূর্পাকর দেশে গেল দণ্ডক-কানন॥
সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ কিরাত-বসতি।
ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি॥
রাক্ষস আছয়ে বহু তাহার দক্ষিণ।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দন॥
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দীর্ঘ দুই কর্ণ, শরীর বিবর্ণ॥
কালমুখ হ্রস্বমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ন নিধি॥
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
একপাদ দেশে গেল অতি কুতূহলে॥

রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্‌।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্‌॥
সঞ্জয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট-কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি॥
দ্রাবিড় কেরল ওড্র আটবীর রাজা।
দূত-মুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা॥
সেতুবন্ধ দক্ষিণ সমুদ্র-তীরে গিয়ে।
বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠায়ে॥
সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষস-ঈশ্বর।
আজ্ঞা লৈয়ে ধন রত্ন দিল বহুতর॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর-নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
ধন-রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত মনে॥
দক্ষিণে পাণ্ডব-জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয়, কাশীদাস ভণে॥

———

নকুলের দিগ্বিজয়

পশ্চিম দিকেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বহুল
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক-টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার॥
রোহিতক-দেশে রাজা যে ছিল নৃপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি॥
রাজার পরম-সখা ময়ূর বাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমত সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে॥
বায়ু-অবতার অস্ত্র নকুল এড়িল।
মহা-বাতাঘাতে শিখি সব উড়াইল॥

অনল-অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখি, রাজা হৈল একা॥
ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন।
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন॥
মালব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর।
এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর॥
একে একে সব তবে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধুনদী-কূল॥
সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন।
সবারে জিনিল বীর মাদ্রীর নন্দন॥
খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ।
জিনিয়া সৌতিক-পুর করিল প্রবেশ॥
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য রাজা আদি সকল নৃপতি॥
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে॥
দ্বারকা-নগরে তবে পাঠাইলা দূত।
শুনিয়া হলেন হৃষ্ট দেবকীর সুত॥
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি।
কর পাঠাইলেন শকটে সব পূরি॥
একে একে সর্ব্বদেশে জিনিয়া নকুল।
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল॥
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার।
ভাগিনেয়ে আনি দেয় বহু পুরস্কার॥
প্রীতি প্রকাশিয়া তিনি আসিলেন বশে।
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছ-দেশে॥
দারুণ দুর্দ্দান্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন॥
বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
একে একে জিনিল সকল নৃপবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর॥

বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী॥
জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ-দলে॥
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা লৈয়া গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন-রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয়॥
পাণ্ডব-বিজয় কথা যেই জন শুনে।
তার জয় হৈয়া থাকে সর্ব্বত্র গমনে॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-বর্ণন।

সকল পৃথিবীপতি করি করদায়।
করেন পরমানন্দে রাজ্য ধর্ম্মরায়॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্মশীল প্রজার রক্ষক।
দুষ্ট চোরে দণ্ডদাতা শত্রুর দলক॥
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে॥
গবীতে অনেক দুগ্ধ, শস্য চতুর্গুণ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ॥
ব্যাধি-ভয় অগ্নি-ভয় নাহি সেই দেশে।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে নিবসে॥
ধন-ধান্য-জনে পূর্ণ হইল সংসার।
ধন্য ধন্য বিনা ধ্বনি নাহি শুনি আর॥
অসংখ্য অর্ব্বুদ গাভী দুগ্ধ করে দান।
চরাচরে উঠে পাণ্ডবের জয় গান॥
ধন রাখিবারে ভাণ্ডারে নাহিক স্থান।
কত শত ব্রাহ্মণে করেন নিত্য দান॥
তথাপি অক্ষয় ধন দেখিয়া ভাণ্ডারে।
ভাবেন সময় এই যজ্ঞ করিবারে॥
এহেন সময়ে কহে ধর্ম্মের বন্ধুগণ।
যজ্ঞ করহ নৃপ বিলম্ব অকারণ॥
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে॥
যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয়।
সময়ে না করিলে না হয় ফলোদয়॥
এই মত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ সনাতন॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

শারদ-কমল-পত্র, অরুণ-যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর-কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর-সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ-মণ্ডল॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বীত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট-শোভা, শত দিবাকর-প্রভা,
কর্ণক-বরণ পীতবাস॥
যুগপদ কোকনদ, অখিল-অভয়প্রদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
সেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ॥
পাদপদ্ম মোক্ষ-নিধি, যাহে জম্মে সুরনদী,
তিনলোক-পবিত্র-কারণ।
যাঁর পদ-চিহ্ন পেয়ে, অন্তরে অভয় হৈয়ে,
কালীয় বিহরে যথা মন॥
অঘা বকা কেশী কংশ, দুষ্ট-জন-দর্প-ধ্বংস,
বৃষ্ণি-বংশে দেবতা জম্মিল।

স্বভক্ত-কুমুদ-ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিল অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়-ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে,
চতুরঙ্গ-দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু লইয়া রতন-সেতু,
বিবিধ বাজন কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য-নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম-অধিকারী, পাঠাইল আগুসরি,
ভ্রাতৃ-মন্ত্রিগণ আস্তে-ব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন নিবেদন,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া
পূজিলেন যেমত বিহিত ॥
পাণ্ডব-নক্ষত্র-মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিল সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ-পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছে বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত-ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন মিলিল অনেক রত্ন
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥
নিশ্চয় আমাতে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি
সব দ্রব্য রাখি কোন্ স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমর-লোকে,
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈতে তরি স্বর্গকাম নাহি করি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল-গম্ভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥
এ মহী-মণ্ডল-মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈল সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী-বন্ধু-মাঝে, যে কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানে স্থানে করি নিয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হয়ে,
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যে ভক্তিঋদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছাকরেসিদ্ধি,
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান্ ॥

রাজসূয়-যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৈয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য-পুরোহিত-স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয়-যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যা কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥

পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সবান্ধবে সকলে করহ নিমন্ত্রণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি॥
ইন্দ্রসেন বিশোক ও অর্জ্জুন-সারথি।
তিন জন সংগ্রহ করহ ভক্ষ্য-বিধি॥
ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্য সাধিবারে।
আন ভাল ভাল বস্তু কাতারে কাতারে॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত জন-মনোহর॥
যখন যে চাহে, তাহা না করিবা আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতী-সুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত॥
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ॥
তাঁর যজ্ঞে আসে যে পৃথিবীর রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ॥
যম-ইন্দ্র-বরুণ-কুবের-আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজেশ্বর॥
যুধিষ্ঠির বলে, দেব কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্ স্থান॥
করিতে দেবেন্দ্র আদি দেবে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হৈবে কোন্ জন॥
গোবিন্দ বলেন, নাই অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী॥
অগ্নি-দত্ত রথ সেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপাম॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়ে কর নিমন্ত্রণ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন-ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য, যাইতে পক্ষী নারে॥
সে সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ।
কৈলাস-পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য-অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি বৈসে যত জন॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাহ যথা মৃত্যু-অধিকারী॥
তব ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে, না আসে নাহি হেন জন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী॥
যারে দেখ তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর॥
তথাপি যাইবে তুমি, অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ॥
নিমন্ত্রিয়া তাঁরে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর॥

নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায়॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ॥
এতেক বলিল যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন॥
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয়-যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে॥
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা নিজে ইন্দ্রসুত॥
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান॥

———

রাজসূয়-যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতা-সুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত॥
নানারত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটি কোটি শিল্পীগণ গড়ে নিরন্তর॥
দেবের মন্দির সম রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম-রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত॥
এক এক পুর-মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর॥
অশন-বসন শয্যা রাখে গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ, গন্ধে মন মোহে॥
কনক-রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ কৈল মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল-ফল॥
ভিন্ন ভিন্ন কৈল গৃহ চারি জাতি-ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে অনুপম॥
পেয় ভোজ্য নিয়োজিল ইন্দ্রসেন-আদি।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ-শকটে লক্ষ লক্ষ।
বৃষভে নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম॥
ময়-বিরচিত সভা অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান॥
তথিমধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ-মুনিগণ সবে দীক্ষা করাইল॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি-নিয়োজন॥
নকুলেরে কহিলেন, ধর্ম্ম-নরপতি।
হস্তিনা-নগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃদ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনা-নগরে॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥

হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ-দলেতে চলিল কুরুগণ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
আগুসরি আনিলেন আপন সমাজে ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয়-বচনে।
এ কার্য্য তোমার কহেন জনে জনে ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন।
স্থানে স্থানে তাহাদিগে কর নিয়োজন ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম-দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ-পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণে পূজিবারে দিলেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়ে ॥
দান দিতে দিলেন বিদুরে অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা-ভার ॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ-কোঙর।
তিন জন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর ॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্ব-দ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার ॥
উত্তর-দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
ষাইট-সহস্র যোদ্ধা তার সঙ্গে ছিল ॥
সাত্যকি দক্ষিণ-দ্বারে হৈল নিয়োজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভীড়ন ॥
পশ্চিম-দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত ॥
হাতেতে নিগড় বেত্র লৈয়ে সর্ব্বজন।
নানা অস্ত্র লৈয়ে করে দ্বারের রক্ষণ ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথি সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর ॥
রাজগণ-আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে ॥
এই মত সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥

দূত-মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ।
সসৈন্যে করিল তবে তথা আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হৈতে যত আসে নরপতি ॥
নানাবর্ণে নানারত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় ॥
কেহ কেহ নিল রত্ন পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট নৌকা পুরি।
নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি ॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নীলা ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল ॥
কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গবী অগণিত ॥
চতুর্দ্দোল করি নিল দিব্য নারীগণ।
তরুণ-শ্যামল-অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন ॥
অগুরু-চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তুরী।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পুরি ॥
এইমত কর লৈয়া যত রাজগণ।
দূত-মুখে শুনি মাত্র করেন গমন ॥

উত্তরে হিমাদ্রি, পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী॥
দিবানিশি পথ বহে না হয় বিরত।
পৃথিবীর সর্ব্বলোক একস্থানে স্থিত॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাদ্যধ্বনি।
ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী॥
জল স্থল উচ্চ নীচ, নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক-গতাগতি॥
চতুর্দ্দিক হৈতে আসে যত রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়॥
হিমাদ্রি সমুদ্র-তটে যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায়, কত অহর্নিশি আসে॥
রাজসূয়-যজ্ঞ-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত-নিবাসী।
লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধ ঋষি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সবর্ব জনে॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার॥
অনেক আইল ক্ষত্র, বহু বৈশ্যগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যতজন।
দুঃশাসন সহ থাকি বহু পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার॥
করয়ে পরিবেশন বহু সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন-ব্যাপার॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি॥
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে॥
খাও খাও, লও লও, এইমাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা, বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন॥
কর্পূর তাম্বুল আর যার যাহে প্রীত।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত॥
স্বর্গে ইন্দ্র-সহ আছে যত দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গ-রাজ আর বিভীষণ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি॥
অদ্ভুত দ্বাপর-যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতি-মাঝে পূর্ব্বে না হইল॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ-অভিষেক-কর্ম্ম কর মুনিগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে মুনিগণ।
নানা তীর্থজল লৈয়া ধৌম্য দ্বৈপায়ন॥
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর॥
স্নান করালেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান-বসন দিল চিত্ররথ আনি॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদীপতি রতন মুকুট পরাইল॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম-পাদুকা লইল।
খড়্গ-ছুরি লৈয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লৈয়ে দক্ষিণেতে॥

নারদাদি-মুনি-মুখে বেদ-উচ্চারণ।
দ্বিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য বাজালেন আপনি শ্রীহরি॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
সভাতে যতেক ছিল ঢলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন॥
শঙ্খনাদে মোহ হৈয়ে পড়িল ঢলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া॥
দ্বৈপায়ন-আদি মুনি ধৌম্য-পুরোহিত
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত॥
সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে, ভারতে এ গাথা॥

———

দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে
অর্জ্জুনের যাত্রা।

জন্মেজয় বলে, শুনি যজ্ঞ-বিবরণ।
কোন্ দিক হৈতে এল কোন্ কোন্ জন॥
কত সৈন্য সঙ্গে আসে কত কর লৈয়া।
পিতামহে কোন্ রূপে ভেটিল আসিয়া॥
দেব-নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি, ভাঙ্গ মনো-ধন্ধ।
পিতামহগণ-কথা যেন মকরন্দ॥
মুনি বলে, নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প কহি, শুন প্রধান প্রধান॥
কপিধ্বজ-রথে পার্থ কৈল আরোহণ।
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ॥
যতেক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সবা নিমন্ত্রিয়া যান পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম-রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি করি।
আর যত মহাজন বৈসে এই পুরী।
প্রত্যক্ষে সবারে আমি কৈনু নিমন্ত্রণ।
সবে ল'য়ে যজ্ঞস্থানে করিয়া গমন॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন-বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুন॥
ইন্দ্রলোকে যাব ইন্দ্রে কারতে বরণ।
কোন্ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাত জন॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ-রথে বৈসে হইয়া সারথি॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি॥
যজ্ঞ-হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হৈবে হরের গমনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামি রথ হৈতে।
উপনীত হন গৌরী-শঙ্কর অগ্রেতে॥
গৌরী প্রণমিয়া হরে করেন স্তবন।
হর বলিলেন, বর মাগ যাহে মন॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া শঙ্কর-গৌরী করেন স্বীকার।
নিশ্চয় যাইব মোরা যজ্ঞেতে তোমার॥
শঙ্কর বলেন, গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়॥

পার্ব্বতী বলেন, যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে যত রহে ত্রিভুবনে॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
এইনাম লৈয়ে তব সুপকারগণ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহু জন॥
অক্ষয় অব্যয় হৈবে অমৃত-সমান।
আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান॥
হর-পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয়॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন-গমনে।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন, কহ তাত কি তোমার কাজ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম-নরবর॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি॥
ইন্দ্র কহেন, যজ্ঞে করিব আগুসার।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার॥
এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ।
চারি মেঘ, অষ্ট হস্তী, সকল পবন॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ অন্য জনে কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন।
প্রণমিয়া অন্য দিকে করেন গমন॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্য সুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন॥

চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশিস্ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়॥
কোন্ হেতু হেথা তব হৈল আগমন।
কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব কর অবধান।
রাজসূয় যজ্ঞস্থলে হৈবে অধিষ্ঠান॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন।
সবাকারে লৈয়া যজ্ঞে করিবা গমন॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে॥
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে, মর্ত্ত্যে মরে যত জন॥
শুনি দেবঋষি-মুখে পিতৃ-বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয়-আরম্ভণ॥
এখন সে সব জনে না করি দর্শন।
কোথায় আছেন বল পিতা আদি জন॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
মৃতজনে দেখিবারে পাবে কি প্রকারে॥
জীয়ন্ত মৃতেতে হেতা নাহি দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন॥
যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিল মেলানি।
বরুণ-আলয়ে যান বীর-চূড়ামণি॥
পশ্চিম-দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্ম-যজ্ঞ-স্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবারে লৈয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে॥
বরুণ বলিল, যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন॥

কেবল দানব দৈত্যে নাহি অধিকার।
যত যত জন আছে আলয়ে আমার॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
বরুণ-বচনে তবে যান ধনঞ্জয়।
কত দূরে ভেটিল দানব-রাজ ময়॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহেন সকল।
পূর্ব্ব-উপকার স্মরি স্বীকার করিল॥
হেথায় নিবসে যত দৈত্যাদি দানব।
বলেন আমার যজ্ঞে লৈয়ে যাবে সব॥
এত শুনি ময় তারে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে॥
ইন্দ্র-যম-পুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস-ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ, তুমি কোন্ জন।
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন॥
রাজসূয়-যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে॥
তব যজ্ঞে যাইব, দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে আছে যত জন॥
তুমি যাহ, যথা তব থাকে প্রয়োজন।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজপুরে যান পুনর্ব্বার॥
রাজগণ-নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল।
শ্রুতমাত্র নৃপগণ সকলে আসিল॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপর্ব্ব সুধা-রস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে, সুধাসিন্ধু গাথা॥

বাসুকি-নিমন্ত্রণে অর্জ্জুনের পাতাল প্রবেশ।

জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে দেব নারায়ণ।
কহ কারে কারে তুমি কৈলা নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন তখন॥
গোবিন্দ বলেন, যাহ পাতাল ভবন।
শেষ-নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, পাতালে বাসুকি।
তোমা বিনা অন্যে যায়, এমন না দেখি॥
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা, যাহ তুমি তূর্ণ॥
গোবিন্দের বচনেতে বিলম্ব না করি।
পাতালে গেলেন পার্থ দিব্য রথে চড়ি॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক-উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উপনীত হন তথা পাণ্ডুর নন্দন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন, তব কেন আগমন।
প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুরাসুর সহ দেব যাবে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-আদি যত দিক্‌পতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হৈবেন সম্প্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয়-মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ, শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ-ফল পায় দরশনে যাঁর॥
যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা-শিব-আদি যত দিক্‌পালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে কত শত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণী॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
শাখা-পত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়া বন্ধন॥
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্দ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে, চাহিয়া।
আসিলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া॥
মস্তক-উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥

অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈবে, তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লৈব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু, বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন-অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
জুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি-অস্ত্র বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী, শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥
তবে শেষ, যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ-স্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বাসুকি আসিল আর তক্ষক কৌরব।
নহুষ কর্কট ধৃতরাষ্ট্র জরদগব॥
কোপন কালিয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজাক উগ্রক তুষ্ট রুষ্ট মহাশয়॥
নীল শঙ্খমুখ শঙ্খপিণ্ড বক্রদন্ত।
কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কালমহাবন্ত॥
পুত্র-পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য॥
পাঁচ সাত শির কার, ষট্ সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কাব আকার পর্ব্বত॥
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণিরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ॥
ঐরাবত-আরোহণে বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক-উপরে॥

অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
উনপঞ্চাশ বায়ু, সাতাশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা পুরোধা দণ্ড ক্ষণ ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি চলিল বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা ॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে ॥
চড়িয়া পুষ্পক-রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
চিত্ররথ তুম্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুব আদি ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক ॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্‌বুদা মোহিনী ॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভি সমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শুভ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত-নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকুট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥

রৈবতক যত গিরি গিরি মুনিশিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেবরূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিত ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা।
চিত্রোৎপলা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সবিতা ॥
ভৈরবী ভার্গবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আরো সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা শিবা কোলামুখ বংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শতনেত্রা জয়া ॥
ঝুমঝুমি কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগাদি ধরি কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ-বাহনে চড়ি যান প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যুপাশ।
আইল অমর-বৃন্দ জুড়িয়া আকাশ ॥
অদ্ভুত দ্বাপর-যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ ॥
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভুবন ॥
দিলীপ সগর ভগীরথ দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুরথ ভারত ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে ॥

উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লৈয়ে আইলেন সেই দেবগণ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শোভে জটাভার শিরে।
চরণ পরশে দাড়ি শিঙ্গা বাম করে॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যতদূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঁই থাকে॥
যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে॥
যার যেই বাঞ্ছা তাঁরে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায়॥
অশ্ব-আরোহণে, করে খর করবাল।
উনকোটি দানা লৈয়ে আসে ক্ষেত্রপাল॥
শতকোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আসে বিনতা-তনয়॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আসিলেন হংস-আরোহণে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

———

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাজ্য-পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি হৈয়ে হৃষ্টচিত।
যজ্ঞ-অঙ্গ-দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
চতুর্দ্দশ-সহস্র সেবকী মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা॥
অনেক লইল দাস দাসী সমুদয়।
সহস্রেক গাভী নিল মনোরম কায়॥
যুগল সহস্র বাজী, গতি বায়ু সম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্বরাজ্য দিব, হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ-দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানাবাদ্য শব্দে যার কাঁপে বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব-দ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল-অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন-বচনেতে রহে নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
দাস দাসী আর আনে রত্ন অগণন।
অশ্ব হস্তী আনে সবে বিবিধ বরণ॥
আজ্ঞা পেলে আসি হেথা করে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন-ভাণ্ডারীরে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লৈয়া আইস রাজনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমনি।
যেই মত আজ্ঞা করিলেন তেমনি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল কত শত নৃপবর॥

———

হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের আগমন।

ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা-তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়িম্বক-বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানারত্ন করিয়া সাজন॥
নানাবাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন।
ধবল মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন সহস্র-লোচন॥
মাথায় মুকুট মণিরত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ॥
উত্তর-দ্বারেতে উপনীত ভীম-সুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥
কেহ বলে, ইন্দ্র চন্দ্র কিম্বা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিম্বা কোন মহামতি॥
কেহ বলে, দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্র-লোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত॥
কেহ বলে, এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন॥
কেহ বলে, এই যদি হৈত হুতাশন।
তবে সে হইত ছাগ ইহার বাহন॥
বরুণ হইলে হৈত শুশুক বাহন।
সপ্ত-অশ্ব রথ হৈত হইলে তপন॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বা-কুমার॥
প্রবেশ করিতে তারে নিবারে দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল্ কেবা তুমি, এলে কোথা হ'তে॥
পরিচয় দেহ, বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে॥
ঘটোৎকচ বলে, আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ॥
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার।
জননী সহিত এলো হিড়িম্বা-কুমার॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন, আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্ষতী॥
যত দ্রব্য আনিয়াছ দেহ দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইক্ষণে॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ-ভিতর।
ঘটোৎকচে লৈয়া গেল রাজার গোচর॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
অলঙ্কারে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ।
বিনামেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ॥
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তি বসিতে বলিল॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন-সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী অন্তরে কুপিল॥

দুই সতীনের ঝগড়া

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ পায়, যার যেই রীতি॥
কি আহার, কি আচার, কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস, তোর না জানি কারণ॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
তুই ত ভজিলি সেই ভ্রাতৃহন্তা জনে ॥
সতত ভ্রমিস্ তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রবৃত্তি, তায় নাহিক বারণ ॥
সন্ধানিয়া বেড়াস্ ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্য-জালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ॥
অকারণে পাঞ্চালী করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে, জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যা দান ॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম ॥
বীরধর্ম্ম-করিল লোকেতে অনুপাম ॥
শত্রুরে যে ভজে, তারে বলি ক্লীব জন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥
আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তব বিবাহের আগে বিভা হৈল মোর ॥
একা রাজ্যভোগ কর হ'য়ে পাটরাণী ॥
দিনেক দেখিয়া মোরে হৈলে অভিমানী ॥

পঞ্চজন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্রে আছি মোরা বধূ নয় জন ॥ *
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
অষ্ট জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ॥
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা।
কি হেতু নিন্দহ মোরে বলি স্বতন্তরা ॥
পুত্র ঘটোৎকচ মোর বনের ঈশ্বর।
পুত্র-গৃহ-বাসে কভু নহি স্বতন্তর ॥
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে ॥
শেষকালে পুত্র রাখে, আছে হেন রীত।
বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী-পূজিত ॥
মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মোর পুত্র সবে কৈল বশ ॥
রাজসূয়-যজ্ঞবাঞ্ছা লোক মুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ॥
রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডু-পুত্রগণ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥
বকের অপত্য ভ্রাতা আছে যত জন।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ ॥
এইত বিচার তারা অনুক্ষণ করে।
এ সকল বার্ত্তা আসে পুত্রের গোচরে ॥
চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন ॥
লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥

* মূল সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চ-পাণ্ডবের সর্ব্বসমেত ৯টী পত্নী যথা:—হিড়িম্বা (ভীম), দ্রৌপদী (পঞ্চ-পাণ্ডব), দেবকী (যুধিষ্ঠির) বলধরা (ভীম), উলূপী চিত্রাঙ্গদা সুভদ্রা (অর্জ্জুন) করেণুমতী (নকুল) ও বিজয়া (সহদেব)।

সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্র-প্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা॥
এতেক হিড়িম্বা যদি বলে কটুত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর॥
পুনঃপুনঃ যতেক কহিস্ পুত্র কথা।
পুত্রের করিস গর্ব্ব, খাও পুত্রমাথা॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল॥
আমার নির্দ্দোষ পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র, যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হৈবে নাশ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু-প্রায়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায়॥

দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারে বিভীষণের অপমান।

পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে লঙ্কার ঈশ্বর।
হরষেতে রোমাঞ্চিত হৈল কলেবর॥
যাঁর কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে॥
সর্ব্বতত্ত্ব-অন্তর্য্যামী ভকত-বৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল॥
তাঁর অনুগত আমি, বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ॥
এতভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে।
যতেক সুহৃদ্‌গণে বলিল ডাকিয়ে॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর নিজ পরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব ধনরত্ন লহ, দিব দামোদরে॥
হেরিব নয়নে আজি কমল-লোচন।
জন্মাবধি-কৃত পাপ হৈবে বিমোচন॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী-বাজনা।
শত শত শ্বেতচ্ছত্র, না যায় গণনা॥
দক্ষিণ-দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ॥
বিকৃত আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
দুই তিন মুখ কার, অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা, চক্ষু যেন কূপ॥
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময়-বদন॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি॥
কোথায় দেখহে একপদ নরগণ।
দীর্ঘ-কর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন॥
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃত-আকার॥
কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্র কেশ দেখে কত আর॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ॥

কোটি অশ্ব কোটি হস্তী, কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হয় অবিরত॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা ভাবে মনে-মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব-দানবেতে একত্র খেলায়॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা॥
রাক্ষস পাইলে নরে করয়ে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ॥
দুইভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি॥
কে কারে আনিয়া দেয়, নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ॥
পরিবার-লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ॥
আগুসার গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে॥
কত দূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি॥
দুইভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুইকর যুড়ি॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
কে আইল, কে যাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়॥
দূরে থাকি নিরখিল রক্ষ-অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে স্তুতি করে করযোড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে॥

দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরি দেন প্রীতি-আলিঙ্গন॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দেতে অশ্রুধারা বহে নিরন্তর॥
নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ॥
গোবিন্দ বলেন, আসিয়াছ যেই কাজে।
মম সঙ্গে ভেটিবারে চল ধর্ম্মরাজে॥
বিভীষণ বলে, কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল॥
তোমার কমল-অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ-বাঞ্ছিত সে অন্য কোন জন॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল, সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি, আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন, যে করিল আবাহন।
যার দূত-সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥
তবে বিভীষণ কহে, বিনয় বচন।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ॥
তব আজ্ঞা মানি পাণ্ডবে দিয়াছি কর।
অন্য কি, তোমার নামে দিব কলেবর॥
চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা, হেন ঘটাইল বিধি॥
বিশ্বের ঠাকুর তুমি, মনে হেন জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি॥

যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্য-জন ঠাঁই॥
গোবিন্দ বলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
যাঁর দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব-গুণধাম।
এ তিন ভুবনে আছে খ্যাত যাঁর নাম॥
প্রতাপে যাঁহার ইন্দ্র-আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল॥
উত্তরে উত্তর-কুরু, পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা আদি॥
নাহি দিল, না আসিল, নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আসিল, যত আছয়ে অবনী॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে॥
উর্দ্ধরেতা সহস্র-দশেক সদা সেবে।
আছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে॥
স্থানে স্থানে রন্ধনাদি হয় অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ বিপ্রবর ভুঞ্জে এক স্থান॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ হয় যে তখন॥
হেনমতে মুহুর্মুহুঃ হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মাযুত রথ তুরঙ্গ অনন্ত॥
লক্ষ নৃপতির পঙ্ক্তি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন॥
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও লও, ধ্বনি চারিভিতে॥

মনু-আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি॥
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি, যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি॥
স্মরণে সুমতি হয়, নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে॥
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল, লৈয়া করাব দর্শন॥
বিভীষণ বলে, প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-পদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায়॥
মম পূর্ব্ব-বিবরণ জান গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর॥
স্মরিব তোমার নাম, সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিত অন্য জনে মান্য না করিব॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ আগেতে শ্রীপতি॥
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া ছাড়ি দিল বাট॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিল নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে॥
গোবিন্দ বলেন, দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে॥
সাত্যকি বলিল, প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজ-রাজ্যেশ্বর থাকে যাম্যন্তিত॥

মৎস্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি॥
অগণিত সৈন্য যাঁর ধনে নাহি অন্ত।
কর লৈয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত॥
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ, নৈষধ মহাতেজা॥
কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকুল-বাসী।
গোশৃঙ্গ ভ্রমণ আর রুক্মী ঔড্রদেশী॥
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজ বাজী, কোটি কোটি রথ॥
নানারত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া॥
ত্রিশ-সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
পুরুজিৎ-নামে রাজা পাণ্ডব-মাতুল।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল-নকুল॥
তার সঙ্গে গেল জন কত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িবারে নারি কদাচন।
আজ্ঞা আনি লৈয়া যাহ রাজা বিভীষণ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত-অরবিন্দ॥
তথা হৈতে চলি যান সহ লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা-কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভিষণে দ্বারে নিবারিল॥
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র, রাবণের সহোদর॥
রাজ-দরশন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত॥
ঘটোৎকচ বলে, শুন দেব চক্রপানি।
আমি কি করিব, তুমি জানহ আপনি॥
বাইশ-সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ-কোঙর।
মহা মহা নাগ সঙ্গে শেষ বিষধর॥
সহস্র-বদন শোভে নাগ-অধিকারী।
এইখানে ছিল তেঁই দিন দুই চারি॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত, নাহি চায় পাছে॥
গিরিব্রজ-পুরপতি জরাসন্ধ-সুত।
জয়সেন মহারাজ বহু সৈন্যযুত॥
নব-কোটি রথ নব-কোটি মত্ত হাতী।
ষষ্টি-কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি॥
নানারত্ন আনিলেন নানা যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি॥
অহর্নিশি নৌকা বহে, সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানি॥
বিংশতি সহস্র রাজা যজ্ঞেতে আসিয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ-শত নৃপবর॥
তিন-কোটি হস্তী সঙ্গে, তিন-কোটি রথ।
তিন-কোটি আসোয়ার, গতি বায়ুবৎ॥
নানা যান করি নানা রত্ন সঙ্গে লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া॥
দীর্ঘযজ্ঞ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন-কোটি রথ সঙ্গে, তিন-কোটি হাতী॥

সপ্ত-শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লৈয়া দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা॥
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বূক।
মণিদন্ত দণ্ডধর নৃপতি মটুক॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্গব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে, তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন সব বারিত হইয়া॥
বিনয়ে অনুরোধ করেন যেইজন।
রাজারে জানাই গিয়া তাঁর বিবরণ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
সেই জন পায় তথা, করিবারে গতি॥
মুহূর্ত্তেক রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায়॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়ে দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিয়াছে মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া॥

এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে ছাড়ি বিভীষণে॥
আনহ অগ্রেতে রাজ-অনুমতি হরি।
জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ, নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চারিজন রাজার প্রাণদান।

বিভীষণে সঙ্গে করি যান গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম-অনুচর॥
চারিজন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি কোপভরে যায় চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব, তোমরা কোন্ জন।
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন॥
চরগণ বলে, মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নৃপবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥
না বলিয়া এখন যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধপথ হৈতে মোরা আনি ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥

এই হেতু চারিজনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইল চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
আগে আগে যায় দূত, পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন আসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
সবাকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন, মুক্ত করে দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলে আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে, শুন দেবকী-নন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কেমনেতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্টপণ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখাবে।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্ম ধ্বংস হবে॥
ইহার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
বাহুবলে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শান্তি আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিবে কত দিনে॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমল-লোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
সেই হেতু তিন লোক একত্র মিলিল॥
শান্তি না আচারি তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে, এই রাজসূয় সত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র॥
লক্ষ লক্ষ জন মধ্যে আছে ভালমন্দ।
একত্রিত হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হৈবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবা প্রবোধ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি আছ একেশ্বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে দেখিলাম আমি সর্ব্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে একদিকে সবে হয়।
নিবারিব একা আমি কিবা তাহে ভয়॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি, যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥
গোবিন্দ বলেন, সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
বহু অপমান পাইয়াছে দুষ্টগণে॥
এত বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে।
তথা হৈতে যান চলি লৈয়া বিভীষণে॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

— — —

উত্তর পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের অপমান।

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ, শুনেছ শ্রবণে ॥
এমত সম্পদ কি পেয়েছে কোনজনে।
আমা হেন জনে রাখে যার দ্বারিগণে ॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র-আদি করি সবে যাঁরে কর দিল ॥
বিভীষণ বলে, দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হয়েছে বহুত ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
চৌদ্দ ভুবনের লোক একত্র হইল ॥
আর যত যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র-আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল ॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ ॥
ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য, তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নিমিষে প্রলয় কর সৃষ্টি সংহারি ॥
ব্রহ্মপদ কীট প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর, তাহা কে করিবে আন ॥
ইন্দ্র-আদি-পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে, তারে কর ক্ষমা ॥
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন্ প্রয়োজন ॥
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥
মানস হইল পূর্ণ, সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
তব আজ্ঞা হৈলে প্রভু, যাই নিজরাজ্য ॥
বিভীষণ-বাক্য শুনি বলে চক্রধর।
কত আর তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ, না হয় উচিত ॥
নিমন্ত্রণ করিল যে, তারে না ভেটিয়া।
যদি যাহ, জিজ্ঞাসিলে কি বলিব গিয়া ॥
তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক, সেই কৃষ্ণে ভেটি গেল ॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেক রহিয়া কর রাজ-দরশন ॥
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর-দুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে ॥
উত্তর-দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
অনিরুদ্ধ বলে, দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এখনি মাদ্রীর পুত্র হেথা আসিবেক ॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা হৈল লয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা-অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি ॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥

প্রত্যক্ষ দেখহ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি ॥
প্রাগ্ দেশ-অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব-কোটি রথ সঙ্গে, কোটি গজ মত্ত ॥
বিংশতি-সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার অযুতেক হাতী ॥
নানারত্ন কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা রোহিত বৃহদ্বল ॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদ শিব মহারাজ সিন্ধু ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
ত্রিশ-কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ-কোটি রথ ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল ভূপে দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥
নানারত্ন কর লৈয়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
পুত্র-পৌত্র ব্রহ্মার এসেছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত, কে করে গণন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্ম-ঋষি দেব-ঋষি আইল বিস্তর ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হূহূ।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু ॥
যক্ষরাজ সহ এল, কত লব নাম।
আসিয়াছে, আসিতেছে, নাহিক বিরাম ॥
দুই এক দিন সবে দ্বারে রহি গেছে।
রাজ-আজ্ঞা-মাত্র সবে দুই এক আছে ॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মে দেব বহু বিঘ্ন আছে ॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার ॥

বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার, আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম-দুয়ার ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হৈয়ে নাহি মোরে করিল সম্মান ॥
নাহিক উহার দোষ, কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড, ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি, নাহি পরাপর ॥
চলহ পশ্চিম-দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
আর কহি বিভীষণ, না হও বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম-নরপতি ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির ॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি করাব নত, এবা কোন্ ছার ॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর ॥
এই চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম-দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন ॥

দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার॥
অসংখ্য ভাণ্ডার যেন শোভে গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর॥
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘনে ঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত॥
যত দ্রব্য আসে, তত দিতেছে সকল।
পুনঃপুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল॥
কত জনে কত দেয়, নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথ্বী দিয়া বহু দান॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্য্যোধন।
কহ কোন্ হেতু দাণ্ডাইয়া নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর॥
দুর্য্যোধন বলে, কৃষ্ণ নাহি তার দোষ॥
আপনি জানহ প্রভু ভীমের আক্রোশ॥
হেথায় দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম-দিকেতে বৈসে যত রাজচয়॥
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত।
শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত॥
পঞ্চকোটি হস্তী সঙ্গে দশ-কোটি রথ।
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
মালব-ঈশ্বর শিবি পুষ্কর নৃপতি।
পঞ্চশত রাজা আছে দোঁহার সংহতি॥
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাত।
কত অশ্ব আছে কেবা করে দৃষ্টিপাত॥
নানাবর্ণ রত্ন লৈয়ে দুয়ারেতে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে॥
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্ধ্য নরপতি অমর কণ্টক॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ॥
চারি জাতি প্রজা এল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সবে বারিত হইয়া॥
চিত্রসেন রাজা দেখ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ত্রিশ-কোটি রথ ত্রিশ-কোটি যে কুঞ্জর॥
নানারত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর॥
বসুদেব সহ আসে যত যদুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিও দুই দিন রহিলেন দ্বারে॥
আসিবা মাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবার।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে দ্বারী ছাড়ে দ্বার॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন॥
ক্ষণমাত্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে॥
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা, রাজা ধন্য কৈল কত॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবেরের ধন॥

তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম-অধিকার॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণ-মুখ দেখি॥
জন্মে জন্মে কাশী আদি নানাতীর্থ সেবে
তপঃক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে॥
পঞ্চ মহাপাতকী শ্রীমুখ যদি দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে॥
শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন।
সংসারেতে নর-জন্ম তার অকারণ॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ॥
পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ॥

———

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে সকলের মূর্চ্ছা।

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ শুনি অনন্তর কি প্রসঙ্গ হৈল॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ॥
পথশ্রম হয়েছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা-পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রম হৈল কলেবর॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে উপনীত মাদ্রীর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
তারে ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সমাচার॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ-সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ॥
সহদেব বলে, শুন দেব দামোদর।
তুমি গেলে আসিলেন যতেক অমর॥
সকলের হইয়াছে রাজ-দরশন।
তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব্বজন॥
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষা-নন্দন॥
সভামধ্যে প্রবেশেন দেব নারায়ণ।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া উঠে সর্ব্বজন॥
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টিমাত্র সবে পড়ে বায়ুভরে॥
কত দূরে পড়ি গেল করি কৃতাঞ্জলি।
মহা-বাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রক্ষ খগবর॥
একজন বিনা আর যে ছিল যথায়।
কত দূরে পড়ি সবে হৈল নম্রকায়॥
শতেক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দ্দন।
যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট-ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥

সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণি-শোভিত হৃদয়॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
কত শত মুখে তারা স্তুতি বাণী পড়ে॥
সহস্র সহস্র-চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে॥
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগীরূপ হৈয়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ॥
যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি।
অচেতন হৈয়ে সবে যায় গড়াগড়ি॥
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ॥
করযোড় করি বলে দেব ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ যুড়ি॥
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
স্তুতি করি নমে তোমা ধন্য তুমি তাত॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা অগণন।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্ট জন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি পক্ষগণ॥
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রাজ-ঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর॥
সিন্ধুগণ সহ দেখ যত নদ-নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমর-বিবাদী॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
ধূলিতে সহস্র শির যায় গড়াগড়ি॥
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান॥
গন্ধর্ব্ব ধবল অশ্ব দিয়া চারিশত।
ওই দেখ প্রণমিছে রাজা চিত্ররথ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর॥
তার বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ॥
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ॥

বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত শরীর ॥
নয়ন-যুগলে পড়ে, শতধারা নীর।
মুহুর্ম্মুহু অচেতন হয় পাণ্ডুবীর ॥
ধৈর্য্য ধরি বলেন রাজা গদ্গদ-বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িত-জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষিত অঙ্গ মাঝে ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক-পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোক-নাথ ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মজন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
তব পদ সবাকার বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা, এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা সবে ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূল্যে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে, ভকত আমাতে।
সেইজন মুক্তি লভে এই সংসারেতে ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিলেন কত স্তুতি-বাণী ॥
মোহিলেন মায়াবশে পুনঃ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ ॥
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥
সহদেব থাকি বলে, উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহুদিন হৈল আছে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লৈয়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারত মণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি ॥
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ।
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন ॥
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাক নিজ দেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্নজল-হীন ॥
না জানি না বুঝি নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি
লজ্জায় মলিনমুখ শেষ-অধিপতি ॥
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লৈয়া গেলা দেবগণ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার

———

রাজগণের যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইসহ লৈয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণমিয়া রহে সর্ব্বজন ॥
বসিবারে আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্র-সভা হৈতে শোভা হইল তখন ॥
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া ॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন ॥
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সবে হইবে সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন ॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

———

শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা।

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধারস রাজসূয়-যজ্ঞের কথন ॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ ॥
সাক্ষাতে হইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে ॥
ব্রাহ্মণেরে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ ॥
যে রাজ্য হইতে আসে যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন ॥
তাহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল গবী বৎসপাল ॥
কেহ অশ্ব গজপৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥
দক্ষিণা পাইয়া দেশে গেল দ্বিজগণ।
ধর্ম্মপুত্রে চাহি ভীষ্ম বলেন বচন ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে ॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র করে লৈয়ে সম্মুখে দাঁড়াল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ পিতামহ।
কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণি বংশে বিষ্ণু-অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র-আদি পূজা করে যাঁর ॥
সর্ব্বাগ্রেতে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥
ভকতবৎসল তিনি কৃপা-অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর ॥

তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ-শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ-চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি॥
রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার॥
সভাতে আছেন রাজা রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার॥
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব।
সহজে বালক বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব॥
রাজসূয়-যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলা পূজা॥
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন্ রীতি॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ পূজিতে চাহ যদি রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর॥
যোদ্ধা বলি পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ॥
প্রিয়শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর॥
অশ্বত্থামা কৃপ শল্য ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি॥
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্ব্ব রাজা॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে॥
অর্থ-গর্ব্বে ভুজ-গর্ব্বে কৈলে হেন বাসি।
ভয়ে কিম্বা লোভে মোরা কেহ নাহি আসি॥
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু মো সবার আগমন॥
নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তব হৈল সমাধান॥
হে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা॥
অন্ধ-স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত॥
দুষ্ট ভীষ্ম, দুষ্ট কৃষ্ণ, দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বাক্য।

শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাও সব নৃপবর॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে॥
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণ আদি সবে আনন্দ-বিধান॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব॥
ভীষ্ম বলিছেন, শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
মান্যযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার॥
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প তার জ্ঞান।
রাজগণ মধ্যে না লিখিবা তার নাম॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য, যাঁরে পূজা করে বিধি॥
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধলোক-মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
জন্ম হৈতে কৃষ্ণের মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর॥
পূর্ব্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবানে করি যে পূজন॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্য ধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে দেব দামোদরে॥
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥
প্রকৃতি অব্যক্ত কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে॥
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
অপ্রমেয়-পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন॥
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া॥
রাজনীতি-বুদ্ধিবলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ সবার মধ্যে সবে পাছে॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাশন॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ॥
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব।
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে॥
রাজগণ-আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায়॥
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল বুঝি অনর্থ ঘটিল॥

ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়॥
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা না করিহ ভয়।
প্রথমে কহেছি আমি ইহার উপায়॥
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখ রাজগণ।
শৃগালের সম দেখে দেবকী-নন্দন॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জায় শৃগালগণ তাহার নিকটে॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাঁহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব॥
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষ-সুত।
কটু বাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
বৃদ্ধ হৈলি নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার ওরে।
বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয়॥
কুরুগণ-মধ্যে তোমা দেখি এই মত।
অন্ধ যেন অন্ধ স্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ॥
কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর।
তাহার মহিমা যত কার অগোচর॥
তার আগে কহি, নাহি জানে যেই জন।
নারী পূতনায় দুষ্ট করিল নিধন॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার॥
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয়॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপগণে॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন॥
স্ত্রীলোক গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিৎ না করি প্রহার॥
স্ত্রীলোক পূতনা মারে, বৃষ মারে মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে॥
মাতুলহন্তা স্ত্রীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হৈল তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ॥
কাশীরাজ-কন্যা অম্বা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ॥
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঁয়াইল॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোন রূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ করো অধোগামী॥

বেদ পাঠ ধ্যান ব্রত যোগযাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার:আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ তোর কুপথ বিধান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি হংস-বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ॥
হংস-যূথ-মধ্যে এক বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর পুণ্য কর বলে সর্ব্বলোকে॥
অহর্নিশি হংসগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চড়িয়া বেড়ায়॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন।
সেইরূপে মারিবে তোরে যত রাজগণ॥
আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারা হৈলি বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে॥
বৃদ্ধ হৈয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন।
ধিক্ ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিৎ না বুঝিল ইহার সংহতি॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রয়েছিল সমুদ্র-ভিতর॥
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল-প্রকৃতি॥
লপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্মহীন অসম্ভব কথা বল কেনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে, যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তব বুদ্ধি-দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন কুমার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপে।
সিংহাসন হৈতে বীর উঠে এক লাফে॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি॥
দুই হস্ত ধরে তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন॥
বহু বহু মিষ্টভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল॥
না পারিল ভীম, হস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্পজ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী॥
ডাকি বলে, আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ॥
কৌতুক দেখুক যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত কথন ও শিশুপালের ক্রোধ।

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প লাগে বাপ মায়॥
জাতমাত্র ত্যজিবারে কৈল তারা মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্যে আসুরী-বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না কারহ ভয়, কর ইহারে পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
দুই ভুজ চক্ষু যাবে পরশনে যার।
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদীর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
সবাকার কোলে দেয় আপন নন্দন॥
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী।
তার গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়ে দিল কৃষ্ণকোলে।
দুই হস্ত খসি পড়ে অমনি ভূতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্ক হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপু আজ্ঞা কর মোরে॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে যে দেহ হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা না ভাবিও মনে।
কোন্ বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার॥
কৃষ্ণ বলে, না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু থাকিতে অন্ধ॥
তোমারে ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হেন জন কেবা আছে সংসার ভিতরে
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে॥
কু-বচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেহ নারে সহিবারে॥
বিষ্ণু-অংশ আছে কিছু ইহার শরীরে।
তাই তৃণবৎ-হেরে আমা সবাকারে॥
নিজ অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ।
তোর যত গালি সহি তাহার কারণ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ॥

লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ ॥
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন ॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এক্ষণে ॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
মনোমত বর তবে পাইতে এতক্ষণ ॥
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য-দীপ্তিমান ॥
অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে যে পেতে ভাল বর ॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতা পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥
রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল ॥
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মী দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ ॥
বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে হৈত বড় কার্য্য ॥
ধিক্ ধিক্ বুদ্ধি তব কি বলিব আর।
ভুলিঙ্গ পক্ষীর সম চরিত্র তোমার ॥
ভুলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে ॥
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্মে ভাই কভু ভাল নয় ॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ হয় পাছে।
মোর কথা নয় ইহা শাস্ত্রে হেন আছে ॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভুলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া ॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষ্য-মাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে ॥
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লৈয়ে খায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিখায় ॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভুলিঙ্গ-জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন ॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যমঘরে ॥
অসহ্য এই কটুবাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির ॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণে স্তুতি কার হেন বলিলি বচন ॥
চতুর্ব্বেদে চতুর্ম্মুখ সীমা নাহি পায়।
পঞ্চমুখে ভোলানাথ যার গুণ গায় ॥
সহস্র বদনে শেষ যাঁরে করে স্তুতি।
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি ॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ গুণগান।
সংসারেতে পাপতনু ধরে অকারণ ॥
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণ-গুণ স্তুতি ॥
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন ॥
এ সভার মধ্যে যত দেখি রাজগণ।
তৃণবৎ হেন আমি কাঁরি যে গণন ॥
এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন ॥
সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ।
দুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ ॥
গর্ব্বিত দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম পাপাচার।
পশুর মতন এরে করহ সংহার ॥
কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লৈয়ে পোড়াও ইহারে ॥

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শুন রাজগণ।
মুখেতে গর্জ্জন কর সব অকারণ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥
কেবল না ডাকি রণে দৈবকী-নন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল-দেহে।
সেই অংশ শ্রীগোবিন্দ যাবত না লহে॥
তাবৎ পর্য্যন্ত সবে হয়ে থাক স্থির।
পশ্চাতে পাঠাব সব যমের মন্দির॥
ভীষ্মের বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল॥
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোরে পূজা কৈল কেন ত্যজি রাজগণে॥

শিশুপাল বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপন।

এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্টজন॥
যাদবীর গর্ভে জাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিয়াছে যাদব-অপকার॥
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে॥
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা নগরে॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে॥
লুঠিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয়।
কহ দেখি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয়॥
তবে কত দিনে পিতা অশ্বমেধ কৈল
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ তুরঙ্গ ছাড়িল॥
যদুগণে নিয়োজিল অশ্বের রক্ষণে।
ঘোড়া হরি লৈয়ে গেল এইত দুর্জ্জনে॥
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্ব্বজনে।
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে॥
বভ্রুনামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট-কাহিনী।
ভদ্রা নামে ছিল কন্যা যাদব-নন্দিনী॥
বসুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ মায়ায়॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়ে গেল এই দুরাচার॥
ইত্যাদি অনেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃষ্বসার সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে।
প্রত্যেক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক-নৃপ-সুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ চণ্ডালেতে কভু নাহি পায়॥

এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে॥
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহুদিন নাহি হয় জানে সর্ব্বজন॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুনঃ সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ, দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
বরপূর্ব্বা কন্যা হরিয়াছে কোন্ জনে॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে হন কর্ম্ম বলহ আমারে॥
গোকুলে করিলি যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলি পরের দার যত ব্রজাঙ্গনা॥
কিবা তোর ক্রিয়া কর্ম্ম কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুনঃ করি অহঙ্কার॥
শিশুপালের বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি॥
ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে করিবা আমা প্রতি॥
এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন-মহাচক্র অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশুপাল-শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর।
দেখি চমৎকৃত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপালের অঙ্গ-তেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
একদৃষ্টে দেখিছেন যত রাজগণে।
পুনঃ আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত॥
বিনা মেঘে বরিষয়ে গগনেতে জল।
কম্পিত নির্ঘাত শব্দে হৈল চলাচল॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে আকুল হয়ে সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন কোন রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর॥
শিশুপাল-পুত্রে করি চেদীর ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কাজ।
লক্ষ রাজা উপরেতে হৈল মহারাজ
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষে।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশে॥
নৃপতিগণের বাক্য শুনি ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
আগুসরি কত পথ যাহ জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধনের স্বগৃহে গমন।

রাজগণ নিজরাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল, মম ভাগ্যোদয়॥

অপ্রমাদে রাজ্য কর, পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোক করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর, যাই আমি দ্বারকা-ভুবনে।
হইল সাম্রাজ্য-লাভ তব পুত্রগণে॥
কুন্তী বলিলেন, তাত এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত॥
এত বলি কৃষ্ণশিরে করেন চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন॥
শুভক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম-নরপতি॥
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥
নানারত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী॥
অমূল্য রতনে বিমণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনা-ভুবন॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাতে জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন॥
তথা হৈতে কতদূরে গেলে নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থর থর॥
স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
স-বসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
নিবৃত্ত করিল যত লোকজন হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন-কলেবর।
বাহির হইব তবে চিন্তিল অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী-কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে, না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক-মণ্ডন।
দ্বার বোধে সেই দিকে চলে দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজী পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠাইয়া দিল দেখাইতে দ্বার॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর॥
ক্ষণমাত্র তথায় না বিলম্ব করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথে আরোহিল॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেঁট মাথা হইয়া বিমনা॥
যত যত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে॥
সঘনে নিঃশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে, মামা করহ শ্রবণ।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবী-মণ্ডলে।
এক লক্ষ নরপতি রহে ছত্রতলে॥

ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায়॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয়॥
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হৈয়ে সহে হেন কাহার পরাণে॥
আর অপরূপ তুমি দেখিলেক চোখে।
কত রত্ন লৈয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে॥
বৈশ্য যেন কর লৈয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া।
পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়া॥
এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর॥
ভাই হইয়া ক্ষম মম নহিল সে রূপে।
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে॥
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে॥
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি, অঙ্গ দহে চিন্তানল॥
বৈরীর সম্পদ যদি হীনলোকে দেখে।
সেহ সহিবারে নারে সদা পোড়ে শোকে॥
আমি হেন লোক হৈয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে॥
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল।
সাগরান্ত ধরা তার অধীন সকল॥
কি কহিব মাতুল সকল দৈববশ।
কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ॥

বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন॥
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে॥
কিছু না হইল তার আমার মায়ায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায়॥
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ॥
পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া।
কি মতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া॥
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি, পশিব পাবকে।
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল, ক্রোধ কর নিবারণ॥
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্ম্মের নন্দনে॥
যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে।
তারা ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে
জতুগৃহে মুক্ত হৈয়ে পাঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥
সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ হৈতে তারা কিছু নাহি লয়॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক॥
অগ্নি হৈতে ময়েরে করিল পরিত্রাণ
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ॥

নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তাহে কর হৃদিমাঝ॥
তুমিহ করহ যজ্ঞ নিজ ভুজ জোরে।
তুমি কিসে অসমর্থ কহ দেখি মোরে॥
কহিলে যে, কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত, কহি শুন রায়॥
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথা।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহাবীর।
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির॥
জয়দ্রথ বাহ্লীক ও আমরা থাকিতে।
তোমারে বধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে॥
তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কেন্ কর্ম্মে হীন তুমি, চিন্ত সে কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে, আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বস হৈবে সব॥
শকুনি বলিল, ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডু-পুত্রগণে॥
পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি, লহ সেই জ্ঞান॥
দুর্য্যোধন বলে, কহ মাতুল সুমতি।
হেন বিদ্যা আছে যদি, দেহ শীঘ্রগতি॥
বিনা অস্ত্র প্রহারি পাণ্ডবদিগে জিনি।
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হৌক শুনি॥
শকুনি বলিল, এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মোর সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বয়।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয়॥
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হৈবে॥
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে॥
পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া বেগে।
মম শক্তি নহিবে কহিতে তাঁর আগে॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনা নগরে প্রবেশিল কতক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার।
আশিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবল-নন্দন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায় সর্ব্বগুণবান।
হেন পুত্রে কেন তব নাহি অবধান॥
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখি যে শরীর-বর্ণ পিঙ্গ॥
কি কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস, যেন দণ্ডাহত সাপ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তব হীনবল কিসের কারণ॥
শকুনি বলিল যত, শুনিনু শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার, নাহি লয় মোর মনে॥
কে আছে তোমার শত্রু, কার এত বল।
কোন সুখে হীন তুমি হইলে দুর্ব্বল॥
ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়।
কোনজন আছে হেন বীর বসুধায়॥
দিব্য ভক্ষ্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন॥
কি তব অসাধ্য, অনুশোচ কি কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
যে সকল ভুঞ্জি আমি ভোগের কারণ।
অতি হীন জনের তা ভোগের বিধান॥
এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান।
মৃত্যু নাহি, জীয়ে আছি, কঠিন পরাণ॥

শক্রর সম্পদ পিতা দেখিয়া নয়নে।
নাহি হয় দেহ পুষ্ট, না তৃপ্তি ভোজনে॥
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর॥
পাণ্ডব সম্পদ তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিতঃ তাহার কাহিনী॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে, সুর মন মোহে॥
পৃথিবীর রাজগণ নানারত্ন লৈয়ে।
বৈশ্যগণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়ে॥
এত রাজা রাজসূয় করিল যখন।
না জানি কে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন॥
মুহূর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ দ্বিজ ভুঞ্জে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে॥
হেনমতে মুহুর্মুহু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শঙ্খ বাজে, না যায় গণন॥
শঙ্খ-শব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন॥
সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে॥
পাণ্ডবেরে জিনি, হেন যে থাকে উপায়।
বিনা দ্বন্দ্বে পারি যদি আজ্ঞা কর রায়॥
পাশাক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডব-লক্ষ্মী সব লৈব জিনি॥
এতেক শুনিয়া কহে অন্ধ নৃপবর।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব উত্তর॥
বুদ্ধিদাতা বিদুর সে মন্ত্রী-চূড়ামণি।
মম অনুগত বড়, কহে হিতবাণী॥
তাঁরে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয়, তাঁর বাক্যে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে, পিতা বিদুরে না কবে।
বিদুর শুনিলে এখনি নিবারিবে॥
তাঁর বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা।
আমার মরণ ইথে হইবে সর্ব্বথা॥
আমি মরি, বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
পুত্র-বাক্যে অন্ধ রাজা হইল দুঃখিত॥
দুর্য্যোধন-মন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা, বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল॥
বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর।
চারি গোটা দ্বার তার কর পরিসর॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবে আমারে।
এত বলি শান্ত রাজা করিল পুত্রেরে॥
মহা বিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বিদুর বলিল, রাজা কি কর বিচার।
শুনি আজ্ঞা তব রহিতে নারিনু আর॥
পুত্রে পুত্রে ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে দ্যূতে, জানে সর্ব্বজন॥
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু না বল আমারে॥
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিত পুত্রে পুত্রে দ্বন্দ্ব না করাব॥
পশ্চাৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত।
দৈব বলবান যে না করে হেন মত॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
হেথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া॥
ধর্ম্মরাজে না কহিবে এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষণ্ণ বদন
বিদুর কহিল, রাজা না কহিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল॥
এত বলি বিদুর হইল ক্ষুণ্ণমতি।
ভীষ্ম-স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে, পাঁচালি প্রবন্ধ॥

দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল॥
কোন্ কোন্ জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত-সমর॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তাঁর বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে॥
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজ-হিত।
এইরূপ ক্ষত্তা মম, জানিও নিশ্চিত॥
গুরুর অধিক পুত্র! ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরু-বংশেতে গণনা।
সুরকুলে বৃহস্পতি, কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব, সুবুদ্ধি জ্ঞানদাতা॥
বিদুর কহিল, পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে যে হইবে সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস॥
মাতা পিতা যদি তুমি মান দুর্য্যোধন।
না খেলাও দ্যূত, তুমি শুনহ বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনা-নগর কুরুকুলে রাজধানী॥
যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে, তাহা নিল পঞ্চজনা॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র! তোমার বৈভব।
নরজন্ম লভি কার এমত সম্ভব॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর, কহ দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে, পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন॥
মোরে যে বলিলে, লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন॥
কুন্তী-পুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশে।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশে॥
যদু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অঙ্গ।
কাম্বস্কর বৃষ্ণি, এই সপ্ত বংশ সঙ্গ॥
যুধিষ্ঠির-বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে॥
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম।
সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির-ধাম॥
নানাবর্ণ রত্ন সব, না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন॥
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্বরত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে॥
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্ত-বিরচিত দিব্য সিংহাসন॥
হস্তী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা।
নানাবর্ণে আনি দিল নানাদেশী রাজা॥

শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র সহস্র দাসী নানাবর্ণে ভূষি ॥
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন।
অপমান কৈল যত, শুনহ কারণ ॥
মায়া-সভা মধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
তথা হৈতে কতদূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয় ॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস ॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে লাগিল ঘাত, পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রী-পুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে ॥
ক্ষত্র কি সহিতে পারে, সহে হীন জনে ॥
এই হেতু হৈল পিতা মোর অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই, কিবা যাক প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংস্রক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র! পাইবে প্রশংসা ॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে, কি দুঃখ তাহারি ॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তার নাহি করিহ কখন ॥
পাণ্ডবের যশ যত নিজ করি জানি।
যথোচিত ভোগ কর অতি প্রীত মানি ॥
তোমারেও করে স্নেহ ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিও কদাচন ॥
দুর্য্যোধন বলে, পিতা প্রজ্ঞাবান্ নহি।
বহু শুনিয়াছ বলি শাস্ত্রকথা কহি ॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র-অনুসার ॥
রাজা হৈয়ে সন্তোষ না রাখিবে কদাচন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কখন ॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি-দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতে ছিল নমুচি সংহতি ॥
সময়ে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতি-কুমার ॥

শত্রু অল্প যদি, তবু নাশে সে কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন ধনে বলবান।
ক্ষত্রমধ্যে সেই শত্রু, গণি যে প্রধান॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল, রাজা শ্রেয়ঃ নহে কথা।
কুলনাশ হৈবে জানি মনে পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে, আমারে যে না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
ধর্ম্মরাজ বিদুরে করিয়া দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন॥
জিজ্ঞাসা করেন, কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার॥
বিদুর বলেন, রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়॥
আর যে বলিব, তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি॥
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি।
দ্যূত-আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু আমারে পাঠাইল, রাজন॥
যুধিষ্ঠির বলে, দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূত-ক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর॥
যে হৌক সে হৌক, আমি অধীন তোমার।
কি কাজ করিব, মোরে কহ সমাচার॥
বিদুর বলেন, দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে, ভ্রষ্ট হয় কুল॥
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারণ।
আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয়ঃ হয়।
যাহ বা না যাহ তথা, যেবা চিত্তে লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু-আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন॥
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা-বচন।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লৈয়ে যায়।
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ ভাই যায় হস্তিনায়॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর-নারী যত॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির প্রথমবার দ্যূতক্রীড়া ও শকুনির জয়লাভ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন॥
একে একে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশা-সারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি॥

পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
কপট এ কর্ম্ম, ইথে কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন॥
শকুনি বলিল, পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার॥
পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন, বলে মুনিবর॥
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজ সেবা বিনা॥
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা॥
শকুনি বলিল, তুমি যাও নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া, পণ্ডিত সে জানে॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার॥
যুধিষ্ঠির বলে, যবে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তব সহ পণ কিন্তু করে কোন্ জনে॥
মেরুতুল্য আমার যে আছে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে, মম মাতুল খেলিবে।
সর্ব্বরত্ন দিব আমি যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥

ধর্ম্ম বলিলেন, পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হারিলে, কোথা হইতে দিবে এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে, মম আছয়ে অনেক।
অবশ্য অর্পিব আমি জিনিবে যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি মহাবল যত অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে, মোর রথ অগণন।
নানারত্নে বিভূষিত, মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
এবে দেখ জিনিলাম, কর অন্য পণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, হস্তীবৃন্দ যে আমার।
ঈষাদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সব হস্তী করি পণ, পুনঃ খেলি পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলে, তবে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র, নানারত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ-সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর, হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে, গন্ধর্ব্বাশ্ব আছে অগণন।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিলে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুরঙ্গ আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল-কুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম, কর পণ আর॥

যুধিষ্ঠির বলে, যে আছয়ে যোদ্ধাগণ।
মহারথী মধ্যে করি সে সব গণন ॥
এবার দ্যূতেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধার-নন্দন ॥
এই মত প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্বধন ॥

———

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি।

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকি তবে বলিছে বচন ॥
আমি যত বলি, তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খর-শব্দ ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল-ক্ষয় হেতু হইল কুমার ॥
না শুনিয়া মম বাক্য করিলা হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হতেছে এখন ॥
সংহার-রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে ॥
দেব-গুরু নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধুহেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে ॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন ॥
মহারথিগণ সহ করহ বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে, এবে নাহি শুন কথা ॥
এইরূপে কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি ॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার ॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য শুন রাজা, পাবে বড় প্রীতি ॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন্।
দুর্য্যোধনে রাখ গিয়া করিয়া বন্ধন ॥
নির্ভয়ে পরম-সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক-হস্তে ময়ুরের না কর দুর্গতি ॥
শিবা-হস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোক-সিন্ধু মধ্যে রাজা না কর প্রয়াণ ॥
যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রোপিয়া যতনে।
বৃক্ষ রক্ষা কৈলে, পুষ্প পায় অনুদিনে ॥
যে হইল, এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি ॥
এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন্ জন ॥
দিক্‌পাল সহ যদি আইসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে, তোমা কিসে গণি ॥
হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ, বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মিলি যম গৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধ অজাত-শত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে বিরোধ ॥
হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে বেসাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥
কপট করিয়া তাহে কোন্ প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চূড়ামণি ॥

কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ॥
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি পাশা করি পরিহার॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
দুর্য্যোধন বলে, আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হৈয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি॥
জিহ্বাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র-হানি॥
পাণ্ডু-পুত্র প্রিয় তব সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু-হিত জনে॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
হেথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার॥
কুজনেরে যদি রাখে করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ-পথে করিবে গমন॥
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা॥
যতেক তোমারে আমি করি পূজা মান।
তত অনাদর মোরে কর অল্প জ্ঞান॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
এ হেন হেয় উক্তি না কহে কেহ কভু॥
বিদুর বলেন, আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র-দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে॥
তোরে কি কহিব, ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হতায়ু জনেতে কভু হিত নাহি মানে॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা।
জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাও যথা॥
এত বলি নীরব হৈল ক্ষত্তা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল-তনয়॥

ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।

শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ॥
যুধিষ্ঠির বলে, মম অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যে আছে মোর যত ধন॥
অযুত নিযুত কোটি খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ করি অন্ত আছে যত সর্ব্ব॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনি লইলাম, বলে গান্ধারের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলেন, যে আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম, বলি বলে সুবলের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত রাজ্যভূমি॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ॥
শকুনি বলিল, আমি জিনিনু সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল॥
ধর্ম্ম দেখিলেন, ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার॥
সকল করিলা পণ, জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
শকুনি বলিল, কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার॥
ক্ষিতি মধ্যে সুবিখ্যাত নকুল সুধীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥

কপটে শকুনি বলে, বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলে, সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার নন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্যে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুন হারিবে না, লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে, তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাষা কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হৈয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেও হয়॥
মত্ত হইলে অবক্তব্য বাক্য আসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ, ক্ষমহ দোষ মোকে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোকে খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পরসৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্য-লোকে সম নাহি যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
জিনিলাম বলি, তবে বসিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি মাত্র এবে, মোরে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপকর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার॥
দ্রুপদ-কুমারী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনি থাকিলে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে, মামা না সম্ভবে এই কথা।
কি মতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা॥
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা॥
মম সৈন্যসিন্ধু সম না হয় বর্ণন।
প্রত্যক্ষ সবার শুভচেষ্টা অনুক্ষণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ।
সবারে জননী-রূপে করয়ে পালন॥
হেন স্ত্রী করিব পণ, নাহি লয় মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি॥
লক্ষ্মী-অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তার ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনা বইতে বড় নাহি কেহ আর॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির॥

এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু-সোদর সকল॥
বিপরীত কর্ম্ম দেখি ভাবে সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল নয়ন॥
শির ধরি বিদুর বসিলা অধোমুখে।
জ্ঞানহত লোক যেন হয় মহাশোকে॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল, কে জিনিল বলি জিজ্ঞাসিল॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥
এইমতে সর্ব্বস্ব হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্বে সুধাবস কাশীদাস গায়॥

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাস্থ করণ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন॥
বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে।
সেই মত কৈল তোমা আপন ভবনে॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদায়।
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায়॥
দুর্য্যোধন বলে, সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল, যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
দাস হৈল, দাস-স্থানে থাক্ পঞ্চ জন।
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য, তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্য-কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
নিজবৃত্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে, ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চ জন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চ জনে নিয়োজিত কর স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বুলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লৈয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্ব্বল॥
স্কন্ধে করি তোমা লৈবে সহ ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে, যথা করিবা গমন॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয়॥
বস্ত্র-অলঙ্কার যদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রির তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুইভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥

এ পঞ্চ সেবায় পাঁচে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারী-কুমার॥
দুর্য্যোধন বলে, সখা বলিলা উত্তম।
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
ভৃত্যস্থলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন্ লাজে রাজা সনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম-করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর॥
চক্ষু রক্তবর্ণ, লোহ বহে ঝরঝর॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর॥
ভৈরব-গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয় কালে হয় মড়মড়ি॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু, চাহে এক দৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান॥
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা॥
হাতে গদা করি ভীম উঠে রণরঙ্কা॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদার॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্ম পানে চায়॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তারে॥

অর্জ্জুন বলেন, ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম-নরপতি॥
দিক্‌পাল সহ যদি আইসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
ধর্ম্মেরে করিবে হেয় আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে॥
কোন্ ছার এরা সব, তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি, কারে নাহি মানি॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
কোন্ কাজ ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি॥
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুয়ায়॥
অর্জ্জুনের বচনে, হইল শান্তক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার॥

দ্রৌপদীকে আনিতে প্রতিকামীর গমন।

তবে রাজা দুর্য্যোধন আনন্দিত মতি।
দম্ভ করিয়া কহিল বিদুরের প্রতি॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে॥

উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সভার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দমতি ছন্নমতি না বুঝিস্ কিছু।
করালি ব্যাঘ্রেরে ক্রোধ হৈয়ে মৃগশিশু ॥
বিষ সম্বরিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পুর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্ট ভাষা মুখেতে আনিলি।
কৃষ্ণা তব দাসী হৈবে, কুলে দিলি কালি ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
আপনার উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মোর কথা যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই বৃদ্ধ অন্ধরাজ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন, নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইল মৃত্যু, কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বাঁশগাছের মরণ ॥
দ্যূতেতে পরম ধর্ম্ম, আপন কল্যাণ।
কদাচিৎ তথাপি না করে মতিমান্ ॥
শুখাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবত জীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ-হৃদয়।
চিত্তে ভাব পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন দুর্গতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিয়া মৃত্যুকাল ডাকিলে আপনি ॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিনকুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাৎ ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রতিকামী ছিল তাঁর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি, দ্রৌপদীকে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুর-চরিত।
ধৃতরাষ্ট্রে কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥
আদেশ পাইয়া তবে চলে প্রতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী ॥
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি ॥
অবধান মহাদেবী শুনহ বিধান।
রাজা যুধিষ্ঠির হৈল দ্যূতে হৃতজ্ঞান ॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে, তোমা আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী ॥
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চল, কর যথাকর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম ॥

দ্রৌপদীর প্রশ্ন।

দ্রৌপদী বলেন, হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী॥
যুধিষ্ঠির ধীর বুদ্ধি কভু মত্ত নয়।
এ কর্ম্ম দ্যুতেতে, হেন মনে নাহি লয়॥
প্রতিকামী বলে, দেবী মিথ্যা কভু নয়।
গ্রহবশে খেলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী॥
যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কিবা হারিলা আমারে॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ্ জনা॥
তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায়॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন্ পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যুতে॥
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
রহিল নীরবে বসে, নাহি সরে বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রতিকামী॥
প্রতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে।
যাহ প্রতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে॥
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই, যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে॥

এত শুনি প্রতিকামী হইল দুঃখিত।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত॥
করযোড়ে প্রতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল, বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিলা যখনে॥
দ্রৌপদী বলিল, শুন সঞ্জয়-নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন, কিবা দুর্য্যোধন॥
প্রতিকামী বলে, রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল॥
দ্রৌপদী কহিল, তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশ-নাশ-হেতু বিধি করিল বিধান॥
যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন লইতে সভায়॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল যত কৃষ্ণার উত্তর॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন-যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে॥
বিচারিয়া কহিলেন, কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি ভয়।
ধর্ম্ম রক্ষা করুক সে আসি এ সভায়॥
প্রতিকামী প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে॥
ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে।
পুনঃপুনঃ ফিরি কেন এস হেথাকারে॥
আমি যাহা বলি, তাহা নাহি লয় মনে।
পুনঃপুনঃ আইসহ দ্রৌপদী-বচনে॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে।
এত শুনি প্রতিকামী ভীত হৈল মনে॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে।
কতেক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে॥

কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে কারণে পড়িলাম এমন সঙ্কটে॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
কদাচিৎ কৃষ্ণা যদি এবার না আইসে।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয়-নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইলে কি করিব, আজ্ঞা কর মোরে॥

———

দুঃশাসনের দ্রৌপদী-সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন।

শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবেরে ভয় করে সঞ্জয়-নন্দন॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু, কি আর বিচারে॥
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী, আজ্ঞা করিল রাজন॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ-বদন আর বিকৃত-আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর॥

স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছু গোড়াইল॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনেরে চাহিয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে সভার মধ্যেতে।
কুলের কলঙ্ক-ভয় নাহিক তোমাতে॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
যেই কেশ রাজসূয়-যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয়॥
বাহিরিল কৃষ্ণার সেই কেশেতে ধরি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত অন্তঃপুর-নারী॥
কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে॥
নাগিনী বিকলা যথা গরুড়ের মুখে।
ছট্‌ফট্‌ করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজঃস্বলা আছি আর একই বসনে॥
দুঃশাসনে বলে, তুমি ছাড় হেন আশ।
রজঃস্বলা হও কিম্বা হও একবাস॥
পূর্ব্ব-অহঙ্কার এবে না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে॥
কৃষ্ণা বলে, গুরুজন আছেন সভাতে।
কি মতে দাণ্ডাব আমি তাঁদের অগ্রেতে॥
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার॥
কেন হেন জ্ঞানহারা হৈলি রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ হবে, হৈলে পাণ্ডবের ক্রোধ॥

ইন্দ্র সখা হৈলে তবু রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যম-গৃহে সবংশেতে যাবি ॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হয়েছেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ভ্রাতৃ-উপরোধে বশ চারি মহামতি ॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥
ঝাঁকারি সবলে তাঁরে নিল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল ॥
অধীর হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে, বলয়ে কাতরে ॥
বড় বড় জন দেখি আছেন সভায়।
হেন এক জন নাহি, এক কথা কয়।
কেহ তোর দুর্ব্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র-পুত্তলিকা মত আছে সভাজন ॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা, হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে ॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব ॥
কুরুকুল সত্যভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয় ॥
এত বলি কান্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইরা চাহে স্বামীগণ পানে ॥
দ্রৌপদী-কাতর দৃষ্টি দেখিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পেলে যেই মত জ্বলে জলোদ্ভব ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥
দ্রৌপদী-কাতর-মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার-শাল যেন পোড়য়ে আগুনে ॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বলে, আন দাসী ॥
সাধু দুঃশাসন, বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

— — —

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর।

দ্রৌপদী যতেক কহে, কেহ নাহি শুনে।
ভীষ্মবীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে ॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ ॥
অস্ব দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর ॥
আপনা হারিল আগে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা, জানে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদ নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী ॥
রাজ্যদেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির-মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায় ॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহি ইহার বিধি, কিছু নাহি জানি ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম বীর।
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলে বৃকোদর বীর ॥
ওহে মহারাজ! কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে, বল কোন্ জনে ॥
কপটী জুয়ারী যদি হয় কোন জন।
তা সবার থাকিলে ইতর নারীগণ ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন ॥

রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর, অন্য নারি করিবার॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোক কহে ভাষা, নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে, ভাই কি কথা কহিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে॥
আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয়॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ -শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর নিন্দন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত॥
ভীম বলে, ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীনজন প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন্ প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নি-মধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥

এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্ব কলেবর॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে।
সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেনে॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র-বৎসর পচে নরক-ভিতরে॥
এই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দাও কি কারণ॥
এই দ্রোণাচার্য্য কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য যে খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দাও কেন দ্রৌপদীর তরে॥
অরে যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দাও কি কারণ॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে, করহ বিচার॥
এই মতে পুনঃপুন, বিকর্ণ কহিল।
একজন সভাস্থলে উত্তর না দিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥

চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে বিধান।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন ॥
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে, সবে কপটে ডাকিল ॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল নন্দন ॥
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়েছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে ॥
বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্ম্ম-নৃপতির নাহি অধিকার ॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল, আমি কহি সে উচিত ॥
বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন ॥
বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহায়।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তায় ॥
সেই মত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে ॥
এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল, এ কহিল সে কারণে ॥
সবে জানে, কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেয় কোন জনে ॥
বালক হইয়া সভা মধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতি-বচন কহিল ॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি, কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে, সে কেমন প্রকার ॥
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল-নন্দন ॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী ॥
দৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না হৈল ॥
আর যে কহিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায় ॥
বহু ভর্ত্তা যার, তার কিবা ভয় লাজ।
তাহার কিসের লজ্জা আসিতে সমাজ ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নিয়ম করিল ॥
দুই স্বামী হৈলে বলি তারে দ্বিচারিণী।
পঞ্চ স্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি ॥
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে ॥
এমত বিচার মম মনেতে আইসে ॥
দুর্য্যোধন বলে, এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম-সূক্ষ্ম-গতি ॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসন।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণ ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার ॥
এত শুনি তত্ক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তার অঙ্গ-বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা স্মরে যদুরায় ॥
ঝরঝর ঝরে অশ্রুজল দুনয়নে।
কাতরেতে কৃষ্ণা ডাকে দেব নারায়ণে ॥

———

দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও
দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ-জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ-ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন॥
যেপ্রভু পালিতে সৃষ্ট, সংহার করিতে দুষ্ট,
পুনঃপুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ-ছায়া, স্মরিয়া স'পিনু কায়া,
অনাথের কর প্রতিকার॥
বিষ-অগ্নি খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দন্তীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণ-যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে॥
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ-পদ্ম মাঝ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর-মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, স্মরিয়া স'পিনু অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিলা শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ-পদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মোর গতি॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিলে দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল॥

যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলে গোপের নারী,
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি-পুত্রগণ-নাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ॥
নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণু সুদর্শন-ধারী,
মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,
ঘন ডাকে দ্রুপদ কুমারী॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন॥
আকাশ-মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লৈয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব-গায়॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা-চিত্র-বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে॥
পর্ব্বত-প্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ-দুহিতে॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ-নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে স্ববাঞ্ছিত কাম॥

নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড-দায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায়॥
ভারত-অমৃত-কথা, ব্যাস-বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেই জন শুনে।
দুস্তর সংসারে তরী, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে॥

———

দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী, চৌদিকে হৈল শব্দ॥
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে বহু নিন্দা করে সভাজনে॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জি উঠে সভার ভিতর॥
অধরোষ্ঠ কম্পয়ে, কম্পয়ে কর পদ।
ঘূর্ণিত নয়ন-যুগ যেন কোকনদ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মোর বাক্য শুন যত আছ রাজগণে॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি, তাহা যদি না পারি করিতে॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে।
এই কুরু কুলাধম দুষ্ট দুঃশাসনে॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হৈয়া শেষে বসে ভূমি তলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে॥
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র! নিন্দা করে সর্ব্বজন॥
আপনিও অন্ধ, অন্ধ পুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল॥
তবে ত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে॥
এ সভার মধ্যে আছে যত রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহিয়ে তাহার ন্যায় বুঝে॥
সভাতে থাকিয়া যেই বিচার না করে।
সে অধর্ম্মী-জন যায় নরক ভিতরে॥

বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কথন।

বিদুর কহেন, শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা-ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে, নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলেন, দ্বিজ সবার প্রধান॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হৈয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ॥
যে জন হারিবে, তার লইব পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে, জিজ্ঞাসি বিধান॥
বিরোচন বলে, জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
দ্বিজ বলে, চল তব বাপের সদনে॥
দুই জনে এই যুক্তি করিয়া তখন।
শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন॥

সুধন্বা বলিল, শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে, লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিন্তে কৈল, সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান॥
অসুর সুরের ধর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন, যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে পক্ষে অন্যায় করে, হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি॥
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধর্ম্মীর পক্ষ হৈয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ॥
অধর্ম্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে॥
সাক্ষী হৈয়ে যেই জন পক্ষ হৈয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি, যারে করি যে বন্দন।
তেঁই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তব মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়॥
মারহ রাখহ তুমি, যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর, নাহি করি নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ লভুক আয়ু তোমার নন্দন॥
কখনই তাপ নাই সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লৈয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরথরে।
স্বামিগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে॥
অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চ জনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে॥
স্বামিগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজনে চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর-কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে।
আজি পুনঃ সভাজন দেখিল নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে॥
চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে

যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদ-নন্দিনী আমি পাণ্ডব-গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদা-চক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণে॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ পুনঃ কল্যাণী জিজ্ঞাস কি কারণ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি, সবে মৃতপ্রায়॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি, ধর্ম্মাশ্রয় কর॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্ম বলে করে সব শত্রুর নিধন॥
দাসীযোগ্যা অযোগ্যা যে পুছিলা বিধান।
কহি আমি, শুন দেবি! মোর অনুমান॥
তুমি দাসী হৈবে, যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার॥
জিতা কি অজিতা তুমি, কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্য জনে॥
সভাপর্ব্বে সুধারস পাশার নির্ণয়॥
ব্যাস-বিরচিত গীত কাশীদাস কয়॥

দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের ক্রোধ।

সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করেন ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে।
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে॥
অনুমানে বুঝি, তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয়॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোমা'পর ধর্ম্মের নাহিক অধিকার॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির, কহুক চারিজন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন॥
নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে মোর নাহি অধিকার॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিলা সভাজন॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র, ভীম কিবা বলে॥
কিবা বলে ধনঞ্জয়, মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর॥
ওরে দুষ্টগণ, তব হেন লয় মতি।
এতেক সহিতে পারে কাহার শকতি॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিলা আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস, দাসী কি গণনা॥
যুধিষ্ঠিরে জিত হৈয়ে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল॥

যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদ-সুতা-চুলে॥
সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইথি মাঝে॥
পর্ব্বত করি যে চুর্ণ, তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ॥
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
বিনাশিব ধৃতরাষ্ট্রের শতেক কুমার॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মৃদু বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা, ক্ষম বীরমণি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভবসিন্ধু তরি॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণবীর কহিতে লাগিল॥
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য, শাস্ত্রে হেন কহে॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির, তুই ভার্য্যা তার।
দাস-ভার্য্যা দাসী হয়, বিদিত সংসার॥
দাসী হৈলি, দাসী কর্ম্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র-গৃহেতে ত্বরিত॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
যারে তোর ইচ্ছা হয়, ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী॥
আরে মূঢ়! যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে॥
ধর্ম্ম পাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম-অধিকারী।
সে কারণে তোরে কিছু বলিবারে নারি॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব-প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ, ইহার বিধান॥
চারি ভাই তব বাক্যে সদা অবস্থিত।
আপনি বলহ, কৃষ্ণা জিত কি অজিত॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন॥
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন॥
ভীম ভীতে কার আঁখি চাহে কৃষ্ণা পানে।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে॥
গজ-শুণ্ড-সদৃশ উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণ-যুত বজ্রবৎ উরু॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়॥
ভীম বলে, যত আছে শুন সভাজনে।
এই কুরু দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত-কুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্রসম নিদারুণ করি গদাঘাত।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥

করিলাম এ প্রতিজ্ঞা, না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম-ক্রোধ-সিন্ধু হৈতে নাহি নিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্র নিকটে দ্রৌপদীর বরলাভ।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীর-ধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
এহেন সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি শিবাচয়,
একত্র করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
নগর পূরিল ধূমে।
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয় যেনহ ভূমে॥
বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত,
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর, যতেক মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥

দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুন কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ-দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবত না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ-মধ্যে তোমা গণি আছে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্ব্বৃত্তি
সব পুত্র হৈতে হৈল॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদ-সুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যাথা॥

দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটূত্তর,
হৈয়ে প্রসন্ন-বদন॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের পতি, ধর্ম্ম-নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন॥
ধর্ম্ম মহারাজ, খণ্ডে যেন লাজ,
দাস বলি ক্ষিতি-তলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশু গণে,
দাসসুত নাহি বলে॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর॥
দ্রৌপদি বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র-বাহন, আর চারি জন,
মুক্ত করহ সবায়॥
দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলেন পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লৈবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে শতবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর॥
যেই মম কাজ, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অন্ধরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন॥
দ্রৌপদী-বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল॥
ভারত-কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ্ তরে॥

কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ।

দাসত্বে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে॥
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া॥
মহা-সিন্ধু-মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল॥

ভীম বলে, শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস দুর্ম্মতি।
শুন কহি যাহা কহিলেন প্রজাপতি ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখে হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহ-মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায়ে যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার।
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম-অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে ॥
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হৈয়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা, কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥
ওরে মূঢ় সূতপুত্র! তুই হীন জন।
তেঁই হীনের অন্নদান কৈল গ্রহণ ॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছয়ে সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দৈবে এই কথা তোরে কাহতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশ যাহা কহিলি সভায় ॥
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন ॥
হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে।
হীন-জন-বচনেতে উত্তর না দিবে ॥
হীন জন সূত-পুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে, ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
ঈদৃশ বচন যদি কহে হীন জন।
দেহ ভুজভার তবে বহে অকারণ ॥
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ ॥
আজি সব শত্রুগণে করিব সংহার।
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমার ॥
যে কিছু করিল, চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহা হৈতে আর কি আছয়ে পরাভব ॥
বাক্-চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই, সব শত্রু করিব নিধন ॥
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্ম্মূল।
নিপাত করিব আজি কৌরবের কুল ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পে ভীম-অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন-তরঙ্গ ॥
নয়ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায় ॥
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিবেন তিনজন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গর।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥

পাণ্ডবগণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন।

তবে ধর্ম্ম-নরপতি জ্যেষ্ঠতাত-আগে
সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করযুগে ॥
আজ্ঞা কর তাত, কিবা করি মোরা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব ॥

শুনিয়া কৌরব-পতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে কহি বহু প্রীত॥
সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কিবা, জান সর্ব্ব নীত॥
সাধুজন-কর্ম্ম, কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজ-গুণ নাহি ধরে, পর-গুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই, সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে, সেই সে অধম॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুল-নাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ, ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম, যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ॥
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি, পবম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র-বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভাল মতে তোমারে জানিনু এত দিনে।
কি ভার কৌরবকুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন-রক্ষা আব ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্য-মণ্ডল॥
যাহ তাত নিজ রাজ্য, কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চ জনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধা-রস ব্যাস-বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে হিত॥

যুধিষ্ঠিরাদির মুক্তি হেতু দুর্য্যোধনের বিষাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি, কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড়, কহ তপোধন॥
মুনি বলে, পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনলা, তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি কষ্টে সিংহ তাহা ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তোমা কি কহিব তাহা, তোমার বিদিত॥
যে মতে পারিবে, শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব হৈতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে।
রাজা সখা হৈলে মারিব পাণ্ডবেরে॥
স্নেহ করি পুনঃ সব দিলা তুমি তারে।
তথাপি কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
যত করিলাম, না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্র থাকিলে রথে পাণ্ডু-পুত্রগণ।
জিনিতে না হৈবে শক্ত এ তিন-ভুবন॥

আর শুন তাত যবে মুক্ত হৈয়ে যায়।
মুহুর্মুহুঃ পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
সিংহ সম গর্জ্জনেতে যায় বৃকোদর,
ঘন গদা লোফয়ে, কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কাজ।
মোর ক্লেশ-হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির-চিত্ত হৈল কুরুরায়।
অন্ধ বলে, কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত আছয়ে উপায়॥
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিব করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে, দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ॥
অজ্ঞাত-বাসেতে কভু যদি জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন॥
অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হৈবে, তবে করিব সংহার॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডব-তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিকামী প্রতি।
যাহ শীঘ্র, ফিরি আন ধর্ম্ম-নরপতি॥
পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যেথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে॥
ইহা শুনি আইল যতেক মন্ত্রিগণ।
বিদুর বিকর্ণ শুনি আইল তখন॥
গান্ধারী শুনিয়া তথা আইলা শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে সতী, অন্ধরাজ প্রতি॥
শুনি রাজা পুনর্ব্বার পাণ্ডবে ডাকিলে।
বৃদ্ধকালে কি বুদ্ধি তোমারে দৈব দিলে॥
সাক্ষাতে দেখিলে যত পাণ্ডব-দুর্গতি।
পুনঃ পাশা খেলা হেতু দিলে অনুমতি॥
দ্রৌপদীর প্রতি এত করে অত্যাচার।
ক্ষমা করে দুষ্টে সতী, না করে সংহার॥
নাহি বুঝ দুষ্ট দুর্য্যোধনের প্রকৃতি।
ইহার কথায় রাজা হৈলে ছন্নমতি॥
এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃপুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হৈয়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
উপস্থিত হয় যবে অন্তিম সময়।
ঔষধ না খায় রোগী কাশীদাস কয়॥
সময় হইলে মন্দ দুষ্টবুদ্ধি জন।
কাশী কহে, হিত বাক্য না করে শ্রবণ॥

— — —

পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।

গান্ধারী কহিছে, রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন॥
বিদুর কহিল, এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার॥
পাপিষ্ঠের স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা উদ্ভব ইহার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার॥
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি, না জ্বাল এখন॥

বৃদ্ধ হৈয়ে তুমি কেন হও অন্য মতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার-দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন॥
মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র-বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে॥
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছ হে রাজন্।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ।
পশ্চাতে কি হৈবে, নাহি ভাব মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কাহ যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন সুবল-নন্দিনি।
আমারে বুঝাহ কিবা, সব আমি জানি॥
কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়॥
যে হউক সে হউক পাছে, দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনিয়া স্বামীর এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন-বদন॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রতিকামী কহে যোড় হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলে, দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষ আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহ্বানিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল সর্ব্ব-ভ্রাতৃগণ; যাইব নিশ্চয়।
বংশ-ক্ষয়-কাল বিধি করিল নির্ণয়॥
এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতলে বসে নরপতি॥
শকুনি বলিল, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে, খেল করি পণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে॥
অজ্ঞাত-বৎসর-মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এই ত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদ্‌গণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠির বলেন, বারণ কি কারণ।
সম্মত না হৈবে কেন আমা হেন জন॥
একে ত আহ্বান, আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি পায় ক্লেশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ, শকুনি জিতিল॥
আসন্ন বিপদকালে বুদ্ধি সুনির্ম্মল।
কাশী কহে, হ'য়ে পড়ে বিষম সকল॥
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥

কৌরব-বধে পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥

হেনকালে দুঃশাসন উপহাসচ্ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদ-কন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি! মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কানন-ভিতর॥
এই কুরু-জন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবন-কুমার॥
রে দুষ্ট! নিকট মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু বলিস এ হেন কুবচন॥
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥
যেইরূপে চলি যায় পবন-নন্দন।
সেইরূপে হাসি চলে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায়॥
রে দুষ্ট! উচিত ফল পাইবি ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ, গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥

এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
তোর যত সহায় সকলে হৈবে হত॥
হিমাদ্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন॥
শুন সব রাজগণ, আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ-বৎসরান্ত-কালে॥
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ-নদী॥
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার-পুত্র শুন এক বাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে, প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
মম তীক্ষ্ণ-অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবে॥
ভীমের আদেশ মম, নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরু-সৈন্য-সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডু-পুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে যান বিদায় কারণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

———

পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনোদ্যোগ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষত-তনয়॥
একে একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর, বনে যাই, মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে, মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন তবে সজল-নয়ন।
খণ্ডাইতে কেবা পারে দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
কিছুদিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হৈবে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন, তুমি জনক-সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষে পাণ্ডব-গুরু, জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নাই, তাহা করিব হেলন॥
থাকুক জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিব, আজ্ঞা কর মহাশয়।
বিদুর বলেন, তুমি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-জ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত, না পাইও ব্যথা॥
অমি কি করিব তাত তোমার গোচর।
তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
কুশলে আসিও সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হলেন আকুল॥
জটা-বল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ।
তবে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ॥
ত্যজিলা ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল॥
লম্বিত কোমল কেশ, পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায়।
শুনি হস্তিনার লোকে স্ত্রী-পুরুষে ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধা যুবা কান্দে, যত নারীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পূরিল যে রোদন-কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে॥
পঞ্চ পুত্র বনে যায়, বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশভার, গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করেন রোদন॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলী॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদ গদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

———

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিলাপ।

মনে হয় দুখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।

অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি ॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে ॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতেছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি শোভা,
যক্ষপতি যাহা দিল ॥
অতুল অঙ্গুরী, দিলা যে শ্রীহরি,
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, নিলা কোন দ্বিজে,
কি বলিবে মধুহারী ॥
মঞ্জীর সুন্দর, দিল যাহা কর,
উত্তর কুরুর পতি।
তেঁই নাহি শুনি, সে ললিত ধ্বনি,
কি করিলা গুণবতী ॥
যাক্ পাছে সর্ব্ব, কোন্ ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া ॥
হরে মোর ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মোর দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ ॥
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে,
কৈলা ধ্রুব হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ ॥
ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা,
দগ্ধ না করিলা ক্রোধে।
ধর্ম্ম সেবী সব, সকলি সম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে ॥
না করহ মান, না ভাবহ আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে ॥
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
সহজে বালক, বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে ॥
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, পূর্ব্বপাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ॥

যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন ও
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে, যুড়ি দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবী, না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানী লোক ॥
আজ্ঞা কর, বনে যাব সহ স্বামীগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি, করিব পালন ॥

এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
তপ্ত অশ্রুজল বহে, মুক্ত কেশপাশ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি॥
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর॥
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব বর্ব্বর॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র-আভরণ॥
দেখিয়া পড়িল শোকসাগর অগাধে।
অশ্রুজলে ভাসে মাতা কহে গদ্‌গদে॥
নিষ্পাপ নির্দ্দোষ সদাচার যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি! এ কোন্ বিচার॥
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম॥
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ, মনে অনুমানি॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ-বিখ্যাত যে মম পুত্রগণ॥
হীন বীর্য্যবন্ত বৈরী বেড়ি চারি পাশে।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা॥
বড ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম পাপিনী॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু॥
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তেঁই হৈল পুত্রগণের এ দুঃখ দেখিতে॥
হে পুত্র! আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে॥
বিধি মোরে বাঁন্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িয়া আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু-সুপুত্রগণেরে॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরে চাহ মোরে।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক্, তুমি রহ আমার সহিতে॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করেন রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চ জন॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী, যায় দৌড়াইয়া।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে॥
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে, শিশুগণ পিছু।
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু॥
নগরেতে মহাশব্দ, ক্রন্দনের রোল।
প্রলয়কালেতে যেন সাগর কল্লোল॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শিঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইল আনি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন মন্ত্রী-চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ, ক্রন্দনের ধ্বনি॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি, কিরূপেতে যায় তারা বন॥
ক্ষত্তা বলে, যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে নিরন্তর॥

নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া॥
দ্রুপদ-নন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টি পাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন, রাজা কহি, দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
পাণ্ডব প্রধান তবু না হয় ক্রোধিত।
যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে সদা প্রীত॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয নেত্রানলে।
তেঁই কৈল হেঁটমুখ ঢাকিয়া অঞ্চলে॥
ভীম বলে, মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেই মত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
প্রত্যক্ষ ভবিষ্য ভূত সহদেব জানে।
বংশ-নাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
এই মত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এই মত কান্দিবেক শত্রু-নারীগণ॥
কুশ হস্তে লয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিল কুরু-শ্রাদ্ধের কারণ॥
নগরের লোক সব করিছে রোদন।
আমা সবাকার প্রভু যাইতেছে বন॥
সঘনে কম্পিত ভূমি, দেখ নৃপমণি।
বিনা মেঘে গগনে শুনিয়ে ঘোর ধ্বনি॥
সহসা হলেন ক্রুদ্ধ দেব পুরন্দর।
ঘন মেঘে লুকাইল দেব দিবাকর॥
দৃষ্টি নাহিক চলে গম্ভীর অন্ধকার।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরন্তর॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর॥
এই সব চিহ্ন রাজা কৌরব বিনাশে।
কেবল হইল রাজা তব কর্ম্মদোষে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভব বারি॥

কুরু সভায় নারদ মুনির আগমন।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয়॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ-সহায়ে করিবেক কুরু-ক্ষয়॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন-অপরাধে।
নিঃক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন-ক্রোধে॥
এত বলি মুনিবর হন অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর॥
উপায় না দেখি ইথে, কি হইবে গতি
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির॥
দ্রোণ বলে, পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
পাণ্ডব দেবতা, আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন॥

তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন ॥
ক্রোধে আসিবেন তাঁরা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার ॥
যতেক করিলে সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু, বিখ্যাত সে ক্ষিতি ॥
সেই দিন হৈতে ভয় হয়েছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায় ॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় তাহে দেহ মন ॥
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকাল-হিত ॥
এ সুখ সম্পদ্ যেন তাল-ছায়াবৎ।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ ॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ॥
পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী-অংশ।
সদা যাঁরে সখীরূপে রাখে হৃষীকেশ ॥
তাঁরে কষ্ট কৃষ্ণ নাহি দিবে কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব, দ্রৌপদী প্রবোধিত ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার ॥
সে কারণে তার সহ কলহ না রুচে।
এখনি করহ প্রীতি, যদি প্রাণ বাঁচে ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মোর মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল ॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডু-পুত্রগণ ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে ॥
বস্ত্র-আভরণ পরি রথ-আরোহণে।
সংহতি লইয়া যাক্ দাস-দাসীগণে ॥
সঞ্জয় এতেক শুনি বলিল তখন।
সর্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি, ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥
সঞ্জয় বলিল, শান্ত এখন নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে ॥
তখন হইবে শান্তি, শুনহ রাজন।
কত মত তোমারে না বুঝানু তখন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি কহিল বিস্তর।
তবু পাশা খেলাইলে অনর্থের ঘর ॥
হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে।
কুলবধূ-চুলে ধরি সভামধ্যে আনে ॥
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলে।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে, তাহা শান্ত কিসে হয় ॥
যখন যেমন হয়, বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে ॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম, তাহা বুঝে যেন ধর্ম্ম।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম ॥
কর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে ॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে ॥
অযোনিসম্ভবা, জন্ম কমলা-অংশেতে।
তারে হেন অপমান সভার মধ্যেতে ॥

সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্ম পাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে॥
ভৃত্যরূপে বসি ছিল সভার ভিতর।
এই দুষ্টগণ কত করে কটূত্তর॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদী, পিন্ধন একবাসে।
সভামধ্যে আনিলেক ধরি তার কেশে॥
যদি ক্রোধ করি কৃষ্ণা চাহিত নয়নে।
তখনই হইত ভস্ম এই দুষ্টগণে॥
সে ক্ষমিল, ক্ষমিবেন নাহি হৃষীকেশ।
নিশ্চয় সঞ্জয় মোর বংশ হৈল শেষ॥
গান্ধারী সহিত মোর পুত্রবধূগণ।
দ্রৌপদীর দুঃখ শুনি করিল ক্রন্দন॥
অগ্নিহোত্র-গৃহে ছিল যতেক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণার ধরিল কেশ করিয়া শ্রবণ॥
ক্রোধ কার লৌহ দণ্ড অগ্নিতে ফেলিল।
ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বনাশ হউক বলিল॥
ঘরে ঘরে আচম্বিতে উঠিল আগুনি।
চতুর্দ্দিকে শব্দ কৈল শকুনি গৃধিনী॥
হাহাকার শব্দ কৈল যত বৃদ্ধগণ।
বিদুর কহিল মোরে সব বিবরণ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে, ধিক্ শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপবুদ্ধে বংশ মোর হৈবে অবসান॥
কৃষ্ণ যার অনুকূল, কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
থাকুক অন্যের কার্য্য ইন্দ্র যারে ডরি॥
এ সব সহিত কেবা যুঝিবে সমরে।
কে আছে সহায় মোর, নিবেদিব কারে॥
একা পার্থ স্বয়ম্বরে নৃপগণে জিনে।
একা ভীম হিড়িম্বে বধিল অস্ত্র বিনে॥
একা পার্থ ইন্দ্রে জিনি দহিল খাণ্ডবে।
এ হেন দুর্জ্জয় দুর্ব্বার বীর পাণ্ডবে॥
কেবা আছে বীর যুঝে সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে॥
চিত্তেতে বুঝিনু সব নিয়তির লীলা।
কুরুকুল ধ্বংস হেতু এই দ্যূত খেলা॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবেন অন্তরে।
এ শোক সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
দ্রৌপদীরে বর দিয়া করিনু সন্তোষ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ক্ষমাইনু দোষ॥
পুনরপি পাশা কৈল আপনার বধে।
বশ নহে, দৈববশ, আনিল বিপদে॥
পাণ্ডবের হস্তে আর নাহিক নিস্তার।
নিজ কর্ম্মদোষে তোরা হইলি সংহার॥
জরাসন্ধ বধ ভীম কৈল অবহেলে।
কুরুবংশ রক্ষা নাই, ভীম ফিরে এলে॥
এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র করে মহাশোক।
সভা ভঙ্গে নিজ স্থানে যায় সর্ব্বলোক॥
বনে দিল অন্ধরাজ ন্যায়ান্ধ হইয়া।
অনুতাপ করে শেষে বিহ্বল হইয়া॥
বনবাসে চলিলা দ্রৌপদী পঞ্চ জনা
কাশী কহে, কুরুকুল নাশের সূচনা॥
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ।
তাঁহাদের দুঃখ নাহি কোথাও কখন॥
চিত্তেতে থাকুক কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর।
শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি থাকে তাঁদের উপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥

যাহা আছে কাঁব্য সুধা বিশ্বের মাঝারে।
সকলি আছে মহাভারতের ভাণ্ডারে ॥
ইথে যাহা নাই, তাহা নাই এ ভুবনে।
অপূর্ব্ব গাথা এই শাস্ত্রবেদ মন্থনে ॥
মহাঋষি মহাযোগে মথি বেদার্ণব।
জগৎ জনের হিত করিতে সম্ভব ॥
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা।
ত্রৈলোক্যে নাহিক যার সমান মহিমা ॥
যে জন সাত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে ॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন ॥

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

অষ্টাদশ পর্ব

॥ মহাভারত ॥

॥ বন পর্ব ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনে প্রজাগণের খেদ।

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
পূর্ব্ব-পিতামহ কথা অদ্ভুত কথন ॥
কিরূপে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের বৈভব-সুখ সকল ত্যজিয়া।
কেমনে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া ॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদ নন্দিনী।
কিরূপে বঞ্চিল বনে কহ শুনি মুনি ॥
কি আহার কি বিহার দ্বাদশ বৎসর।
কোন্ কোন্ বনে গেল কোন্ গিরিবর ॥
বৈশম্পায়ন বলেন, শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা নগর হৈতে হলেন বাহির ॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিতে।
পাণ্ডব বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য সকলের প্রতি।
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানাজাতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে যা আসে যাহার ॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব-সংহতি ॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন ॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা, প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয় ॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃৎ শত্রু মহাপাপকারী ॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ কভু না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব ॥
এত বলি প্রজাগণ কৃতাঞ্জলি করি।
সবিনয়ে বলে ধর্ম্মরাজ বরাবরি ॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন ॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
উদ্বিগ্ন হইয়া হেথা আসি মোরা সব ॥
তব হিতে হিত মানি, তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হৈলে মোরা সবে হই সুখী ॥

আমা সবাকারে নাহি কর নিবারণ।
তোমার সহিত মোরা সবে যাব বন॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণে মোরা সব হব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন।
পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন॥
পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য-জনের সংহতি॥
পুণ্য করিবার শক্তি নাহি মো সবার।
পুণ্যভাগী হব সঙ্গে থাকিলে তোমার॥
বহু পুণ্য করি দুর্য্যোধনের সংহতি।
তথাপি তাহার পাপে নাহি অব্যাহতি॥
রাজ-পাপে প্রজাদের নাহিক মুক্ত।
যাইব তোমার সঙ্গে, কি হেতু বসতি॥
দরশনে পাপ হয় অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে॥
যেমন সংসর্গ, ফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়॥
সমস্ত সদ্‌গুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিত থাকিতে করি আশ॥
প্রজাদের হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিলেন মিষ্টবাক্য কোমল গভীর॥
ভাগ্যবন্ত বলি, মোরে জানিনু এখন।
সে কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
আমি যাহা কহি, তাহা অন্য না করিও।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিও॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র·জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তী মাতা, ইহারা করেন অশ্রুপাত॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ॥

অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের পাছু পাছু চলে সর্ব্বজন॥
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ-আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে॥
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জলস্পর্শ করি।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি পুণ্যরবে পূরে বনস্থলী॥
রজনী প্রভাত হৈলে উঠি সর্ব্বজন।
ঘোর বনে করিলেন গমন তখন॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি॥
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফলমূলাহারী আমি হই বনগামী॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার॥
দ্বিজ-কষ্টে দুঃখ পায় দেব আদি জন।
মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন॥
নিবর্ত্তিয়া দ্বিজগণ চলহ নগরে।
আমার বিনয় এই তোমা সবাকারে॥
দ্বিজগণ বলে, কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি॥
আমা সবা পোষণেতে ত্যজ ভয় মন।
মোরা আনি ফল মূল করিব ভক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলে, আমি দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে॥
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ॥
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন॥

শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
বহু নীতি শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে॥
শোকস্থান সহস্র, শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ॥
ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে রহিল ধন, কি কাজ বিমনে॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ, ক্ষয়েত দ্বিগুণে॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয়, সদা মনস্তাপ॥
এ কারণে অর্থচিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ, তৃষ্ণা নাহি টুটে
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান-অস্ত্রে কাটে॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্রসম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানীজন॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার॥
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ॥
মহারাজ জান ধন পাপ-পঙ্কবৎ।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ সে পঙ্ক ধুইতে।
সাধু সেই, যেই নাহি যায় সে পঙ্কেতে॥
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপ-তৃষ্ণা কর কি কারণ॥
শৌনক-বচন শুনি কহে নরপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য ধন প্রতি॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ॥
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন॥
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন।
কত দূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া॥
আমি হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে।
এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে॥
শৌনক বলিল, রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মকে শরণ লহ শুন নৃপবর॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য-জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে॥
তুমিহ করহ রাজা তপ-আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয়॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন॥
সংসার-পালনকর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর-শত নাম করান শ্রবণ॥

মহাভারতের কথা অতুল ভূতলে।
শুনিলে আশ্রয় লভে কৃষ্ণ-পদতলে ॥

যুধিষ্ঠিরের সূর্য্য আরাধনা ও বরলাভ।

যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানাপুষ্পে পুজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শতনাম জপেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দীপ্ত দীপ তোমার কিরণ ॥
অমর কিন্নর নর রাক্ষস মানুষে।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আসিলেন তথা মূর্ত্তিমান বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন, চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ রাজ্য হীনে।
যত অন্ন চাহ পাবে মোর বরদানে ॥
ফল মূল শাক আদি যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মী-অবতরি।
রন্ধন-পাত্র-ভাণ্ড সদা থাকিবে ভরি ॥
কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্ব্বজনে।
সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে ॥
তাহার পাকের দ্রব্য অব্যয় হইবে।
যত চাহ তত পাবে কিছু না টুটিবে ॥
তাহার প্রমাণ কহি শুন সাবধানে।
আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে ॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
শূণ্য না হৈবে রন্ধন-পাত্র ততক্ষণ ॥
নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে।
সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোর বরে ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন দিনকর।
হৃষ্ট হয়ে সবারে বলেন নৃপবর ॥
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুর-লোকের সংহতি ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের
নিকটে বিদুরের গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধরম-বুদ্ধি আছয়ে তোমায় ॥
কুরুবংশ তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
অরণ্যেতে গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যেরূপে স্বচ্ছন্দে বিহরয়ে পুত্রগণ ॥
বিদুর বলেন, রাজা কর অবধান
ধর্ম্ম হতে বিজয় হইবে সর্ব্বজন ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা, কোন চিন্তা নাই ॥

তোমার উচিত রাজা এ কর্ম্ম এখন
নিজপুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমি ত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর ॥
আছে যে উপায় এক যদি কর রায়।
সগর্ব্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥
পাণ্ডবের যত কিছু নিলে রাজ্যধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান ॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্মে হয় প্রীত দেখি তব হিত ॥
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা ॥
জিজ্ঞাসিলে সেই হেতু কহি এ বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার ॥
বিদুর-বচন শুনি অন্ধ ডাকি কয়।
যতেক কহিলে তাহা কিছু ভাল নয় ॥
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যত বল, তাহা পাণ্ডবের হিত ॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর-পুত্রের কারণ ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার ॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাহ বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন ॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে, কুরুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
শুন ওহে মহারাজ বচন আমার।
অহিত আমারে জ্ঞান হইল তোমার ॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা এ সব বচন।
ঠেকিবে যখন দায়ে, জানিবে তখন ॥
এত বলি শীঘ্র করি বিদুর চলিল।
আর দুই এক বাক্য ক্রোধেতে বলিল ॥
চিত্তে মহাতাপ হেতু না গেল মন্দির।
হস্তিনা নগর হৈতে হইল বাহির ॥
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন
শীঘ্রগতি তথাকারে করিল গমন ॥
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্য কানন ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর ॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া যেন আছে দেবগণ ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলে ঐ আইল খুল্লতাত ॥
কি হেতু বিদুর আইল না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবল কুমার ॥
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হতে আমি কিছু না আসি লইয়া ॥
কেবল আয়ুধমাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার ॥
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির কুশল বচন ॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহিল, শুন যে কথা হইল ॥

কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসেন মোরে।
সেই মত সুযুক্তি দিলাম আমি তাঁরে॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনি তাহা বুঝে বিপরীত॥
রোগী জনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধস্বামী যথা নাহি ইচ্ছে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ তুমি নাহি প্রয়োজন॥
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে পালন॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে রহিব বিহারে॥
তবে ত বিদুর বহু করিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব রচিলেন অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু, পিয়ে অনুব্রত॥

———

ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের পুনর্মিলন ও
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের
উপদেশ দান।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্ন জল অশন শয়ন।
অতিবেগে সভামধ্যে করেন গমন॥
নিকটেতে গিয়া মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিল॥
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি।
বিদুর আছয়ে কোথা আন শীঘ্রগতি॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবত॥

কুবচন বলিলাম আমি পাপমুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সে ত রাখে বা না রাখে॥
শীঘ্রগতি যাও নাহি বিলম্ব করহ।
বিদুরে হৃদয় মম ত্বরিত আনহ॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যথোচিত পূজা করি সবাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিছে ভারতী॥
শুনহ আমার বাক্য বিদুর সুমতি।
হস্তিনা নগরে তুমি চল শীঘ্রগতি॥
শীঘ্র চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রীত।
রথে চড়ি দুই জন চলিল ত্বরিত॥
বিদুর আইল পুনঃ শুনিল রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন॥
বলিল পূর্ব্বের দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরস্কার॥
বিদুর বলেন, রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত॥
আপনি করিলে ক্ষমা ইহা আমি চাই
আজ্ঞা ছাড়া হতে কভু মম শক্তি নাই॥
যেমত আমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু এরা দুঃখী মম ইথে পোড়ে মন॥
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন॥
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সহিত তবে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন কথা যে কহিল।
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত॥
যাবৎ বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন।
পাণ্ডবে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন॥

তাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যে মতে কুন্তীর পুত্র আসিতে না পায়॥
পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চিত আমার বাক্য কহি শুন সব॥
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে॥
শকুনি বলিল, শুন আমার বচন।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয়॥
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন।
না শুনিবে তারা ধৃতরাষ্ট্রের বচন॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আইসে।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে॥
কর্ণ বলে, মম চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে॥
জটা-চীর-বন-ক্লেশ শোকেতে কাতর।
সহায় সম্পদগণ আছে যে অন্তর॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে॥
দুর্য্যোধন বলে, সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এক সংসারের সার॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল।
অন্তর্য্যামী ব্যাসের সে গোচর হইল॥
হস্তিনা নগরে মুনি করেন গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনি-বাক্য শুনি॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটেতে যান দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন॥
মুনি বলে, ধৃতরাষ্ট্র করিলে কি কর্ম্ম।
বৃদ্ধ হইয়া আচর এমত অধর্ম্ম॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী॥
পাণ্ডব-সহায় যেই, জান ভাল মতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে॥
তাঁরে না চিন্তি না ভাবি নিজ হিত চিত্তে।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলে পাণ্ডুসুতে॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে॥
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান।
তবে তব শত পুত্রের হৈবে কল্যাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, দেব কহিলে উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহারও না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী॥
দুর্য্যোধন-স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে।
তেঁই হেন কর্ম্ম করি কালবশ হৈতে॥
মুনি বলে, নহে ইহা ধর্ম্মের আচার।
এরূপ কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্রে বড় স্নেহ করে॥
তুমি যেন মম পুত্র, পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন, তেমন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের বিশেষতঃ বহু স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয়॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গোমাতা আর সহস্রলোচন॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিহ্বল।
ত্রাস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল॥

কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন॥
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি রুগ্ন বড় না পারে চলিতে॥
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছমূল মোড়ে।
আর গুটি বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে॥
তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার॥
এই হেতু রোদন যে করি নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর॥
এই হেতু দেবী তুমি করিছ রোদন।
কিন্তু দেখ স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ॥
বৃষকে কৃষকগণ করয়ে প্রহার।
তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার॥
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জলবৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন॥
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান॥
যদি ধর্ম্ম চাহ, রাখ আমার বচন।
পাণ্ডবেরে সমভাবে করহ পালন॥

মৈত্রেয় মুনির আগমন ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান

ধৃতরাষ্ট্র বলে, মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয়, শুন তপোধন॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে, আমি না কহিব কদাচনে॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয়॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হয়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
ঋষি বলে, বহু তীর্থ করিনু ভ্রমণ।
দেখিনু কাম্যক বনে পাণ্ডু-পুত্রগণ॥
জটা-চীর-বিভূষিত ভক্ষ্য ফলমূল।
তপস্বীর বেশ, সঙ্গে তপস্বী বহুল॥
তথায় শুনিনু এই সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার॥
এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান॥
কুরুবংশে সদাকাল স্বধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
তবে কেন হেনরূপ করিলে অধর্ম্ম॥

পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ সখা যার পুরুষ প্রধান॥
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে
ধনে জনে কর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে॥
অযুত কুঞ্জর-বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক-বধ আদি করিল নিপাত॥
কির্ম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে॥
হেন জন সহ তুমি করহ বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুদেশে করে করাঘাত॥
মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
অরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন॥
যে উরুতে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
শুনিয়া ব্যাকুল হ'ল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ, নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন॥
ত্রয়োদশ-বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের নন্দন॥
তবে হেন নহিবেক, শুনহ রাজন।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন বদন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কির্ম্মীর নিধন॥
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিল কির্ম্মীরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে॥
মুনি বলে, আমি আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায়॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকা-নন্দন॥

কির্ম্মীর বধোপাখ্যান।

ধৃতরাষ্ট্র কহে, কহ বিদুর সুজন
কিরূপে করিল ভীম কির্ম্মীর নিধন॥
এত শুনি উঠি গেল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলে, শুন রাজা কির্ম্মীর নিধন॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর॥
হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক-কানন॥
সে বনেতে নিবসে কির্ম্মীর নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর॥
নিশাকালে পাণ্ডবেরা যান কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জ্জন॥
দুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ।
হনুমান পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত॥
রাক্ষসী-মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার॥
নাকের নিশ্বাসে উড়ি যায় তরুগণ।
চতুর্দ্দিকে পশু ধায় শুনিয়া গর্জ্জন॥
পাণ্ডব দেখিল, আসে রাক্ষস দুর্জ্জন।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন॥
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন মধ্যে লুকাইল।
হস্তে ধরি বৃকোদর আশ্বাস করিল॥
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে মায়া কৈল নিবারণ॥

অন্ধকার গেল, দৃষ্ট হৈল নিশাচর।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
কি নাম, কে তুমি, হেথা এলে কি কারণ।
কি করিব প্রীতি তব, কহ প্রয়োজন ॥
কির্ম্মীর বলিল, আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি ॥
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণে।
যারে পাই তারে বধি উদর পূরণে ॥
দৈবে মোরে ভক্ষ্য আনি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
কে তুমি, কোথায় যাহ, কিবা নাম শুনি।
কি কারণে কাম্যবনে এ ঘোর রজনী ॥
যুধিষ্ঠির বলে, আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম, এই মম ভাই চারি জন ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মোরা আইনু হেথায়।
কিছুদিন কাটাইব তোমার আশ্রয় ॥
ভাল ভাল বলি বলে দুষ্ট নিশাচর।
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি দেশ দেশান্তর ॥
একচক্রা নগরেতে মোর ভ্রাতা ছিল।
এই দুষ্ট ভীম তারে নিপাত করিল ॥
ব্রাহ্মণের গৃহে দুষ্ট ছিল দ্বিজবেশে।
সেই হেতু সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে ॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল ॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন ॥
রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ উপাড়িয়া আনি ॥
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয়।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয় ॥

ভ্রাতৃ-সখা শোকে দুষ্ট করিস্ বিলাপ।
আজি তাহা সবা সহ করাব আলাপ ॥
মুহূর্ত্তেক রহ দুষ্ট না পালাস্ পাছে।
বকের দোসর করাইব এই গাছে ॥
এত বলি প্রহারিল বীর বৃকোদর।
বৃত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর ॥
না কম্পয়ে রাক্ষস অটল গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ড হানে ভীমের উপর ॥
দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে ॥
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চড় চড় করে ॥
হেনমতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর।
মহাভয়ঙ্কর যেন দানব-অমর ॥
ভীমসেন অতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে ॥
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল ॥
ভয়ঙ্কর বেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ ॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে ॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার কৈল দুইখান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ ॥
হৃষ্ট হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুনিগণ ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়া কহে বৃকোদর।
এইমত সব শত্রু যাবে যমঘর ॥
এইরূপে কির্ম্মীরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যাইনু যবে হেরি পাই ডর ॥

দেখি পথে পড়িয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ।
আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণ-স্থান॥
মুনিমুখে শুনিলাম সব বিবরণ।
এত কহি নীরব হৈল বিদুর সুজন॥
ভীমের এ বীরত্বের শুনিয়া কাহিনী।
নীরবে নিশ্বাস ফেলে অন্ধ নৃপমণি॥
পাণ্ডবের বীরত্ব অবনীতে অতুল।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল চিন্তাকুল॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, সাধু করে পান॥

———

কাম্যবনে পাণ্ডবদিগের নিকট
শ্রীকৃষ্ণের আগমন

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এই বার্ত্তা পায় রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকাদি যত নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক-কানন॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত॥
আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চ জন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন, এই আমার বিহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমল-লোচন।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি, বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ, না পড়ে তদন্ত॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি॥
পুষ্কর-তীর্থেতে দশ-সহস্র বৎসর।
একপদ বাতাহার, ঊর্দ্ধ দুই কর॥
বদরিকাশ্রমে তুমি শতেক বৎসর।
দেবমানে তপশ্চর্য্যা কৈলা দামোদর॥
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয় ইঙ্গিতে সৃজন॥
তুমি ত নির্গুণ, কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে ভাগ্যেতে বঞ্চিত॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দৈবকী-তনয়॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি, তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে, সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে, সে আমারে করে॥
তুমি হও আমার হে, আমি যে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমল-লোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদ-নন্দিনী।
কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি-কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির, পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি, অস্থি গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি, মুনিগণে কয়॥
অনাথার নাথ তুমি, নির্ধনের ধন।
সে কারণে তব পাশে, করি নিবেদন॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু, কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি বলহ আপনি॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত, কহনে না যায়॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥
বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্তকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান॥
সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত দিনে তা সবার পাইলাম অন্ত॥
ধর্ম্মপত্নী আমি, হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চ জন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব-ধনুক কেন বয়॥
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রী-কষ্ট না দেখে কভু থাকি বিদ্যমান॥
হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
ভার্য্যা ভীতা হ'লে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয়, তারে করয়ে রক্ষণ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি, হই পুত্রবতী।
পুত্রমুখ চাহি না করিল অব্যাহতি॥
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
দাসরূপে সভাতলে বসি সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহি, না জানিনু আমি॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডু-পুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্যকাল হ'তে যত করে সেইজন।
অগোচর নহে সব, জান নারায়ণ॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্তপদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলি দিল॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্মবলে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা বলে সর্ব্বজনে।
তোমরা আমার নহ, জানিনু এক্ষণে॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ব্বতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা, নাহি মোর পতি॥

তুমি অনাথের নাথ, বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে ॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে ॥
গোবিন্দ বলেন, সখি না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মোর স্থির নহে মন ॥
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলে যখন ॥
অঙ্গেতে হয়েছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত ॥
যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
সেইমত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ ॥
না তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
করিলে, বৃথা বাসুদেব নাম ধরি ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, শিলা জলে ভাসে।
অনল শীতল হয, সপ্ত সিন্ধু শোষে ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত ক্রন্দন করহ সমাধান ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবী কভু মিথ্যা নয় ॥
যত কহিলেন কৃষ্ণ হবে সেই মত।
অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত ॥
ভগিনী রোদন শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
সজল-নয়নে ক্রোধে কম্পিত শরীর ॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি, কুরু-ভাগ্যোদয় ॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
যেই দ্রোণ গুরু বলি গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার রৈল, তারে সংহারিব রণে ॥
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিন লোকে
তাহাকে মারিতে ভার রৈল শিখণ্ডীকে ॥
অর্জ্জুনেরে সূতপুত্র না ধরিবে টান।
ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ ॥
জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি, কি ছার কৌরব ॥
এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে সবে যত মহীপাল ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ।

মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পদ্ম হাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে পারিতাম দ্যূতকালে ॥
অন্ধেরে নিবৃত্ত করিতাম শাস্ত্রবলে।
পাশা-আদি নীচকর্ম্মে বহু দোষ ফলে ॥
মৃগয়া মদিরাপান পাশা ও স্বৈরিণী।
এ চারি অনর্থ হেতু, করে লক্ষ্মীহানি ॥
বিশেষে দেবন-দোষ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ সব দোষ একক্ষণে হয় ॥
বহুমতে দ্যূত করিতাম নিবারণ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ ॥
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি তথা থাকিলে না হত ভেদাভেদ ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র নৃপতি এলাম তব স্থান ॥
তোমার এ বেশ বনে ফলমূলাহার।
তব দুঃখ নয় রাজা সকলি আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ ॥

মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিবারে পার তিন-পুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা নহে অপ্রমাণ।
যেই হেতু নাহি আসি, কর অবধান॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িয়াছিল দ্বারকা নগর॥
তব রাজসূয় হতে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়া-রণ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি, শাল্ব কেন দ্বারকা হিংসিল॥
তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল॥
কোন মায়া ধরে দুষ্ট, কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন॥
গোবিন্দ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈর-বৃক্ষ-বীজ হইল রোপন॥
শিশুপাল বিনাশ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকা নগর॥
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনি।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল বাহিনী॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে॥
ধন রত্ন রাখে সব গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথা নাহি চলে কোন জন॥
চিহ্ন পেলে রক্ষকেরা ছাড়ি দেয় পথ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হ'ল রথ-কোলাহলে॥
চতুর্দ্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলে স্থলে রহিল যুড়িয়া॥
দেবালয় শ্মশান সৈন্যে পূর্ণিত কৈল।
দৈত্যের যতেক বাহিনী হুহুঙ্কারিল॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণি-বংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব-কুমার সংহতি॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল-বরিষণ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল॥
বেগবান্ নামে দৈত্য আছিল তাহার।
আগুবাড়ি শাম্ব সহ যুঝিল অপার॥
শাম্বের হস্তেতে মহাগদা যে আছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান্ সে পড়িল॥
বিবিন্ধ্য নামেতে দৈত্য আসিয়া রুষিল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর॥
সেনাপতি পড়িল, পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন॥

সৌভ-নামে তার পুরী, কামাচার গতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে, ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি॥
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ॥
শাম্বে দেখি বিকম্পিত হৈল সব বীর।
বাহির হইল কাম নির্ভয় শরীর॥
নির্ভয় করিয়া যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ-আরোহণে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল শাম্বের সংহতি।
অঞ্জন-পর্ব্বত তুল্য শাম্ব দৈত্যপতি॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাম্বেরে ছেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাম্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব-বল চৌদিকে বেড়িল॥
হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাম্ব রাজা পাইল চেতন॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া চাপে দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব-দল শব্দ শুনি তার॥
বহু মায়া জানে শাম্ব, মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়া-অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে॥
কামদেবে মূর্চ্ছা দেখি দারুক-সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে সচেতন হ'ল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত॥
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দারুক-নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ॥
শাম্বে দেখি ভয় ভব হৈল হৃদিমাঝ।
সেকারণে সারথি করিলে হেন কাজ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন্ কালে।
কেবা অগ্রসর হবে মোর শরজালে॥

সূত বলে, ভয় কিছু নাহিক আমার।
শাম্ব-অস্ত্রে রথেতে মূর্চ্ছা হৈল তোমার॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
নাহিক তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণী-কুমার॥
আর কভু কর্ম্ম না করিহ হেনমত।
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ॥
বৃষ্ণিবংশে হেনরূপ কভু নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়॥
কি বলিবে মোরে সবে পিতৃ ভ্রাতৃ তাত।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশ হইল ধিক্কৃত॥
কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া॥
পাছে পাছে শাম্ব মোরে প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ-ভিতর॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিকুল-নারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি॥
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল॥
রাজসূয়-যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত মোর এ সব শুনিয়া॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুক-নন্দন।
এখনি যে সৌভ-পুরী করিব নিধন॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি॥
শাম্বের যতেক সৈন্য, না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রহে কোন জন॥
মারিল বহুত সৈন্য, না যায় গণনা।
রক্তে কলকলি উঠে, আর উঠে ফেণা॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি॥

পুনঃ পুনঃ মায়াবী সে হানে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর॥
পরে ক্রোধে কামদেব নিল দিব্যবাণ।
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষ-বাসিগণ পলায় ভয়েতে॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার॥
বায়ুবেগে আসিলেন নারদ ঝটিতি।
সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি॥
সম্বরহ অস্ত্র এই কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন॥
শাম্ব দৈত্যরাজ কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী-তনয়॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে তূণে অস্ত্র থুইল।
এ সব কারণ শাম্ব সকলি জানিল॥
রণ ত্যজি সৌভ-পুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাম্ব বধ।

তব বজ্ঞ সাঙ্গ যবে হ'ল নরপতি।
হেথা হতে আমি ত গেলাম দ্বারাবতী॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড-প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারে অতি করুণতায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকা নন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাম্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদেব বাহুক প্রভৃতি।
সবারে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাম্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদ-তীর॥
তথা শুনিলাম, শাম্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাম্ব দুরাচার॥
তোমারে চাহিয়া গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে॥
ভাগ্য মোর, তুমিত আসিলে হেথাকারে।
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশান॥
সব কাটিলাম আমি চোক-চোক শরে।
মায়ায় উঠিল শাম্ব আকাশ উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাম্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি, অন্ধকার হৈল॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া, রথের সারথি॥
শৈব-সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক্ মোরে হইয়া বিহ্বল॥
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তিত হইনু দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকানিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন॥
কি করহ বাসুদেব, চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥

শাম্বরাজ আসি আজি দ্বারকা নগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার পিতারে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর, রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল, হেন বিশ্বাস জন্মিল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি যেন জানিলাম মনে।
পুনঃ যুদ্ধ আসিয়া করিনু শাম্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাম্ব-সৌভপুরী হ'তে।
কেশপাশ মুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সবে করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ সব কাণ্ড ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন।
মায়াবী শাম্বের যত মায়ার সৃজন॥
চিত্ত হৈল স্থির বুঝি অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাম্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥
শব্দ-অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধু-জলে।
কুম্ভীর মকর মৎস্য ধরি সব গিলে॥
নিঃশব্দ হইয়া সব পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব॥
করিলাম গান্ধর্ব্ব অস্ত্রের নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হৈল, শাম্ব দিল দরশন॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে॥
ভাঙ্গিল আমার রথ পর্ব্বত-চাপনে।
হাহাকার করয়ে আকাশে দেবগণে॥
মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ।
আর মিত্রগণ যত করেন রোদন॥
বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হৈলাম বাহির।
জলদ-পটল হৈতে যেমন মিহির॥
পুনঃ শাম্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড় প্রভু, দৈত্য হবে অন্ত॥
সৌভপুরী দানবের রবে যতক্ষণ।
ততক্ষণ নহিবেক শাম্বের নিধন॥
সুদর্শন এড়ি শীঘ্র কাট সৌভ-পুর।
তবেত নিধন হবে মায়াবী অসুর॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত, শচকিত শক্র॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভ-পুরী কাটিয়া করিল খান খান॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাম্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগন-মণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে॥

দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান।
শাম্বদৈত্য কাটি চক্র করে খান খান ॥
আর যত ছিল দৈত্য গেল পলাইয়া।
দ্বারকা আসিনু তবে দৈত্যেরে বধিয়া ॥
এই হেতু আসিতে না পারিনু রাজন্।
আপনার মৃত্যুপথ কৈল দুর্য্যোধন ॥
তুমি সত্যবাদী, সত্য করিবে পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র আদি সখা হলে রক্ষা নাহি তার ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হতে দুঃখ পায় সাধু জন ॥
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনি-কোপে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী-অংশে জন্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ, শুন নৃপবর।
ইহা হতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ সব হয়, শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাই, নিন্দ আপনাকে ॥
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন।
কোথায় নিবাস তাঁর, কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা, কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ, কহ বিবরণ ॥
রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার সমান।
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান ॥
কহ কহ জগন্নাথ শুনিতে আনন্দ।
মুখ-পদ্ম হতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ ॥
বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিল প্রকাশ।
পয়ারে রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাঁহার সন্ততি ॥
একচ্ছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে, বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
সসাগরা বসুন্ধরা শাসি বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত ॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণনা না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায় ॥
যেই যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা দেন তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরমা রূপসী ॥
শত শত চান্দ্রায়ণ, কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন ॥
একগুণ দান করে শত গুণ হয়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায় ॥
শুন যে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন ॥

একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাগ্‌যুদ্ধ হয় অতিশয়॥
লক্ষ্মী কহে, আমি শ্রেষ্ঠা, সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে॥
কেমনে বলিলে শনি, তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন॥
এইরূপে দুই জনে হ'ল গণ্ডগোল।
পণ করি দুই জনে আসে ভূমণ্ডল॥
লক্ষ্মী কহে, শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হৌক সেই জন॥
সূর্য্য-পুত্র সিন্ধু-কন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হন উপস্থিত॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে॥
দেখি ব্যস্ত নরপতি রহি যোড়করে।
প্রণাম করিয়া কহে মৃদু মধুস্বরে॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহে, কার্য্য আছে তব সন্নিধানে॥
আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ॥
এত শুনি কহে রাজা বিনয় বচনে।
মীমাংসা করিব কল্য যাহা লয় মনে॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নৃপরায়॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণ বদন॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্যে মধ্যস্থ করে কিবা সে কারণে॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল॥
রাজা বলে, চিন্তাদেবী চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কাল বলবান্ দেবী জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হলে নর মৃত্যুবশ হয়॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

শ্রীবৎস রাজার সিংহাসন নির্ম্মাণ ও লক্ষ্মী, শনির সিংহাসনে উপবেশন।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্টদেবতার॥
এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দেন নরবরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হতে,
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা, বিধিমতে করি পূজা
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাঁড়াইল যোড়হাতে,
বহুবিধ করিলেন স্তুতি॥
হইয়া আহ্লাদ যুতা, বসিল জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তমো হরে॥
বসিলেন তিন জনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযুষ বাক্য শুনি।

সংসার সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
কাশীরাম দাসে কয়, তবিবারে ভবভয়,
নাহি হবে জঠর-যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জনম না হবে আর,
এই মম বচন রচনা ॥

———

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ।

দুই সিংহাসনে তবে বসি দুই জন।
কথায় কথায় জিজ্ঞাসিলেন তখন ॥
কহ ভূপ এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলেন বচন ॥
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝি লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে ॥
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন।
ম্লানমুখ হয়ে শনি করেন গমন ॥
লক্ষ্মী কহিলেন, তুষ্ট করিলে আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয় ॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করেন গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবেন তখন ॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র-অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার ॥
সিংহাসনে স্নান করি বৈসে নরপতি।
হেনকালে শুন নৃপ দৈবের কুগতি ॥
কৃষ্ণবর্ণ তথা এক কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া।
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি-হ্রাস হইতে লাগিল ॥
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হৈল হীন ॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহ মন্দির প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির ॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূম্রময় ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে ॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্র-মণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে, অতি অমঙ্গল ॥
শনি-কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয়, উৎপাত বিস্তর ॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গবী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য ॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল ॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরিষে বিষাদ ॥
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গে।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে ॥
বিপদ-সাগরে পড়ে শ্রীবৎস নৃপতি।
রোদন করিয়া ফেরে, শুন মহামতি ॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন ॥
কোথা বা যাইব, আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব ॥
তিন দিবা-রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া ॥
শঙ্কায় কম্পিত নৃপ হৈল মুহ্যমান।
বিলাপ করিয়া রাণী হইল অজ্ঞান ॥
রাজা বলে, কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জনম হইলে মৃত্যু সকলেরি হয় ॥

স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় যে আমার।
কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেইজন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈব যাহা করে, তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন, খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা, কর্ত্তা ত ঈশ্বর॥

———

শ্রীবৎস ও চিন্তার বনগমন।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হ'ল মতি॥
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এক, ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত।
বহুমূল্য অল্পভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহুমূল্য ধন॥
রাজা বলে, শুন রাণী আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥

এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী, রহিব সঙ্গেতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ, সে দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি, আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যেখানে থাকে, তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে ত্যজিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন॥
অর্দ্ধ-রাত্রি-কালে তবে উঠি নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া এই বলেন রাজায়॥
যথায় থাকিবে, তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি অগ্রেতে পাইবে।
পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে ঈশ্বর হইবে॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর যত ফুটে তাঁর পায়।
অতি ক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি যায়॥

সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকুল সমুদ্র প্রায়, নাহি পারাপার।
ভূপতি করেন চিন্তা, কিসে হব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কাঁদেন দু'জন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাঠে দিল দরশন॥
মন্দ মন্দ বাহে তরী, চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে॥
ত্বরা করি পার করি দেহ হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে, দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন॥
হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে, কুলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে, শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি, এই মম নারী চিন্তা সতী॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে॥
শনি কহিলেন, তবে বুঝেছি বিস্তর।
তাল ও বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি-সময়।
কোথা গেল মন্ত্রীবর্গ, কহ মহাশয়॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি-সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়া-মদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে, কেহ কারো নয়।
'কস্য মাতা কস্য পিতা' শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র, কেবা বন্ধুজন।
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু, করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা॥
শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণ ভগ্ন নৌকা, দেখহ আমার॥
দুইজন হলে যেতে পারে পরপারে।
তিন জন, ক্ষীণতরী, পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বটে দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করি রাজা কর অনুমান॥
কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ, তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক-বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি আগে, শেষে হব পার॥
রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুখাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
যে সকল দেখিলাম, ভোজবাজী প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি বহু ধন করিলেক চুরি॥
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির॥
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি, না চলে চরণ॥
বহুকষ্টে গমন করিয়া দুই জন।
প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ-বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে সমুদিত দেব দিননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥

চলিতে না পারি নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে কিছুক্ষণ॥
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর, আছ ত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হতে ফল মূল আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানাস্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন-উপবন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জম্বু পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
কদলী বয়ড়া ফল আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বত্থ বট নিম্ব হরীতকী॥
জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন বাদাম দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
শত শত পশু দেখে বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত, কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন॥
মনে মনে বলে, রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি, অগতির গতি॥
দয়া করি দীননাথ করুণা-নিদান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা রক্ষা করে, নাহি হেন জন।
আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর মোরে বড় হয়েছি কাতর॥
এইরূপ বলি রাজা স্মরে চক্রপানি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী॥
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল অন্তরে।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় শরীরে॥
একদিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কত জন॥
ধীবর দেখিয়া রাজা করয়ে যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ, আজি করিব ভোজন॥
জেলে বলে, কুক্ষণেতে ধরি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে॥
রাজা বলে, শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল, পাইবে এখন॥
তাল বেতালেরে স্মরিলেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল, সাধক বটে এই দুই জন॥
সাদরে শকুল-মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ, করিব ভোজন॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন-পোড়া খেলে হয় শনি প্রতিকার॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ॥

সবিষাদে চিন্তাদেবী অনল জ্বালিল।
যতন পূর্ব্বক সেই মৎস পোড়াইল ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা, চিন্তা করে মনে।
মৎস্য পোড়া রাজ হস্তে দিব বা কেমনে ॥
ক্ষীর ছানা নবনী যে করিত ভোজন।
বনে আসি মীন-দগ্ধ খাবে সেই জন ॥
কিরূপে এই ছাই খাওয়াব তাঁহারে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্য বাঁচে।
কি হইবে মম ভাগ্যে, না জানি কি আছে ॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ মতি ॥
বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পালাল বলিয়া এবে কর প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ, নাহি কেন যায় ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতে কান্দিতে।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে ॥
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

———

শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিছে আকাশ-বাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস-নৃপতি
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব, আমারে করিলে খর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেই লজ্জা দিলে মোরে, সেকথা কহিব কারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব স্থানে,
তুমিত করিবে সুবিচার।
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার।
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম-ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে বলিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রী-ভেদ করিব।
শুন রাজা বলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদিগণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে, জন্মিলেন রঘুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥
দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।

অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটাবন্ধ করিয়া ধারণ ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা সতী, পতি অনুগতা অতি,
শুনহে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার ॥
পর্ব্বত-কানন-পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামী ছাড়ি. গেলেন রাবণ-বাড়ী,
বাস হৈল অশোক-কানন ॥
আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যাঁর।
সতী গতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার ॥
সতী দেহত্যাগ করে, জন্মি হিমালয়-ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
দুঃখেতে বঞ্চিল কত কাল ॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠ-নিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠ-লীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমার পূজন।
তোর কাছে অল্প আমি, তুই পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন ॥
এতেক কহিয়া শনি, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হ'ল রাজা নিরানন্দ মন ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ-মোক্ষ-দাতা
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালি ছন্দে, মনের আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

আকাশবানী শ্রবণে শ্রীবৎস রাজার খেদোক্তি।

শুনিয়া আকাশ-বাণী শনির ভারতী।
ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ॥
যতেক কহিল শনি, প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল ॥
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
তবে কেন চিন্তাদেবী এমত হইবে ॥
আমার কুদিন হ'ল বিধির ঘটনা।
নৈলে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজনা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবি কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার ॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহেত আমার।
নিজকর্ম্মে দুঃখ পাই, কি দোষ তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফলমূল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা, স্মরে বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া অলায়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফলমূল না মিলে তথায়।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যায়॥
নগর উত্তরভাগে ধনীর বসতি।
তথায় বসতি মোর না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে॥
দুঃখীর সমাজে থাকি কাটাইব কাল।
পাছে লোকে ঘৃণা করে এ বড় জঞ্জাল॥
এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথাকারে হয় উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ তুমি, কেবা হও, কোথায় বসতি।
কি হেতু আসিলে দোঁহে, কহ শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মোর সম দুঃখী নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
বহুদুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায়॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত, প্রতিজ্ঞা সবার॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি, কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই, দুঃখ নাহি জানি॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হলে দুঃখ না রহিবে॥
শুনি আনন্দিত হন শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন॥
হেনমতে কাঠুরিয়া-ঘরে দুই জন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ-মন॥
কাঠুরিয়াগণ-ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হ'ল॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হ'ল সবাকার মন॥
সবা সঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী।
শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস রজনী॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে, এস যাই বনে॥
শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক॥
ফলমূল পত্রপুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন।
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম, ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার॥
বাজারে ফেলিলা বোঝা কাঠুরিয়া-কুল।
গৃহীলোক আসি সবে করি নিল মূল॥
কেহ পায় চারি পণ কেহ আটপণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লয়ে শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যায় তবে বণিক সদন॥
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
করিয়া উচিত মূল্য দিলেক সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চালি ডালি লবন সৈন্ধব।
মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব॥
শাক সূপ তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় যত্ন করে নিল॥

কিনিয়া অশেষ দ্রব্য লয়ে নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী॥
রাণী প্রতি কহে রাজা বিনয়-বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু, কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম তাঁর, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
চক্ষুর নিমিষে পাক কৈল চিন্তারাণী॥
স্নান দান করি রাজা আসিয়া সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর॥
রাণী বলে, সবাকারে ডাকহ রাজন॥
সকল রন্ধন হৈল করাহ ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকে সবাকারে।
আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে॥
একত্র হইয়া সব কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্ট-মন॥
রাণী আনে অন্ন নৃপ করেন বণ্টন।
তৃপ্তিতে লাগিল সবে করিতে ভোজন॥
সুধা সম অন্নপাক খায় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হল কাঠুরে-ভবন॥
শ্রদ্ধা-পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া॥
এইরূপে কত দিন বঞ্চিল তথায়।
এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চাপাইয়া তরী সাধু সেইখানে রয়॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কান্দে, কি হল কি হল॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন॥
হস্তে লাঠি, কাঁখে পুঁথি গ্রহাচার্য্য হৈয়া॥
সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া॥

শুন মহাজন তুমি, স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হৈল যে কারণ॥
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন॥
সেই হেতু তব তরী হৈল হেনরূপ।
কহিনু যতেক কথা, জানিবে স্বরূপ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
ব্রাহ্মণ বলেন, শুন আমার বচন।
যেমতে তোমার তরী চলিবে এখন॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা, ভাসিবে তখনি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন॥
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া-জাতি সতী আনহ সাদরে॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তবস্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল॥
সহজেতে হীনজাতি, অতি অল্পজ্ঞান।
পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ-বিধান॥
যতেক কাঠুরে-ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ-বিধানে সবে চলিল তখনি॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেইখানে উত্তরিল যতেক রমণী॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সরস্বতী॥

রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরিপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা॥
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া।
আর ষষ্ঠী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চাণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল॥
কারো হাতে নাহি হল সাধু-প্রয়োজন।
বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন॥
কত নারী আইল, না এল কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু সে সব কারণ॥
নাবিক কহিল, সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায়॥
শুনি সাধু মনে কৈল, সেই সাধ্বী তবে।
তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে॥
মহাভারতের আখ্যান সুধার সার।
তরিবারে ইহা বিনা কিছু নাহি আর॥

বণিক কর্ত্তৃক চিন্তাহরণ।

তবে সাধু হর্ষযুত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথা চিন্তা-সতী তথা উত্তরিল গিয়া॥
চিন্তাদেবীরে সাধু কহে বিনয় বাণী
আমারে করহ রক্ষা, ওগো ঠাকুরাণি॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখ মনে।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে॥
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী॥
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহিব সকল কথা শরণ মাগিয়া॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া॥
উপনীত হন যথা সদাগর-তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি॥
যদি আমি সতী হই পতি-অনুগতা।
তবে সে-ভাবিবে তরী কহিনু সর্ব্বথা॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া উঠিল তরণী সেইক্ষণেতে॥
দেখি সদাগর হল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে॥
এত ভাবি নৌকা'পরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে॥
শুনি ধর্ম্ম-নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত-অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
চিন্তার বলহ শেষে হৈল কোন্ গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি॥
এত শুনি কহেন শ্রীযশোদা-কুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কেন আমি আইলাম আপনা-খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত॥
দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ লহ দেব! দেহ কু-আকৃতি॥

জরায়ুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে দেবী লোটাইয়া ক্ষিতি॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল॥
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল॥
না কান্দহ না চিন্তিহ ওগো চিন্তামতী।
স্বামী প্রতি সদা হয়ে থেকো ভক্তিমতী॥
তব সুন্দর রূপরাশি এবে হরিব।
স্মরিলে আমায় পুনঃ পূর্ব্বরূপ দিব॥
তবে সতী-রূপ সূর্য্য করেন হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ॥
এইরূপে চিন্তাদেবী নৌকায় রহিল।
দক্ষিণেতে নৌকা বাহি সাধু যে চলিল॥
এথায় কানন হতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময়॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
সকাতরে পরসীরে জিজ্ঞাসেন রায়॥
বনপর্ব্বেতে চিন্তা সতীর উপাখ্যান।
পঠনে শ্রবণে নারী লভে ধর্ম্মজ্ঞান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ।

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা॥
রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এইঘাটে এক জন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক ঘাটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
সতী যে জন হইবে, পরশে তরী ভাসিবে
তেঁই নারী সবারে ডাকিল॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে-বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরী ছোঁয়াইল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ পুনঃ যত্ন করি,
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল॥
চিন্তা সতী পরশিতে, ভাসে তরী হরষেতে
চিন্তায় ধরি নৈল তরীতে।
ছাড়িয়া সে দিল তরী, করি অতি তাড়াতাড়ি,
চিন্তাদেবী লাগিল কান্দিতে॥
বজ্র-সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ধরাতলে।
ক্ষণেকে চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী-সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকলি হরিল শনি,
অবশেষে ছিনু দুই প্রাণে॥
তাহাতে করিল আন, দুই জন দুই স্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে বাটে॥
বিবিধ কানন-মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমে রাজা পেয়ে বহু ক্লেশ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকল দৈবেতে হয়,
সর্ব্ব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার॥
চিন্তানন্দ নামে বনে, রাজা গেল সেইস্থানে
তথাকারে সুরভি-আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন॥
নানা পশু নানা পক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রঙ্গে এক স্থল।
বিবিত্র তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কতরূপী,
তাহে শোভে কনক কমল॥
অপূর্ব্ব কাননশোভা, নানা পুষ্প মনোলোভা,
ষড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায়॥
রাজা পুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমাতা সতী,
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি, ভবে নাহি ভীত॥

———

সুরভি-আশ্রমে শ্রীবৎস রাজার অবস্থিতি ও সদাগর কর্ত্তৃক নিগ্রহ।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোন্ জন।
রাজা বলে, শুন মাতা মোর নিবেদন॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগ্‌দেশস্বামী॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন॥
এক দিন শনি সঙ্গে জলধি-তনয়া।
মম স্থানে আসে দোঁহে বিরোধ করিয়া॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধার।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি॥
রাজ্য ধন সব শনি করিল বিনাশ।
অবশেষে চিন্তা সহ আসি বনবাস॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুই জনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা নির্জ্জন কাননে॥
সুরভি এতেক শুনি কহে নৃপ প্রতি।
ভয় নাই, থাক রাজা আমার বসতি॥
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
তত দিন মোর হেথা থাক গুণাধার॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ॥
পুনঃ বসুমতী-পতি হবে নৃপবর।
চিন্তা সতী পাবে কত দিবস অন্তর॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
দুই ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায়॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলে, মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার
রহিলাম যত দিন দুঃখ নহে পার॥
এরূপে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি॥
চিন্তাদেবী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি।
তাল ও বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন॥

ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন॥
স্থানে স্থানে স্তূপাকার শত শত করি।
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্ব্বরী॥
কত দীনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া॥
নৃপতিব উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন॥
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নৌকার নফর।
শ্রীবৎসের কাছে তরী আনিল সত্বর॥
মৃদুভাষে রাজা কহে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
কিন্তু সব হৈল নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি, কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এক কর্ম্ম কর।
তবে ত তরিব আমি বিপদ-সাগর
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লয়ে যাও নৌকা পরে তুমি॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ প্রয়াণ।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবে ত বিপদে তরি, এই নিবেদন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন॥
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে, লয়ে এস ধন॥
রাজাকে কহিল সাধু, শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে, নাহি কিছু ভয়॥

হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকা পরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক কিঙ্করে॥
তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্ট, তবে চিন্তিল নিজ অন্তর॥'
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচার।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর-মাঝার॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি বলি রাজা করিছে স্মরণ॥
কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুই জন॥
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া॥
সেই নৌকা'পরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু-কথা॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সমুদ্রে।
হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তুলা॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায়।
বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায়॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায়॥
সৌতিপুরে রম্ভাবতী মালিনীর স্থানে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজা-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন॥
রাজ-দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকশিত হৈল॥

অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাপা ফুটে জারুল পারুল॥
শেফালি সেঁওতী আদি নানাজাতি ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প, নাহি সমতুল॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু-আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে॥
ষড়ঋতু আসি তথা হৈল উপনীত।
শর-ধনু সহ কাম তথায় উদিত॥
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী আইল ঘর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা, কিছুই না জানি॥
বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী।
কুসুম-কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায়॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর॥
কোথা হৈতে এলে তুমি, কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা, মোর নিবেদন॥
মালিনী বিনয় শুনি তবে নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই, ঠেকি আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা, ভবিতব্য মূল॥
শুনিয়া মালিনী কহে, শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয়॥
শুভগ্রহ হৈল তব, দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ॥
আর কেহ নাহি বাপু, বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি॥

এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস ভূপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম মহামতি॥
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
শ্রবণে পঠনে ঘুচে, পাপ তাপ ব্যথা॥

———

শ্রীবৎস রাজার মালিনী আলয়ে অবস্থিতি।

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হয়ে গেল তার বাসে।
আযোজন আনি দিল, নৃপতি বন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী-ঘর,
আছে রায়, কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন পুনঃ পাত।
একবার হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত॥
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ঘুরে ফিরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে, অপহরে, কুকর্ম্ম যতেক করে,
সাধুকর্ম্ম নহে একক্ষণ॥
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী সোসর॥
রূপ গুণ বর্ণিবারে, কার শক্তি কেবা পারে,
তিলোত্তমা জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী সম, গুণে সরস্বতী ভ্রম,
তপে যেন অগ্নি স্বাহা সতী॥

জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন শুন গুণাধার
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর তপস্যা যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, ডাকি বলে ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ি, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে ॥
তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপ বর।
তত্ত্বকথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর ॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দিনু বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসব ॥
শ্রীবৎস-চিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বতে গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

———

শ্রীবৎস রাজার সহিত সুভদ্রার বিবাহ।

শুন শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
মালিনী-ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন ॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম্ম নাহি ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মকাজে ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব ঘটন।
ভদ্রাবতী কন্যার শুনহ বিবরণ ॥
ভোজনে বসেছে বাসুদেব মহীপাল।
পরিবেশনে আসে ভদ্রা, হাতে স্বর্ণথাল ॥
রাণীজ্ঞান করি রাজা করে পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিছে বচন ॥
শুন মহারাজ তুমি রাজপদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি ॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত, রাজভোগে ভোলা ॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন ॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে ॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ, বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ ধিক্ রাজা তব জীবনে কি আশ ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন ॥
শুন শুন মহাদেবি আমার বচন।
মিথ্যাভাষে মোরে তুমি করহ লাঞ্ছন ॥
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মম ঘরে।
এক দিন মহাদেবি না কহ আমারে ॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥

ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিয়া সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব-রাজ্যে সবে করিল গমন॥
নিরবধি আসে রাজা, কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র ভূধাম॥
দ্রাবীর মগধ মৎস্য কর্ণাট ভূপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল॥
চতুরঙ্গ দলে আসে যত নৃপগণ।
উপযুক্ত গৃহ দিল করি নিরূপণ॥
হর্ষিত হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল, নাহি পরিমাণ॥
কেবা খায়, কেবা লয়, কেবা দেয় আনি।
খাও খাও, লও লও, এইমাত্র শুনি॥
আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান॥
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
আনন্দ-সাগর-নীরে ভাসে রাজগণ॥
নানা কথা আলাপনে বসে সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥
কন্যা-অধিবাস করি ষষ্ঠ্যাদি অর্চ্চন।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাধিবাসন॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
মালিনীর মুখে শুনে শ্রীবৎস রাজন॥
শুনিয়া দেখিব বলি বাঞ্ছা কৈল চিত্তে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন্ পাত্রে॥
যতেক নৃপতিগণ সভায় আসিল।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস বসিল॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥

হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা শচীদেবী তার তুল্য নয়॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যত জন॥
সকলে জানিবে যে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর, আমি পাই পতি আপনার॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥
কদম্ব-তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন।
যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন॥
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে।
দিলেন চন্দন মাল্য চরণ উপরে॥
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া॥
ছি ছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে এই কর্ম্ম বিধাতার॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা হইবারে পারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবে তেমন॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ॥

বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ অন্তঃপুরী॥

কহেন কান্দিয়া রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান॥
এত রাজগণ ছিল, না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায়॥
পুরুষে পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর, গলে দিই কাতি॥
রাণী কহে, মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি, এ সকল মিছা॥
হেলায় সৃজন যাঁর, হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া, হেন শক্তি কার॥
ভদ্রা তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি॥
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন॥
বাহিরে আবাস করি দেহত ভদ্রার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যাহা চাহি তার॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক-মুণ্ডন॥
ভদ্রা কন্যা-মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী-সার॥
এত কাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এখন॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল॥
লোক-মাঝে মুখ দেখাইব কোন্ লাজে।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন্ কাজে॥
হায় হায় বিধি কেন কৈলা হেন রূপ।
ভদ্রা কন্যা লাগি এল কত শত ভূপ॥
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন॥

রাণী বলে, মহারাজ হলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান॥
হেলায় সৃজন যাঁর, হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্ত চরিত্র তাঁহার॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে॥
কেবা কার ভাই বন্ধু, কেবা কার পিতা।
অনর্থের হেতু মাত্র বিষয়কামিতা॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা, ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হতে সংসার-সমুদ্র হবে পার॥
এইমত বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেলা ভদ্রা সন্নিধানে॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা, নাহি চাহে কারো পানে॥
দেখিয়া রাণীর অতিশয় দুঃখ হৈল।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুখ মুছাইল॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
দিন কত হৈলে গত পাবে বড় সুখ॥
গৌরী-আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন পরে ভদ্রা রাজরাণী হবে॥
এইরূপে নন্দিনীকে তুষি মহারাণী।
ভিতর মহলে যান যথা নৃপমণি॥
রাজা বলে, মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে।
রাণী বলে, রেখে এনু বাহির আগারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে।
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে॥
এই মত দুই জন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে॥
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস-উপাখ্যান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের দুঃখ কথা কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হিয়ায় ॥
দ্রৌপদী কহেন, দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার ॥
কি রূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব, শুনিতে ব্যাকুল বড মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥
পরগৃহে বঞ্চে, পর-অন্নেতে পালিত।
তাঁহার জীবনে ধিক্ মরণ উচিত ॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
বহুকাল গেল দুঃখে, আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল ॥
জ্ঞানবান্ লোক কভু কাতর না হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায় ॥
সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম, দুঃখেতে অধর্ম্ম ॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি রামনাম বদনেতে লও ॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন ॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশ করে রাজা ঈশ্বরে স্মরণ ॥
এরূপে দ্বাদশ-বর্ষ হৈল অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত, শুভেতে প্রবেশ ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দানসাধিবারে ॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল ॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বসে রাজা হইয়া জগাতি ॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসী লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয় ॥
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে ॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল ॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হতে কূলে তোল আছে যত ধন ॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
তরী হৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল ॥
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল।
তোমার জামাতা মোর সর্ব্বস্ব লুটিল ॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণপাট নিলে ॥
শ্রীবৎস বলেন, রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে, এই বেটা দুষ্ট মহাজন ॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবেত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুইখণ্ড কর শীঘ্রগতি ॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবেত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট নিয়া ॥
খুলিতে নারিল সাধু, মহালজ্জা পায়।
তবেত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায় ॥
খুলিতে নারিল সাধু, পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুই খান ॥

স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেরে তবে করেন স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড়করে কয়।
কহ বাপু কেবা তুমি হও মায়াময়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু, না ভাণ্ডিহ আমা॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি।
কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী॥
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
নীচে কী উত্তম বিধি করান মিলন॥
সমানে সমানে ধাতা করান সংযোগ।
সুখ দুঃখ হয় রাজা শরীরের ভোগ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়নে আইনু তোমার নগর॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ, নহি নীচ জন॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগ্‌দেশ-পতি আমি শ্রীবৎস রাজন॥
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥
এক দিন শনি সহ জলধি কুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মম বরাবরি॥
লক্ষ্মী কহে, আমি পূজ্যা সকল সংসারে।
শনি বলে, আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আসি দুই জন।
আমারে কহিল, কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন॥
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হৈল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ, কি হবে উপায়॥
উভয়ে বলিনু, কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল, কি করি এখন॥
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখানি।
দুইভিতে সিংহাসন, মধ্যে থাকি আমি॥
সভা করি উপবিষ্ট রহিনু তথায়।
দুইজন আইলেন প্রভাত সময়॥
দোঁহে দেখি সম্ভ্রমেতে বসাই ঝটিতি।
কাতর অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে দুই জন বসে সিংহাসনে।
শনি বসে বামে আর কমলা দক্ষিণে॥
আমারে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য-বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন॥
আপনা আপনি দোঁহে ভাবি দেখ মনে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি, বামে সাধারণে॥
এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাশয়।
অল্পদোষে গুরুদণ্ড করিল আমায়॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী বিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখে মোরে ডুবাইল॥
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এ সব ভারতী।
ত্রস্ত হয়ে বাহুরাজ উঠে শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত করি রাজা করেন স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ॥
শুভক্ষণে ভদ্রাকন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দরশন হৈল॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনাকে ধন্য বলে মানি॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল॥

এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে, তবে শুন মম বাণী॥
লঘুজনে এতাদৃশ নহে ত উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত॥
নৌকা'পরে চিন্তা মম আছেন বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্র গতি।
পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা, উঠ শীঘ্রগতি॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা, দোঁহে গিয়া কর গো মিলন॥
জরাযুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তার বিবরণ॥
পলিতগলিত কেন পতিব্রতা-দেহ।
জরাযুত অঙ্গ কেন বিস্তারিয়া কহ॥
শুনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ-কথা শুন ইতিহাসে॥
এই সদাগর যায় বানিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে॥
হেনকালে দৈবজ্ঞ এক আসিল তথা।
সদাগর পুছে দৈবজ্ঞে তরীর কথা॥
দৈবজ্ঞ কহে, সতী হইবে যে রমণী।
সে স্পর্শিলে তরী তবে উঠিবে এখনি॥
কাঠুরে-রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল॥

সকলে ছুঁইল তরী, না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারবার॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল॥
দয়া করি উদ্ধারিয়া দিনু যদি তরী।
দুষ্ট দুরাচার চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি করি॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি॥
আমি কহিলাম দেব মোর রূপ লহ।
জরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে॥
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি॥
তুমি সতী পতিব্রতা, পতি অনুরক্তা।
ত্রিভুবন তব গুণ স্মরিবেক মাতা॥
সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল॥
রাজা কহে, চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা কহে, চল যাই প্রভুর বসতি॥
এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্ত শ্রীবৎস নৃপতি॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে॥
দেখি তবে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে॥

চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুই জন।
দোঁহার মিলনে দোঁহে আনন্দিত মন॥
প্রেমাবেশে অবসন্ন হৈল দুই জন।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদ সেবা করে দুই জন॥
নানা হাস্যে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
অতি আনন্দেতে করে নিশা সমাপন॥
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহু রাজা।
শ্রীবৎস-চিন্তারে তবে করে বহু পূজা॥
আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে জনে জন॥
পুণ্যশ্লোক শ্রীবৎস-চিন্তা মিলন কথা।
শ্রীব্যাসদেব বিরচিত অপূর্ব্ব গাথা॥
কাশীরাম দাস রচে পয়ার প্রবন্ধে।
ভক্তিতে শুনিলে দিব্যচক্ষু লভে অন্ধে॥

স্বরূপ মূর্ত্তিতে শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস রাজাকে বরদান।

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
এ হেন সময় শনি, করিছে আকাশবাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার পক্ষ,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব অবজ্ঞা তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরতভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত লোচন পিঙ্গ, মহাজ্যোতি কৃষ্ণ অঙ্গ,
পরিধান সুরক্ত বসন॥
তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতিভয় পায় সভাজন।
আস্তে ব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
স্তব করে শ্রীবৎস রাজন॥
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করয়ে পূজন।
সর্ব্ব ঘটে ভুক্ত তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন॥
আমি মূর্খ মূঢ় জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
বারেক করহ দয়া, ত্যাজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয়॥
দেশে যাহ নরবর, একচ্ছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বৎসর।
পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর॥
মম সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যাথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন॥
শ্রীবৎসেরে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,
চলিলেন আপন ভবনে।

ভবার্ণবে ভয় বাসি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে ॥

———

দুই রাজ্ঞী সহ শ্রীবৎস রাজার
স্বরাজ্যে গমন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন, কহ গদাধর।
বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর ॥
তদন্তরে বাহু রাজা শ্রীবৎস নৃপতি।
কি করিল বিস্তারিয়া কহ লক্ষ্মীপতি ॥
মাধব কহেন, রাজা কর অবধান।
বর দিয়া শনি যদি গেল নিজ স্থান॥
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত।
নট নটি আনাইয়া গাওয়াইল গীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশাক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে, ধানুকী তবকী।
কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে।
কেহ নাচে কেহ গায়, আনন্দ বিধানে॥
রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী।
চন্দনের ছড়া দিয়া নাশিলেক ধূলি ॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ-ভূষা করে।
অগুরু চন্দন চুয়া পুষ্পমালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন।
কোন কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥
ধন্য বাহুরাজ ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল।
যাহা হইতে বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন।
কতদিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
যান রাজা সানন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তার হইবে আপনি।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
রাজা কহে, যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥
আজ্ঞামাত্র সারথী চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলে, সৈন্যগণ সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ সমুদ্র পারে আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল, রাজা উপায় দেবতা ॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণমাত্রেতে তারা আসে দুই জন ॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল, মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥

দোঁহে বাহুরাজ পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি॥
নিমেষেতে দশ হাজার যোজন যান।
রাজা কহে, কহ তাল এই কোন্ স্থান॥
তাল কহে, এই দেখ সুরভি-আশ্রম
কহিতে কহিতে পার কাঠুরে-ভবন॥
তাল কহে, মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে গেল, দেখ সেই স্থান॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে, নিজ রাজ্যে আইলা রাজন॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গমন॥
শুনিল নগরলোক আইল রাজন।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন॥
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা॥
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল॥
বান্ধব সানন্দ, নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্ব মত রাজা রাজ্য করেন শাসন॥
চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা॥
দুই রাণী গর্ভে জন্মে দুই কন্যা-ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে বার বার।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ॥
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে, যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র॥
কদাচ শনির কোপ তাহারে না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়॥
যে জন শনির ধ্যান করে বারো-মাস।
বিপদ না হয় তার কহে কাশীদাস॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান।

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি।
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া॥
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চাল দেশে করিল গমন॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ নিজ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যবন দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে॥

বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা আছে সিদ্ধ ঋষি॥
অর্জ্জুন বলেন, সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর॥
দ্বৈতনামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নিজ নিজ জানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত কাননের গুণ না যায় বর্ণন।
গন্ধর্ব্ব চারণ থাকে মুনি অগণন॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক।
নানা জাতি পশু হস্তিগণ মরুবক॥
ময়ুর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক মনোরমে॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ॥
হেনকালে আসে মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জমদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি।
কি হেতু হাসিলা, কহ মুনি মহামতি॥
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য, না বুঝি অন্তরে॥
মৃদু হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হইল হাস্য, শুনহ রাজন॥
যেমতি রাজন তুমি ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি॥
এইরূপে পূর্ব্বে রাম রঘুর নন্দন।
সহিত জানকি আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিবারে করি বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিলেন নাশ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন॥
তিন লোক জিনিবারে ইঙ্গিতেতে পারে।
সত্যের কারণ শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি॥
তথাপি বনেতে বাস সত্যের কারণ।
বিধির নিয়ম নাহি খণ্ডে মহাজন॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধুজন তাহা করে ভোগ॥
বলে শক্ত হলে, সত্য নাহিক ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার॥
তথাপিহ পশু হয়ে বিধিবশ থাকে।
কিমতে খণ্ডিতে পারে তোমা হেন লোকে॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন॥
এত বলি মুনিরাজ আশিস্ করিয়া।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

———

দ্রৌপদীর খেদোক্তি।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফলমূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার, লোহাতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি বনে দেখি নরপতি।
সহনে না যায়, মোর সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা, নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ দ্বিজ যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুখ।
সহনে না যায় মন, ভাসিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকলি ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর॥
মলিন বসন রহে মলিন বদনে।
ইহা দেখি রাজা তব দুঃখ নাহি মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি হই রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্ময়।
ক্রোধ নাহি তব মনে, জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীন জন বলি কহে সকলে তাহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
দৈত্যপতি বলি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্বধর্ম্ম-অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমা না হইবে, সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে, তার দুঃখে নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছুক কার্য্য, মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া কেহ, বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে, নাহি কিছু ভয়।
যথা স্থানে যাহা করে, ক্রমে হয় লয়॥
পুত্র কন্যা আর যত আত্ম পরিজন।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥

দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র-অনুসারে।
মহাক্লেশ পায়, যেই সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি॥
অবোধ অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
দুইবার ক্ষমা কেহ না করে রাজন।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না তাহারে।
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, ইহা বিনা নাহি আন॥

———

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সংবাদ।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম-নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষে শুনহ, ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অকথ্য কথন দেবী ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অঙ্গে অস্ত্র মারি॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক, তাকে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥

সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদাচিত॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাশীল জনে সর্ব্বদা দীপ্যমান॥
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে॥
সেই হেতু দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধ-মন।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল, আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব॥
কুরুবংশ দেখ দেবি মম পুণ্যভার।
মোর ক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে।
সবাকারে দুর্য্যোধন তিরস্কবে যবে॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার॥
কৃষ্ণা বলে, সেই বিধাতারে নমস্কার
যেই জন হেনরূপ করিল সংসার॥
সেই জন যাহা করে, সেইমত হয়।
মনুষ্যের শক্তি বলে কিছু সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলে।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে॥
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলে দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিলে রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে, তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ, শুনিয়াছি ব্যাস-মুখে॥

তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এই ত বিস্ময় বড় হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন, হীন জন, দেখহ সমান।
সহাস্যবদনে সদা কর নানা দান॥
লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে॥
দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বৃদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে রাজা কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে এই, করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহে, কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
কেবল করিলে দোষ, ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
আমি যত কর্ম্ম করি, ফলাকাঙ্খা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্খী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে॥
এই ত সংসার-সিন্ধু ঊর্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্মকর্ম্ম করি ফলাকাঙ্খা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্মগর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনগণে পশুমধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পেয়ে নরযোনি॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃ পুনঃ তির্য্যক্-যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হয়ে ধর্ম্মচর্য্যা করে যেই জন।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন॥
প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা, ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে, তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্রাদি যত স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়ে সবে স্বর্গমধ্যে বসি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
আমারে বলিলে তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল, বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥

আমি কোন্ জন তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধু নর॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি।

দ্রৌপদী বলেন, রাজা কর অবধান।
আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে।
দ্বিজ এক বৈল ইন্দ্র-গুরু যাহা কহে॥
সংসারেতে যত লোক কর্ম্মভোগ করে।
কর্ম্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে॥
সে কারণে কর্ম্ম রাজা অবশ্য কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম না করিলে কোথা হতে হয় লভ্য॥
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি।
স্থাবরের শক্তি কর্ম্ম নাহি নৃপমণি॥
পশু পক্ষী আদি যত কৃতকর্ম্ম ভুঞ্জে।
কর্ম্মে বাধ্য সবে তবু বিধাতারে গঞ্জে॥
মাতৃ-স্তন্যপান হতে কর্ম্মেতে প্রবেশে।
ফলে বা না ফলে কর্ম্ম, করে ফল আশে॥
কর্ম্ম নাহি করে, আর গৃহে বসি খায়।
সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে যে যায়॥
কোন কোন জন দ্রব্য পায় আচম্বিতে।
বিনাকর্ম্মে নহে সেই পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিতে॥
যে জন যেমত করে শুভাশুভ কর্ম্ম।
বিধাতা তাহারে ফল দেন জন্ম জন্ম॥
বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠ হৈতে অগ্নি যেন, তৈল হয় তিলে॥
বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করয়ে সংসারে।
কর্ম্ম-অনুসারে ফল না হয় তাহারে॥
পূর্ব্বে লোক যে করিল অবশ্য করিবে।
ভক্ষ্য পান শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে॥
এত যে নৃপতি কর্ম্ম করিলে এখন।
ইথে কোন ফলসিদ্ধি করিবে রাজন॥
এই চারি ভাই তব কর্ম্মে ন্যূন নয়।
এই সবাকারে কর্ম্ম করিলে কি হয়॥
তোমার কর্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত।
এ সব কৃষক, তুমি জলধর মত॥
চষিয়া কৃষক যেন বীজ তায় ফেলে।
জল বিনা শস্য তায় কিছু নাহি ফলে॥
বিধির সৃজন আর কহে মুনিগণ।
যার যেবা ধর্ম্ম তাহা করিবে পালন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উক্তি।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম ত্যজ কি কারণ॥
ক্ষত্রিয়-প্রধান ধর্ম্ম তেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে॥
পর রাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি।
কি কর্ম্ম করিবে বনে তরুগণ ভজি॥
তুমি ত স্থাপিলে রাজ্য, লইল সে জিনি।
কোন্ ধর্ম্মবলে নিল, কহ দেখি শুনি॥
দ্যূতপণে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমায়।
অধর্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট পাশায়॥
লেশমাত্র ধর্ম্মে তব ছন্ন হৈল জ্ঞান।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নৃপতি না কর অবধান॥

আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয়।
সিংহ ভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায়॥
মম দ্রব্য লয়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে।
দিক্‌পাল সহায় করিয়া যদি আইসে॥
কহ দেখি কোন্ রাজা করিয়াছে সন্ন্যাস।
কেবা করে এই হীনকর্ম্ম বনবাস॥
তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্টজনে।
হীনশক্তি সে যে ভাবে তাই এলে বনে॥
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে।
শত্রুগণ হাসে রাজা নাহি সহে প্রাণে॥
ধর্ম্ম হেন বুঝ রাজা তব আচরণ।
ধর্ম্ম নহে, ইহা বড় অধর্ম্ম গণন॥
ভার্য্যা অনুগত ভ্রাতৃ যাহে দুঃখী হয়।
হেন কর্ম্ম আচরণ কভু ভাল নয়॥
কুটুম্ব আত্মীয় জনে না করি পালন।
অনুব্রত কর্ম্ম করে সংসারী যে জন॥
পিতৃগণ নিন্দা করে, সেই পায় তাপ।
সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ॥
প্রথমে কামনা ধন, দ্বিতীয়ে অর্জ্জন।
তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন, কহে মুনিগণ॥
ধন হতে ধর্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা।
তীর্থসেবি ভিক্ষায় কি ধর্ম্ম হবে রাজা॥
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত, কিংবা দ্রুপদ রাজার॥
অর্জ্জুন সম্মতি কিবা করিল নৃপতি।
আমা আদি করি ইথে কাহার পীরিতি॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ-আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন॥
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন॥
তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডাব মহাশয়॥

আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশী কহে, সুখ নাহি ইহার সমান॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য।

যুধিষ্ঠির বলে, ভীম কহিলে প্রমাণ।
পীড়িলে আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ॥
আমা হতে দুঃখেতে পড়িলে তোমা সব।
আমা হেতু সহিলে শত্রুর পরাভব॥
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে।
ক্রোধ হৈলে ভাল মন্দ বিচার না করে॥
মায়াবী শকুনি সহ খেলিনু যখন।
যত হারি, ক্রোধ করি তত করি পণ॥
না হৈল আমার শক্তি নিবৃত্ত হইতে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম চিতে॥
এত অপকর্ম্ম করিবেক দুর্য্যোধন।
আমার এতেক জ্ঞান না হয় তখন॥
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে।
মম হেতু স্থির হৈয়া সকলি সহিলে॥
দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পণ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক জান ভ্রাতৃগণ॥
হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ।
কোন্ মুখে পুনর্ব্বার যাব আমি দেশ॥
কুরুসভা মধ্যে যাহা করেছি নির্ণয়।
অন্যথা করিতে তাহা মম শক্তি নয়॥
মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত।
তবে হেন কহিবারে না হয় উচিত॥
রণ সাধ ছিল যদি তোমা সবা মন।
সেই কালে না করিলে কিসের কারণ॥

পাশার সময়ে তবে কেন না করিলে।
তাহে পরাভব হয়ে কি হেতু ক্ষমিলে॥
পুনঃ বনবাস পুনঃ খেলিবারে কালে।
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে॥
সময়ে না করি কর্ম্ম অসময়ে চাহ।
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি তাজিবারে নারি॥
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন॥
রাজ্য ধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের নিকটে নহে শতাংশ সমান॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয়॥
অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি॥
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট, নহে সত্যাচার॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর।
হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নর॥
নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ আয়ু জানে।
সে জন কদাপি বর্ত্তে এই আচরণে॥
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
জলবিম্ব সম দেখি নর-কলেবর॥
বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া।
দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে চাহ তৃণে লুকাইতে॥
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর।
বাল বৃদ্ধ যুবা মধ্যে খ্যাত বৃকোদর॥
অর্জ্জুনেরে কিরূপে লুকাবে নৃপবর।
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে।
কদাচিৎ ইহা হৈতে যদি পার পাবে॥
সদ্ভাবে কদাপি রাজ্য না দিবে দুরন্ত।
আমি হই হীনবল, সে যে বলবন্ত॥
তখন উপায় রাজা কি করিবে তার।
শক্তি বুদ্ধি হেতু রাজা বিচার তোমার॥
হীনবল হৈলে শক্র তারে নাহি ক্ষমে।
উপায় করয়ে সদা নিজ পরাক্রমে॥
শক্তিমন্ত হয়ে যদি না করে উপায়।
লোকে কাপুরুষ বলে, বৃথা জন্ম যায়॥
সত্য হেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
আছয়ে উপায় তার, শাস্ত্রে হেন কয়॥
সোম পূতিকার মত কহে মুনিগণ।
এক মাসে বৎসরেক করিবে গণন॥
ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে॥
ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম-নরপতি।
স্তব্ধ হ'য়ে ক্ষণকাল চিন্তে মহামতি॥
রাজা বলে, ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্ম, চিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কভু নহে বৈরীজয় পাপ-আচরণে॥
কর্ণ সখা তার, যারে যম করে ভয়।
তিন লোক বিজয়ী যে রাধেয় দুর্জ্জয়॥
ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
অভেদ্য কবচে যার আবরিত তনু॥
মদগর্ব্বে অহঙ্কারী ক্রোধী সদাকাল।
হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
তাহারে যেমন ভাবে, আমারে তেমন॥
তথাপি সবাই বশ হৈল দুর্য্যোধনে।
বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে॥

আর যত মহারাজ আছে বলবান।
মম স্থান হৈতে প্রীতি পায় তার স্থান॥
সবে প্রাণ দিবে দুর্য্যোধনের কারণে।
কেমনে মারিবে তুমি হেন দুর্য্যোধনে॥
এই চিন্তা সদা মম জাগে রাত্রি দিনে।
কিমতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে॥
এই সে কারণে মম হৃদয় চিন্তিত॥
বিনা সখা দুর্য্যোধন না হয় বিজিত॥
ধর্ম্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয়।
বেদের লিখন, যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম, শত্রু জয় হইবে কি ভালে॥
ভুজগর্ব্ব বলে তুমি কর অহঙ্কার।
সাহসিক কর্ম্ম সেই, নহে সুবিচার॥
সুমন্ত্রণা সুবিক্রম গুপ্ত রাখি মনে।
দেবতা প্রসন্ন হৈলে, তবে শত্রু জিনে॥
এত শুনি বৃকোদর হইল বিমন।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে প্রলয় পবন।
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে, কহে কাশীদাস॥

শিব আরাধনার্থ অর্জ্জুনের
হিমালয়ে গমন।

ব্যাসদেব দেখি পূজে পাণ্ডু-পুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তবে কহে মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয়-তত্ত্ব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
শত্রুর যে ভয়, তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি, তাহা করহ সত্বর॥
অশুভ সময় গেল, হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি, লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব-দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নর-ঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এই বন ত্যজি রাজা যাহ অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান॥
ব্যাস-অনুমতি পেয়ে কুন্তির নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া গেলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী নদীতীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কাম্যক বনের মধ্যে নিলেন আশ্রয়।
বড়ই নিগম বন, নাহি কোন ভয়॥
মৃগয়া করেন নিত্য, পোষেণ ব্রাহ্মণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চন করে অনুক্ষণ॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ॥
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রোণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি॥
যত বলবান রাজা আছে পৃথিবীতে।
সবাই হইল ভাই দুর্য্যোধন ভিতে॥

আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্রতপ কর গিয়া সেবহ মহেশ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তাঁ সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন॥
পাইবে সকল অস্ত্র ইন্দ্রে তুষ্ট কৈলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন॥
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশিস্ করিয়া শিরে করেন চুম্বন॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয়॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল।
বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল॥
জন্মকালে যা বলিল যত দেবগণ।
সে সকল প্রাপ্তি হৌক সেবি ত্রিলোচন॥
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
সেই অগ্নি তাপে অঙ্গ হয়েছে দহন॥
উপায় কর তার সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায়॥
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায়॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন।
বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত মন॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
অল্পদিনে উত্তরেন হেমন্তপর্ব্বতে॥
হিমাদ্রির পারে গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর॥
বহু কষ্টে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হৈল, ইথে করহ আশ্রয়॥
আগে পথ নাহি আর মানুষ যে যায়।
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তথায়॥
হেনকালে একজন জটিল তপস্বী।
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বলে নিকটেতে আসি॥
কে তুমি, কবচ খড়্গ ধনু-অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি॥
অস্ত্রধারী হয়ে তুমি এলে কি কারণ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিষ্কাম যত জন॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ, ফেলহ শর তূণ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্রে কোন্ প্রয়োজন॥
বড় তেজোবন্ত তুমি, আইলে সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হ'য়ে রহেন অর্জ্জুন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয়, আমি পুরন্দর॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ অস্ত্রগণ॥
ইন্দ্র বলে, হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলে যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র-বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে॥
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা যদি মনে।
ইন্দ্র বলে, আগে তুষ্ট কর ত্রিলোচনে॥
তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ।
এত বলি অন্তর্হিত হন দেবরাজ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের
পাশুপত অস্ত্র লাভ।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে।
কত দিনে মাসেকেতে খান একবারে॥
কতদিন দুই চারি মাসে এক দিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে॥
এক পদাঙ্গুলিভরে রহেন দাঁড়ায়ে।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হ'য়ে॥
তাঁর তপে সন্তাপিত হল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি॥
হরের চরণে গিয়া নিবেদিল সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর, মোরা সবে থাকি কোন্ রূপে॥
গিরিশ বলেন, সবে যাহ নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরে ততক্ষণে॥
কিরাত-গৃহিণীরূপা নগেন্দ্র-নন্দিনী।
সে রূপেতে হইলেন তাঁহার সঙ্গিনী॥
শ্রীমন্ত পিনাক ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন॥
হেনকালে এক মহা বরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল॥

বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ॥
দূর হৈতে তাড়িয়া আনিলাম বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহে করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণশর॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারেন শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে॥
গিরিশৃঙ্গে শরবৃষ্টি দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর॥
পার্থ বলে, কে তুমি কিরাত নারী সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ॥
এই দোষে তোর আজি লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান॥
কোথা হইতে কে তুমি আইলে তপচারী।
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী॥
মারিলাম আমি বাণ, পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র মার কেন শূকর উপর॥
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব দেখাও আমারে॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর॥
পাষাণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে।
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে॥
বায়ব্য অনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে॥

কিরাতের অঙ্গে বাণ বিদ্ধ নাহি হয়।
তাহা হেরি পার্থের চিত্তে জাগে বিস্ময় ॥
এত বাণ বরিষণে কিছু নাহি হয়।
বিস্ময় মানিয়া মনে ভাবে ধনঞ্জয় ॥
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
যে হউক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর খড়্গ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হৈল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥
খড়্গ ব্যর্থ গেল, হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হৈল চট্‌চটি ॥
ভুজে ভুজে উরু উরু চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণকাল হৈল দুই জনে ॥
দুই অঙ্গ ঘরষণে অগ্নি বাহিরায়।
অতি ক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিলেন তায় ॥
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
তাবৎ থাকহ তুমি কিরাত দুর্জ্জন ॥
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন।
নানাবিধ পুষ্পরাশি কৈলেন চয়ন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গে দেন পুষ্পমালা।
সেই মাল্যেতে শোভিল কিরাতের গলা ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥

বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে, যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সমশক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্যচক্ষু দিব তোমা দৃষ্ট হৈবে সব।
এত বলি দিব্যচক্ষু দেন দেবদেব ॥
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় শিব, জয় শম্ভু, জয় ভূতেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরানপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কামপাশ ॥
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি, বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞানে করিনু প্রভু কাজ অবিহিত।
চরণে শরণ লৈনু, ক্ষম গঙ্গানাথ ॥

হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গন।
ক্ষমিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
শিব বলে, আপনারে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নর-ঋষি-রূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
তোমা হৈতে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে ॥
পুণরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হৌক তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥

প্রীতি হইলাম আমি মাগি লহ বর।
শুনিয়া কহেন পার্থ যুড়ি দুই কর॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর, পাই আমি অস্ত্র পাশুপত॥
শঙ্কর বলেন, তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জনে নহে শক্ত পাশুপত লয়॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে॥
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তিশেল কোটি কোটি অস্ত্র বরিষয়॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও, অস্ত্র লহ তুমি॥
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম্ম॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এ অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপন॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন॥
শিব কন, সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন॥
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান॥
আপনার প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর, শক্রকে কি ভয়॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন।

হেনকালে তথা আসি যত দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণে।
লইয়াছ জন্ম তুমি শক্র নিবারণে॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে॥
তব শক্র আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর॥
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিল প্রেতপতি।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ, যম নিবারিতে নারে॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ দলন॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
অর্জ্জুন তোমারে যম বরুণ অস্ত্র দিল॥
এবে মম স্থানে লহ অস্ত্র অন্তর্দ্ধান।
এই অস্ত্রে হর কৈল ত্রিপুরে নিধন॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলী সহিতে॥
সেথা এলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ॥

কতক্ষণে রথ লৈয়া আইল মাতলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্ফুরিত বিজলী॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয়॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন-গমন॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত আনন্দে বিহরে।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে॥
বিস্ময় মানিয়া কহে অর্জ্জুন তখন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন্ জন॥
মাতলি বলিল. এই পুণ্যবান্‌গণ।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল অগণন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ অদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় দিল বহু দান।
দেবপূজা উগ্র তপ কৈল তীর্থস্নান॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসে স্বর্গপুরে॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে॥
সুরা পিয়ে, মাংস খায়, গুরুপত্নী হরে।
কদাচিৎ সে জন না আসে স্বর্গপুরে॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে পুণ্যজন॥
শত শত বরাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মন হরে॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুৎ অনল।
সপ্ত বসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহীপতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহত মাতলি এই কাহার নন্দন॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল॥
ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন।
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা, বর্ণন না যায়।
যেন শত চন্দ্র, শত সূর্য্যের উদয়॥
রথ হৈতে অবতরি যান বীরবর।
দুই হাত ধরি তাঁরে তুলে পুরন্দর॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্যজন।
দেব ঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন॥
আপন আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে।
মুহুর্ম্মুহুঃ সহস্রেক নয়নে নেহালে॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

———

ইন্দ্রসভায় উবর্বশী প্রভৃতির নৃত্য-গীত।

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি হেতু,
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।

বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু,
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন ॥
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুস্বর গায়,
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
গাহে গান মধুর সুস্বর ॥
অলম্বুষা ধন্যা অম্বা, গোপালী মেনকা রম্ভা,
বিপ্রচিত্তি সুধা সুধাপ্রভা।
চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা,
বুদ্বুদা রোহিণী সুবলোভা ॥
নৃত্যগীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
অঙ্গ ঢাকি অম্লান অম্বরে।
ঈষৎ নয়ন-কোণে, নিরখয়ে যেইজনে,
অন্য থাক, মুনি-মন হরে ॥
জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
নিতম্ব ভূধর পয়োধর।
বিনাশে মুনির তপ, বর্ণন না যায় রূপ,
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর ॥
নৃত্যগীত বাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
আনন্দিত হৈল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের দুখ,
ভ্রাতা মাতা করিয়া স্মরণ ॥
ক্ষণেক নয়নকোণে, চাহিলা উর্ব্বশী পানে,
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্যগীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,
নিজধামে গেল দেবগণ।
দিব্য সুধারস কথা, আরণ্যপর্ব্বের গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ।

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর।
পার্থেরে থাকিতে স্থান দেহ মনোহর ॥
উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে।
তুষ্ট যেন করে পার্থে বিবিধ বিধানে ॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল ॥
দিব্য মনোহর স্থান রহিবারে দিল ॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়োজিল বহুজন ॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান ॥
রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে পার্থ বীরবর।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন নর ॥
তার প্রীতি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর ॥
উর্ব্বশী বলিল, পার্থে ভালরূপে জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয় ॥
এত বলি স্নান করি পরে দিব্যবাস।
পারিজাত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ ॥
চন্দন কস্তুরি অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
সুবেশা সুকেশা হইয়া অর্দ্ধ নিশিতে।
পার্থালয়ে চলে উর্ব্বশী গজগতিতে ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ ॥

উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার॥
কি করিব, আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এত রাত্রে কি কারণে আসিলে হেথায়॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি, হৃদয় জ্বলিল॥
চিত্রসেন যা বলিল ইন্দ্র-অনুমতি।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায়॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন॥
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
ইন্দ্র আজ্ঞা মোর প্রতি, নিজ প্রীতি কর॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে ম্লানমুখে কহে শিহরিয়া॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী॥
তব কর্ম্ম আমি কভু না দেখি না শুনি।
হে উর্ব্বশী, তোমায় জননী সমা গণি॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়।
যে হেতু চাহিনু আমি কহিব তোমায়॥
পূর্ব্বে মুনিগণ-মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল॥
পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হৈল, তুমি আছ নবীন বয়সে॥
এ হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি, মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ॥
উর্ব্বশী বলিল, আমি নহি যে কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
ভ্রান্তিবশে কিবা হেতু চিত্তে রাখ ধন্দ॥
যত সব মহারাজ হৈল পুরুবংশে।
তপঃ পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
সে সব বচন কেহ না করে বিচার॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি, খণ্ডাও বিস্ময়॥
অর্জ্জুন কহেন, তুমি মোর ঠাকুরাণী।
তুমি যে পরম গুরু কুলের জননী॥
যথা কুন্তী, যথা মাদ্রী, যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সব হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি॥
নিজ গৃহে যাও মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান মোরে কর অবিরাম॥
শুনি উর্ব্বশীর হৃদে হৈল মহাতাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ॥
তব পিতৃ-আদেশেতে আসি তব গৃহে।
নিষ্ফলে ফিরিয়া যাই, প্রাণে নাহি সহে॥
না করিলে কামপূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হবে নারী মাঝ॥
নর্ত্তক রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ॥
শাপ শুনি চিন্তিত অন্তর ধনঞ্জয়।
শোকে দুঃখে নিশি বঞ্চে নিদ্রা নাহি হয়॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেনে লইয়া সংহতি।
দেবরাজ চরণে ভক্তিতে করে নতি॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময়ে কন সহস্রলোচন॥
ধন্য কুন্তী, তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল॥
মহর্ষি তপস্বী দেবর্ষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে॥

শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে, তব পক্ষে ইথে লাভ জেন॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে॥
বৎসরেক পূর্ণ হৈলে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ হৃদয়॥
অর্জ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে নাহি যায়॥
পূর্ব্বার্জ্জিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যায়।
আরণ্যকপর্ব্ব গীত কাশীদাস গায়॥

———

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন।

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান॥
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন স্থানে।
মাতা ভ্রাতা না দেখিয়া বড় দুঃখ মনে॥
একদিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয়॥
করযোড়ে প্রণমিল দেব পুরন্দর।
ইন্দ্রদত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবর॥
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবে যে অন্তর॥
যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন্ কর্ম্মে ক্ষত্র হয়ে বসিল ফাল্গুনি॥
ঋষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর।
বলিলেন ব্রহ্মঋষি কি ভাব অন্তর॥
মনুষ্য দেখিয়া পার্থে ভ্রম হৈল মনে।
তুমি কি না জান মুনি, পাসরহ কেনে॥
নর-নারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন।
ভার নিবারণে জন্ম নিলেন দুজন॥

বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নরঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হল জিষ্ণু॥
কুন্তীগর্ভে জন্ম হল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে॥
হেথায় আইল অস্ত্র-শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন॥
নিবাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবী-মণ্ডলে॥
সুরাসুর যত লোক জিনিলেক বলে।
বহুকাল নিবসতি করে রসাতলে॥
তাহাবে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয়॥
এ হেতু হেথায় পার্থ থাকি কত দিনে।
করিবে গমন পুনঃ মনুষ্য-ভবনে॥
আমার আর্ত্তি এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন॥
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণ উৎকণ্ঠা না হইবে॥
পৃথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে স্থান।
যত্নের সহিত তথা করে স্নান দান॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই যদি জিনিবারে মন।
তীর্থ-স্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন॥
চলিলা কাম্যকবনে শুন তপোধন।
ভ্রাতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ॥
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে লয়ে।
যথা যে বিহিত স্নান দান করাইবে॥
রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

পাণ্ডবের বিক্রম শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা।

মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞাসে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ॥
মুনি বলে, মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহু স্থান॥
লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জ্জুন-কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন-কথন।
শুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল মাঝে॥
মনুষ্য কি ছার, যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ সন্তাপিত যার তপঃ তেজে॥
বীর মধ্যে শিব সম যাহার গণনা।
তাহার বৈরিতা করি জীবে কোন্ জনা॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ-কথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার॥
অর্জ্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন্ জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ॥
দিব্য মন্ত্র দিব্য অস্ত্র লভয়ে অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে যুদ্ধ, নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল, শুনি নারায়ণ
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে বনমাঝে গেল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিত শরীর॥
যেই জন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্যধন নিল আর অঙ্গ-অলঙ্কার॥
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব, যবে আজ্ঞা করহ রাজন॥
দ্রৌপদীর কেশে ধরি, শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে॥
শৃগাল কুক্কুর মাংসাহারী যে সকল॥
কুরুকুল-মাংস ভক্ষ্যে হবে কুতূহল॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সে সবার উপাড়িব আঁখি॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত॥
যুধিষ্ঠির-ধর্ম্ম রাজা কহনে না যায়।
কত দিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায়
যুধিষ্ঠির কহিলেন, সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান॥

কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার শকতি তাহা খণ্ডন না হয়॥
এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন॥
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেল সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, সত্য কহিলে সঞ্জয়।
কিছুতেই পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখনি জানিনু বংশ মজিল বিশেষে॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় যুক্তি কদাচার॥
আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু॥
পশ্চাতে এসব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপ অনুশোচে অম্বিকা-নন্দন॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

হেথায় কাম্যকবনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির, যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পিছে কৃষ্ণা খায়।
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা সহ ভাই চারিজনে॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল হয় স্মরিয়া অর্জ্জুনে॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে॥
রোদন সম্বরী ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয়॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বীর ধীর কত গুণ ধনঞ্জয় ধরে॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন্ বন গেল সে সত্বর॥
শোক দুঃখে গেল সে অগম্য বনস্থল।
বহু দিন তাহার না জানি যে কুশল॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেক আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চাল-নন্দন॥
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অন্য জন হলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ॥
ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘৃণায় না মরি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি॥
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভায়ের তেজে।
ভৃত্য প্রায় খাটাইল যত মহারাজে॥
তব পাশাক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ॥
অধর্ম্ম করিলে রাজা, ধর্ম্ম না বুঝিলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাজ্যরক্ষা তাহা তেয়াগিলে॥
এখনো সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে॥

তবে কেন দুষ্টজনে এবে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি॥
যদি কদাচিৎ পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয়॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
আগে সব শক্রগণে করিব নিধন॥
কপটে কপটি মারি, পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায়॥
জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয়, কিসে অপ্রতুল॥
এত শুনি ভীমসেনে করিয়া চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন॥
যে কহিলে বৃকোদর সকলি প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান॥
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু বহু তার, কেহ কিছু নয়॥
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা, আমি জানি ভালে॥
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেক, ত্রয়োদশ বৎসরান্তে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডিবারে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ, মার সব অরি॥
হেনমেত ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

নল রাজার উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে হেথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তব সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই হেতু দুঃখ নাহি দেখি যে তোমার।
তোমা হইতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সেই নল বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন।
কোন্ দেশে ঘর তাঁর, কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হতে বড় দুঃখী নিষধ-রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেন-সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর, অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন॥

পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পুজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তারে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নর না দেখে সে কান্তি॥
নাহিক সমান রূপে, গুণে লক্ষ্মী সমা।
নলের কারণে হৈল অতি নিরুপমা॥
সমান বয়স্কা যত আছে সখীগণ।
দময়ন্তী পাশে তারা থাকে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে সখীবা পুনঃ পুনঃ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
বংশীবব শুনি মুগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী রূপ গুণ লোকমুখে শুনি।
হেরিতে ব্যাকুল হন নল নৃপমণি॥
দময়ন্তী-চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা, না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি চিন্তা যে কারণ॥
তব অনুরূপ-রূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল॥
অন্তরীক্ষ গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল॥
অন্তপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল॥
এইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার তরে আইল সেখানে॥

সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার আশে যান মন্দ মন্দ গতি॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদভীরে হংস কহে মনুষ্য-বচনে॥
নিষধ-রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি॥
নরলোকে তার সম নাহি রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তাঁর সনে॥
যদি ভাগ্যে থাকে, তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ॥
এতেক শুনিয়া ভৈমির মন মোহিল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ॥
কহে হংস সব কথা নলের গোচর।
ভৈমী-কথা শুনি আকুল হৈল নৃপবর॥
হেথা হংস কথা ভৈমী যে হৈতে শুনিল।
সেই হইতে বৈদভী সকলি ত্যজিল॥
ত্যজিল আহার নিদ্রা, সদাই হুতাশ।
সদা চিন্তাযুতা, বহে সঘনে নিশ্বাস॥
দময়ন্তী দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতি পাশে করে নিবেদন॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন্ হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখীত॥
মহাদেবী কন, কিবা চিন্ত নৃপবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্‌যোগী হইল।
রাজ্যে রাজ্যে দুত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল॥
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভ নগরে সবে করিল গমন॥

হয় হস্তী পদাতিকে পুরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আসিলেন যত নৃপমণি॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর লোকমুখে শুনি।
সুরলোকে আসেন নারদ মহামুনি॥
যথাবিধি তাঁরে পূজে দেব সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর॥
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবী-মণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা, শুন আখণ্ডল॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা॥
তার রূপে সুশোভিত হল ভুমণ্ডল।
চন্দ্র ম্লান হৈল দেখি বদন-কমল॥
ভীমরাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর॥
দময়ন্তী-রূপগুণ শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে॥
নারদের এই বাক্য শুনি দেবগণ॥
দময়ন্তী-রূপে মুগ্ধ হৈল সেইক্ষণ॥
দময়ন্তী-প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর স্থানে সবে করিল গমন॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভ-নগর॥
সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হইল দেবগণ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর॥
নলে দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ॥
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধ-নন্দন।
কে তোমরা আমা হৈতে কিবা প্রয়োজন॥
ইন্দ্র বলে, আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর॥
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বর।
নলেরে এতেক বাক্য কহে পুরন্দর॥
রাজা বলে দ্রুতগতি যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা, অগম্য সে ভূমি।
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে॥
দেবগণ বলে, আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ, তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে॥
দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাহার রূপ মোহিত হইল॥
অতি সুকুমাররূপা অনঙ্গ-মোহিনী।
কৃশোদর মনোহরা বিশাল লোচনী॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল॥
নলে দেখি দময়ন্তী হল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত॥
ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা, হেন রূপ সৃজিল ইহার॥

বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে॥
কতক্ষণে মৃদু হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি আসিলে হেথা বল কিবা আশে॥
কেমনে আসিলে হেথা, কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল॥
পবনাদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গ পার হয়ে এলে কি প্রকারে॥
রাজা বলে, আমি নল জান বরাননে।
হেথা আইলাম দেবতার দূতপণে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে॥
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর, তারে গিয়া করি নিবেদন॥
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন॥
কন্যা বলে, দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তা সবায় মম নমস্কার॥
নিষ্ফলে হেথায় আসিছেন দেব গণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ॥
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায়॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি॥
নল বলে, যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা, ত্যজ কেন তাঁরে॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানব মর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ॥
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে॥

দিক্‌পাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
বরুণ জলেশ, যম নর অন্তকারী।
কেমনে বরিবে অন্যে তাঁকে পরিহরি॥
কন্যা বলে, অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥
নল, বলে, ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, করেন রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমায় দোষ না হবে তাহায়॥
দেবগণ সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে।
তাঁ সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে॥
এত শুনি নল রাজা করেন গমন।
দেবগণ পাশে গিয়া করে নিবেদন॥
কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর গৃহে॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ॥
কারেও না চাহি কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল॥
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর-স্থানে।
তোমারে বরিব তাঁ সবার বিদ্যমানে॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান রূপ ধরেন তখন॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর-স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শ্রবণে অধর্ম্ম নাশে শাস্ত্রের বিধান॥

দময়ন্তীর নল-বরণ।

স্বয়ম্বরে উপনীত যত রাজগণ।
যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্ব্বজন॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুজ।
পঞ্চমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্রে হরিলেক সবাকার মন॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় একদৃষ্টে চায়॥
নল বিনা বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছেন নল করে নিরীক্ষণ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর॥
আকারে নলের সম, নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ॥
পঞ্চজন নল দেখি, বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল অমরে॥
দেবতা মানব মূর্ত্তি কভু এক নয়।
তথাপি দেব-মায়ায় সব এক হয়॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে॥
তোমরা যে অন্তর্য্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া সবে মোরে দেহ বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥
সত্যেতে সংসার বর্ত্তে আমি যদি সতী।
তোমা সবা মধ্যে যেন চিনি নিজ পতি॥
বৈদর্ভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমেষ নয়ন, স্বেদাম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে, নাহি অঙ্গচ্ছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রানের সমান॥
নলেরে বৈদর্ভী তবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারিজন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল পাবে নরবর॥
অগ্নি বলে, যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ॥
প্রাণীবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নৃপবর॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি॥
বহু যজ্ঞ সমাধিল, কৈল বহু দান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র॥

নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুই জন ॥
পুছিল দুজনে ইন্দ্র যাহ কোথাকারে।
কলি বলে, যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে ॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে ॥
হাসি ইন্দ্র বলে, সাঙ্গ হৈল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সভার ভিতর ॥
এত শুনি বলে কলি মহাক্রোধভরে।
দেব স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরিল নরেরে ॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে ॥
দেবগণ বলে, তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
দেবতার যত গুণ নল নৃপে হয় ॥
সমুদ্র গভীর ছিল, স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল, চন্দ্র ছিল চারু ॥
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয় ॥
সত্যব্রত দৃঢ়ব্রতী তপঃশৌচ দানী।
আমা সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি ॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন ॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
দ্বাপর কলিতে দোঁহে চিন্তে মনে মন ॥
নলের যতেক গুণ বলে সুরপতি।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥

কলি বলে, তুমি মোর হইবে সহায়।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব, বিচ্ছেদ দুই জনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ-রাজনে ॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার।
কলি বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ ॥
নৃপতির পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে, ভ্রম হৈল মনে ॥
ছিদ্র পেয়ে কলি প্রবেশিল তাঁর দেহে।
নিজ বুদ্ধি হীন হৈল রাজার হৃদয়ে ॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥
কলি বলে, অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া তোরে জিতাইব আমি ॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল।
খেলিব দেবন, বলি নলে আহ্বানিল ॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব ॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন।
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন ॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে।
নাহি হয় অন্যথা সে, যাহা মাগে যবে ॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল, না বুঝে মায়াবল ॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন।
কার শক্তি না হৈল করিতে নিবারণ ॥

তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নৃপতি।
কর গিয়া আপনি নিবৃত্ত তুমি সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ন বদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন॥
রাজারে বলেন ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রীসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ॥
আজ্ঞা কর, সবে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন প্রভু, রাজ্যে দেহ মন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা, নাহি শুনে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি॥
পুনঃ পুনঃ কহি ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা, নিশ্চয় জানিল॥
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
হেনমতে নলরাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হৈল হীন॥
অক্ষ বিনা নৃপতির নাহি অন্য মন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী প্রতি সে বলিল॥
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথিকে ডাকিয়া॥
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন॥
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এ মহাবিপদে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস দুই জনা॥
বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

নল-দময়ন্তীর বন গমন ও নলের
দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
একে একে রাজ্য ধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা, কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন॥
দেখিব কি আছে আর, শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষ তব কিছু নাহি দেখি আব।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার॥
এত শুনি নল ক্রোধে আরক্তিম নেত্র।
পুষ্করের বাক্য যেন পৃষ্ঠে মারে বেত্র॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
একবস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি সব বৈদর্ভী শুনিল॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হৈয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল নৃপেরে যে জন দিবেক আশ্রয়।
সবংশে সংহার আমি করিব তাহায়॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর॥

তিন দিন নল নৃপ নগরে রহিল।
দণ্ড ভয়ে কেহ তাঁরে আশ্রয় না দিল ॥
কেহ না জিজ্ঞাসে, কেহ না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে ॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপরে বনমধ্যে করিল প্রয়াণ ॥
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুই জন ॥
বহুদিন ক্ষুধাতৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত ॥
পক্ষী দেখি আনন্দেতে ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহুধন ॥
ধরিবার উপায় চিন্তিলেন মনে মন।
পক্ষীর উপর ফেলে পিন্ধন বসন ॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে, আরে মতিভ্রম ॥
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান ॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তাহারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম তোমারে ॥
এত শুনি নরপতি ভৈমী প্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে ॥
অক্ষে যেই হারাইল, সেই বস্ত্র নিল।
নিশ্চয় আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হৈল ॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে যাইতে পথ দেখহ দক্ষিণে ॥
অবন্তী-নগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশল যাইতে ॥
এই পথে যাহ প্রিয়ে বিদর্ভ নগর।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তর ॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি ॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলে।
মহা দুঃখার্ণবেতে নিমজ্জিত হইলে ॥
সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি ॥
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি।
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বহু ক্লেশ ॥
নল বলে, সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে ॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন ॥
ভৈমি বলে, মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে ॥
এই হেতু, শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
এক বাক্য বলি রাজা, যদি লয় মনে।
বিদর্ভ নগরে চল যাই দুই জনে ॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পুজিবে নিত্য নিত্য ॥
নল বলে, নহে দেবী যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে উচিত না হয় ॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে ॥
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরীর হইবে হর্ষ, সুহৃদের শোক ॥
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
মহাগুণী হইলেও হয় মানহীন ॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে, না যাব কখনে ॥
তবে পুনঃ পুনঃ ভৈমী যতেক কহিল।
না শুনিল সে নল সঙ্কল্প না টলিল ॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্রই পিন্ধন কৈল দুই জন ॥

ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র বৈদর্ভী পরিল সে কারণে॥
বেগেতে চলিতে নারে, যায় ধীরে ধীরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে দুর্ব্বল শরীরে॥
দিব্য এক স্থান রাজা হেরিল কাননে।
শ্রান্ত হইয়া তথা শুইল দুই জনে॥
বাহু বন্ধনে ভৈমী ধরি রহে রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি, সভয় অন্তরে॥
একে সুকুমারী, বহুদিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা॥
দুঃখে সন্তাপিত নল, নিদ্রা নাহি যায়॥
মনে বিচারিল, যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়॥
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখ দেখি, নিত্য মজিবেক শোকে॥
আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি॥
এ দুঃখ-সমুদ্র হৈতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন॥
একাকী রাখিয়া যাব, ঘোর বনস্থল।
সেই ভয় নাহি, কেহ করিবে না বল॥
তপস্বিনী পতিব্রতা, ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা, হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিবারে করে অনুমান॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার গায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন হৈল খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লয়ে অর্দ্ধবাস ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল॥
ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল।
কতদূর হতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হয়ে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়া আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা সবে রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি গমন করিল।
পুনঃ কতদূর হৈতে ফিরিয়া আইল॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিকে মন।
ভার্য্যা-স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥
দময়ন্তী-দুঃখে দুঃখী কাঁদিছে অন্তরে।
অনাথা করিয়া প্রিয়ে যাই যে তোমারে॥
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে শেষ দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয়॥
অতিবেগে চলিয়া যাইল সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন॥

দময়ন্তীর সর্প-গ্রাস হইতে মুক্তি ও ব্যাধকে অভিশাপে ভস্মকরণ।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে, স্বামী নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হয়ে যায় গড়াগড়ি॥

উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে॥
অনাথা ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন্ দিকে গেলে প্রভু নিষধ ঈশ্বর॥
কোন্ দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিতা ছাড়িয়া গেলে মোকে॥
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু॥
শরীর থাকিতে আমা না ছাড়িবে কভু॥
সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা, দেহ দরশন॥
দুঃখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ, দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে॥
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণে যায় ধাইয়া॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী করে বনভ্রম।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গম॥
বিকট দর্শন আর বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু অজগরের ভক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী বলিয়া হা নাথ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ॥
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর॥
সর্প মারি মৃগজীবি কহে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমামুখ পীন পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে স্মরশর॥
কামাতুর হয়ে যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হয়ে গেল।
স্বামীর উদ্দেশ্যে সতী বৈদর্ভী চলিল॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু-নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে অবস্থিতি।

গভীর অরণ্যে ভৈমী করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥
শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানা জাতি নভোমার্গ স্পর্শে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমুল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন॥
আম্রতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডম্বুর ভল্লাতক হরীতকী॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাখোট কপিত্থ বট অশ্বত্থ যে আর॥

নোয়াড়ী বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটী।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক ঝাঁটি ॥
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু, রম্যস্থান বহু রত্ন নিধি ॥
যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী-অন্বষণে ভ্রমে গহন কানন ॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে ॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাল লোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধেক বসন ॥
ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর ॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
অনন্তর এক মহা সরিৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল ॥
তরঙ্গিণী কহিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার ॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপান হেতু কি আসেন তব তীর ॥
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া রোদন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন ॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
পঙ্কজকেশর অঙ্গ, কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্তে নয়ন, মুখশোভা শীতভানু ॥
বীরসেনসুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর।
দেখেছ কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্টা, বদন মলিন ॥
যুগল নয়নে বহে জলধারা প্রায়।
অর্দ্ধবাসা মুক্তকেশা ধূলি সর্ব্ব গায় ॥
তথা হৈতে চলি যায় উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে ॥
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ, নখ যেন বেড়ি ॥
দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া ॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে ॥
কে তুমি, কি হেতু কর ভ্রমন কাননে ॥
দময়ন্তী বলে, আমি পতি-বিরহিণী।
এই বনে হারাইনু মম পতিমণি ॥
অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান।
হারাধন পাই যদি, তবে রহে প্রাণ ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব ॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন, তব দুঃখ শেষ হৈল ॥
পাইবে স্বামীরে পুনঃ, পাবে রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার ॥
এত বলি ঋষিবর অন্তর্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল ॥
নদ-নদী কণ্টক পর্ব্বত ঘোর বনে।
রাত্রি দিন চলি যায় নিরানন্দ মনে ॥
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে ॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল ॥
কভু হাসে, কভু নাচে, চিত্রের পুত্তলী।
রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষী বাতুলী ॥
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ্র হয়ে তবে কোন্ জন
কে তুমি, একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন ॥

বৈদর্ভী বলিল, নহী রাক্ষসী পিশাচী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন॥
চেদিরাজ্যে যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একটি যে সরোবর শোভিত কমলে॥
কাতর হৈয়া শ্রমে যত বণিকগণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে, শুণ্ডে জড়াইল
বণিকগণের মধ্যে মহারোল হৈল॥
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহন॥
বৃক্ষোপরি আরোহিয়া করেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন॥
জন্মকাল হৈতে আমি জানি নিজ মনে।
এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে॥
তবে কেন বিধি মোর হৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি॥
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন॥
সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেথানে ছিল।
চারিদিক হইতে আসি একত্রে মিলিল॥
ভয় পেয়ে তথা হৈতে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী॥
বিবর্ণ বদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর কায়, ঘন বহে শ্বাস॥
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ॥
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত শিশুগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয়, কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
দেখ দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয়, কাহার বনিতা॥
নিজরূপ আচ্ছাদন করেছ কি কারণ।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন রবির কিরণ॥
দময়ন্তী বলে, শুন কহি রাজমাতা।
জাতিতে মানুষী আমি, সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর, না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি, ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥
এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলেন বচন॥
না কান্দহ কন্যে তুমি, চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর॥
পাইবে স্বামীর দেখা, থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে॥

ভৈমি বলে, এত যদি করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
পুরুষ সহিত দেখা না হবে কখন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট, না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম, কহি রাজমাতঃ ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে ॥
এতেক কহিলে রহি তোমার সদনে ॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সৈরিন্ধ্রী সংহতি ॥
অসম্মান যেন না করিও কদাচন।
হীনকার্য্যে না করিও কভু নিয়োজন ॥
মাতৃ আজ্ঞা মানি লৈল রাজার নন্দিনী।
ভৈমী রৈল তথা হৈয়া সুনন্দা-সঙ্গিনী ॥
বনপর্ব্বে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র।
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ॥

কর্কোটক নাগের দংশনে নলের
বিকৃতাকার

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ শাড়ী,
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥
দেখে হেনকালে, দাবানল জ্বলে,
যেন ডাকে আর্ত্তস্বরে।
বলয়ে পুণ্যাত্মা নল, পোড়ায় মোরে অনল,
রক্ষা করহ আমারে ॥
শুনি নৃপবরে, কহে উচ্চস্বরে,
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কোট নামে ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদ্য পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ ॥
নিষ্পাপ যে তুমি, তোমা স্পর্শে আমি,
মুক্ত হৈব শাপ হৈতে।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
পুড়িয়া মরি অগ্নিতে ॥
পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি না করিও ভয়।
পরশিতে তুমি, ক্ষুদ্র হইব আমি,
না হবে শ্রম তায় ॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হৈতে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হৈল তব সাথে ॥
কর এক কাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,
কত দূরে লয়ে যাহ ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
দশ চরণ চলিল।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণি,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥
নল বলে ভাল, সখ্য ধর্ম্ম রৈল,
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ, তব জাতির স্বভাব,
উপকারী জনে মার ॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।

কুৎসিত মূরতি, হৈলে নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার ॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
সে হেতু হৈল বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
না চিন্ত রাজন, তুমি পুণ্য জন,
পুনঃ রাজ্যেশ্বর হবে ॥
কলি বাম হৈল, এ দশা সে কৈল,
দ্বাপর তার সহায়।
মোর এই বিষে, কলি অহর্নিশে,
জ্বলিবে জেনহ রায় ॥
আমার বচন, শুনহ রাজন,
অযোধ্যায় ত্বরা যাও।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
সারথি তাঁহার হও ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরি চলিল ॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

ঋতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব শিক্ষাকৃতী ॥
বাহুক আমার নাম শুন নরপতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি কহে রাজা করিয়া আশ্বাস।
যথোচিত বৃত্তি দিব, রহ মম পাশ ॥
যত অশ্বপালোপরে হবে তুমি পতি।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব, থাকিবে সংহতি ॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নিরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া ॥
গভীর কাননে তোমা ছাড়িয়া আইনু।
তোমারে ছাড়িয়া হায় কি কাজ করিনু ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নিরাশ্রয়ে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কি কুকর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারি বঞ্চিবে কেমনে ॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥
বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে ॥
পাপকর্ম্মে তার মন কভু নাহি যায়।
মদ দম্ভ রাগ দ্বেষ তাহারে না পায় ॥

ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বিদর্ভ-ভূপতি ভীম কর্ত্তৃক নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ্যে দ্বিজগণ প্রেরণ ও চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্য-ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পায় ভীম নৃপবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল-দময়ন্তী দোঁহে কর অন্বেষণ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গবী দিব রত্নে ভূষি॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব, নানা রত্ন ধন।
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে গেল॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমে নানাদেশ।
সুবাহু রাজার পুরে করিল প্রবেশ॥
দৈবাৎ ভৈমীরে তথা কৈল দরশন।
সুনন্দা সহিত সতী করেন গমন॥
চন্দ্রাননা বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাসা সুবেশা॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তীদন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত রাহুগ্রহ দাঁতে॥
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই যে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভ-চন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণ বদনী।
ভৈমী পাশে গিয়া শেষে বলে দ্বিজমণি॥
মোর বাক্য বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভ তরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণ মাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুর নারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই, কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল এ ভামিনী॥
যদি তুমি জানহ, জানাও দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ-ঈশ্বর ভীম, তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা॥
নিজভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া, কেহ না দেখিল॥
এই হেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
দেশ দেশান্তরে গিয়া করে পর্যটন॥
মম ভাগ্যে, তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূমধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে॥
বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে, দোঁহে কান্ত কান্তা সমা॥
নল দময়ন্তী মহাভারতোপাখ্যান।
জীবোদ্ধার হেতু ব্যাসদেবের রচন॥

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন।

এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥

এত কাল গুপ্তভাবে আছ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলে আমারে॥
তোমার জননী হয় মম সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥
বীরবাহু মম পতি, ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি-মোব ভগিনী-দুহিতা॥
এই রাজ্য ধন যে আপন: করি জ্ঞান।
এত বলি বৈদর্ভীর করিল সম্মান॥
শুনি দময়ন্তী তাঁরে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল॥
নন্দিনী সমান মোরে রাখিলা ভবনে।
না হইব কভু মাতা মুক্ত তব ঋণে॥
তোমায় আমায় আছে রক্তের যে টান।
তাই মোরে এত স্নেহ করেছিলা দান॥
এবে পিত্রালয়ে মাতা করিব গমন।
পিতৃ মাতৃহীন আছে নন্দিনী নন্দন॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানাদেশ ভ্রমি আসে পিতার ভবন॥
শুনিয়া ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশী হৈয়া॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিলেক যত বন্ধুজন॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি, না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল-দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥

এত শুনি মহাদেবী রাজ-স্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া॥
শুন শুন নরপতি মোর নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাক্ দ্বিজগণ॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে॥
এত শুনি নরপতি আনে দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল-অন্বেষণে॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি লয়ে অর্দ্ধ শাড়ী।
কোন্ দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি মম পাশে কহিবে তখন॥
ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানহ, সেই ভৈমীকে কিনিবে॥
এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ।
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করে অন্বেষণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে পরম সুখ, জন্মে দিব্য জ্ঞান॥

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভ যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ।

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর॥
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য, কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম॥

যেমন বলিবে তুমি, শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায়॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
উত্তর না প্রদানিল মোরে কোন জন॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃত আকৃতি॥
শুনিয়া কহিল মোরে সকরুণ ভাষে।
কেমন আছে ভৈমী পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসে॥
পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে॥
মূর্খ কিম্বা ধনহীন যদি হয় পতি।
অধর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করে নিতি নিতি॥
সতী নারী পতি-দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে॥
সার ধর্ম্ম হয় তার, এই সে বিধান।
স্বামী হৈতে অতি কষ্ট নারী যদি পান॥
তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাচ না করে।
নিজকর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে॥
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি॥
শুন গো জননী মোর যদি হিত চাও।
সুদেব ব্রাহ্মণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম॥
যে করিলে তুমি, তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে বাঞ্ছা যাহা, দিব তা তোমারে॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥

অযোধ্যা নগরে বিপ্র যাহ একবার।
অসময়ে তুমি মম কর উপকার॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর॥
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যদি চাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে, তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবে, না জানি কোথা গেল॥
জীয়ে বা না, জীয়ে নল, না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা॥
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর॥
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমেষেতে যায় শত যোজনের পথ॥
নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পেলে আসিবে ত্বরিত॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কত দিনে উপনীত অযোধ্যা-নগর॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি দিনে॥
আজি নিশি প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে॥

সতী সাধ্বী দময়ন্তী, ভক্তি যে আমায়।
আমার কারণে হেন করেছে উপায়॥
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর॥
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি, লহ মম পাশ॥
নল বলে, কার্য্য সিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার॥
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল॥
দেখিতে শরীর কৃশ, সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল দুই যোড়া॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বলে আনিলে।
কেমনে বহিবে রথ, কিমত বুঝিলে॥
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে।
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা কঠিন বচনে॥
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথে আরোহণ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ু-বেগ গতি॥
কোথায় রহিল রথ, কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুৎ॥
হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে॥
নলরাজা আর বিনা নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার॥
এই মতে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন নদী গিরি আদি হইলেন পার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায়॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥
রাজা বলে, বাহুক শুনহ মোর বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি॥
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ, নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ॥
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলে তবে মহারাজ নল॥
হেন বিদ্যা নাহি, যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি॥
রাজা বলে, চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হৈল সয়ম্বরের সময়॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী, লইব আমি রথ॥

মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক-বচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন॥
অশ্ববিদ্যা মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ গণনা বিদ্যা শিখাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল, করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে লৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি লইলেন নল।
শরীরে আছিল কলি, হইল বিকল॥
একে কর্কোটের বিষ জর জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে, কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায়॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিহ নাশ, শুন মহাশয়॥
দময়ন্তী-শাপে মোর সদা দহে অঙ্গ।
বিশেষে দহিল দংশি কর্কট ভুজঙ্গ॥
তোমা হৈতে দুঃখ রাজা বিশেষ আমার।
বুঝি ক্রোধ কর ক্ষমা, না কর সংহার॥
আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এই কীর্ত্তি রবে তব পৃথিবীর মাঝ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর॥
কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে আমি নাহি যাব সেই স্থল॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভ নগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ, ভবসিন্ধু তরি॥
কাশীরাম কহে প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্র, সম্মুখে গরুড়॥

— ——

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ নগরে প্রবেশ।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ-ঈশ্বর।
নিমেষে পাইল গিয়া বিদর্ভ নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
তৃষ্ণার্ত্ত চাতক সব করে কলরব।
ঊর্দ্ধমুখ করি চাহে, জলাকাঙ্ক্ষী সব॥
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস হৃদয়॥
রথ চালাইয়া হেন জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয়॥
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনই যদি মোর নাহি ভাষে মুখে॥
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর॥
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে থাকিয়া।
গবাক্ষ-দ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া॥
রথ হৈতে নামে তবে ইক্ষ্বাকু-নন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন॥

না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কহে, হায় কি করিনু হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল শীঘ্রগতি॥
ভীম রাজা বলে, শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়॥
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন॥
আসিয়াছিলাম, অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিবারে তোমা সম্ভাষণ॥
ভীম রাজা বলিলেন, কি ভাগ্য আমার।
সে কারণে আগমন হেথায় তোমার॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল॥
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার।
নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনী, জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহার মুখ ভ্রম হয় মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি, কি হেতু এলে, জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি॥
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী॥
শতেক যোজন হতে আসিল নৃপতি।
বাহুক আমার নাম, তাহার সারথি॥
পুণ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার॥
তাঁর ভার্য্যা যে ভৈমীর স্বয়ম্বর-কথা।
দ্বিজ-মুখে শুনিয়া পাইনু বড় ব্যথা॥
দ্বিতীয় বয়সে এই, তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে আর খণ্ডিবে॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি, নৃপতি কোথা রয়॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্যশ্লোকে জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলে, যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস-কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন॥
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার, পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যনষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি॥
ভৈমী বলে, নল এই, নহে অন্যজন।
পুনরপি যাহ তুমি, বুঝহ লক্ষণ॥

কি আচার, কি বিচার, কোন্ কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন ॥
কেশিনী বলিল, শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি ॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
সে সব সামগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান ॥
শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণ কুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণকাষ্ঠ ছিল, কিন্তু অনল না ছিল ॥
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্রে তৃণ কাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে, আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাহ আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ তুমি রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী-স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিনু এই নলের রন্ধন ॥
তবে কন্যা পুত্রে দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে, বুঝিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন-নন্দনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃপুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন।
এই মত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার ॥
সেই কথা স্মরিয়া করিনু যে রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদ তাপ নহে সম্বরণ ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
লয়ে যাহ দুই শিশু, কার্য্য নাহি হেথা ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
বাহুকের যত কথা ভৈমীরে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
তনয়-তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী ॥
আরণ্যেতে উত্তম নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী, নিকটে দেখিল স্বামী,
পরিধান জীর্ণ ছিন্ন বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণে কহে মৃদু ভাষ ॥
শুন হে বাহুক নাম, দেখিয়াছ কোন্ ঠাম,
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ একজনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে, স্ত্রীলোক আছিল ঘুমে,
একা ছাড়ি পলাইল বনে ॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লোক,
কে করিল কহ নাম ধরি ॥
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাতা
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥

যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বুদ্ধি,
ত্যাগ করে নির্জ্জন কাননে॥
সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমারে নিত্য,
না ছাড়িব জীবনে মরণে।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
তবে আর কি করিবে অন্যে॥
দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা।
প্রিয়াকে ছাড়িয়া বনে, এবে দেখ বরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র ভোগ।
ইহা না ভাবিয়া চিতে, দেখিয়া আমারে জীতে,
না বুঝিয়া কর অনুযোগ॥
কলি ছাড়ি গেল আমা, তেঁই দেখিলাম তোমা,
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি।
যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা
স্বামী-দোষ নয়নে না দেখি॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা, করিবা কি অন্য ভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যেরাজ্যেদূত গেল, সর্ব্বলোকেবার্ত্তা দিল,
ভৈমির দ্বিতীয় সয়ম্বর॥
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর দেখিব নয়নে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন্ জনে॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপানি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যাজিলাম কুললাজ,
ত্যাজিলাম গুরুজন ভয়॥

পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যায় আর॥
সদা কায় মন প্রাণে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমি বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে,
ডাকি বলে পবন দেবতা॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভীর নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হয়েছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল দুন্দুভি ধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মচিত॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরু'পরে,
আশ্বাস করিল মৃদুভাষে।
কর্কোটক নাগে স্মরি, কুৎসিত রূপ ছাড়ি,
পূর্ব্বরূপ তখনি প্রকাশে॥
অপূর্ব্ব ভারত কথা, বিচিত্র নলের গাথা,
শ্রবণে সর্ব্বপাপ বিনাশে।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

— ——

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশ প্রত্যাগমন ও নলের পুনর্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।

পরে কর্কোটক দত্ত বসন পরিয়া।
লভে নিজ পূর্ব্বরূপ নাগেরে স্মরিয়া॥
স্বরূপেতে নলরাজে দেখিয়া তখন।
পতিব্রতা হইলেন আনন্দে মগন॥
চারি বৎসরান্তে দোঁহে মিলন হইল।
উভয়ে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিল॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখের কথা কহিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল॥
জামাতা দেখিয়া নৃপে আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধ-ঈশ্বর॥
ঋতুপর্ণ বলে, ভাগ্য আছিল আমার।
তেই সে মিলন হইল দোঁহাকার॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে।
শুনিয়া নিষধ-রাজ বলিল তাহারে॥
কখনই দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে॥
কলির পীড়নেতে বড় দুঃখ পাইয়া।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হৈয়া॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয়॥
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই, ধর্ম্ম রাখে তাকে॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন্ জন॥
হইলে পরম সখা, আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যতকাল জীব॥
যাহ সখা, নিজ রাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন॥
সারথি করিয়া অন্যে কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল হইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥
এক রথ, ষোল হাতী, পঞ্চাশ তুরঙ্গ।
দুই শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্কর সমীপে যান অতি শীঘ্রগতি॥
পুষ্করে বলিল, তোরে নিজরাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার॥
দ্যূতক্রীড়া করিব, আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে, বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন॥
এত ভাবি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুই জনে বসে তবে আত্মা পণ করি॥
দেখহ ধর্ম্মের গতি বিচিত্র কেমন।
দুষ্ট কলি দ্বাপর ত নাহিক এখন॥
এত বলি দেবন খেলিল নররায়।
অবশ্য হয়েন পার ধর্ম্মের নৌকায়॥

জিনিল নৃপতি নল, হারিল পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন।
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর॥
না ডরিহ পুষ্কর, নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলে, তাতে নাহি করি রোষ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন॥
তব প্রতি প্রীতি মোর সেইরূপ ছিল।
সন্দেহ নাহিক তায়, সেরূপ রহিল॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর॥
বহুদোষে দোষী আমি, ক্ষমিলে আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি॥
পাত্রমিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত, নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কতদিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি!
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে, রাজা শুনিলে সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে স্থির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
আসিতে না হয় সুখ, যাইতে না দুখ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিলা দুঃখ সুখ॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
সুখ দুঃখ হয় সব কর্ম্ম-নিবন্ধন॥
নলের চরিত্র, আর কলির শাসন।
একমন হয়ে যদি শুনে কোন জন॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয়, স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার, সুখে কাল যায়॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয়, তাহা হৈতে তরে॥
তব দুঃখ নরপতি যাবে অল্পদিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সবা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥

জন্মেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যকবনস্থ
পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।

বলেন জনমেজয় কহ মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব সমাজ॥
কি করিল কি মতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে॥
মুনি বলে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে।
অনুশোচে, পক্ষী যেন পক্ষের কারণে॥
বিষ্ণু বিনা যথা নাহি শোভে সুরগণ।
কুবের বিহনে যথা চৈত্ররথ বন॥

কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর॥
যে অর্জ্জুন বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্য সম।
বলবান রণে মত্ত গজেন্দ্র-বিক্রম॥
তাহা বিনা সকলি যে দেখি শূন্যময়।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ হৃদয়॥
অগ্রসর হয়ে তবে বলে বৃকোদর।
শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর॥
যত দিন নাহি দেখি অর্জ্জুনের মুখ।
মুহূর্ত্তেক নরপতি, নাহি মম সুখ॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে॥
যার ভুজাশ্রিত কুরু পাঞ্চাল পাণ্ডব।
দৈত্য মারি দেবে যেন পালয়ে বাসব॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরি করিয়া সন্ন্যাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি, যার করি আশ॥
যার ভুজে দগ্ধ হবে যত কুরুবর।
সে অর্জ্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর॥
অনন্তর নকুল বলেন সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ॥
জিনিল উত্তর দিকে রাজসূয়-কালে।
ভৃত্যবৎ খাটাইল নৃপতি সকলে॥
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাঁহায়।
আহার শয়ন আদি লাগে কটুপ্রায়॥
সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ-আগে।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে॥
নিমিষে না হয় সুস্থ আমার শরীর।
গরলে ব্যাপিত যেন, অঙ্গ নহে স্থির॥
যাদব নিকরে বীর পরাজয় করি।
হরিয়া আনিল বলে সুভদ্রা সুন্দরী॥
আজি গৃহ শূন্য দেখি তাঁহার বিহনে।
কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট মহর্ষি নারদের
আগমন ও তীর্থস্নানের
ফল বর্ণন।

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির কহেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময়॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন্ ফল লভে নর, কহ তা আমারে॥
নারদ কহেন, পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিলা এইমত॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুনি, অন্যমত নহে॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিস্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার, নহে ক্রোধে অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞাপেক্ষা তীর্থস্নানে লভে অতি ধর্ম্ম॥
দৃঢ়ভক্তি তিন রাত্রি তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্ব যজ্ঞফল পায়, যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান॥
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থ সেবে॥

দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষকানন পরে চম্পানদীবর ॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ ॥
তদন্তরে যায় গঙ্গা-সাগরসঙ্গম।
তাহে স্নানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম।
শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবে কৈলে দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইক্ষণ ॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যাই যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন ॥
বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সুরপুরে যায় ॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায়, নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয় ॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয়, পাপশূন্য দেহ ॥
রামহ্রদ নামে মহতীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর ॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয়-রক্তেতে সেই করিল তর্পণ ॥
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ তারে দিল বর।
পুণ্যতীর্থ হৌক যে বলিল ভৃগুবর ॥
ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযূর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর ॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযূ কেদার ॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি ॥
অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় আদি।
যত যত যজ্ঞ বেদে করিয়াছে বিধি ॥
সর্ব্ব যজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয়, বৈসে দেবাসনে ॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
কহে কাশীরাম, প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রহ সম্মুখে গরুড় ॥

শ্রীতীর্থক্ষেত্র মাহাত্ম্য।

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ-অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন ॥
বদন নয়ন শোভে জগমন কাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণ চাঁদ ॥
যে মুখ দেখিলে মুক্তি আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে ॥
জন্মে জন্মে তপব্রতে ক্লেশ করে কায় ॥
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে, সর্ব্বতীর্থে যায় ॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমিষেতে শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে ॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া ॥
যার অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে, শিষ্টেরে পালিতে ॥

অজ ভব অগোচর যাঁহাব মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পায় যাঁর সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্মা প্রলয়ের কালে।
সপ্ত কল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধুজলে॥
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয়-হ্রদ-গুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বলিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি॥
গরুড়ে আরূঢ় কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ লয়ে যথা মহানদী।
নানাশব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল পাপীর পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়, যার দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হয়ে রহে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জ্জন্ম নহে তার দেবতা সমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে।
পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীরাম দাস-তার প্রণমে চরণ॥

ইন্দ্রের অজ্ঞায় লোমশ মুনির কাম্যক-বনে আগমন।

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিৎ-বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
প্রণাম করিয়া দেন বসিতে আসন॥
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশিস্ করিয়া মুনি কহিল উত্তর॥
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন॥
দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ ধনঞ্জয় বৈসে একাসনে॥
আমারে কহিল তবে সহস্র-লোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন॥
কহিবে সংবাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমর-নগরে॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র-পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে॥
ভ্রাতৃগন সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর, দ্বিজে দেহ দান॥
তপের উপর আর অন্য কর্ম্ম নাই।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ, ধর্ম্ম তার করিবে উপায়॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার॥

হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
সমুদ্র-মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্র সহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য বিজিত।
হেন অস্ত্র দিল হর হয়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছে সে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্য গীত বিশ্বাবসু-তনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ নাহি ভাব সর্ব্বদায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য-দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবে গো মোর ভ্রাতৃগণ ॥
রাখিল দধীচি যথা দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যথা দেব দিবাকরে ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্যজন ॥
তুমিও যাইতে রাজা পার ধর্ম্মবলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম, অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজরাজ্য পাবে শেষে, হবে শত্রু জয় ॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
বিনয় পূর্ব্বক করিলেন সদুত্তর।
কথা নহে, সুধাবৃষ্টি কৈলা মুনিবর ॥
কি বলিব প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল মোর তব কৃপাবশে ॥
যে অর্জ্জুন লাগি মোর নাহি ক্ষণ সুখ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ মুখ ॥
পাইলাম-তাহার কুশল সমাচার।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার ॥
সবার ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জ্জুনের কাজ ॥
যে আজ্ঞা করিলে মুনি তীর্থের কারণ।
পূর্ব্ব হৈতে আমি এই করিয়াছি পণ ॥
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি।
তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বহু লাভ গণি ॥
লোমশ বলেন, রাজা যাইবে কি মতে।
এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্গেতে ॥
বিষম দুর্গম পথ পর্ব্বত কানন।
ফল মূল নাহি মিলে, দুষ্ট জন্তুগণ ॥
যাইতে নারিবে সবে থাকিলে সংহতি।
ইহা সবে বিদায় করহ নরপতি ॥
যুধিষ্ঠির কহে তবে শুন দ্বিজগণ।
হস্তিনা-নগরে সবে করহ গমন ॥
যেই যাহা বাঞ্ছ, ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবে।
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে ॥
পাঞ্চাল দেশেতে সবে করিবে গমন।
যথোচিত পূজা তথা পাবে সর্ব্বজন ॥
এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায়।
যোগ্য বৃত্তি দিল ধৃতরাষ্ট্র সে সবায় ॥
অল্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম্ম-নরপতি।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা লোমশ সংহতি ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ ধৌম্য পুরোহিত।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত ॥
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
নারদ পর্ব্বত আর বহু মুনিগণ ॥
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আশিস্ করিয়া কহিছেন মুনিগণ ॥

তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন ॥
নিয়মী, সুবুদ্ধি হৈলে তীর্থফল পায়।
মন শুদ্ধ নহিলে সকলি মিথ্যা হয় ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিয়া স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
পুরোহিত আদি আর যত ভ্রাতৃগণ।
চতুর্দ্দশ রথে আরোহিল সর্ব্ব জন ॥
মার্গশীর্ষ মাস গেল, পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী ॥
মহাভারতের কথা পুণ্যফল দাতা।
কাশীদাস রচে পয়ার প্রবন্ধে গাঁথা ॥

— — —

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥
গোমতীতে স্নান করি, করি বহু দান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন প্রয়াণ ॥
যেখানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনা-সঙ্গম।
কত দিনে উপনীত অগস্ত্য-আশ্রম ॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ।
এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
এক দিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ ॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে ॥
সবে বলে, না করিলে বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবাকার হৈল হেন গতি ॥
যদি শ্রেয়ঃ চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার ॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অনুপমা।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা।
যৌবন সময় আর দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন ॥
হেনকালে উপনীত মহা তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন ॥
কি হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর ॥
পিতৃগণ আদেশে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আসে বচন ॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচনে ॥
মাগে লোপামুদ্রাবে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ॥
এত বিচারিয়া দোঁহে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে ॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ॥
তবে লোপামুদ্রারে বুঝিয়া যে অন্তর।
বিধি মতে মুনি-করে দেন নৃপবর ॥
লোপামুদ্রা প্রতি তবে কহে তপোধন।
মম ভার্য্যা হৈলে, কর মম আচরণ ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা, পিন্ধহ বাকল ॥

মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকলি ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল॥
তবে ত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ॥
হেনমতে তথা থাকি বহুদিন গেল।
এক দিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল॥
পুত্র হেতু করিয়াছি তোমারে গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমার কিসের কারণ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
বিনয় পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর॥
কামদেবে কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কি মতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান মুনি এই বংশকাজ।
বংশ হেতু ইচ্ছা যদি শুন মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যথা ছিল মম বস্ত্র-অলংকার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার॥
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হৈল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে॥
শ্রুতপর্ব্ব নামে রাজা ইক্ষ্বাকু-নন্দন।
ভার্য্যা সহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখি শ্রুতপর্ব্বা রাজা পূজে বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর॥
মুনি বলে, বৃত্তিহেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা মোরে দেহ তুমি॥
যে কিছু মাগিল মুনি, সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা॥
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর।
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়ল মুরতি।
কাটিয়া রন্ধন করি ভুঞ্জায় অতিথি॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে॥
এই মতে মারে দুষ্ট বহু দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ইল্বলের ভয়েতে তাপিত এ নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বয় আলয়॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর॥
কি হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভক-নন্দন॥
বহু পরিশ্রমে আসিলাম তব পুর।
বহুদিন উপবাসী, ভুঞ্জাও প্রচুর॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল বলে, বৈস তপোধন॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিল রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন॥
মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার।
সকলি আনিয়া দেহ যত আছে আর॥
শির কটি চারিপদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থি সহ মুনিবর সকলি খাইল॥

কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি, ডাকিল বারে বারে ॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি ॥
বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ।
এত দিনে হৈল দুরাচারের বিনাশ
এত শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুই কর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
কি করিব প্রিয় তব, কহ মুনিবর।
মুনি বলে, প্রাণী হিংসা করিলে বিস্তর ॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকলি আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
সেইক্ষণে দুষ্ট দৈত্য আনি সব দিল।
দ্রব্যালয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥
বসন ভূষন দিব্য রত্ন-অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দ অপার ॥
সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন ॥
মুনি বলে, পুত্র বাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হৌক একটী কুমার ॥
এক পুত্র গুণবান হোক তপোধন।
অকৃতি সহস্র পুত্রে নাহি প্রয়োজন ॥
তবে প্রীত হয়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তার জন্মিল কুমার ॥
অগস্ত্য সমান হৈল পরম পণ্ডিত।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য-চরিত ॥
অগস্ত্য মুনির কথা অদ্ভুত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র-পান করিল গণ্ডুষে ॥
সূর্য্য-পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল ॥
অগস্ত্য-প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচিল।
অন্ধকার দূরে হৈল, সূর্য্য পথ পাইল ॥

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য-বিবরণ ॥
কি কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল।
কোন্ হেতু অন্ধকার, কিরূপে খণ্ডিল ॥

অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ।

লোমশ বলেন, শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল মুনি ঘোর অন্ধকার ॥
গিরিমধ্যে আছয়ে সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর ॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু শিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥
সূর্য্য বলে, রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি-অধিকারী ॥
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ
শক্তি নাহি, অন্য পথে করিতে গমন ॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ-বচনে।
দেখি, মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে ॥
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি, না হয় দিবস ॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল, যেন মানিল সংসার ॥
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন ॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া ॥

চন্দ্র-সূর্য্যাপথ রুদ্ধ বিন্ধ্যাগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহারে নিবারে ॥
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
বিন্ধ্যগিরি পাশে তবে যায় তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্ব জন ॥
নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
অগস্ত্য মুনির তেজ জিনি সূর্য্য সম ॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যাগিরি প্রণাম করিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ যে উত্তরে নাহি গেল কদাচন ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি গিরি কভু নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
আরণ্যক পর্ব্বেতে অগস্ত্য-উপাখ্যান।
কাশী কহে, ধর্ম্ম পুণ্য লাভের সোপান ॥

দধীচি মুনির অস্থিদান।

পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন পুর ॥
কালকেয় আদি যত দৈত্য ও দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা কন, যেই হেতু এলে দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
লৌহ দারু মেরু যত অস্ত্র আছে সার।
কোন মতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার ॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ, শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হৈলে মুনি চাহিবে বরদান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন ॥
বজ্র-অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী-নদীতীরে আইল তখন ॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতাসমূহ সব দিকপালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে ॥
জানিয়া সকলতত্ত্ব কহে মুনিবর।
বুঝিনু যে হেতু এলে সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংসময় তনু সহজে অচির ॥
হয় হৌক, ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার-হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
পূর্ব্বভাগ্যে দেবকার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
দধীচি মুনির গুণ বর্ণন না যায়।
হেন উপকার বল কে করে কোথায় ॥
যুধিষ্ঠির কন, প্রভু বল অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিলা পুরন্দর ॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ও ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর বধ।

লোমশ বলেন, রাজা কর অবধান।
বিত্রাসুরে যেইরূপে বধে মরুত্বান॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পী স্থানে দিল করিতে গঠন॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
বজ্র নিয়া সাজি থাকে দেব পুরন্দর।
হেনকালে এল বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রবল দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার মার শব্দ করি মত্ত কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে।
দেবগণ সহ যায় বৃত্রেরে মারিতে॥
ইন্দ্রে দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর শব্দে কাঁপে যত চরাচর॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি।
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি॥
কোথায় পাইবে রক্ষা, করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজ প্রাণ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্য নিধন কারণ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে॥
অন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ দেবাসুরে হয় ঘোরতর রণ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ।
আর যত ছিল, সবে পলাইল তূর্ণ॥
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
সমুদ্র ভিতরে প্রবেশিল সর্ব্ব জন॥

অগস্ত্য মুনির সমুদ্র-পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর॥
বশিষ্ঠ-আশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিনশত খায় চ্যবনাশ্রমেতে বসি॥
ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে বিংশ মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
হেনমতে খায় তারা যত মুনিগণ।
অনাহারী বাতাহারী মহাতপোধন॥
আর যত দ্বিজগণ গেল পলাইয়া।
পর্ব্বত গহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া॥
ভাঙ্গিল মুনির মেলা, কেহ নাহি আর।
যাগ যজ্ঞহীন হৈল সকল সংসার॥
উপায় করিল বহু তার দেবগণ।
লক্ষিতে না পারে তারা আইসে কখন॥

উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ন স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি, তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ॥
বৃত্রাসুর মৈল, কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি, তারা আইসে কখন॥
করিল দ্বিজের নাশ, না দেখি নিস্তার।
আমরা উপায় বহু করিনু তাহার॥
না পারিয়া তব পদে করি নিবেদন।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে, নাহি হেন জন॥
এত শুনি রোষভরে কহে পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুখাইতে সবে করহ যতন॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য সদন॥
কর যুড়ি দেবগণ তাঁর স্তুতি করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে বারে॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে বসুধার খণ্ডিলে আঁধার॥
রাক্ষস বধিয়া-বিনাশিলা লোকভয়।
এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয়॥
মুনি বলে, কোন্ কার্য্য করিব সবার।
যাহা বল করি তাহা, এই অঙ্গীকার॥
দেব বলে, অসুর করি সিন্ধু আশ্রয়।
মুনি ঋষি খাইয়া পুনঃ সাগরে লুকায়॥
হেরিতে না পায় কেহ, বধিবে কেমনে।
না বধিলে অসুর, কেহ না জীয়ে প্রাণে॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তিহ মহামুনি।
নিবেদি তোমায় সবে ঋষিশ্রেষ্ঠ গণি॥
শুনি কহে মুনি, চিন্তা নাহি দেবগণ।
জলধির জল আমি করিব শোষণ॥
এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সব অমর কিন্নর॥
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন॥
সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমারে শুষিব আমি লোকের কারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে॥
তবেত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডুষে।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল পান করি শোষে॥
কোথায় লহরী গেল, শব্দ হুড়াহুড়ি।
জলজন্তু ছটফটি শুষ্কস্থলে পড়ি॥
বিস্ময় মানিল তবে ত্রৈলোক্যের জন।
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী।
মুনির সম্মুখে তারা দেখায় মাধুরী॥
করিল কুসুম-বৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হল দিগন্তরে॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন॥
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল॥
দৈত্য হত নিরখিয়া ক্ষান্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর॥
মুনি বলে, তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণ বদন।
শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন॥

দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিরূপে পূরিবে সিন্ধু, কহ পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা বলে, নিজালয়ে যাহ সর্ব্ব জন।
উপায় নাহিক সিন্ধু, পূরিতে এখন॥
শুষ্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল ভবে
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে॥
ভগীরথ হতে পূর্ণ হবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি॥
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্বকথা ধর্ম্মের তনয়॥

— — —

সগর বংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগর-সন্তান ভস্ম হওন।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু-পূরণ কথন॥
কে বা ভগীরথ, জ্ঞাতি কারণ কি হয়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ কহ মহাশয়॥
লোমশ বলেন, শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুব নন্দন॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তার।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার॥
তার তপে আবির্ভূত হয়ে মহেশ্বর।
বলিলেন সগরেরে, মাগি লহ বর॥
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেহ ষাটি-সহস্র তনয় ত্রিলোচন॥
হর বলিলেন, বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটি-সহস্র নন্দন॥
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয়॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকু-বংশ উন্নতি পাইবে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর॥
মিথ্যা না হয় কভু শঙ্করের বরদান।
কতদিনে দোঁহাকার হৈল গর্ভাধান॥
সময়ে প্রসব কৈল রাণী দুই জন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল॥
হেনকালে ঘোরনাদে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি॥
যত বীচি আছে এই অলাবু ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাড়ি মধ্যে রাখ নৃপবর॥
ইহাতে পাইবে ষাটি-সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ॥
ঘৃত হাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাইট-সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তেজে বীর্য্যে রূপে সবে সগর সমান।
মদগর্ব্বে সবাকারে করে অল্প জ্ঞান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ।
সবার করিল পীড়া সগর-নন্দন॥
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে॥
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগর-কুমারে॥
ব্রহ্মা বলিলেন, না চিন্তহ দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকলে মরিবে অল্পদিনে॥
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
অশ্ব রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ॥

সসৈন্যে তাহারা ষাটি-সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রক্ষিবারে গেল পর্ব্বত কানন ॥
জলহীন সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন ॥
দেবরাজ ভাবে, বুঝি মম রাজ্য যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে কি হবে উপায় ॥
যজ্ঞ বিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র চুরি করি হয় ॥
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি ॥
চুরি করি নিয়ে ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
সেখানে রাখিয়া ঘোড়া শক্র পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল ॥
সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিতে।
কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন ভিতে ॥
সকলে সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন ॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর।
তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর ॥
যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে।
ঘোড়া না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্ব জন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল।
কোদালীর প্রহারেতে অনেকে মরিল ॥
স্কন্ধ শির হস্ত কার কাটা গেল পাদ।
প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোর নাদ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল।
পুঞ্জ করি অস্থি সব স্থানে স্থানে থুইল ॥
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
তথায় খনিয়া ক্ষিতি বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিযা হয়বর।
হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিযা ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিবরে করে অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিল অন্তর ॥
বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
শিববাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি ॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলেন বচন ॥
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হৈল পুত্রগণে।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহনে ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিযাছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
কি হেতু অত্যাজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলে, অসমঞ্জ শৈব্যাগর্ভে জন্ম।
যৌবন সময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরি হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥

তাতরূপে আমা সবে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ॥
অসমঞ্জ ভয় হৈতে কর রাজা পার।
প্রজাদুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত মন্ত্রীগণে।
অসমঞ্জে বাহির করহ এইক্ষণে॥
এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা, শুন নরবর॥
তোমা বিনা কুলত্রাণ কেহ নাহি আর।
যজ্ঞবিঘ্ন নরক হইতে কর পার॥
পিতামহ-বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি, গেল তাঁর স্থান॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে বলে, ইষ্ট মাগহ রাজন॥
এত শুনি অংশুমান বলে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু, দেহ অশ্বরে॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদগতি।
বাঞ্ছাপূর্ণ হৌক বলি বলে মহামতি॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর-কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিয়ে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥
মুনিবে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ তবে কৈল সমাধান॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন॥
হইল দিলীপ নামে তাহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন॥
বহুদিন রাজ্য করি অংশুমান ধীর।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইল বাহির॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃ-সিংহাসন।
শুনিল কপিল-কোপে দগ্ধ পিতৃগণ॥
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল॥
তাহার নন্দন মহারথ ভগীরথ॥
যাঁর যশঃ-কর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোক-মুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ-নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

—

ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও
সগরবংশ উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে কৈল তনু অস্থিচর্ম্ম সার॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট গঙ্গা দিতে আইলেন বর॥
গঙ্গা বলিলেন, রাজা তপ কেন কর।
প্রীত হইলাম আমি, মাগ ইষ্টবর॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হয়ে হৃষ্টমন।
করযোড় করি মাগে দিলীপ নন্দন॥
কপিলের কোপানলে পুড়ে পিতৃগণ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন॥

যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদগতি নাহি পাবে পিতৃগণ॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
উদ্ধার কর গো মাতা মম পিতৃগণ॥
যদি কৃপা করিলা গো, মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায়॥
গঙ্গা বলে, তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায়॥
ঊর্দ্ধ হৈতে মহাবেগে নামিব যখন।
মম বেগ সহে, হেন নাহি অন্য জন॥
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে।
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাস-শিখরে শিবে করেন ভজন॥
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন, চল যাব নৃপবর॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ, কোথায় আছে তব হৈমবতী॥
তববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা-চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড়-গলে॥
শিব-শির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা॥
স্বর্গেতে যে ধারা, তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতি॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণে আমি আইলাম ক্ষিতি॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিগে।
কোন্ পথে যাইব, চলহ মম আগে॥
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপ নন্দন।
কল কল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইলা উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হলেন ভাবিত॥
চিন্তিয়া কহেন দেবী দিলীপ-নন্দনে।
গিরিবর পথ রুধিয়াছে নির্গমনে॥
শুনি ভগীরথ সুরধুনীর বচন।
বিনয়েতে কহে, মাতা পথ নির্দ্ধারণ॥
গঙ্গা বলেন, কর রাজা ঐরাবতের ধ্যান।
বিদারিয়া গিরি পথ করুক নির্ম্মাণ॥
মম বাক্যে ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে প্রয়াণ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি॥
রাজা বলে, মহাশয় নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায়॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর॥
গঙ্গা বলে, ভগীরথ কহিবে করীরে।
সহে যদি মম বেগ, ভজিব তাহারে॥
দেখিবে দুর্গতি তার, কিবা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে ছলিয়া কপটে॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ॥
গিরি খণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তি ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল॥

স্তব করে গজবর, ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি, কি চিনি তোমাকে॥
দয়াময়ী দয়া করি রাখিল জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈল জহ্নুমুনির আশ্রমে॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গারে না দেখি রাজা হৈল হতজ্ঞান॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে॥
কল কল শব্দে হয় গঙ্গার প্রয়াণ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি হর্ষান্বিত নৃপ গুণবান।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিলের স্থান॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর-সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ॥
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
উর্দ্ধবাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
পিতৃগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ কুমার॥
ভগীরথ হইতে সমুদ্রে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল॥
শুনিলে পৃথিবীপাল সগরোপাখ্যান।
ভগীরথ তুল্য আর নাহি পুণ্যবান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস বিরচিল সগর আখ্যান॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

লোমশ বলেন, এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বধূসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, কহ তপোধন।
হতবীর্য্য রাম হইলেন কি কারণ॥
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে রাম দাশরথি।
বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক-নন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি॥
ধূর্জ্জটীর ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে॥
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
রাজগণ আসে সব সাগর সমান॥
রাক্ষসে যজ্ঞনাশে তেঁই বিশ্বামিত্র ঋষি।
সে হেতু নিয়ে যান রামে অযোধ্যা আসি॥
যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম রাক্ষসে মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া॥
সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যা নগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে, দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তাঁর, শিরে জটাভার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার॥
না ডরিস্ ভৃগুরামে এত অহঙ্কার।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ, বুঝি পরাক্রম তোর॥
দেহ মম ধনুতে গুণ, তবে বীর বলি।
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি॥
তবে শ্রীরামচন্দ্র ভৃগুর ধনু তুলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী॥
রাম বলিলেন, যমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু, কি করি এখন॥

ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শর সহ বিষ্ণুতেজ নিলা রঘুবর॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব শর, কহ ভৃগুপতি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার লক্ষ্য কোথা মারি কহ॥
স্তুতি করি কহে তবে ভৃগুর কুমার।
শর মারি স্বর্গপথ রোধহ আমার।
একবাণে স্বর্গ রোধ করেন তাহার।
পরশুরামের চূর্ণ হৈল অহঙ্কার॥
মুনি বলে, কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল, শুনে পুণ্যবান॥

—— – ——

উশীনর রাজা ও শ্যেন কপোতের উপাখ্যান।

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দন।
শ্যেন কপোতের কথা করহ শ্রবণ॥
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে।
সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে॥
জলা উপজলা দুই যমুনার পাশ।
মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস॥
উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায়॥
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর থর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর॥
সুরপতি চিন্তাকুল স্বর্গের আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে॥
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
উশীনর যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত॥
উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
বিগহ মূর্ত্তিতে যান ছলিতে রাজনে॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেনরূপ করেন ধারণ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন।
শ্যেনভয়ে কপোতক লইল শরণ॥
উশীনর-উরুদেশে লুকায় ভয়েতে।
আক্রমণ করি শ্যেন আইল পশ্চাতে॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু, রাখ ঘোর দায়॥
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হয়ে
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে॥
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনব।
তোমায় রক্ষিতে দিব নিজ কলেবর॥
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন॥
শ্যেন কহে, মহারাজ এ কি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ॥
সবে কহে ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর।
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর॥
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর, হয়ে সদাশয়॥
রাজা বলে, পক্ষিরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি॥
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ।
কেমনে তোমার গ্রাসে করিব অর্পণ॥
পরিত্যাগ করে যেবা শরণ-আগতে।
গো ব্রাহ্মণ বধ সম ভুঞ্জিবে পাপেতে॥
শ্যেন বলে, মহরাজ করহ শ্রবণ।
আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ॥
ধন জন ছাড়ি বাঁচে যাবৎ জীবন।
আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন॥
ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে যাইবে জীবন॥

আমি যদি মরি, এবে আহার বিহনে।
দারা পুত্র আদি মম মরিবে জীবনে॥
এক প্রাণী নিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী।
অধর্ম্ম না হয় তাহে সত্য ধর্ম্ম গণি॥
সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে॥
রাজা বলে, যদি তব খাদ্যে প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন॥
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব, যেই মাংস চাহ॥
শ্যেন বলে, অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য, দেহ মোরে তাই॥
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন।
এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন॥
শিবিরাজ্য চাহ কিম্বা যাহা মোর আছে।
এখনি দানিব তোমা, না ডরিব পাছে॥
যা বলিবে করিব তা, যাহে তুষ্ট তুমি।
আশ্রিত কপোতে কিন্তু নাহি দিব আমি॥
এত শুনি কহে শ্যেন, শুনহ রাজন।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন॥
নিজ মাংস খণ্ড করি কপোত সমান।
দেহ মোরে তুলা যন্ত্রে করি পরিমাণ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব, শুন মহাশয়॥
ছদ্মবেশে বহ্নি ইন্দ্র ছলেন রাজনে।
উশীনর মুগ্ধ হৈল দোঁহার ছলনে॥
পুণ্য ধর্ম্মময় মহাভারতের কথা।
কাশী রচে ছন্দে উশীনর-নৃপ-গাথা॥

উশীনরের তৌল হওন ও স্বর্গে গমন।

উশীনর নৃপমনি, শ্যেনের বচন শুনি,
ভাসিলেন আহ্লাদ সাগরে।
আশ্রিতে রক্ষিনু জানি, আপনারে ধন্য মানি,
তুলা-যন্ত্র আনিয়া সত্বরে॥
নিজ হস্তে তুলা ধরি, নিজ মাংস খণ্ড করি,
কপোতের তুল্য করিবারে।
নিজ মাংস যত দেয়, তবু নাহি তুল্য হয়,
হুতাশন-কপোতের ভারে॥
মাংস দেয় রাশি রাশি, তবু ভার হয় বেশী,
কি করিব ভাবেন রাজন।
মাংস কাটি দিনু যত, না হয় কপোত মত,
অসম্ভব না হেরি এমন॥
ক্ষণকাল চিন্তা করি, ভক্তিভাবে স্মরে হরি,
তুলে বসে নিজে উশীনর।
হেরিয়া নৃপের মতি, শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন শুন নৃপবর॥
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত বেশেতে হুতাশন।
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে, মোরা দোঁহে ছল করে,
আসিয়াছি তোমার সদন॥
হেরি তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম্মফলে।
তোমার মহিমা ভবে, যাবত ধরণী রবে,
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে॥
নরজ্বালা হৈল নাশ, সশরীরে স্বর্গবাস,
হৈল তব শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসার-মায়া, ধরিয়া দেবের কায়া,
চল চল মোদের সংহতি॥

শূন্য হৈতে রথ আসে, চলিল অমর-বাসে,
দয়ার প্রভাবে উশীনর।
অপ্সরা যোগিনী কত, দেবানী কিন্নরী যত,
পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের
সহিত সাক্ষাৎ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি করিল কহ অতঃপর॥
স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্জয়।
কত দিনে ভ্রাতৃসহ সমবেত হয়॥
আমারে বিশেষ করি কহ মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
কৃষ্ণা-সহ কাম্যবনে চারি সহোদর॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধর্ম্মমতি॥
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ॥
সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে প্রপূরিল সব বনস্থল॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান॥
কেহ কহে স্বর্গ হৈতে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ॥
কোন মতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর॥
কোথা ফুটে পুষ্প, কার সেই উপবন।
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন॥
মুনি বলে, আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে, তাহা পুষ্প শতে শতে॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ যক্ষ অনুচর॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হয়ে বৃকোদরে বলে যাজ্ঞসেনী॥
আমা প্রতি প্রীতি যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয়॥
পূজিব ঈশ্বরপদ করেছি বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে।
মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে॥
কৃষ্ণারে আকুল দেখি বীর বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর॥
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয়॥
যাহ শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল॥
মধুর সুস্বাদু ফল, নানাবিধ ফুল।
মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল॥
কোন স্থান শোভিত গুবাক নারিকেলে।
পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বনফলে॥

বিবিধ কুসুমে দেখে বিচিত্র উদ্যান।
দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান॥
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝঙ্কার॥
সর্ব্বদা বসন্তঋতু নিবসে সে বনে।
বিহরে যে বৃকোদর আনন্দিত মনে॥
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি দিব্য বন।
দুই পাশে ভাঙ্গিল অনেক তরুগণ॥
বৃক্ষাঘাতে মারলেক বৃক্ষ রাশি রাশি।
প্রমাদ গণিল যত কানন-নিবাসী॥
বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র।
হরিণে হরিণ মারে সবে নিরানন্দ॥
সিংহনাদ ছাড়ি করে হুহুঙ্কার ধ্বনি।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
মহাশব্দে প্রপূরিল সব বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল॥
ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে।
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে॥
গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রের ভয়।
মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয়॥
একেরে অন্যের ভয়, যত মৃগ পশু।
বিকল হইয়া ধায় যুবা বৃদ্ধ শিশু॥
পবন-নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
বিহার করেন তথা নাহি মনোভ্রম॥
হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর ভ্রমে মনসুখে॥
চলিতে উত্তর পথে পবন-নন্দন।
কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন॥
পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয়।
যেমন মেঘের ঘটা গগনে উদয়॥
দেখি আনন্দিত হৈল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল॥

নানাপুষ্পে অলিকুল পিয়ে মকরন্দ।
শীতল সৌরভে অতি বাড়িল আনন্দ॥
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক্ক কদলী।
করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী॥
পদাঘাতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
মড়মড় শব্দেতে চমকে সর্ব্বজন॥
মারিল যতেক পশু' নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত॥
ভাঙ্গিল কদলী-বন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি হৈল আগুয়ান॥
কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন্ দেবতায়।
আপনারে না জানিয়া আমারে ঘাঁটায়॥
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর দেখে কত দূরে॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন্ নর॥
জানি ছদ্ম করিল পবন-অঙ্গজনু।
হইল অশক্ত জীর্ণ অতি ক্ষীণ তনু॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ' অস্থিমাত্র সার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার॥
দুদিকে কণ্টক বন নাহি পরিমাণ।
মধ্যপথ যুড়ি রহে বীর হনুমান॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখে পড়িয়াছে পথে বানর দুর্ব্বল॥
ভীম বলে, পথ ছাড়ি দেহ রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে, যাইব সত্বর॥
এতেক শুনিয়া বীর ভীমের বচন।
মায়া করি অতি কষ্টে মেলিল নয়ন॥
ধীরে ধীরে কহে তবে বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী॥
কে তুমি, কোথায় যাবে, কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল॥

নাড়িতে নাহিক শক্তি, অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর॥
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মনে।
সকল শরীরে আত্মরূপী নারায়ণ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারি তবে কহে হনূমানে॥
ধার্ম্মিক বানর তুমি, বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ॥
শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিবরূপে নারায়ণ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল, নাহি ধর্ম্মে মতি॥
হনূমান বলে, আমি জাতিতে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর॥
ব্যথায় কাতর অঙ্গ, দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র, মনে যাহা লয়॥
তুমি ধর্ম্মবান বড়, হও সত্যবাদী।
পরম সুজন অতি দয়াগুণনিধি॥
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ, বাড়িবেক ধর্ম্ম॥
তবে ভীম হেলা করি নিজ বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায়, নারিল নাড়িতে॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর॥
যতেক আছিল শক্তি, কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয় পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মানুষ কিংবা নাগের ঈশ্বর॥
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইল বৃদ্ধ বানরের বেশে॥

অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুন এবে মম পরিচয়॥
চন্দ্রবংশে জন্ম, রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর পবন-সন্ততি॥
ভীমসেন নাম মম, জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মের তনয়॥
রাজ্য ধন নিয়া শক্র পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চ জনে॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥
আনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্ম্মসেতু॥
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয়॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি॥
জিজ্ঞাসিলে, শুন তবে মম বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন-নন্দন॥
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিলা বিধাতা।
হনূমান নাম মোর রাখিলেন পিতা॥
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রাম-প্রয়োজন॥
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ।
তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ॥
সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু সৈন্য হৈল পার।
হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ বাস।
আমারে করিয়া কৃপা করিলেন দাস॥
তুষ্টা হয়ে সীতা দেবী মোরে দিল বর।
এই হেতু চারি যুগ হইনু অমর॥
এই কদলীর বন মোরে দিল দান।
রামের সেবক আমি নাম হনূমান॥

এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল॥
ভীম বলে, অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি, মম জ্যেষ্ঠ ভাই॥
হনুমান বলে ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ॥
পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমি, জেনেছি কারণ।
করিলাম এত ছল জানিবারে মন॥
ভীমসেন বলে, যদি কৃপা হলো মোরে।
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ॥
শুনিয়া হাসিল তবে হনুমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর॥
অতি তপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা।
বালসূর্য্য সম যেন চমৎকার প্রভা॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত॥
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
নিস্পন্দ হইল অঙ্গ, আর নাহি চাহি॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভীম পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে॥
ঊর্দ্ধ লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক॥
বিশেষ দেখিয়া দুঃখী বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর॥
আশ্বাসিয়া বৃকোদরে করে সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন॥
বৃকোদর কহে, দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করে বানর-ঈশ্বরে॥
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পূর্ব্ব পুণ্যফলে।
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল এত কালে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন॥
বনবাস অবসান্তে যদি যুদ্ধ হয়।
সেই কালে সাহায্য করিবে মহাশয়॥
হাসিয়া বলিল তবে পবন-সন্তান।
কাল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান॥
যখন যাহার সঙ্গে করিবে বিবাদ।
তোমার সম্মুখে বীর হবে সিংহনাদ॥
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান
দুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান॥
দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত।
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত॥
যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবে আপন কার্য্য বিনয় পূর্ব্বক॥
সবার বন্দিত দেব বেদে হেন কয়।
অনাদর করিলে যে পাপবুদ্ধি হয়॥
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন॥
কতদূরে আগুসরি পথ দেখাইল।
ভূমিতে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল॥
পরম কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর॥
ভারত পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস॥

যক্ষগনের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সুবর্ণ-পদ্ম আহরণ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিল উত্তর পথে।

দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ॥
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ॥
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।
উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে আলেখা,
নবজলধর আভা ॥
সপ্ত শৃঙ্গ তথি, শোভা করে অতি,
তাহে নানা তরুগণ।
পবন-নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্পবনে, মধুকর গণে,
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম সব ॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ-বন।
দক্ষিণ পবন, বহে, অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধ-অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল কার্যের সিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।

তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
ভ্রমে সহচরী সঙ্গ ॥
ডাহুকী ডাহুকে, ভ্রমে নানা সুখে,
সারস সরস মতি।
পুষ্প মকরন্দ, সদা বহে গন্ধ,
বায়ু বহে মন্দগতি ॥
কারণ্ডববৃন্দ, পরম আনন্দ,
সদাই সানন্দ হয়ে।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার লয়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
সশস্ত্র রক্ষক রয়।
অপূর্ব্ব শোভয়, দেবতা-আলয়,
দেখি বীর মুগ্ধ হয় ॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের-কিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞান মত ॥
কে বলে দুষ্ট, না করহ নষ্ট,
কনক কমল ফুল।
অল্প-তর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথায় গতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
অধিপ ইহার হয়।

দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জ্ঞান,
তারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প অনুসারে, পাঠাইলা মোরে,
করিবেন দেবপূজা ॥
পুষ্প লয়ে আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বরসেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা ॥
অনুচর কয়, শুন মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ, করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর,
কি হেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবের-কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা ॥
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর,
বৃষ্টিবৎ পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিল যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।

কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
নর একজন, অতি বলবান,
কাড়িয়া রক্ষ কুল।
করিলেক হত, সরোবরে যত,
আছিল কমল ফুল ॥
কহে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু-নৃপতির সুত।
শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত ॥
কহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায় ॥
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে ॥
উচাটন মতি, মুনিগণ প্রতি,
কহিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই বৃকোদর,
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রান নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥
ভারতের কথা, অতি সুখ দাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালির ছন্দে, মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস ॥

ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে, মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মোর আকুল পরাণ॥
কেমন কুবুদ্ধি হৈল মম মনে।
ভীমেরে পাঠানু আমি পুষ্পের কারণে॥
যখন বিপদ্‌কাল হয় উপস্থিত।
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত॥
কুকর্ম্ম যতেক বুঝে সুকর্ম্মের প্রায়।
নহে প্রবর্ত্তিত কেন কপট পাশায়॥
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণা সহ আইলাম বন॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল॥
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আর দুখ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন॥
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার॥
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
বহুদিন না পাই তাহার সমাচার॥
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল সবে, তথাকারে যাই॥
আমারে লইবে আর ভাই দুই জন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সে কারণে লইবারে মোর অঙ্গীকার॥
ঘটোৎকচ বলে, দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায়॥
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন॥
আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বৈসে কুতূহলী॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীম-পরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম॥
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সবে।
কুসুমিত কাননে কোকিল কলরবে॥
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝঙ্কার।
অনঙ্গ-মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সবাকার॥
পশু পক্ষী মৃগেতে পূরিত বনস্থল।
দিব্য সরোবর, তাহে শোভিত কমল॥
বিহরে কৌতুকে রাজহংস চক্রবাক।
নানাবর্ণ মৎস্য বিহরে লাখে লাখ॥
বিবিধ তড়াগ কূপ বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম যত, কে করে অবধি॥
প্রতি ডালে নানা পক্ষী করে কলরব।
কৌতুকে দেখিছে যেন মহামহোৎসব॥
লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত।
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্ব্বত॥
নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন॥
এইমত অল্পক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর॥
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল।
কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল॥

জলজন্তু বিহঙ্গম অতি মনোহর।
কুসুম উদ্যান চারি তটের উপর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই, তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব-দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁট মাথা ॥
বিদায় লইল তবে ঘটোৎকচ বীর।
দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সর্ব্বজনে।
ইষ্টের অর্চ্চনা করে আনন্দিত মনে ॥
ছায়া সুশীতল জল, স্থল মনোরম।
সহজে সুখের স্থান, দেবের আশ্রম ॥
মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল।
ভক্ষয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ভক্তিভাবে দ্রুপদ-নন্দিনী ভক্তিমনা।
ব্রাহ্মণ পালনে রতা জননী সমানা ॥
এমনি কৌতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবর-স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারিজন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে হিংসিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
বিশেষ রক্ষক-মন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয় ॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসে তথা দুষ্ট দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বিক আদি মোর বন্ধু ছিল সব ॥
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
সবাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল।
সে কারণে চারি জনে একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু, কাল হৈল পূর্ণ।
এতেক বলিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোপিয়া সবে উঠি শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে, পাপ রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম আজি তোরে স্মরিলেক যম ॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস্ কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট, মজাইলি ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়, নরকেতে বাস ॥

ফলিবে এখনি দুষ্ট তোর দুষ্টাচার।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা এই সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিধান
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ
তোমারে পাণ্ডব-বন্ধু বলি লোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কোথা গেলে ভীমসেন, করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা এ দুস্তরে কে তারিবে আর॥
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয়
রক্ষা কর, পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায়॥
বুঝিল অমনি বীর, কান্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল তখনি॥
দেখিল, পলায় দুষ্ট হরি চারি জনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস-বচনে॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে॥
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে, রহ রে পাপিষ্ঠ দুরাচার॥
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগনমণ্ডলে যেন নবমেঘ ঘটা॥
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায়॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যাথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
চলিতে নারিল ভীম, পায় অপমান॥
ক্রোধে কম্পমান তনু, বৃক্ষ লয়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চুর।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর॥
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
অঙ্গে বহে শ্রমজল, হইল অস্থির॥
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥
ভীমের ভৈরব নাদ, অসুরের শব্দ।
কানন-নিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ॥
বৃক্ষাঘাতে করাঘাতে আর পদাঘাতে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে॥
মল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদে প্রপূরিল সর্ব্ব বনস্থল॥
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
ক্ষণেক উপরে ভীম, ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে সমান সাহস॥
তবে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
ত্বরিতে উঠিল জটাসুরের উপর॥
বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর।
বাম হাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি॥
পদাঘাতে শিরোদেশ করিলেক চুর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরোঘ্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন॥
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট, ঘুচিল বিষাদ॥
আসিয়া আশ্রমে সবে হরিষ বিধানে।
নিত্য নিয়মিত কাজ কৈল জনে জনে॥
পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি॥

মম এক নিবেদন শুন মহাশয়।
অতঃপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয়॥
দেখ দুষ্ট জটাসুর মরিল পরাণে।
শুনিয়া রুষিবে আসি তার বন্ধুজনে॥
সে কারণে এই স্থান বাসযোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যে হয়॥
লোমশ বলেন, সত্য কহিলে সুমতি।
এই যুক্তি সার বলি লয় মম মতি॥
ব্যাসের আশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ, সবে থাকি প্রীত-মনে॥
এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যায় সবর্বজনে॥
পবর্বত উপরে বৃক্ষচ্ছায়া সুশীতল।
কমলে শোভিত রম্য সরোবর-জল॥
দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত।
বদরিকা পুণ্যাশ্রমে সবে উপনীত॥
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর অন্তর॥
অমৃত-সমান মহাভারতের কথা।
কাশীরাম রচিল পয়ার পুণ্য গাথা॥

———

পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন।

কহেন জনমেজয়, কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রমে যায় পাণ্ডুর নন্দন॥
কেমনে রহেন তথা অর্জ্জুন বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে॥
মুনি বলে, অবধান কর নৃপবর।
বনবাসে গত হয় চতুর্থ বৎসর॥
পঞ্চ বর্ষ প্রবেশিয়া সপ্তমাস গেল।
একদিন পঞ্চজনে একান্তে বসিল॥
অর্জ্জুন বিহনে সবে নিরানন্দ মন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন॥
দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ।
সর্ব্বসুখ বিলাসে বঞ্চিত এই জন॥
যে হেতু অর্জ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর পঞ্চ, না দেখি তাহারে॥
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে তেন আছি পঞ্চজন॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয়॥
ভীম বলে, যা কহিলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শীর্ণ মম কলেবর, এই সব গণি॥
সূর্য্যের সমান সেই সর্ব্ব গুণাধর।
শাসলাম মহী বাহুবলেতে যাহার॥
যাহার তেজেতে হৈল সুরাসুর বশ।
এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল যশ॥
তাহার বিহনে প্রাণ শান্ত কিবা হয়।
হেনকালে কহে দোঁহে মাদ্রির তনয়॥
যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাবীর।
আহারে অরুচি, চিত্ত সদাই অস্থির॥
কোথা দিব তুলনা সে অর্জ্জুনের গুণ।
পাণ্ডব-কুলের চক্ষু কেবল অর্জ্জুন॥
তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন।
আমরা ত্যজিব প্রাণ এই নিরূপণ॥
এত শুনি কহিলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা, সব আমি জানি॥
অসাধ্য সাধন হেতু যেই ভাই মূল।
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল॥
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে সর্ব্বজন॥

চিন্তা না করিহ কিছু আমার কারণে।
পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল এতদিনে ॥
আমারে কহিল পার্থ গমনের কালে।
আশীর্ব্বাদ করিহ যে আসি ভালে ভালে ॥
চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে।
পঞ্চবর্ষে আসি পুনঃ নমিব চরণে ॥
গন্ধমাদনেতে সবে করিবে গমন।
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন ॥
চলহ তথায় শীঘ্র, যাই সর্ব্বজন।
অবশ্য অর্জ্জুন সনে হবে দরশন ॥
এত বলি নম্রভাবে ধর্ম্মের নন্দন।
লোমশ মুনিরে করিলেন নিবেদন ॥
মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা।
চল শীঘ্র, অবশ্য যাইব সবে তথা ॥
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত।
কৃষ্ণাসহ চারি ভাই যান হরষিত ॥
দুর্গম কানন-পথ লাঙ্ঘ শত শত।
উদ্দেশিয়া যান গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
নানাবিধ গিরি বন বহু নদ নদী।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কে করে অবধি ॥
নানা মিষ্ট আলাপনে হর্ষযুক্ত মন।
ছাড়ি মৈনাকাদি করিলেন গমন ॥
উত্তরেতে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ।
কত দূরে গন্ধমাদন হৈল যে দৃষ্ট ॥
পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক সঙ্কাশ।
দেখিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ॥
যত্নে উঠিলেন সবে অতি উচ্চগিরি।
তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী ॥
দূরেতে নগরবর অতি শোভা ধরে।
হইল অমরাবতী ভ্রম সবাকারে ॥
বিবিধ প্রশংসা তার করি সর্ব্বজন।
কৌতুকে দেখয়ে সবে গিরি উপবন ॥

কুবের শাসন সেই হয় গিরিবর।
রক্ষা হেতু আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর ॥
একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণা সহ চারি ভাই হৈলেন বাহির ॥
সহিত লোমশ ধৌম্য আদি মুনিগণ।
পরম কৌতুকে প্রবেশেন পুষ্পবন ॥
শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ।
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাকার মন ॥
নানা পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত-কিঙ্কর ॥
দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু সাধু বলি।
মনের মানসে সবে নানাপুষ্প তুলি ॥
গতায়াতে ভগ্ন হৈল বহু পুষ্পবন।
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ ॥
ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম।
এতদিনে সবাকারে স্মরিলেক যম ॥
আরে মন্দমতি এই কুবের আলয়।
ঈদৃশ করিলি কাজ, মনে নাহি ভয় ॥
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব।
মুহূর্ত্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব ॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে বেড়ে সর্ব্বজনে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র-বরিষণে ॥
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল ॥
মারিল কতেক, তাহা কে করে গণনা।
প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা ॥
অতি ত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে ॥
অবধানে মহারাজ করি নিবেদন।
পুষ্পবনে আসিয়াছ নর কতজন ॥
ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রক্ষক।
কাহারে না করে ভয় অসীম সাহস ॥

বলেতে সমান তার নহে কোন জন।
বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন॥
যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল।
তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল॥
বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, উচিত যে হয়॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী।
জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি॥
সাজিল অনেক সৈন্য, চতুরঙ্গ সেনা।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা॥
যথায় ধর্ম্মের সুত কুসুম-কাননে।
উত্তরিল যক্ষপতি অতি ক্রোধমনে॥
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির।
মাদ্রীপুত্র দুই সহ বৃকোদর বীর॥
নিকট হইল যবে ধর্ম্ম-নরবর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহ্যক ঈশ্বর॥
বড় বংশে জন্ম রাজা, নহ ত অজ্ঞান।
কি কারণে কর কর্ম্ম নীচের সমান॥
দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম।
পুনঃ পুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম॥
ক্ষমায় না কহি কিছু ধর্ম্মভয় বাসি।
পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত মত কর্ম্ম কর আসি॥
নহি আমি হীনশক্তি, না হই দুর্ব্বল।
মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল॥
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
কৃপার সাগর তুমি, দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক ভীম, কিবা তার জ্ঞান॥
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ॥
ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া স্তবন।
যক্ষরাজে তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
তুষ্ট হয়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে।
মনুষ্য বাহনে গেল আপন নিবাসে॥
পরম কৌতুক মনে ধর্ম্ম-নরপতি।
মনোরম দেখি তথা করেন বসতি॥
নানাসুখে মহানন্দে রহে সর্ব্ব জন।
অনুক্ষণ ধ্যান অর্জ্জুনের আগমন॥
ভারত পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা।

এদিকে ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানা বিদ্যা পাইলেন, নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর॥
শিখাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া॥
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমী নম্র ধীর।
শান্ত মূর্তি সদা সর্ব্বগুণেতে গভীর॥
হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত॥
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম॥
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী॥
বিনা পার্থ নাশিবারে নাহি অন্য জন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ॥

প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন॥
এমন উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি॥
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার॥
না কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ॥
সহিত যাইবে তুমি, জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল॥
সপ্ত স্বর্গে বাস করে যত যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ॥
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবে যবে বীর ধনঞ্জয়॥
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ॥
শুনিয়া মাতলি কহে, যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপ হৈলে হইবে অসুর সংহার॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন, প্রভাত রজনী॥
উঠিয়া সানন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
বসিলা সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পার্শ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ॥
স্বকার্য্য সাধিলা পুত্র আপনার গুণে।
অনেক বিলম্ব হৈল সেই সে কারণে॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন, মম মনে লয়॥
এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ।
ভেটিতে উচিত হয় শীঘ্র ধর্ম্মরাজ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বৈভব দেখি এস শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে॥
মাতলি চালায় রথ, অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন॥
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয়।
নন্দন-কাননে যান বীর ধনঞ্জয়॥
অতি সে সুন্দর বন মুনি মনোলোভা।
প্রফুল্লিত পুষ্পবন মনোহর শোভা॥
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।
মত্ত হয়ে বিহার, করয়ে মৎস্যকেতু॥
মধুপানে মদমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার।
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর॥
প্রতি ডালে কলরব করে নানা পক্ষ।
মৃগ মৃগী মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ॥
নানা পক্ষী সুশোভিত, রম্য ফুল ফল।
মন্দ মন্দ সদা গতি বায়ু সুশীতল॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত এই স্থানে রহে হেন সুখে॥
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহরি॥

নৃত্য গীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ আছে যত জন ॥
হেনমতে অপ্সর কিন্নর আদি যত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি, এতসব দেখিনু নয়নে ॥
তবেত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা, ধর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে, দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যতজন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
ঘোর অন্ধকার কূপে পাপী মারা যায়।
গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায় ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে তথা মাতলির মন ॥
সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণ-দেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

নিবাতকবচ বধ।

ইন্দ্র-বাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয় নিবাতকবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতলীরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য, জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে, নানা পরিচ্ছদ ॥
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতলি কহেন, পার্থ কর অবধান।
নিবাত কবচ নামে, দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
সমান নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড়, এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম ॥
মহাবলন্ত সব নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥
এই দুষ্ট দেবেন্দ্রের মহাশত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্য-ভয় ॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষে।
আনিনু তোমারে পার্থ শুন এই দেশে ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার ॥

নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ॥
মাতলি কহিল. রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি, এ কারণে ডরি॥
লক্ষ লক্ষ সেনা আছে, বহু যোদ্ধৃবর।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সমর॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়।
যে আজ্ঞা তোমার হয়, মনে যেই লয়॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জি উঠি কহে মহাবলী॥
একা মোরে দেখি বুঝি ঘৃণা কর মনে।
বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে॥
সুরাসুর একত্রেতে আসি যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে॥
এখনি মারিব যত অমরের বৈরী।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি॥
ধনু টঙ্কারিয়া শঙ্খ বাজান সঘনে।
রোষে গুণ দেন পার্থ নিজ ধনুর্ব্বাণে॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডল॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে ধায় যত অমর বিবাদী॥
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লয়ে হাতে।
আরোহণ করি সবে অশ্ব গজ রথে॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য-কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে॥
মাতলি সারথি রথে, ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
না হয় নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবন-সঞ্চার॥
অগ্নি-অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পূরিল সকল॥
মেঘ হইতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর॥
মেঘ অস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ।
বায়ু-অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ॥
এড়িল পর্ব্বত-অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে দৈত্য ধনঞ্জয়ে মারে দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
মহাঘাতে পার্থ হৈয়া ব্যথায় ব্যথিত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণ-মণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে
দিব্য ভল্ল মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছাগত হৈল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
পরে দৈত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি বেড়িল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥

মানুষী রাক্ষসী দৈবী গান্ধর্ব্বী পিশাচী।
দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী॥
প্রহর পর্য্যন্ত যুঝি পার্থ মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হলেন ফাঁফর॥
মনে ভাবে পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥
নিশ্চয় জানিনু পার্থ হৈলে জ্ঞান হত।
প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য না হৈল সংহার।
বিনা ব্রহ্মঅস্ত্র ইথে নাহি প্রতিকার॥
পাশুপত-অস্ত্র আছে পশুপতি-দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ননিধি।
এমত সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সে অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
শুনি বীর পাশুপত নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য দেবতা সভয়॥
অস্ত্র অবতারকালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উল্কা সদা বহে তপ্তবাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে বহে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি॥
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমুলের তুলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা॥
অস্ত্রজাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব॥
ভাল হৈল, দুষ্ট দৈত্য হইল নিধন।
মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না কর কখন॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে॥
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্যবাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

— - —

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী॥
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুই জন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ॥
আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে॥
প্রণাম করিলা পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষ করেন সবে যত দেবগণে॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিভোল।
প্রেমাবেশে কহিলেন পার্থে দিয়া কোল॥

ধন্য ধন্য পুত্র তুমি, ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে, যেই জন তোমা দিল দীক্ষা॥
জানিনু তোমাতে ধন্য ভোজরাজ সুতা।
তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা॥
তোমা হৈতে নাশ হৈল আমার অরিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভিষ্ট॥
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
দিলেন যুগল তূণ আর দিব্য শর॥
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল॥
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনী।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী॥
খাণ্ডব দহিলে যবে আমা সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি॥
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন
এই হেতু কিরীটি কহি সর্ব্বজন॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিবেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথায় যাহ তথা আইস যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু তব নাম হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয়, তরে সর্ব্ব পাপে॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥

আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন, গতি নর্ত্তক খঞ্জন॥
অমর-ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিল॥
শুন পুত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানাবিধ বিভূষণে করি পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বিলেন পার্থে বার বার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ॥
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি তুমি পিতা রবে অনুবল॥
ইন্দ্র বলে, যা বলিলে বৎস ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিও নিশ্চয়॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার॥
বসুমতী-পতি যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন॥
বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ।
রথে আরোহিয়া যান পুলকিত মন॥
পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে।
কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে॥
এইমতে যাইতে মাতলি ধনঞ্জয়
দেখিলেন কত দূরে গিরি হিমালয়॥
পরে যথা ধর্ম্ম, গন্ধমাদন পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥

চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্ম-নৃপবর
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল অন্তর ॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্র-রথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
অর্জ্জুনে করিয়া বক্ষে ধর্ম্মের নন্দন
মহা হরষেতে হইলেন নিমগন ॥
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
ধর্ম্ম আনন্দাশ্রুজলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রোপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে ॥
শুনিয়া লোমেশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুই জনে ॥
হেনমতে মহানন্দে বসে সর্ব্ব জন।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন ॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ
বৃত্তান্ত কথন।

মধুর সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম-নরপতি।
সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি ॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
দেবেন্দ্রে কহিবে তুমি মম নিবেদন ॥
রাজপুত্র হয়ে মম সমান দুঃখেতে।
আমার না লয় মনে, আছে পৃথিবীতে ॥
সহায় সম্পদ মাত্র তাহার চরণ।
আপনি কহিবে মোর, এই নিবেদন ॥
মাতলি চলিল তবে ত্বরিত গমনে।
ধর্ম্ম কহিছেন পার্থে মধুর বচনে ॥
কহ ভাই এবে নিজ শুভ সমাচার।
যে কর্ম্ম করিলে, তাহা লোকে চমৎকার ॥
শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন।
ক্রমে ক্রমে কহ ভাই সব বিবরণ ॥
শুনিয়া লোমশ ধৌম্য দেন অনুমতি।
কহিতে লাগিল পার্থ সবাকার প্রতি ॥
বিদায় হইয়া গিয়া সবার চরণে।
চলিতে উত্তর মুখে প্রবেশিয়া বনে ॥
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল।
হিমালয়ে দেখিলাম অতি রম্য স্থল ॥
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ।
দিলেন জটিল বেশে ইন্দ্র দরশন ॥
ছল করি কহিলেন যত ছল-কথা।
কদাচিত ভাবিত না হইবে সর্ব্বথা ॥
দিলেন প্রকাশ্যরূপে পাছে পরিচয়।
আমি ইন্দ্র, বর মাগ বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন।
প্রসন্ন হইলে যদি দেহ অস্ত্রগণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন, অস্ত্র পাইবে পশ্চাৎ।
তপস্যায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ মানসে।
আরম্ভ করিনু তপ হরের উদ্দেশে ॥
পর্ণাহার, ফলাহার, অনাহার ত্যজিয়া।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া ॥
হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে।
আসিলেন শিব তবে কিরাতের বেশে ॥
শিকার শূকর এক ধেয়ে যায় আগে।
পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে ॥

অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত কলেবর।
ধনু ধরি অস্ত্র মারি বধিনু শূকর॥
দেখিয়া কিরাত হৈল ক্রোধপরায়ণ।
ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেন রণ॥
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার।
গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার॥
তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে
তুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সেক্ষণে॥
মন্ত্র সহ দিলেন সে অস্ত্র পাশুপত
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ব॥
বর দিয়া সদানন্দ করিল গমন।
ইন্দ্র জানিলেন এই সব বিবরণ॥
রথ পাঠাইল তবে শচীর ঈশ্বর।
আমারে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর॥
নানা নৃত্য গীত বাদ্যে হর্ষ কুতূহলে।
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে॥
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অপ্সরী।
আছিল তাহার মাঝে উর্ব্বশী সুন্দরী॥
তারে দেখি পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ।
ঈষৎ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ॥
তাহাতে সঙ্কেত বুঝি আনন্দ বিশেষ।
ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে॥
দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময়।
পূর্ব্ব পিতামহ-মাতা এই নারী হয়॥
প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন।
কহ গো জননী নিশাগমন কারণ॥
অন্যভাবে আসিয়া শুনিল বিপরীত।
কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত॥
যেইক্ষণে দেখিয়াছি তোমার বদন।
সেইক্ষণে হরিল মম অন্তর মন॥
সে কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকালে।
এ হেন কুৎসিত ভাষা কি হেতু কহিলে॥
না করিলে আশা পূর্ণ পুরুষের কাজ।
ক্লীব হয়ে থাক তুমি স্ত্রীগণের মাঝ॥
এত বলি নিজ ঘরে চলিল দুঃখিত।
পুরন্দর শুনি পাছে হৈলেন লজ্জিত॥
উর্ব্বশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন।
করহ অর্জ্জুনে শীঘ্র শাপ বিমোচন॥
উর্ব্বশী কহিল, শাপ খণ্ডন না যায়।
ক্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত সময়॥
উপকার হইবে অজ্ঞাত বাস যবে।
স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে॥
তারপর দেবরাজ কত দিনান্তর।
তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবর॥
তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ।
সেমত দিলেন আর যত দেবগণ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি সবে করি দয়া।
অস্ত্র সহ শিখাইল সবে নিজ মায়া॥
হেন মতে নিজ কার্য্য করিনু সাধন
দেখিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন॥
আছিল দুরন্ত দৈত্য অমর-বিবাদী
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্য আদি॥
স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল।
নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইল॥
একে একে দেখিলাম অমর-নিলয়।
সঞ্জীবনীপুরী যথা ব্রহ্মার আলয়॥
দেখিয়া তাঁহার পুরী করিতে গমন।
মাতলি আনিল রথ যথা দৈত্যগণ॥
নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ॥
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার।
পূর্ব্বে না দেখিয়াছিনু হেন চমৎকার॥
মাতলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিতে কহিলেক সব বিবরণ॥

পিতৃবৈরী জানি তবে করিনু বিরোধ ॥
ধাইল দানব দুষ্ট করি মহাক্রোধ ॥
অপ্রমেয় বল ধরে, অগণিত সেনা।
সমুদ্র সদৃশ তাহা, কে করে গণনা ॥
নানা অস্ত্র ধরি আসে সর্ব্ব দৈত্যগণে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে ॥
সন্ধান করিনু পাছে অস্ত্র পাশুপত।
ভস্ম হয়ে উড়ে যায় দুষ্ট দৈত্য যত ॥
কার্য্যসিদ্ধ জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয়।
আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আলয় ॥
শুনিয়া সানন্দমতি অমর-প্রধান।
অগ্রসর হয়ে বহু করিল সম্মান ॥
দিল দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর।
অক্ষয় যুগল তূণ পূর্ণ দিব্য শর ॥
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা।
যেই আমি সেই তুমি, জানহ সর্ব্বথা ॥
যেমতে আমার শত্রু করিলে নিধন।
সেইমত মরিবেক তব শত্রুগণ ॥
আমা হৈতে তবকার্য্য হইবেক যেই।
শুনিলে করিব মম অঙ্গীকার এই ॥
মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন, যথা যে হইল ॥
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন ॥
শতকর্ণ আসে যদি, দুর্য্যোধন শত।
স্বপক্ষ করিয়া সাথে দিক্‌পাল যত ॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
ক্ষুদ্র জন্তু সম জ্ঞানে বধিব নির্ব্বাদে ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন ॥
এ তিন ভুবনে তব অদ্ভুত চরিত্র।
আমার ভারত-বংশ করিলে পবিত্র ॥
শত্রুরূপ গভীর সাগর হৈতে পার।
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার ॥
এই সব রহস্যে হরিষ মনোরথে।
রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণের আগমন।

অমরলোকেতে হেথা দেব পুরন্দর।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর ॥
মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ বিধানে।
শীঘ্রগতি ডাকিলেন যত দেবগণে ॥
ইন্দ্র আহ্বানে সবে আসে শীঘ্রগতি।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাকার প্রতি ॥
পরম বান্ধব তুল্য রাজা যুধিষ্ঠির।
বিক্রমে বিশাল যার ভাই পার্থবীর ॥
নিঃশঙ্ক করিল দেবে একাকী অর্জ্জুন।
কোটিকল্পে শোধ না হয় তার ঋণ ॥
হেন জনে সমাদর করিতে উচিত।
কি যুক্তি সবার, এই মম বিবেচিত ॥
গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চ জন।
চল সবে ধর্ম্মে গিয়া করি দরশন ॥
শুনিয়া সম্মত হৈল যত দেবগণ।
মাতলিরে কহে রথ করিতে সাজন ॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি।
দ্রুতগতি রথসজ্জা করে মহামতি ॥
আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর।
কৌতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর ॥
শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ।
মুহূর্ত্তে উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥

কাননিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর।
উপনীত হন তথা দেব পুরন্দর॥
ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি॥
সহিত আছিল যত আর দেবগণ।
একে একে সবাকারে করেন বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে।
করযোড়ে কহিলেন দেব শচীনাথে॥
পূর্ব্ব পিতামহ তপ করিল দুর্ল্লভ।
সে কারণে আজি মম এতেক বৈভব॥
এখন জানিনু আমি নহি হীনতপা।
তুমি হেন জন আসি যারে কৈলে কৃপা॥
যজ্ঞ জপ তপ আর ব্রত আচরণ।
এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন॥
আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্ননিধি॥
এত শুনি কহে তবে দেব পুরন্দর।
কহিলে যে কিছু সত্য, ধর্ম্ম নৃপবর॥
আপনাকে নাহি জান, তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম॥
তুমি রাজা হৈতে ধন্য অবনীমণ্ডল।
অনুগত আর যত অনুজ সকল॥
তোমা সবাকার গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় পাপীগণ॥
তবে যে কহিলে কষ্ট পাইলে কাননে।
বিধির বিধান নাহি লঙ্ঘে সাধুজনে॥
ধর্ম্ম-অবতার তুমি ধর্ম্ম-আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন॥
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার॥
আমা আদি যতেক অমর সমুদয়।
একা পার্থ সবাকারে করিল নির্জ্জয়॥
শত্রুভয় তুমি কিছু না করিও মনে।
ভীমার্জ্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্য্যোধনে॥
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন, মাগ ইষ্টবর॥
ধর্ম্মপুত্র বলে, মম এই নিবেদন।
ধর্ম্মে বিচলিত যেন রহে মম মন॥
শুনিয়া কহেন হাসি সহস্রলোচন।
ধর্ম্মে মতি রহিবে তোমার অনুক্ষণ॥
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে॥
মহাভারতের কথা সুধার আকর।
ইহা বিনা পুণ্যকথা নাহি কিছু আর॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা।

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া সানন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ, করি অতঃপর॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরে ধরি,
তথাকারে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি, লয় মম মন॥
ধৌম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানিল সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল॥

সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বা-নন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাঁড়াইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত॥
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কন শুন কথা, কাম্যক কানন যথা,
লয়ে চল করিব গমন॥
শুনি ভীম-অঙ্গজন্ম, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন স্কন্ধে আরোহণ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক নাহি শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক কানন॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে বনফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পূর্ণতীর্থে প্রভাসের কূলে॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী॥
এমন সানন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চ জনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায়॥

লোচন-সলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে॥
ধর্ম্ম-আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
বনেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
সানন্দ মন্দির পুর, আগুসরি কত দূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর॥
বহুদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বসেন কৌতুক মতি, রাম কৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি॥
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দে প্রসন্ন মতি,
প্রশংসা করেন পার্থবীরে।
তবে তারা কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে॥
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথাসুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্ব জন,
বসিলেন হরিষ মানসে॥

হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্ম্মীর অন্ত॥
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিবে আপন কাজ,
সত্যে নাহি হবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিল অনীত॥
সত্য জ্ঞান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিরাশ স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চিত জানিও তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ লইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজ স্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায়॥
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে॥
ধর্ম্ম কন মৃদুভাবে, অবশ্য যাইবে দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকল জানহ তুমি,
দুই চক্ষু রাম নারায়ণ॥

হেন করি সম্বিধান, বিদায় লইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামা-পতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানা বাক্য মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী॥
সবে গেল নিজ ঘর, আছে পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবন করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ হৃদয়॥
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতিচ্ছন্দে অভিলাষ, ভণে কাশীরাম দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিয়া ভকতি॥

অজগর-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর।

দ্বৈতবনে একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে।
অজগর সর্পে ভীম পাইল দেখিতে॥
ভীমের বিলম্ব দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাঁর অন্বেষণে যান হইয়া অস্থির॥
দেখিলেন, অজগর ভীমেরে ধরিয়া।
রাখিয়াছে দৃঢ়ভাবে তাঁরে সাপটিয়া॥
অজগরে যুধিষ্ঠির কহেন বচন।
আমার ভ্রাতার কর বন্ধন মোচন॥
সর্প বলে, ছাড়ি দিব ওহে নরবর।
যদি তুমি দাও মোর প্রশ্নের উত্তর॥
স্বর্গসুখ-ভোগে আমি নহুষ নৃপতি।
ঋষিগণ স্কন্ধে চড়ি' করিতাম গতি॥
ঋষিরা করিত মম শিবিকা বহন।
অগস্ত্যের দেহে মম ঠেকিল চরণ॥
অগস্ত্যের অভিশাপে আমি যে ভূতলে।
অজগর সর্পরূপে রহিনু বিরলে॥

পুনশ্চ অগস্ত্য ঋষি দিলা মোরে বর।
উচ্চারিবে সেই দিবে যে তব উত্তর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডব রাজন্।
করিয়া দিবেন তব শাপ বিমোচন ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন প্রশ্ন কর তুমি।
যথাজ্ঞানে তাহার উত্তর দিব আমি ॥

(১) অজগরের প্রশ্ন।

যথার্থ ব্রাহ্মণ তুমি বলিবে কাহারে।
জ্ঞাতব্য বিষয় কিবা বল এ সংসারে ॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, তপ, দয়া যাঁর।
তাঁরেই ব্রাহ্মণ বলি করিবে বিচার ॥
যাঁহারে জানিলে সুখ দুঃখ নাহি রয়।
সুখ-দুঃখ শূন্য যিনি সকল সময় ॥
সেই এক ব্রহ্ম শুধু জ্ঞাতব্য বিষয়।
অপর জ্ঞাতব্য আর নাহি মহাশয় ॥

(২) অজগরের প্রশ্ন।

শূদ্রেও সত্যাদি ধর্ম্ম থাকিলে নিহিত।
সে জন ব্রাহ্মণ বলি হয় কি বিদিত ॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

শূদ্রেও থাকিতে পারে ব্রাহ্মণ লক্ষণ।
ব্রাহ্মণেও শূদ্র-চিহ্নকরি নিরীক্ষণ ॥
শূদ্রই যে শূদ্র হয়, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ।
এরূপ নিয়ম কিছু না দেখি কখন ॥
সে ব্রাহ্মণ, যাঁহে দেখি বৈদিক আচার।
সেই শূদ্র, যাহে দেখি বিপরীত তার ॥

(৩) অজগরের প্রশ্ন।

প্রশ্ন করিতেছি আমি, ওহে মহামতি।
কি কর্ম্ম করিলে হয় জীবের সদগতি ॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

যে জন অহিংসা পর হইয়া সংসারে।
সত্য-প্রিয়-বাক্যে সৎপাত্রে দান করে ॥
সেই জন স্বর্গলাভ করে সুনিশ্চয়।
এই মোর বাক্য কভু অন্যথা না হয় ॥

(৪) অজগরের প্রশ্ন।

দান, সত্য, দুইটীর শ্রেষ্ঠ কারে গণি।
অহিংসা প্রিয়ত্ব, দুয়ে শ্রেষ্ঠ কারে মানি ॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

কখনো বা দান হ'তে সত্য শ্রেষ্ঠ হয়।
কখনো বা সত্য হ'তে দান শ্রেষ্ঠ রয় ॥
প্রিয় অপেক্ষায় কভু অহিংসার মান।
অহিংসা হ'তেও কভু প্রিয়ত্ব প্রধান ॥

(৫) অজগরের প্রশ্ন।

মন, বুদ্ধি, দুইটীর কিরূপ লক্ষণ।
বুঝাইয়া কহ মোরে ধর্ম্মের নন্দন ॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

দেহের সহিত মন জন্মলাভ করে।
কার্য্য হ'তে বুদ্ধি কিন্তু জন্মে এ সংসারে ॥
মন ত সগুণ, আর বুদ্ধি ত নির্গুণ।
বলিনু দুয়ের ভেদ, মন দিয়া শুন ॥
আপনি সুবুদ্ধিমান্, তবে কি কারণ।
করিলেন ঋষি-দেহে চরণ-অর্পণ ॥
সর্প কহে বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক না যত।
ধন যদি থাকে তার, মোহ জন্মে তত ॥
ধনমদে মত্ত হ'য়ে আমিও রাজন্।
করিয়াছি অগস্ত্যের দেহে পদার্পণ ॥
অজগর কহিলেন, হে ধর্ম্ম-নন্দন।
ভাগ্যে আজি মিলিয়াছে তব দরশন ॥

আমার প্রশ্নের দিলে উত্তর এখন।
এতদিনে হল মোর শাপ বিমোচন॥
কাশী কহে, অজগর তব বংশধর।
শাপমুক্ত করি তব জুড়াল অন্তর॥

———

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস
তীর্থে যাত্রা।

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়॥
মুনি বলে, অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদ-সুতা আনন্দ হৃদয়॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বমত ভোজনাদি করে দ্বিজবৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ॥
এই মত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে॥
বিপুল বৈভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায়॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ সে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন শাসিত॥
সে সকল রাজা হৈল তার অনুগত।
কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত॥
অশ্ব গজ পত্তি যত, কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা॥
ইন্দ্র দেবরাজ যথা অমর সমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে॥
এক দিন সভাস্থলে বসি কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তারে, শুন পৃথ্বীপতি॥
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলে ভুবন মাঝেতে॥
তোমার সমান কভু না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল
কুবের জিনিয়া রত্ন-ভাণ্ডার সকল॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান॥
যেই পুষ্প না হইল ঈশ্বরে অর্পিত।
যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত॥
যে সম্পদ ভুঞ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট॥
সে সকল ব্যর্থ বলি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়॥
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী করিল দীপ্ত তব যশ-ইন্দু॥
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
দুঃখ মোর এ সম্পদ শত্রু না দেখিল॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব॥
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম ঐশ্বর্য্য সকল॥
হেরি মনাগুণে দগ্ধ হৈত পঞ্চ জন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে, যা কহিলে গান্ধারাধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী॥

নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
শক্তি শৌর্য্য ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
বিভব হয় যে নষ্ট বৈরী না হেরিলে।
বিধির নিয়ম ইহা আমি জানি ভালে॥
যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, উচিত যে হয়॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানাক্লেশে॥
সবে চল যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি, সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা কেহ না জানিবে॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
এক যাত্রায় দুই কার্য্য হৈবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণ বলে, বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধা বীর॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
নারীগণ শুনি হৈল আনন্দ অপার॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব॥
বিশেষে সন্তুষ্টা নারী যাত্রা মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে
রথে রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা, কে করে গণনা॥
সাজাইয়া সর্ব্বসৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে॥
সমুদ্র-লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী, নাহি যায় লেখা॥
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয়, কিবা ছার নর॥
কর্ণ বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনে যদি করিবে বারণ॥
এই হেতু তিলেক না বিলম্ব যুয়ায়।
শীঘ্রগতি চল সখা, এই অভিপ্রায়॥
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল।
গমন সময়ে সব বিদুর জানিল॥
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে দুর্যোধন প্রতি॥
শুনি তাত, যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি করি, সে কারণে॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে, দ্বিগুণ শোভন॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ না করি আমি, এই সে কারণে॥

নানা চিত্র বিচিত্র সুন্দর বনস্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিবে সর্ব্বথা॥
দুর্যোধন বলে, তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি ভয় আমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে॥
তথাপি বিরোধে মম কোন্ প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্বসৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির॥
চলিতে চরণ-ভরে কম্পিতা ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি॥
সৈন্য কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে, না বুঝি কারণ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ।
মহাঘোর শব্দে পূরিল বনপ্রদেশ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গি সবে চলে বহুস্থলে॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা।

এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
স্নান হেতু যান সবে সহ দ্বিজগণ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয়॥
মহাবনে প্রবেশিল ক্রমে দুই ভাই।
রাশি রাশি মৃগ মারিলেন ঠাঁই ঠাঁই॥
বন ভ্রমণেতে দোঁহে শ্রান্ত কলেবর।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর॥
শুনিলেন হেনকালে সৈন্য-কোলাহল।
প্রলয় গর্জ্জন যেন সাগরের জল॥
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগন।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ॥
বলেন অর্জ্জুন প্রতি পবন-নন্দন।
চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন॥
শুন ভাই, হইতেছে সৈন্য-কোলাহল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন-মণ্ডল॥
কৃষ্ণা সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ।
বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাথ॥
কি কর্ম্ম করিনু ভাই আসি দুই জনে।
কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে॥
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুই জন।
হেথায় মাদ্রী-পুত্রে করিয়া সম্বোধন॥
সবিস্ময়ে কহেন যে ধর্ম্ম-নৃপমণি।
দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী॥
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয়।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয়॥
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বৃকোদর॥
কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ।
বনে কিবা এসেছিল কোন মহাযোধ॥
আর এক মম মনে জাগে যে সংশয়।
ক্লেশযুক্ত শক্তিহীন দেখিয়া আমায়॥

বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ।
সহায় সম্পদহীন, নাহি রাজ্য দেশ॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায়।
মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন আসে বা হেথায়॥
শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয়।
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া কন কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব নির্ণয় না জানি।
ঘোর শব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী॥
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয়।
বিশেষে রাখিয়া হেথা গেলাম তোমায়॥
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আসিলাম সে কারণে।
ধর্ম্ম বলিলেন, ইহা হয়েছিল মনে॥
তোমা দুই জনে দ্বন্দ্ব হইল কার সনে।
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে কারণে॥
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল।
কিন্তু কাছে ক্রমে আসে সৈন্য-কোলাহল॥
বিপক্ষ স্বপক্ষ পরপক্ষ এস জানি।
অনুমানে বুঝি ভাই অনেক বাহিনী॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ।
কপিধ্বজ যুক্ত রথ দিল দরশন॥
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষ-পথে॥
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখেন কৌরব-সেনা সমুদ্র প্রমাণ॥
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ কৌরব পামর॥
তবে পুনঃ ফিরি আসি অতি শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিলা যথা ধর্ম্মপতি॥
পার্থে দেখি আশু হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য, কহ বিবরণ॥

অর্জ্জুন কহেন, দেব কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সৈন্য সহ কুরু-কুলাঙ্গার॥
আমা সবা হিংসিবারে আসিল এখানে।
নহে এই বনস্থলে কোন্ প্রয়োজনে॥
এত শুনি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি ভুজ উঠিল সত্বর॥
করযোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ম্ম॥
কপটে কপটী সব রাজ্যধন নিল।
জটা বল্ক পরাইয়া কাননে পাঠাল॥
দেশ হৈতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি।
কোনমতে তার বাঞ্ছা নাহি কৈনু হানি॥
সময় নির্ণয় মোরা না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আসিল দুষ্ট করিতে হিংসন॥
ধর্ম্ম হেতু এত কষ্ট আমা পঞ্চ জনে।
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্য্যোধনে॥
এতেক যে সৈন্য সাজি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়॥
প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিব শতেক সোদরে॥
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয়, বিলম্বে কি কাজ।
এত অপমানে কি তিলেক নাহি লাজ॥
নিয়ম পুরিতে দিন যে কিছু আছয়।
মোরা না লঙ্ঘিনু, সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয়॥
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান।
সবাঞ্ছিত সিদ্ধি কেন না কর বিধান॥
এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অস্থির হৈল পার্থের শরীর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জ্জিয়া উঠিল॥
সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।
তূণ হৈতে লন তুলি দিব্য অস্ত্রগণ॥

আড়া ভাঙ্গি তূণমধ্যে রাখে পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার ॥
কবচে আবৃত তনু, নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচী ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবন-নন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন ॥
শুন ভাই কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য ॥
বালসূর্য্যসম তুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র যম আসে যদি, কিবা তাহে ভয় ॥
কিন্তু আগে কারণ করহ নিরূপণ।
কোন্ কার্য্য হেতু হেথা আসে দুর্য্যোধন ॥
বনেতে ভ্রমণ কিংবা হেতু তীর্থ স্নান।
মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান ॥
নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ।
নিশ্চিত হইবে তবে ধর্ম্মপথ রুদ্ধ ॥
যদি আগে তারা হিংসা করিবে তোমার।
তুমিহ মারিবে তারে নাহিক বিচার ॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম, তাহে করি হেলা।
দুস্তর সাগরে আর আছে কোন্ ভেলা ॥
ধর্ম্মপুত্র মুখে শুনি এতেক বচন।
বিরস বদনে নিবর্ত্তিল চারি জন ॥
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরী।
সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম বরাবরি ॥
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
অমর বেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল ॥
মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বীর বেশ।
বল্ক পরিধান, শিরে জটাভার কেশ ॥
কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ।
হেনকালে আসে দুর্য্যোধন মতিমন্দ ॥
ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী আর ভাই পঞ্চ জনা।
দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা ॥

আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালী।
মনোরম তুরঙ্গমে সহ মহাবলী ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তবে মেঘবর্ণ হাতী।
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী ॥
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাল রথের যত বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
দেখ দেখ কুটীরেতে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম, কহে সর্ব্বজনা।
পাছে পাছে চলে সৈন্য, কে করে গণনা ॥
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য বহে।
সঙ্গে কত শত ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় রহে ॥
যে কিছু বিভব বিত্ত রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ্ বন্ধু সকলি আনিল ॥
উপমার যোগ্য হেন নহে সুরপতি।
বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি ॥
এইরূপে যায় রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি ॥
সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয় নন্দন।
সম্ভ্রমে সবার করে চরণ বন্দন ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার।
কোন্ কর্ম্মে দুর্য্যোধন করে আগুসার ॥
সঞ্জয়-নন্দন বলে, কর অবধান।
করিবেন স্নানযাত্রা প্রভাসেতে স্নান ॥
রাজা বলে, এ কর্ম্মে আমার অভিপ্রায়।
আর মোর আশীর্ব্বাদ কহিবে রাজায় ॥
এ তীর্থে অনেক সিদ্ধ ঋষির আলয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সম্প্রদায় ॥
দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি ॥
তথা হৈতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল ॥

শুনি অহংকারে মূঢ় অবজ্ঞা করিল।
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল॥
সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি ক্ষত্রিয়ের কাছে অগ্র হয়॥
এত বলি মৌনভাবে রহে সর্ব্বজনে।
পুণ্যতীর্থ প্রভাসেতে যায় কতক্ষণে॥
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল কমলবনে গুঞ্জয়ে ভ্রমর॥
কোকিল কুহরে নিত্য নিজ মত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের বায়॥
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন।
দেখিয়া সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন কর্ণ আদি হরিষ বিধান।
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান॥
সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বত সমান যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ॥
বেড়িল প্রভাসে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আবৃত॥
স্নান করি কুতুহলে করে নানা দান।
হয় হস্তী গবীগণ, নাহি পরিমাণ॥
পরম কৌতুকে সবে স্নান দান করি।
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি॥
জলপান করি তবে বসে সর্ব্বজন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বুল চর্ব্বণ॥
আলস্য ত্যজিয়া কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে, কেহ করয়ে রন্ধন॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এইমত রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব-উদ্যান এক ছিল সেই বনে॥
চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান॥
তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল, উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ॥
শুন রাজা মোর বাক্য কর অবগতি।
প্রভু মোর চিত্রসেন, গন্ধর্ব্বের পতি॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল॥
বনের রক্ষক আমি, কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম, কি কহিব আর॥
এই কথা, মোর মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ॥
ওরে দুষ্ট এত কর কার অহঙ্কার।
কি ছার গন্ধর্ব্ব তোর, কিবা গর্ব্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে, হেন কেবা আছে॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয়ে নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর॥
বলাবল বুঝি সব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখ মনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল॥

বসি আছে চিত্রসেন আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে ॥
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসে প্রভাসের স্নানে ॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই কাণ্ড ॥
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন-সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে ॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার ॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কি ছার মনুষ্য, আজি নাশিব যে গর্ব্ব ॥
মরণকালেতে পিপীলিকা-পাখা উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে ॥
ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি ॥
দিব্য সুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন ॥
কত দূরে দেখে সবে রথের পতাকা
শূন্যপথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণে।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জনে ॥
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ধায় মহাযোধ ॥
সূর্য্য-অস্ত্র এড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
হাসি চিত্রসেন অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
তবে ত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান ॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল, অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু, চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে ॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
সর্পবাণ যুড়িল যে গন্ধর্ব্ব তখন।
যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন ॥
তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মন্ত্রে অভিষেক
সগর্ব্বে কহিল কর্ণ চিত্রসেনে ডাকি ॥
আরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল নিক্ষেপণ।
উঠিয়া আকাশ-পথে করিল গর্জ্জন ॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হয়ে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোক চোক শর।
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
ধন্য তোর বীরপণা, ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইলা মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্ব সেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘন ঝনঝনা ॥

দশদিক্ যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির॥
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে॥
তবে ত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলী এই বিচারিল চিতে॥
রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর।
অন্তর্দ্ধান করি কৈল বাণে অন্ধকার॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ, দেখে সর্ব্বজনে।
অচ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে, কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টিবৎ অস্ত্র সব পড়ে লাখে লাখে॥
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
হয় হাতী রথ রথী কে করে অবধি॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির॥
শূন্য তূণ, ছিন্ন গুণ, অঙ্গে শ্রমজল।
বিষণ্ণ বদন সবে হইল বিকল॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির॥
অম্বর নাহিক কার, নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য, পাগলের বেশ॥
বেগে ধায়, পশ্চাৎ না চায়, কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ, প্রাণ ব্যগ্রতায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস-বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা রহিলি নারীগণের সহিত॥
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে॥
মহাভারতের কথা পুণ্য গীতিগান।
ভবসিন্ধু তরিতে নাহি ইহার সমান॥

———

চিত্রসেন কর্ত্তৃক কুরুনারীগণ সহ দুর্য্যোধনকে বন্দী করণ ও কুরুনারীগণের যুধিষ্ঠিরের সমীপে দূত প্রেরণ।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, ব্যাকুলগন্ধর্ব্ব-বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্ত-নাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন॥
মহাত্রস্ত হয়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতি পড়ে,
উঠে, হেন নাহিক শকতি॥
হেনমতে সৈন্য সব, করি মহা কলরব,
প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে।

হাহাকার কোলাহল, পূর্ণ হল বনস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে ॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়,
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দ মতিমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস্ হেলন ॥
না জানিস্ নিজ বল, এখনি উচিত ফল,
মোর হাতে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন,
মনের বাসনা পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেন লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিয়া বন্দী
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, স্বপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা, রথে তুলে মহাতেজা
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি সাগরে ॥
মোরা সর্ব্বধর্ম্ম হীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজ পতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম্ম হিংসে অনুক্ষণ,
সে কারণে হৈল হেন গতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারি জন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্ম হেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মীঅংশ যাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তারে আনি,
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদ সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তা পেয়ে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
তবে দুর্য্যোধন-নারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবে বিনয় করি, মো সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মো সবার কর্ম্মফলে, এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন-হাতে জাতি ধ্বংস ॥
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্বকথা সব।
যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাহা বিনা কে আছে বান্ধব ॥
যে আজ্ঞা তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীম হস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিতে পাঠাবে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মোর অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।

মিলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভব করি,
কি'বা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত.
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে, করযোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্থানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্দী হৈল চিত্রসেন-বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মাযাবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃ বধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আরো বা কি কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী,
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্ক ভয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
ইহা সবাকার দোষে, যদি এই অভিরোষে,
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি
হইবে বধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
অনল গরল জলে গতি ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতি দূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের কর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার,
রক্ষা হেতু হৈলেন অস্থির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া নৃপমণি,
অর্জ্জুনে কহেন সবিশেষ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবা মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাম্য নহে, দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবা উচিত যে হয় ॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যাহ শীঘ্রগতি
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
এখনো ঈদৃশ চিত্তে মহত্ত্ব তোমার ॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই ফল এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা, ঘুচিল অরিষ্ট।
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পায় পরম কৌতুক ॥

ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
যথাকালে মূল সহ বিনাশিত হয়॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য, চল নিজালয়॥
এতেক বলেন যদি ভাই দুই জন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহিলেন ডাকি ধনঞ্জয়॥
কাহলে যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু, আমি তার বৈরী॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চ জন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পর পক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥
সে কারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্যোধনে॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে॥
লইবেক দুর্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমর-মণ্ডলী তথা আছেন সুরেন্দ্র॥
সবাকার আগে কহিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরবসেনা রণে অনিবার॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম বসিয়া দেখিল॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেক সর্ব্বজনে॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আগে এই সমাচার॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে, তুমি বলেতে অশক্য॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি, পাড়ল প্রমাদে॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তূণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি॥
পবন-গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন-রথ॥
পাছে যান ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
পলায় গন্ধর্ব্ব ভয়ে অই কুলাঙ্গার॥
অতিবেগে ধায় রথ, যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি নাহি চলে রথ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরি দেখে, যেতে নাহি শক্য।
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়॥
কহ পার্থ কোন্ কাজে আসিলে হেথায়।
দুর্য্যোধন-উপকারে আসিতেছ প্রায়॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মোর মনে।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট তোমা পঞ্চ জনে॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে দিল যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ॥

তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি, যাই নিজ বাসে॥
পার্থ বলিলেন, জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস্ অজ্ঞান।
আমা সবে ভিন্ন ভাব করেছিস্ জ্ঞান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস্ করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা, কলঙ্ক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে, নহে যাবে যমালয়॥
করহ সকলে মুক্ত, নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তে শমন-গৃহে তোমারে পাঠাব॥
চিত্রসেন বলে, তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই এক সঙ্গে যাবি যমালয়॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশ দিক শরজালে হৈল অন্ধকার॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘু হস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
ভ্রূভঙ্গ তিলেক নাহি, দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥

গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ॥
দিব্য-অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন ঘাতন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা।
নরেতে নাহিক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা॥
যে বাণে গন্ধর্ব্ব বান্ধে রাজা দুর্যোধনে।
সেই বাণ ধনঞ্জয় যুড়ে ধনুর্গুণে॥
বান্ধি গন্ধর্ব্বের গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত॥
দুর্যোধন-নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি॥
সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন।
যেমতে গন্ধর্ব্ব পতি করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন॥
এই চিত্রসেন হয় গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি॥
চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে, করহ প্রয়াণ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রস্থান।

গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম ॥
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্রশির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
শুন ভাই, হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার ॥
বিশেষ বৈভব কালে ধর্ম্ম-আচরণ।
সমধিক হয় ইহা খ্যাতির কারণ ॥
কহিলেন এই মত বহু নীতি-বাণী।
অগ্রসরি নারীগণে আনে যাজ্ঞসেনী ॥
দ্রৌপদীরে প্রণমিল যত নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন ॥
দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী।
নিজগুণে উদ্ধারিলা ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
বুঝিলাম, কুরুবংশ রক্ষার কারণে।
নিবসতি তোমা সবে কৈলে এই বনে ॥
তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নপান ॥
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম কৌতুকে সবে করিল ভোজন ॥
রাজা আদি করিয়া ভুঞ্জিল ক্রমে ক্রমে।
নারীবৃন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে ॥
ভয়ে কেহ নাহি শোয় রাজার কারণে।
দ্রৌপদী সহিত আছে কথোপকথনে ॥
তবে মানী দুর্য্যোধন মলিন বদনে।
বিদায় লইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে ॥
মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রসরি কতদূর যান ধর্ম্মরায় ॥
শীঘ্রগামী চলে সবে যত সেনাগণ।
বিরস বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন ॥
নগরে যাইতে আর আছে কত পথ।
সেইখানে দুর্য্যোধন রহাইল রথ ॥
মাতুল শকুনি আর কর্ণ দুঃশাসনে।
সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল দুঃখমনে ॥
স্বসৈন্য সহিত দেশে যাহ সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন ॥
পূর্ব্বে না বুঝিনু আমি আপনার বল।
বিধি তার সমুচিত দিয়াছেন ফল ॥
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে ॥
ভীমার্জ্জুন হতে মোরে স্নেহ তার অতি।
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি, তাহে করিনু বিশ্বাস ॥
অনুক্ষণ কহ সবে, মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজি সব ॥
পলাইলে সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব্ব-আশ্রমে ॥
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
উদ্ধার করিল সেই আমা হেন জনে।
মরণ অধিক লাজ মস্তক-মুণ্ডনে ॥
চিত্রসেন হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণ।
অযশ লভিনু উদ্ধারিল যে অর্জ্জুন ॥
কোন্ লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে, এই নিরূপণ ॥
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল কথা রাজহিত পক্ষ ॥
শুন রাজা কি কারণে চিন্ত অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন ॥

ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর-ঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর ॥
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে।
পুনরায় পায় রাজ্য উপায় প্রকারে ॥
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে, কভু পরাজয় ॥
কহিলে যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার কারণ।
আপনার স্বীয় ধর্ম্ম কৈল প্রবর্ত্তন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে ॥
সৈন্য হেতু সেনাপতি জয় করে রণ।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন ॥
শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
আজি আমি কহি কথা, করিব যেমন ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক্ মোর ভাগে ॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান।
শাস্ত্রমত কহি শুন তাহার বিধান ॥
বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্য জনে ॥
শত্রু কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান।
সবারে অধিক দেখ দৈব বলবান ॥
দৈব রণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে অপমান বলি তবে ॥
এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্য্যোধন ॥
হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল।
দুর্য্যোধন-দুঃখে কহে হইয়া বিকল ॥
আমাদের হিতে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাকার ॥
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাহ ওহে রাজা কর্ণ-কথা শুনি ॥
যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আলয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয় ॥
যুদ্ধে পরাজয় হেতু না করিহ মনে।
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে ॥
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজরাজ্যে যায় শীঘ্রগতি ॥
পাইয়া এ সব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে গিয়া কহিল সকল ॥
তোমার পুত্রের কথা করহ শ্রবণ।
যে হেতু বিলম্ব তার হৈল এতক্ষণ ॥
যথায় কাম্যকবন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুষ্টপণে।
বৈভব দেখাতে গেল লয়ে সর্ব্বজনে ॥
গন্ধর্ব্ব অধিপ সহ সংগ্রাম হইল।
সসৈন্যে শকুনি কর্ণ দূরে পলাইল ॥
নারীবৃন্দ সহ পরে ধরি দুর্য্যোধনে।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে ॥
দয়ার সাগর অতি ধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিল পাঠাইয়া বীর ধনঞ্জয় ॥
এখনো এরূপ যার ধর্ম্ম আচরণ।
তাহার সর্ব্বত্র জয়, জানিহ রাজন ॥
শুনিয়া অন্ধের হৈল ব্যাকুলিত মন।
বহু মতে নিন্দা করে নিজ পুত্রগণ ॥
মহাভারতের কথা ধর্ম্ম-উপাখ্যান।
ভবসিন্ধু তরিতে হয় পুণ্য সোপান ॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন।

জনমেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুরাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম-অবতারে॥
তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেন জনে দুঃখ দুষ্ট দিলেক কপটে॥
মৃত্যু হৈতে উদ্ধারিল যেই মহাজন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, না করে গণন।
সে হেতু সবংশে মজে রাজা দুর্য্যোধন॥
শুনিনু অপূর্ব্ব কথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
মুনিবর বিস্তারিয়া বলহ আমারে॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুবর।
কাম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন॥
হেথায় আসিয়া তবে কৌরব প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান॥
আহারে অরুচি হৈল, অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা, মাতুল ঠাকুর।
কি মত প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর॥
কারণে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা॥
সুন্দর দেখিতে চক্ষে পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন॥
গন্ধর্ব্ব করিল যত মোর অপমান।
ততোধিক শত্রুহস্তে হয়ে পরিত্রাণ॥
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ, গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে, কেবা ইহা জানে॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য নিবাস॥
ইন্দ্রে সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য শত শত কত দ্বিজবর॥
মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদ-নন্দিনী একা করয়ে সংযোগ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত॥
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
সুরাসুর নর আদি আছে যত জনে॥
মাতুল, ত্রিগর্ত্ত, তুমি, আমি, দুঃশাসন।
বহুশ্রম কারণে না পারি কদাচন॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতি মধ্যে এমন উপায় যদি হয়॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
কি কারণে কর তুমি পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহ জান মহাশয়॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাতে রক্ষা পেয়ে দেখি কেমনেতে বাঁচে॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
সামান্য কর্ম্মেতে কেন চিন্ত এত সবে॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা॥

সঙ্গেতে সহস্র-দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি॥
দুর্য্যোধন শুনি তবে ঋষি আগমন।
আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্ব জন॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হৈল দণ্ডবত॥
প্রণাম করিল শিষ্যগণে সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্ন-সিংহাসনে॥
সুবাসিত জল আনি রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে মুনিরাজে।
সেই মতে পূজিলেক শিষ্যের সমাজে॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু, বিনয় বচন॥
নিবেদন আছে কিছু, কিন্তু ভয় হয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়॥
আজি মোরে সুপ্রসন্ন হৈল দেবগণ।
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ॥
মুনি বলে, শুনিয়াছি তব ভাগ্য-কথা।
সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন হেথা॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে॥
রাজা বলে, উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব-সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ॥
মুনি বলে, ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
মহাবংশজাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব পিতামহ যত পূর্ব্বাপর॥
মহাকীর্ত্তিমান যত সবে মহাতেজা।
সে মত হইলে তুমি নিজে মহারাজা॥
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম॥
যজ্ঞ তপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে, উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমানে।
দোষমত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জনে॥
মান্যজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে কিছু কহিবে কথা বিনয় বিধান॥
সতত না হয় শাস্তি, সদা মনে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ॥
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা যেই দুষ্ট দুরাচার।
সে সবার সহ নাহি করিবে ব্যাভার॥
সতত শাসনে যেন থাকে সর্ব্ব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি॥
পরপক্ষে কদাচিৎ নহিবে বিশ্বাস।
রাখিবে অন্তর জানি যত দাসী দাস॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবে এসব কথা পরম যতনে॥
নহুষ যযাতি আদি পূর্ব্ব-বংশ যত
পৃথিবী পালিত সবে করি এই মত॥
সে সবা হইতে তব বিপুল বিভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব॥
এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি, আপন শকতি॥
অতঃপর যাহা হয়, তব উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলে বিশেষ॥

পালন করিব যত্নে তব এই কথা।
আপনি হইলা মম জ্ঞান-চক্ষুদাতা॥
পূর্ব্বপিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এতদূর কৃপা॥
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
এরূপে অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
পরম আনন্দ মতি কৌরব সমাজ॥
নানা বাক্য কথায় কৌতুক মনঃসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভালোকে॥
একদা একান্তে বসি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব প্রধান।
আমার বচন সখা কর অবধান॥
বিচার করিনু এক আমি মনে মনে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা রহে কাম্যবনে॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে॥
যত লোক যায় তথা, সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায়॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশ দণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায়॥
সেকালে সে স্থানে যদি যান মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেইস্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চ জনে॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব-বংশ ঘুচিবে সন্তাপ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
ঋষিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
এমত কৌতুকমতি আছে সর্ব্বজন।
ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন॥
একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব-সমাজ॥
হিত উপদেশ আর মধুর বচন।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে তপোধন॥
শুন রাজা ত্রিভুবনে পূরে তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ॥
ইষ্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমানে।
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই যথাস্থানে॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদ ভাবে কহে বিনয় বচন॥
ধন ধর্ম্ম দারা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য, রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি, কৃপা যদি হয়॥
যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি।
সেকালে অতিথি হবে, ওহে মহাঋষি॥
ভক্তিভাবে বুঝিয়া জানিবা তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥

পূজা করে দেব দ্বিজে, ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত॥
ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন॥
খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশ দণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেইকালে শিষ্য সহ যাবে তপোধন॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
পরীক্ষিতে যাবে তথা দিনেক গোঁসাই॥
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্রকথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন্ ভার দিলে রাজা এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয়ে তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥

ব্যাসের রচিত গাথা ভারতোপাখ্যান।
জীবে উদ্ধারিতে এই পুণ্যের সোপান॥

কাম্যক-বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন।

বিদায় লইয়া মুনি দুর্য্যোধন-স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বহু দিন পরে ধর্ম্মে করিব দর্শন।
পরম ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চ জন॥
প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক বলিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
পূর্ব্বদিক সুপ্রসন্ন কৈল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকশিতা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব মাসেতে সিতপক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিনে যাত্রা করে দুর্ব্বাসা মহর্ষি॥
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ॥
অতিক্রান্ত হৈল ক্রমে যবে অর্দ্ধনিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥

যুধিষ্ঠির শুনি তবে মুনি-আগমন।
আগুসরি কত দূর যান পঞ্চ জন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এ রাত্রে কি হেতু মুনি করে আগুসার॥
বিশেষে দুর্ব্বাশা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
চিত্তেতে ভাবেন ধর্ম্ম, চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥
ভূমে লুটি প্রণমিয়া করেন সম্মান।
পাদ্য অর্ঘ্যেতে পূজেন দেবের সমান॥
মুনিরে প্রণাম করে ভাই পঞ্চ জনে।
সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে॥
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান সমান জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল মহাগোল॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই কর।
বিনয় করেন মুনিরাজ বরাবর॥
ধর্ম্ম বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা আগমনের কারণ॥
কোন্ দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন্ দেশ করিবেন মঙ্গল ভাজন॥
তীর্থ অনুসারে, কিংবা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে, শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে॥
এ হেতু হেথায় এবে করি আগমন।
যেমন কৌরব মোর, পাণ্ডব তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধাতুর আছি সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কহ, যাহ শীঘ্রগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন, আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির অনুরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যা হেতু গতি এবে কর মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয়॥
তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল॥
কৃষ্ণা বলে, যেই কথা কৈলে মহাশয়।
হেন বুঝি, বিধি কৈল অকালে প্রলয়॥
সশিষ্য অতিথি হৈল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নহিল শক্তি আজিকার নিশি॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
মুনি ক্রোধানলে আজি সব দগ্ধ হৈলে॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে॥

দ্রৌপদী কহিল, এ কি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল, কে করিবে ভোগ ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥
আমা সবা হ'তে কিছু নাহি প্রতিকার।
কেবল পারেন কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥
তবেত দ্রৌপদী দেবী ভাবে মনে মন।
কৃষ্ণ বিনা এ সময়ে রাখে কোন্ জন ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু জগতের পতি।
রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডব-সারথি ॥
তুমি যদি এইবার না কর রক্ষণ।
তবেত পাণ্ডব বংশ হইল নিধন ॥
এমতে দ্রৌপদী দেবী অনুক্ষণ ভাবে।
যুধিষ্ঠিরে কহে দেবী, কহ কিবা হবে ॥
অনর্থ হইল বড় দুর্ব্বাসা আগমনে।
বুঝিলাম, রক্ষা নাহি শুনহ রাজনে ॥
দ্রৌপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
জ্ঞানাহত যুধিষ্ঠির হইল তখন ॥
হেঁটমুখে বসি রাজা ভাবিতে লাগিল।
দুর্ব্বাসার ক্রোধে বুঝি সকলি মজিল ॥
এ সময়ে কৃষ্ণ বিনা কে করে তারণ।
ভকতের নাথ কৃষ্ণ পতিতপাবন ॥
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদ্‌সাগরে ॥
পার কর শ্রীগোবিন্দ হৈয়া কৃপাময়
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয় ॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সংকট তারে মিলাইল বিধি ॥
তোমারে পাণ্ডব-বন্ধু বলি লোকে কয়।
সে কথা পালন কর, ওহে দয়াময় ॥
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া ॥

হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে ॥
আর্ত্ত হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি ॥
চিন্তান্বিত অন্তরে করেন ছট্‌ফট্।
রুক্মিণী কহেন দেখি, করিয়া কপট ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি, কোথা যাবে হইয়াছে মন ॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে বুঝি পরিল তাহায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা ॥
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা ॥
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিহ তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকতবৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥
দুঃখ পেয়ে ডাকে ধর্ম্ম কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই কণ্টকের ঘাত ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এতশুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী ॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥

বিশেষে করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা॥
গমন রজনীকালে উচিত না হয়॥
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর, তুমি ইচ্ছাময়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেকে তথায় যদি নাহি যাই আমি॥
স্ববংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমন তবে কোন্ প্রয়োজন॥
এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আসিল স্মরণমাত্রে বিনতা-নন্দন॥
আসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক-বনে আগমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলে স্মরণ॥
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন॥
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখা, পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন॥
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমেষেতে উপনীত যথা কাম্যবন॥
হেথায় আকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আসিলেন হরি খগাসন॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে কৃষ্ণ-আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন॥
ব্যগ্র হয়ে কতদূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকী-নন্দনে॥
আনন্দ বাড়িল তাঁর নাহিক অবধি॥
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
আনন্দ অধীর অন্তরে দেন আলিঙ্গন
আনন্দ-সলিলে পূর্ণ হইল লোচন॥
পূর্ণ করি মানিলেন মন-অভিলাষ
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি দুর্ব্বাসা॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্য নহে কোন জন॥
সবংশে মজিনু আমি, বুঝি অভিপ্রায়
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায়॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
মম নিবেদন এই কহিলাম ভাই॥
রাখহ মারহ তব যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময়॥
যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন, চিন্তা না করিহ মনে॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায়॥
এত বলি সানন্দিত করি ধর্ম্মমণি।
ত্বরিতে গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী॥
কৃষ্ণে দেখি দ্রৌপদীর পূরে অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি॥

কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
বিপদে পড়িনু, প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সন্ধ্যা করি যাবৎ না আইসে মহামুনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা বিচারিব পাছু।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাই দেহ কিছু ॥
বিলম্ব না সহে, মোরে অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাৎ করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে, জানি নিজে সব সমাচার।
আপনি এ মত কহ অদৃষ্ট আমার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর নিশি তোমারে স্মরিব কি কারণ ॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তনু দহে যে ক্ষুধায়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে নাহিক শক্তি, স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ॥
এত শুনি কহে দেবী দ্রুপদ-তনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কেন কর মায়া ॥
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন সেইকালে যত দেব ঋষি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু-ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে, দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
উপায় করিব কিবা আমি বনবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাক-স্থালি ॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত, কিছু হৈলে হয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ, করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর, ছাড় পরিহাস ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া দ্রৌপদী কহে দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিত মাত্র এক অন্ন ছিল।
কৃষ্ণের প্রসাদ হেতু অনন্ত হইল ॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন ভরিল উদর ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহিলেন মোর, ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনেতে মহাতৃপ্তি হৈল ॥
ইহা বলি পুনঃ পুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
উদর পূরিল মন্দানলে সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে, উঠিছে উদ্গার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ ॥
মুনি বলে, শুন শুন সব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মাৎ হ'ল দেখা উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথ পরিশ্রমে কিবা বায়ু বৃদ্ধি হৈতে ॥
শিষ্যগণ বলে, যাহা কৈলে মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যা হেতু আসি যবে প্রভাসের জলে
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥

অকস্মাৎ এই মত হৈল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠিছে উদগার॥
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন।
কেহ না কহিল কারে লজ্জার কারণ॥
মুনি বলে মহাশ্চর্য্যে ডুবে মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে॥
সংগ্রহ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে গিয়া তারে দেখাব বদন॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে, প্রভু কি কহিব আর॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যুষে।
অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব সকাশে॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে এই কথা মম মনে লয়॥
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কূলে।
যে কিছু কর্ত্তব্য কালি করিব সকালে॥
এত বলি সবে তবে করিল শয়ন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকী-নন্দন॥
কৃষ্ণা সহ যান কৃষ্ণ যথা যুধিষ্ঠির।
সবার সম্মুখে কহে দেব যদুবীর॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ করি নিবেদন।
দ্রৌপদী প্রস্তুত কৈল করিয়া রন্ধন॥
সকল সম্পূর্ণ হৈল বিলম্ব কি আর।
ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাকিবার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাণ্ডুর-নন্দন।
আশ্চর্য্য তখন রাজা ভাবে মনে মন॥
প্রস্তুত হইল সব কারণ জানিল।
মুনিরে ডাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল॥
কত দূরে গিয়া ডাকে পবন-নন্দন।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জ্জন॥
শীঘ্র এস মুনিগণ, বিলম্বে কি কাজ।
প্রস্তুত হয়েছে সব ডাকে ধর্ম্মরাজ॥
ভীমের পাইয়া শব্দ যত মুনিগণ।
শীঘ্রগতি মিলি সবে দুর্ব্বাসারে কন॥
শুন শুন ডাকে অই পবন-নন্দন।
ইহার উপায় মুনি কি হবে এখন॥
এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন।
চলিতে না হবে শক্তি হইবে মরণ॥
নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায়।
মনেতে ভাবিয়া মুনি করহ উপায়॥
তুমি না করিলে ত্রাণ কে করিবে আর।
পলাইতে শক্তি নাই তুমি কর পার॥
সকলে পাইল ভয় যত ঋষি মুনি।
অন্তরে জপেন নাম রাথ চক্রপাণি॥
উদর হয়েছে ভারি, উঠিছে উদগার।
এ সময়ে যদুনাথ সবে কর পার॥
এই মত বহু স্তব কৈল সর্ব্ব জন।
ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ণ শুনহ বচন॥
পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর পবন-নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবন-নন্দন।
তথা হৈতে ধর্ম্ম কাছে যান ততক্ষণ॥
অনন্তর মিষ্ট বাক্যে কহে জগন্নাথ।
আনন্দেতে যাহ নিদ্রা পাণ্ডবের নাথ॥
মুনির কারণ মনে না করিহ ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয়॥
স্নান দান করি কালি প্রভাসের জলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ॥

তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জ্জন্ম॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে শোকে গেল মম জন্ম॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে পিতা মম গেল পরলোক॥
গোঁয়াইনু সেইকালে পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়॥
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর-মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সংকটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ সব সংকট হতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমত সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
তদন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি॥
পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম নাহি ত্যজ মহাশয়॥
আর যে কহিলে, তুমি হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতিতে এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য, নাহি লয় মনে॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম, আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্মী জনের সুখ কভু স্থায়ী নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণকাল রয়॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে সত্য নাহি ছেড়ো কদাচন॥
এত বলি জনার্দ্দন লইয়া বিদায়।
গরুড় উপরে চড়ি যান দ্বারকায়॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন।
হৃষ্টমনে সবে তবে করেন শয়ন॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

দুর্ব্বাসার পারণ

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম কৈল সমাপন॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সাচন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন॥
ফল পুষ্প-হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন দোঁহে যান মৃগয়া কারণে॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী।
আনন্দ বিধানে পূজে দেব দিনমণি॥
নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্ব্বজন।
দ্রুপদ-নন্দিনী গেল করিতে রন্ধন॥
যথায় রন্ধন করে দ্রুপদ-নন্দিনী।
সত্বর তথায় আসিলেন ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুর বাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভাল মতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে॥
মহোগ্র দুর্ব্বাসা ঋষি, সর্ব্বলোকে বলে।
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে॥

স্নান করি অবিলম্বে আসিবে সে জন।
সংহতি করিয়া যত শিষ্য তপোধন॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ॥
এই হেতু বড় চিন্তা হয় মোর মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণা আপনার গুণে॥
তোমা হতে সঙ্কটেতে সবে সদা তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনা নগরী॥
তোমার যতেক গুণ না হয় বর্ণন।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা যে পাণ্ডবের ভূষণ॥
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ, ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়॥
কৃষ্ণা বলে, মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ॥
ধর্ম্মপথ মত যাদ আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥
সূর্য্যের বচন, আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
চিন্তা না করহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন॥
যাহ শীঘ্র শিষ্য সহ আন মুনিবর।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর॥
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক স্নান প্রভাসের জলে॥
সেই মত কৈল, যত শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাজ॥
সবে জান কালি যে কহিনু ধর্ম্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে।
চল শীঘ্র সেই স্থানে যাব সর্ব্ব জন।
করিব ধর্ম্মের প্রতি শান্ত আচরণ॥
এত বলি শিষ্য সহ চলে মুনিরাজ।
শুনিয়া সানন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ॥
আগুসরি কত দূর সর্ব্ব জন আসি।
সাদরে আহ্বানিল সশিষ্য মহাঋষি॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে।
সেই পাদোদক সবে মিলি ভক্তিভরে॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপবর কহে ধীরে ধীরে॥
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি বিনা যত্নে রত্ননিধি॥
সুপ্রভাত হৈল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আসিলেন নিজে মহাঋষি॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল, না হবে, হেন করি অনুমান॥
তপস্যা করিল পূর্ব্ব পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন্ গুণে॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে বলে তবে মহা তপোধন॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ হেন বাণী॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি, ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর॥
অসার সংসার, এই সার মাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মাৎসর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা॥

সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য॥
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিবে নহিল॥
কহিলাম সত্য, এই লয় মম মন।
বসুমতী-পতি যোগ্য তুমি হে রাজন॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসেতে গেনু সর্ব্বজন॥
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজনা সমাপ্ত করিল॥
পথশ্রমে উঠিবার শক্তি কার নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিল সেই ঠাঁই॥
আসিতে না পারে কেহ, এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে, করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া, যদি হইল রন্ধন॥
ধর্ম্ম বলে, কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে কারণে সবাকার আলস্য হইল॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল॥

এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান॥
নানা দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে॥
ধর্ম্ম বলে, অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ॥
হইবে রৌদ্রের তেজ হ'লে অতি বেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা॥
মুনি বলে, যুধিষ্ঠির তুমি সাধুজন।
অট্টালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম॥
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয়।
স্বর্গের সমান তাহা, বেদে হেন কয়॥
এত বলি মহানন্দে উঠি মুনিবর।
আনন্দ বিধানে বসে সহ শিষ্যবর॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান॥
অন্ন পরিবেশনাদি করে সব আনি।
বাটিয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী॥
সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চ জন।
যেই যাহা চাহে, তাহা দেন সেইক্ষণ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের করণ।
একবার একদ্রব্য করয়ে রন্ধন॥
আপনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয়।
সূর্য্য-অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয়॥
স্থানে স্থানে বসিলেক ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী॥
না জানি খায় বা কত, দেয় কত আনি।
খাও খাও বলে সবে, এই মাত্র শুনি॥

অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিস দশ সহস্র তপস্বী॥
অনন্তর উঠি সবে করে আচমন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেন সর্ব্ব জন॥
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নহিল নহিবে আর তোমার সমান॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গে অভিলাষ॥
তোমার ভ্রাতারা সবে মহা গুণবান।
দ্রুপদ-নন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি॥
কদাচিৎ চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্প দিনে॥
তোমারে দিলেক দুঃখ যাহার মন্ত্রণা।
মজিবে তাহার বংশ পাইয়া যন্ত্রণা॥
কহিলাম ধর্ম্মপুত্র, মিথ্যা নহে বাণী।
দ্রৌপদী দেখহ এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী॥
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা করে কৃপাসিন্ধু মুনি॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিৎ বিচলিত নহি সত্যপথে॥
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা তুমি পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান॥
সত্য করি কহি কথা, শুন দিয়া মন।
যবে গিয়াছিনু আমি হস্তিনা ভুবন॥
সেবাতে করিল বশ রাজা দুর্য্যোধন।
হেথায় আসিতে মোরে কহে পুনঃ পুনঃ॥
বিনয় করিয়া মোরে পাঠাইল হেথা।
দশ দণ্ড রাত্রি পর তুমি যাবে তথা॥
মনেতে করিল সেই নিশাকালে গেলে।
অতিথি সেবিতে নারি পড়িবে জঞ্জালে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন মহামুনি।
সম্পদ বিপদ মোর দেব চক্রপাণি॥
আর এক নিবেদন, শুন মহাশয়।
তুমি যে আসিলে হেথা মোর ভাগ্যোদয়॥
তোমার চরণে যদি থাকে মোর মন।
আমারে করিতে নষ্ট নারে অন্যজন॥
এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল॥
আর চারি ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে।
সেই মত সম্ভাষণ করে শিষ্যমাঝে॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদ-বিধিমতে।
তুষ্ট হয়ে সর্ব্ব জন চলে পূর্ব্ব পথে॥
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য বজ্রের প্রায় বাজিল হৃদয়ে॥
আহারে অরুচি, চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা, শরীর দুর্ব্বল॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হয়ে।
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি॥
ভারতের কথা ব্যাসদেবের রচন।
কাশীরাম রচে ছন্দে দুর্ব্বাশা পারণ॥

দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের
প্রবোধ-বাক্য।

এইমত কুরুপতি, চিন্তিয়া আকুল অতি,
অত্যন্ত উদ্বেগ চিত্ত হয়ে।
ডাকাইয়া সর্ব্বজনে, বসিল নিভৃত স্থানে,
যত পাত্রমিত্রগণ লয়ে॥
দুর্য্যোধন হেনকালে, কর্ণে সম্বোধিয়া বলে,
অবধান কর মোর বোলে।
দুঃখের নাহিক ওর, দগ্ধ হৈল তনু মোর
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে॥
বিশেষ তোমরা সবে, মন্ত্রণার অনুভবে,
যে কিছু করিলে সুবিচার।
করিতে আমার হিত, বিধি কৈল বিপরীত,
এক চিন্তা কৈলে হয় আর॥
পুনঃ পুনঃ এই মত, উপায় করিনু যত,
হিংসা হেতু পাণ্ডুপুত্রগণে।
পরম সঙ্কট তরে, হিতপক্ষ প্রতিকারে,
না জানি করিল কোন্ জনে॥
সকল বালক মিলে, ক্রীড়ার কৌতুককালে,
ভীমেরে দেখিয়া বলবান।
কেহ তারে নহে শক্য, নিবারিতে প্রতিপক্ষ,
কালকূট করাইনু পান॥
বান্ধি হস্ত পদ গলে, ফেলিনু গভীর জলে,
দৈবযোগে গেল রসাতল
কেবা দিল প্রাণদান, কিবা সুধা করি পান,
অযুত হস্তীর ধরে বল॥
অনন্তর জতুগৃহে, তারে পোড়াইয়া দেহে,
ভাবিলাম করিব সংহার।
বুদ্ধিবলে তাহে তরি, দুরন্ত রাক্ষস মারি,
পাইল পরম প্রতিকার॥
কাল কাটি অনায়াসে, গেল পাঞ্চালের দেশে,
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে।
কি দিব ভাগ্যের লেখা, দ্রুপদ হইল সখা
জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে॥
অনন্তর রাজ্যে আসি, অবনী-মণ্ডল শাসি,
যে কর্ম্ম করিল যজ্ঞকালে।
কে তার উপমা দিবে, না হইল, না হইবে,
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
পিতামহ মুখে শুনি, যদুকুলে চক্রপাণি,
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার।
ব্রাহ্মণ-চরণ ধোতে, নিযুক্ত করিল তাতে,
হেনজন যজ্ঞেতে যাহার॥
হইল এমনি ক্রম, স্থলে হৈল জলভ্রম,
তাহাতে ঘটিল যে দুর্দ্দশা।
তাহে পেয়ে অপমান, বাঞ্ছা হ'ল ত্যজি প্রাণ,
সেই দুঃখে খেলাইনু পাশা॥
হারিলেক রাজ্যধন, দাসত্ব করিল পণ,
তাহে জয় হইল আমার।
অন্ধরাজ বুদ্ধিদোষে, আপনার ভাগ্যবশে,
যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার॥
সবে মিলি পুনর্ব্বার, মন্ত্রণা করিনু সার,
বনবাস কৈনু নিরূপণ।
না পাইল কোন দুঃখ, বনে তার নানা সুখ,
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন॥
হিড়িম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
পাঠাইল করিয়া বিক্রম।
ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
অনায়াসে না জানিল শ্রম॥
এক পার্থ মহাবল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
জিনিবারে হইল ভাজন।
দ্বিতীয় বিক্রম সীমা, ভীম পরাক্রম ভীমা,
যার নামে সভয় শমন॥

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম, অপ্রমেয় পরাক্রম,
মাদ্রীপুত্র যুগল বিশেষে ॥
আর এক অনুমানি, লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী,
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে ॥
তাহার সুকর্ম্ম যত, বিশেষ কহিব কত
বলিতে না পারি এক মুখে।
এক দ্রব্য সুসংযোগে, সর্গের অধিক ভোগে,
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে ॥
নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শত,
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন ॥
লক্ষ লক্ষ যত আসে, তারা নব ভাগ্যবশে,
বিমুখ না যায় কোন জন ॥
সেহেতু হিংসিতে তারে, পাঠাইনু দুর্ব্বাসারে
শিষ্য দশ-সহস্র সংহতি।
শুনিলাম লোকমুখে, ভোজন করিয়া সুখে,
মুনি গেল আপন বসতি ॥
ইহা পূর্ব্বে সর্ব্ব জনে, গেলাম প্রভাস স্নানে,
দেখিনু সকল বিদ্যমান।
যে কর্ম্ম করিল তায়, বুঝিলাম অভিপ্রায়,
নহি তার শতাংশ সমান ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত,
পাণ্ডবের আছয়ে সকল।
সবার সমান গুণ, বিশেষতঃ ভীমার্জ্জুন,
ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল ॥
যে কিছু উপায় শেষে, মন্ত্রণার সমাবেশে,
যদ্যপি না হয় প্রতিকার।
বুদ্ধিবলে অনায়াসে, কাল কাটি কোন দেশে,
আসিয়া করিব মহামার ॥
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম, যেন মহাকাল যম,
বারণ করিবে কোন্ জন।
এই চিন্তা অবিরত, কুম্ভকার চক্রবত,
সতত অস্থির মম মন ॥

অতি সে উদ্বিগ্ন মনে, সবাকার বিদ্যমানে,
কহিল কৌরব অধিপতি।
দুর্য্যোধন মনঃক্লেশ, জানি হিত উপদেশ,
সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি ॥
মহারাজ কি কারণে, এতেক উদ্বিগ্ন মনে,
কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয়।
তোমার বৈভব বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
উপমার যোগ্য হেন নয় ॥
কহিলে যে মহারাজা, পাণ্ডব প্রবল-তেজা,
আসিয়া করিবে মহামার।
বহুদিন তারা আছে, আমরাও আছি কাছে,
হিংসা কবে করিল কাহার ॥
বনের নিবাস গত, শেষ দিন আছে যত,
যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে।
কহ কোথা আছে ঠাঁই, লুকাইবে পঞ্চ ভাই,
অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন্ দেশে ॥
যতেক নৃপতিচয়, কেবল তোমার ভয়,
কাছে না রাখিবে কোন জন।
পাঠাইব চরগণে, নগর পর্ব্বত বনে,
খুঁজিলে পাইবে দরশন ॥
আছে পূর্ব্ব নিরূপণ, দ্বাদশ বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর।
এতেক যে কালান্তরে, কেবা জীয়ে কেবা মরে,
চিরজীবি নহে কোন নর ॥
শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাত বিধি,
আসিবেক যখন সকল।
বনবাস মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্ব্বল ॥
তখন করিব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকার্য্য সাধিব কুতূহলে।
নিমিষেতে পঞ্চজনে, পাঠাইব যমস্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে ॥

আমার বিক্রম জানি, কি কারণে নৃপমণি,
ক্ষুদ্র জনে কর এত ভয়।
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা, সবে অনুগত তোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয়॥
এত বলি কর্ণ বীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিল, শুনিল সর্ব্বজন।
সূর্য্যপুত্র কহে যত, তাহা নহে অন্যমত,
সবাই করিবে প্রাণপণ॥
এই মত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুর্য্যোধনে,
আশ্বাস করিয়া বহুতর।
শুনিয়া এ সব বাণী, দুর্য্যোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিল উত্তর॥
বলবুদ্ধি অনুভবে, যে কিছু কহিলে সবে,
অন্যথা না করি কদাচন।
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী, সর্ব্বদা এ সব ভাবি,
যোগবৎ চিন্তি অনুক্ষণ॥
বনের চরিত্র কথা, শ্রবণে মঙ্গল গাঁথা,
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস।
সেই কথা মনঃসুখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস॥

———

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী-
হরণে যাত্রা।

দুর্য্যোধন কহে, সবে কি যুক্তি করিলে।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে॥
বিধিকৃত হৈলে জানি অবশ্যই জয়।
তিনি না করিলে, জানি সব মিথ্যা হয়॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি-নির্ব্বন্ধন॥
ফল পায়, যেবা রাখে বিধাতার মন।
জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্বজন॥
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাস তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক এক জন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ॥
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি আমি দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
উদ্বেগ সাগর হৈতে অনায়াসে তরি॥
কহিবে যতেক কথা, মনে নাহি লয়।
পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয়॥
সুযুক্তি ইহার এই, লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদ-সুতা করিয়া হরণ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ॥
বুদ্ধিবল করি যদি তাহারে হরিবে।
নিশ্চয় দেখিবে তবে পাণ্ডব মরিবে॥
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে সেই স্থানে যাক জয়দ্রথ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ, তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী॥
লুকায়ে রাখিব কৃষ্ণা অতি গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য, ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল॥
তোমা সবাকার যদি হয় ত সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য, এই লয় মম মতি॥

এতেক কহিল যদি কৌরব-প্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা, তা সবাকার সার॥
যোগ্য হয় এ কর্ম্ম মোদের অভিমত।
গুপ্তবেশে সেই স্থানে যাক জয়দ্রথ॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হৈল॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন॥
অন্তরে থাকিয়া তথা বীর-চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী॥
এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশ সমান তার নহি মোরা সব॥
বিশেষে, আপনি মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব্ব-সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ॥
জীয়ন্ত ব্যাঘ্রের চক্ষু আনে কোন্ জনে
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডু-পুত্রগণে॥
যদি না তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেতে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ॥
বিশেষে দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী-অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার॥
একান্তে থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা॥
জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি॥
কহিলে যতেক কথা, আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী॥

কি ছার কৌরব সেনা, তোমা গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন্ জন॥
সুযুক্তি করেছি এই, শুন দিয়া মন।
আনিবে দ্রুপদসুতা করিয়া গোপন॥
নিকটে নিকটে সদা রবে সাবধানে।
অতি সঙ্গোপনে, যেন কেহ নাহি জানে॥
স্নান দানে যবে সবে যাবে চারিভিত।
সেই কালে সেই স্থানে হবে উপনীত॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয়॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট॥
তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ মোর তুমি যে সাপক্ষ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধন॥
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা মৃদু মৃদু ভাষ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ॥
কি কারণে এত কথা কহ নরপতি।
অবশ্য পালিব আমি তব অনুমতি॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক-কানন।
প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব॥
সবে সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্য-কাননের পথে॥
যাইতে যাইতে পথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার॥

পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি, হইব উদ্ধার॥
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার।
চৌর্য্য বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহিবে আমার॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে॥
দুদিকে কানন-শোভা, মধ্য দিয়া পথ।
নানাবর্ণ মৃগ পশু দেখে শত শত॥
বিবিধ কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ॥
বিবিধ প্রকার শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল ততক্ষণে॥
নন্দন-কানন তুল্য দেখে কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ॥
স্থানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম।
বিবিধ বিহঙ্গ রব করে নানাক্রম॥
এরূপ কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র নাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়॥
হেনমতে রহে তথা হইয়া গোপন।
এক দিন শুন রাজা দৈবের ঘটন॥

দ্রৌপদী হরণে ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটন।
জয়দ্রথ গুপ্তভাবে রহে কাম্যবন॥
উঠিয়া প্রভাতে হেথা ভাই দুই জনে।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রির নন্দনে॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয়॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন॥
জয়দ্রথ দেখে, শূন্য হইল মন্দির।
সময় জানিয়া তথা গেল মহাবীর॥
কুটির দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
শূন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে ভুমিতলে নামে মহাবীর॥
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির॥
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
অতিথির সেবা হেতু চিন্তি গুণবতী॥
শূন্যালয় তথা, আর নাহি কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥
পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল, কহ ঘরের কুশল॥
কোথা হৈতে এলে, এবে যাবে কোন্ দেশে
এ বনে আসিলা কোন প্রয়োজনোদ্দেশে॥
জয়দ্রথ বলে, আর নাহি কোন কাজ।
ভেটিবারে আইলাম ধর্ম্ম-মহারাজ॥
একামাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি, কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন॥
কোন্ কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী কোথা, মাদ্রীর তনয়॥
কৃষ্ণা বলে, স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
মাদ্রীপুত্রদ্বয় গেল সহ ধর্ম্মরাজ॥
ভীমার্জ্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণে।
মুহূর্ত্তে এখনি সবে আসিবে এখানে॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের সচঞ্চল হৈল মন॥

বিচার করিল মনে, সবে দূরে গেল।
উচিত সময় মোর বিধাতা মিলাল ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে, কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইল বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা, তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে, চৌর্য্যকার্য্য কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম, কালপূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জনমিয়া কর নীচকর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তার ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবাৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে দুষ্ট কি করিলি, হলি মতিচ্ছন্ন।
বুঝিনু তোমার এবে কাল হ'ল পূর্ণ ॥
আরে অন্ধ ভালমন্দ না জান সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল ॥
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য কবিয়া তারে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোকে কর্ণে দিবে কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেনমতে তিরস্কার করে যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
ভালমন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ, তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী দেখিল, তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী ॥
ভুবন-বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
এস এস কোথা আছ, এস হে ঝটিতি ॥
মধ্যম পাণ্ডব এস ভীম মহাবল।
দুষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত ফল ॥
তোমরা যে পঞ্চ ভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় ॥
শূন্যালয়ে আছি, দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥
সকল দেবের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাইবে দুর্ম্মতি ॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমেতে আসে তিন ভাই ॥
শূন্যালয় দেখি মনে হইলেন স্তব্ধ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে শীঘ্র ধায় সেই পথে ॥
চিন্তাকুল ধায় সবে, না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিলেন যায় জয়দ্রথ ॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনে ঘন।
দূর হৈতে আশ্বাসিয়া কহে তিন জন ॥
ভয় নাই, ভয় নাই, বলয়ে বচন।
হেন কালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিয়া আসে ভাই দুই জন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥
দূর হ'তে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল ॥
অর্জ্জুন কহেন, ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
কি হেতু আইল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন দুষ্ট জনে ॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় ॥

ভীম বলে, এ কথা না লয় মম মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-ভবনে॥
চল শীঘ্র, ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুবেগে।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর আগে॥
হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে কপিধ্বজ আসিল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
ক্রোধ ভরে রথ হৈতে পড়ে দিয়া লাফ॥
বেগেতে ধাইল দুষ্ট অতি ভয়াকুলে।
চক্ষুর নিমেষে ভীম ধরে তার চুলে॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত গরুড়মুখে যেন সর্পশিশু॥
সেইমত তার চুল ধরিলেন টান।
ক্রোধভরে গেল যথা আছে যাজ্ঞসেনী॥
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখ মন॥
যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টমার।
তাহার উচিত ফল মার মুখে লাথি॥
আছিল মনের ক্রোধে দ্রুপদ-নন্দিনী।
সম্বরিতে নারে ক্রোধ, দহিছে পরাণী॥
তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অধর্ম্ম নাহিক ইথে বিচারে জানিল॥

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল॥
আরে দুষ্ট, থাকে যার জীবনের আশা।
সে কভু করয়ে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণি মারে দশটী চাপড়॥
বজ্রতুল্য খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানি তবে লয় কত দূর॥
অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনশ্চ টানিয়া তারে আনে কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ ধ্বস্তবেশ বহে রক্তধার।
ফাঁফর হইয়া কান্দে, নাহিক নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমিতলে ঘসে তার মুখ।
দেখি দ্রৌপদীর মনে পরম কৌতুক॥
পুনঃ পুনঃ প্রহারিল বীর বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন, শুন ভীম, করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি, মারিলে অধর্ম্ম॥
ভাল হৈল দুষ্ট পাইল সমুচিত ফল।
দোষ মত যত দণ্ড হৈল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন॥
ভগিনী ভাগিনি দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে আর মোর জ্যেষ্ঠতাত॥

সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ, লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি বৃকোদর।
জয়দ্রথে এড়ি বীর হইল অন্তর॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মূঢ়মতি।
মনে মনে চিন্তা করে, পেনু অব্যাহতি॥
নিঃশব্দে রহিল দুষ্ট হয়ে নম্রশির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে॥
ক্ষণেক না হৈত যদি মম আগমন
এতক্ষণ যাইতিস্ শমন সদন॥
পলাইয়া যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্ট জন॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবে সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল॥
তবে ধর্ম্ম কৃষ্ণারে কহিল এই কথা।
দুঃখ মন তেজহ দ্রুপদ-রাজ-সুতা॥
তোমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এইমত সর্বজন হইবেক নষ্ট॥
এত বলি আশ্রমেতে যান ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥
পাঠাইয়া দিলে মোরে কৌরব-প্রধান।
তার কার্য্য সাধিবারে বিধি কৈল আন॥
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব, যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মন দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য, আমি হীনবল॥
তপোবলে পাণ্ডবেরা হয় বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবরে।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বরে॥
প্রসন্ন হইবে যবে কৈলাসের নাথ।
পাণ্ডবে জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ॥
তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
ত্যজিব জীবন এই করিলাম পণ॥
এত বলি হিমালয় পর্বতে সে গেল।
শুচি হয়ে মন আত্মা সংযত করিল॥
নিয়ম করিয়া, নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ॥
কত দিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল।
অতঃপর পান করে শুধু মাত্র জল॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী॥
বর্ষাকালে চারিমাস বসি বৃক্ষতলে।
মস্তক পাতিয়া ধরে বরিষার জলে॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে মহাবীর॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হলেন মহেশ॥
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র-কলেবর॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে নির্জ্জনে
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে॥

হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা, মাগ ইষ্টবর॥
ইহা শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে॥
বিস্মিত হইয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন॥
রাজা বলে, তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস॥
ভক্ত জানি নিজ রূপ ধরিলেন হর।
রজত-পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর॥
কটিতটে ফণিরাজ, পরা বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অক্ষমাল॥
উপবীত নাগের, গলেতে হাড়মাল।
সুচারু চন্দনে কলা শোভিয়াছে ভাল॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ, দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হয়ে তবে পড়ে ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি, কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজ গুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন, রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
এত শুনি শূলপানি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা চাহ অন্য বর॥
জয়দ্রথ বলে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
মহেশ বলেন, তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃ পুনঃ কি কারণে কহ অসঙ্গত॥
পাণ্ডব ভুবন-জয়ী, শুন মহামতী।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
মনুষ্য জানিয়া-তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীন প্রজ্ঞা॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিতে বিস্তর।
অন্য যাহা ইচ্ছা রাজা, মাগ সেই বর॥
আপনার ইষ্ট যে, সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট॥
এখন জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি হেতু আসিয়া দিলে অধমেরে দেখা॥
যাহ প্রভু নিজ স্থানে করহ গমন।
প্রাণ ত্যাগ করিব, করিনু নিরূপণ॥
ধূর্জ্জটি বলেন, বাক্যব্যয় কর মিছা।
করিবে যে কর, তবে আপনার ইচ্ছা॥
পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি কাহার শকতি॥
জয়দ্রথ পুনঃ বলে, করহ গমন।
হেথায় রহিয়া তবে কোন্ প্রয়োজন॥
নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগম্বর।
কৈলাস-শিখরে যান দুঃখিত অন্তর॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্ব ঋষি॥
উর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
হেরিয়া জয়দ্রথের তপ জপ ভক্তি।
হরের রহিতে আর না হইল শক্তি॥
যথায় নৃপতি বসি সহে তপঃক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ॥

রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ, যাহে লয় তব মন॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ, তাহা লহ, কি আছে দুর্ল্লভ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি॥
মহামদে অন্ধ, রোষে আচ্ছাদিত মন।
সকল ছাড়িয়া চাহে পরের হিংসন॥
জয়দ্রথ বলে, যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন, জিনিব পাণ্ডবে॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই॥
শুনিয়া কহেন শিব, শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্ট বর॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষে পাণ্ডব তাহে, নহে অন্য জন॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই, অজেয় সংসারে।
কোন্ জন হবে শক্য, জিনিতে তাহারে॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন্ জন॥
পরম পুরুষ যেই ব্রহ্ম-সনাতন।
দুই দেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ॥
বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর-নারায়ণ রূপে পূর্ণ অবতার॥
নররূপ ধরে পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজে নারায়ণ॥
মহামদে অন্ধমতি, না জান কারণ।
অর্জ্জুনে জিনিতে বর দিবে কোন্ জন॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বর কিসে গণি, আমি না হইব শক্য॥
যদ্যপি একান্ত হৈল তোমার মনন।
জিনিবে অর্জ্জুন বিনা আর চারি জন॥

রাজা বলে, ভাল আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ।
বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ॥
যদ্যপি একান্ত কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয়॥
জীবন সফল তবে, পূর্ণ হবে আশ
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস॥
বড় বংশে জন্মি তোর হীন বুদ্ধি হয়।
কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয়॥
অর্জ্জুন অজেয় জান, এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ নর আমা আদি জনে॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ মহাবীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি, একই শরীর॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাঁহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব॥
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম॥
জিনিতে নারিবে রাজা কভু হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে॥
অভিমন্যু পুত্র তার অতি বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা, প্রিয় প্রাণের সমান॥
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর॥
আত্মা হৈতে পুত্র হয়, শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে জিনিবে ধনঞ্জয়॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিৎ না হবে মরণ॥
কি কর্ম্ম করিবে তারে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ॥
এত শুনি তুষ্টমতি হয়ে নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি॥
কৈলাস শিখরে তবে যান মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা নগর॥

মহাভারতের কথা সুধা সমতুল।
কাশী কহে, ব্যাসের গাথা বিশ্বে অতুল॥

— —

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হয়ে।
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লয়ে॥
রাজা বলে, কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব কারণ॥
কেহ বলে, জয়দ্রথ গেল নন্দদিন।
কর্ম্মে কি হইবে শক্য বল-বুদ্ধি-হীন॥
কেহ বলে, পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্র-হাতে॥
কেহ বলে, কার্য্যসিদ্ধি করিতে নারিল।
লজ্জায় না দিল দেখা নিজ রাজ্যে গেল॥
এইরূপে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আসিল দুর্ম্মতি॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কত দূর॥
বহু কাল পরে পেয়ে বন্ধু দরশন।
পরস্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
কৌতুকে করেন দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে কহ শুনি বিলম্ব কারণ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর আদ্যোপান্ত যত সমাচার॥
শুনি জয়দ্রথ মুখে সব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে, আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিয়োগ হয় যখন যেমন॥
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্ব্বজন।
দুঃখ মনে নিজগৃহে রহে দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা মহাকাব্য ভাণ্ড।
শ্রীদ্বৈপায়ন রচিত অষ্টাদশ কাণ্ড॥

—

যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ অতঃপর।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন॥
মহাতেজোবন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিলেন পঞ্চজন॥
আগুসরি কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী॥
সেইমত সম্ভাষেন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী॥
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন।
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বিধিমতে।
সান্ত্বাইয়া তাঁরে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, করি নিবেদন।
কহ শুনি, এখানে কি হেতু আগমন॥
মুনি বলে, ইচ্ছা হৈল তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্য স্থানে॥
মহা অভিমানে ক্ষুব্ধ রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস বদনে বসিলেন নম্রশির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে, কহ ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায়ে বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ, অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অবিলম্বে পাবে রাজ্য দেশ॥
কত শত কষ্ট সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাপি থাকিতে নিত্য কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয়, বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে॥
বহুদিন অন্তে আসি তব দরশনে।
তোমায় দুঃখিত হেরি দুঃখ পাই মনে॥
রাজা বলে, কিবা কহ মোরে মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর॥
না হইল, না হইবে, আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্য ফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু সুখ দুঃখ অজ্ঞান সময়॥
ছল করি যেই কর্ম্ম কৈল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ, জানহ আপনে॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য-অধিকার।
ভ্রাতৃ পত্নীসহ হৈল বৃক্ষতলা সার॥
রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চ জনে
চিরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিনু কাননে॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভুঞ্জিব কর্ম্মের ফল বিধির ঘটনে॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা॥
নানা সুখে বঞ্চে পূর্ব্বে পিতার আগারে।
এবে দুঃখ ভোগ করে আসি মম ঘরে॥
নারী মধ্যে হেন আর নাহি সুশিক্ষিতা।
দানধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিতা॥
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার মহাকষ্টে কৈল পরিত্রাণ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখ হেরি সকাতর মন॥
বিশেষ শুনহ মুনি আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথ॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনা-নগরে॥
পথে হেরি বাহুড়িল পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরে বৃকোদর॥
ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা॥
কেবল তোমার মুনি চরণ-প্রসাদে।
নিমেষেতে পরিত্রান হৈনু অপ্রমাদে॥
এইমাত্র আশ্রমেতে আসি পঞ্চ জনে।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে॥

সহনে না যায় মুনি রমণী-লাঞ্ছনা।
ইহা হেতু মৃত্যু শ্রেয় হয় বিবেচনা॥
আজন্ম পাইনু দুঃখ, নাহি পরিমাণ।
না হয়, না হবে দুঃখী আমার সমান॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি॥
কহিলে যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলি, নাহি লয় মম মন॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা বর্ণিতে যার আমি নাহি পারি॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
যদি তুমি বনবাসী, গৃহী কোন্ জন॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান ধর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম॥
নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন।
বসুমতিপতি-যোগ্য তুমি সে রাজন॥
অল্পদিনে দেখ রাজা কৌরবের অন্ত।
কহিনু তোমারে রাজা ভবিষ্য বৃত্তান্ত॥
আর যে কহিলে তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে॥
নারীতে এতেক কষ্ট, কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যাঁর পতি নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ॥
দশ মাস ছিল বন্দি অশোক কাননে।
অবিরত প্রহার করিত চেড়ীগণে॥
তবে রাম মারি সব রক্ষ দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা বহু ক্লেশ পায়।
যতেক দুঃখের কথা বর্ণনে না যায়॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে মহাক্লেশে।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে॥
দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা, কেন কর খেদ॥
মার্কণ্ডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদন করি মুনি, কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
কেন জন্ম নিল লক্ষ্মী দেব নারায়ণ।
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জয়-বিজয়ের প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিলেন মহা-তপোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক অপূর্ব্ব কাহিনী॥
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ॥
দ্বাররক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর॥
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটনে
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে॥
বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুই জনে।
তবে ক্রোধেতে ক্ষিপ্ত হইয়া অপমানে॥
দ্বিজবর অভিশাপ দিল দুই জনে।
জন্ম লহ দোঁহে মর্ত্ত্যে আমার বচনে॥

বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন।
দুঃখেতে চলিল যথা প্রভু নারায়ণ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষীকেশ॥
আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর॥
কাহার শকতি তাহা করিবে হেলন।
অবশ্য জন্মিবে ক্ষিতিমধ্যে দুই জন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে॥
কর্ম্মদোষে দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায়।
কিরূপে শাপান্ত হবে, জন্মিব কোথায়॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায়॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় তোমাকে॥
মোর মিত্রভাবে জন্ম লহ গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র, তিন জন্ম সার॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি লহ তিন বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে॥
এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিত অন্তর॥
মহাভারতের কথা মহাকাব্য ভাণ্ড।
দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত অষ্টাদশ কাণ্ড॥

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে প্রথমবার জন্ম।

এত শুনি কহেন ধর্ম্ম, চাহিয়া মুনি।
কিরূপে কোথায় জন্মে দোঁহে কহ শুনি॥
মার্কণ্ডেয় কন রাজা শুন জন্মকথা।
এক দিন দিতিদেবী কশ্যপ-বনিতা॥
পুত্রকামা করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর॥
দিতি বলে, পশ্চাৎ করিবে সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর, পুত্রকামা আইলাম আমি॥
মুনি বলে, হৈল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হৈলে, কভু ভাল নয়॥
দিতি বলে, মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ, জন্মাহ তনয়॥
হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি॥
মুনি বলে, না শুনিলে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে॥
ধর্ম্ম পথ বিরোধি, জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ॥
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে॥
এতেক বলিল মুনি ভাবিয়া উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর॥
মুনির ঔরসে আর দিতির গর্ভেতে।
জয়-বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে॥
যথাকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী॥

জন্মকালে হৈল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥
প্রাতঃকাল হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল দোঁহে মহাবলধর ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥
একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব-দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি ॥
ভয় না করিয়া সবে যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে ॥
অখিল জীবের গতি দেব নারায়ণ।
তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোন জন ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্ব জন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন ॥
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
সুরাসুর সবে জিনে যত ত্রিভুবনে।
হেন জন নাহি, যুদ্ধ করে তার সনে ॥
যুদ্ধ বিনা থাকিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
হিরণ্যকশিপু ভায়ে রাখি সিংহাসনে।
আপনি চলিল দৈত্য যুদ্ধ অন্বেষণে ॥
মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
নারদ বলেন, তব সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে, তারে বল কোথা চেষ্টা করি ॥
কহ মুনি, কোথা তার পাব দরশন ॥
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ ॥
নারদ বলেন, তুমি বিক্রমে বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে।
শীঘ্র গিয়া তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি, বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে প্রণমিয়া প্রবেশে পাতাল ॥
তথায় দেখিল পরিপূর্ণ সব জল।
না পায় হরির দেখা চিন্তে মহাবল ॥
জলেতে গদার বাড়ি মহাক্রোধে মারে।
কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দেন দরশন ॥
কতদূরে গর্জ্জি দেব করে মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে।
দৈবাৎ বরাহ সহ দেখা হৈল পথে ॥
হিরণ্যাক্ষ বলে, দেখ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন ॥
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মরিবে আজি আমার প্রহারে ॥
বাক্যযুদ্ধ হৈল আগে, পরে গালাগালি।
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
তবে হরি বধিলেন দৈত্যের পরাণে।
কামরূপী বরাহ রহেন সেই স্থানে ॥
হেথায় বিলম্ব হেরি যত পুরজন।
চিন্তিত হইল সবে, না বুঝে কারণ ॥
কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥

ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্ন-সিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা
নারদ কহিল, রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধারিতে দেবদেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিতে বরাহরূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তার ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এতদিন না জান এ সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে, মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা বিনা না হিংসিব কভু অন্য জনে
পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম যথা যজ্ঞ, করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সবে পায় ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হৈল শিশু মহাভক্তিমান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নারায়ণ পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশে শুদ্ধ হয় বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥
আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যতক্ষণ ॥
কেবল রাখি মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি ॥
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা ॥
শুন ভাই, এই পাঠে কোন্ প্রয়োজন।
না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন ॥
তরিয়া যাইবে তার নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত, কারো নাহি দায় ॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা সব কহিল ব্রাহ্মণে ॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥
বিপ্র বলে, শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ ॥
যতেক পড়াই আমি, তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম রামায়ণ ॥
কৃষ্ণ বিনা তার আর নাহি মনোরথ।
সকল বালকেরে সে কহে এই মত ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নরপতি পুত্রে ডাকাইল ॥

জিজ্ঞাসিল, কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ ॥
কেবা সেই বিষ্ণু, তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
শিশু বলে, এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে ॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
তাহে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥
এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥
অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে।
বৈরীরূপে সদা তুমি ভাব তারে মনে ॥
অভাগ্য তাহারে বলি, ভক্তি নাই যার।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে, মিথ্যা জন্ম তার ॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা যাঁর নাহি পান দেখা ॥
তুমি আমি কিবা ছার, তাহে কোন্ লেখা ॥
আমার পরমারাধ্য সেই দেব হরি।
অশেষ বিপদ হতে যার নামে তরি ॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে বলে তবে দানবের পতি ॥
মোর বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাত্মন।
কাষ্ঠের ভিতর যথা থাকে হুতাশন ॥
জন্মিলে পোড়ায়ে কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার ॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত ॥
না রাখিব এই শিশু মার এই কাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥
রাজার আদেশ শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ ॥
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত ॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকি দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল, কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি ॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগুণ-কথা ॥
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা।
নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন ॥
প্রহ্লাদ কহিল, মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি ॥
কত শিব, কত ব্রহ্মা, কত দেব দেবী।
না পায় যাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥
আমার পরম ইষ্ট তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে, শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর ॥
আজ্ঞামাত্র ধাইল যতেক দৈত্যগণ।
প্রহ্লাদে বেড়িল আনি যতেক বারণ ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল হস্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কি প্রকারে ভাঙ্গ গজদন্ত ॥
শিশু বলে, করীদন্ত বজ্রের সমান।
কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি ক্রোধ মনে।
আদেশ করিল যত অনুচরগণে ॥

যেই রূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে ধরিল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল ॥
কৃষ্ণ বলি অগ্নি মাঝে পড়া মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি, না হইল কিছু ॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর ॥
সবে মিলি গিরি শিরে প্রহ্লাদেরে তুলি।
পৃথিবী উপরে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তূলার উপরে ॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মল্লগণে ॥
সংহার করিতে দিল তাহাদের হাতে ॥
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে ॥
তবে রাজা নিকটেতে ডাকি বিপ্রগণে।
এক যজ্ঞ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হৈল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ ॥
তবেত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে, রক্ষা কর নারায়ণ ॥
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির ॥
বিশেষ আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্লেশ।
আমারে করিয়া কৃপা রাখ হৃষীকেশ ॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব ॥
এরূপে করিল শিশু অনেক স্তবন।
ভক্ত-দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ॥
বাঁচাইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল আনন্দিত মনে ॥

দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার ॥
যাহ সবে সযত্নেতে, আন কালসাপ।
দংশিয়া মরুক আজি কুলাঙ্গার পাপ ॥
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ॥
পরম বৈষ্ণব-তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে ভুজঙ্গ বিষ কি করিতে পারে ॥
পাষাণ বান্ধিয়া তবে প্রহ্লাদের গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
শিশুর সন্ত্রাস কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে ॥
অবশ্য মরিব নাথ, দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায় ॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয় ॥
তাহা অবলম্বন করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর ॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায় ॥
কহেন প্রহ্লাদে তবে, মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর ॥
যাহারে এতেক স্নেহ আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন্ ছার ॥
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা, জানিলাম আমি ॥

রাজ্য ধন ভ্রাতা পুত্র দারা পরিবার।
প্রভুপণে সবাকে করিব অহঙ্কার॥
মহামদে মত্ত হয়ে অনীতি করিব।
আছুক অন্যের দায় তোমা পাসরিব॥
ব্রহ্মপদে প্রভু মোর নাহি প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ॥
তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মোর পিতার সদ্গতি॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক কথন।
তুষ্ট হয়ে শ্রীগোবিন্দ দেন আলিঙ্গন॥
প্রহ্লাদে কহেন, তুমি শরীর আমার।
মম সুখ দুঃখ ভোগ সকলি তোমার॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে যাও তুমি পরম কৌতুকে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
এতবলি বৈকুণ্ঠেতে যান দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
পাষাণ ভাসিল জলে সহিত তাহার॥
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে।
না জানি, পাইল প্রাণ কার অনুভবে॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন॥
বিনাশকালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, স্বর্গের সোপান॥

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি॥
কহ পুত্র বিস্ময় যে হৈল মোর মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জনে॥
শিশু বলে, সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
সঙ্কট হইতে মোরে রাখে সেই জন॥
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ॥
বিদ্যমানে দেখিলে যে মোরে বধিবারে।
কত না করিলে পিতা অশেষ প্রকারে॥
যত অস্ত্র প্রহারিল সব দৈত্যগণে।
হস্তিদন্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে॥
শীতল হইল অগ্নি, দেখিলে পরীক্ষা।
পড়িনু পর্ব্বত হৈতে, তাহে পেনু রক্ষা॥
মহামত্ত মল্লগণ হৈল দীনদর্প।
আরো জান বিষহীন হৈল কালসর্প॥
প্রসাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিলে তবে শিলা বান্ধি গলে॥
সাক্ষাতে দেখিলে, জলে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান॥
এ হেন বিভব সুখ-সম্পদ তোমার।
তাঁর ক্রোধে নিমিষেতে হবে ছারখার॥
ইহা শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু, কোন রূপ ধরে॥
শিশু বলে, আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার রূপ, বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মরূপে আছে প্রভু সবার ভিতরে॥

দৈত্য বলে, বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়॥
ইতি মধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
যথার্থ জানিব তবে তোমার এ কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল, শুন মোর নিবেদন।
যত জীব, তত শিবরূপে নারায়ণ॥
স্তম্ভমধ্যে আছে মোর অবশ্যই প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্য-কুলপতি॥
হাতে গদা লয়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যখানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার॥
পূর্ব্বেতে বন্ধাব স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্য-শরীর আর সিংহের বদন॥
স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অনন্ত সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব আকৃতি॥
সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য-শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তনু॥
দেখিয়া বিরাট মূর্ত্তি কাঁপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া দিব্য সিংহজটা॥
গভীর গর্জ্জিয়া করে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে হৈল ত্রাস॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি!
হিরণ্যকশিপু দৈত্য রোষভরে ধরি॥
উরু মধ্যে রাখি তারে বিদারিলা বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য, দেবের কৌতুক॥

মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছাগত নর কোন্ ছাড়॥
সংবরহ নিজমূর্ত্তি, দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেন মতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হয়ে তবে কহে ভগবান।
না হল, না হবে, ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
শাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া প্রহ্লাদ-কুমার।
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার॥
এই মতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনর্ব্বার হৈল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, শুনে লভে নর জ্ঞান॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে দ্বিতীয়বার জন্ম।

বলিলেন মার্কণ্ডেয় শুন সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা ছিল রাক্ষসের অধিকার॥

মহামত্ত হয়ে সবে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া জানাইল সবে ॥
শুনিয়া কহিল ব্রহ্মা দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু চক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে ॥
হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথা সবে বঞ্চে চিরকাল ॥
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র, নামে বৈশ্রবণ ॥
পুত্রে দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান
দিক্‌পাল করি দিল লঙ্কাপুরে স্থান ॥
পাতালে রাক্ষস ছিল, দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান হইতে পুনঃ করিল উপায় ॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা রূপবতী ॥
কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি নিজ স্থান লৈতে ॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল পুরী লঙ্কা।
পাতালে এখন আছি দেবে করি শঙ্কা ॥
লঙ্কায় কুবের আছে বিশ্রব নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন ॥
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে জন্মাহ সন্ততি ॥
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ রাজ্য ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুই মতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে ॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র-অভিলাষী ॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হয়ে কহে মুনি, লহ ইষ্টবর ॥
কন্যা বলে, পুত্রকাম্যে আসিলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি ॥
বিশ্রবা বলিল, এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস ॥
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় ॥
মনে দুঃখ জনমিল পুত্র কথা শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয়, অনুজ বিভীষণ ॥
জন্মমাত্র তিনভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল ॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে এল বর ॥
রাবণ বলিল, অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব, আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
ব্রহ্মা বলে, জন্ম হৈলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন ॥
জিনিবে দেবতাসুর নাগ যক্ষ রক্ষ।
অধীন তোমার হবে, আর হবে ভক্ষ্য ॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত সে জানি পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি ॥
তার মুখে বীণাপাণি দেবীরে বসাল।
ভ্রমবশে নিদ্রা-বর রাক্ষস মাগিল ॥
শুনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ॥
ব্রহ্মা বলে, ছ'মাসে দিনেক জাগরণ।
সে দিনের যুদ্ধে জয়ী হবে ত্রিভুবন ॥

যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্ব্বথায়॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া ভাই দুই জনে।
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে॥
বিভীষণ কহে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিন জনে॥
কতদিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি॥
তবে ব্রহ্মা দুই পক্ষে কৈল সমাধান।
কৈলাস পর্ব্বতে দিল কুবেরের স্থান॥
তিন পুর জিনি ক্রমে করি অধিকার।
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার॥
মেঘনাদ তার পুত্র অতি মহাবল।
ইন্দ্রজিৎ নাম তার জিনি আখণ্ডল॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল॥
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ॥
ব্রহ্মার আগেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা নিজ সঙ্গে লয়ে দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে॥
অনেক কহিল স্তব বেদের বিধান।
জানিয়া কহিলা তবে দেব ভগবান॥
আশ্বাস করিয়া কহে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ, সুখে থাক সর্ব্বজনে॥
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিয়া রাক্ষসগণে, শুন পদ্মযোনি॥
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর।
আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর॥
পূর্ব্বেতে বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহনী।
সংক্ষেপে কহিব তাহা, শুন ধর্ম্মমণি॥
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
শ্রবণে পঠনে নর লভে ধর্ম্মজ্ঞান॥

রাম লক্ষ্মণরূপে বিষ্ণুর চারি অংশে মর্ত্ত্যে নররূপে জন্মগ্রহণ।

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করে মহা-পরিশ্রমে॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম।
তাই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম॥
ভুবনে অবতীর্ণ, দেবের দুঃখ অন্ত।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজ জন্ম করেন বিধান॥
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে॥
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে গেল যথা আছে দুই রাণী॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার কাছে।
ভোজন করহ চরু দোঁহে তুল্যভাগে॥
নৃপতির মুখে শুনি এইরূপ বাণী।
নিলেন আনন্দে সেই চরু দুই রাণী॥
সুমিত্রা নামেতে তার তৃতীয়া মহিষী।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র-অভিলাষী॥

অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি যবে খান দুই জনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে॥
পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রায় আগে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয়॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এইমত॥
এইরূপে খাইল চরু আনন্দিত মনে।
যথাকালে গর্ভাবতী হৈল তিন জনে॥
সিংহাসনে তুষ্ট মনে আছে নৃপমণি।
একে একে প্রসবিল তিন রাজরাণী॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ব॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতায় শক্রঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণ সংযুত॥
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার।
উল্লসিত ধরাধাম, হর্ষ সবাকার॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ চন্দ্র।
অস্ত্র-শস্ত্রে বিশারদ, দেখিতে আনন্দ॥

লক্ষ্মীরূপা সীতার জন্ম ও শ্রীরাম সহ বিবাহ।

ধর্ম্ম কহে, অতঃপর কহ মহাঋষি।
কি কার্য্য সাধেন হরি মরধামে আসি॥
পরিণয় হয় কিবা নয় কহ মুনি।
কেবা হয় রামপত্নী কহ মোরে শুনি॥
মুনি কন, মিথিলার জনক রাজর্ষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা।
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা॥
এ দিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে॥
জনকেরে কহিলেন সুরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী॥
দুর্জ্জয় হরের ধনু ভাঙ্গে যেই জন।
তাহাকে জানকী দিবে কর এই পণ॥
সেইরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল॥
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা, রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি॥
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিচার করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ স্থানে॥
মুনি দেখি পূজে রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এখানে কি হেতু আগমন॥
মুনি বলে, যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেয় সাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ॥
দুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ॥
দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষেতে।
হেনকালে তারকা সহিত দেখা পথে॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী-মাল।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল॥

দেখিয়া রাক্ষসী মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী॥
তবে দোঁহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে বলিলেন সব বিবরণ॥
শুন রাম, সদা নাহি রহে হেথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ, আসি করে নষ্ট॥
যজ্ঞধূম নিরখিলে করে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে, কার নাহি চলে দৃষ্টি॥
শ্রীরাম কহেন, সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর, আসুক ঐ রক্ষ দুরাশয়॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
কোন ছার রাক্ষসেরে নাশিব অবাধে॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে॥
হেন কালে নভমার্গে হেরি ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময়॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞভূমি আচ্ছাদিল রাক্ষসের ছায়া॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়।
ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাধানুকী শ্রীরাম দেখিয়া নয়নে।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগন-মণ্ডলে॥
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে।
আশীর্ব্বাদ করে বহু শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
যজ্ঞ-শেষে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন॥
রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম, চল যাই তথা॥

হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলা নগরে॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রামে হরিষ অন্তর॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে।
আমার বাসনা হয়, কন্যা দিই রামে।
রূপ দেখি কন্যাদান করিলে বিশেষে।
কলঙ্ক রটিবে উভয়তঃ সর্ব্বদেশে॥
বলিবে জনক রাজা বড়-রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী॥
সূর্য্যবংশ জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিল রাম না সাধিয়া পণ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি, কি কর্ম্ম করিব হায় হায়॥
সীতাদেবী শুনি বার্ত্তা আসে সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে॥
বিচার করিয়া দেবী মানিল বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয়॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
হরিষ বিষাদে এইমত সর্ব্বজন॥
বিশ্বামিত্র মুখে রাম হয়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে শরাসন হলেন উদ্যত॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বামহাতে ধরি॥
হেনকালে যোড় করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বলিলেন যত দেবগণ॥
বাসুকিরে বলিলেন, ক্ষণ হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে॥

লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড় হাত।
শীঘ্রগতি শরাসন ভাঙ্গ রঘুনাথ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে॥
যখন ধনুকে হাঁটু দিল রঘুমণি।
থর থর তখনি যে কাঁপিল মেদিনী॥
মুনি ঋষি সিদ্ধগণ ভাবিতে লাগিল।
মনুষ্য নহেন রাম তখনি জানিল॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মাঝখানে ভাঙ্গি ধনু হৈল দুই খান॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
আছুক অন্যের কাজ, বাসুকি টলিল॥
সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন॥
এই মতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর।
মিথিলা নগর হৈল আনন্দ-মন্দির॥
যুধিষ্ঠির বলে, মুনি এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ-অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয়॥
আপনারে প্রণমিল কিসের কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন॥
মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
সত্যযুগে হৈল এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধে নারায়ণ।
বিরাট নৃসিংহ মূর্ত্তি হলেন যখন॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
গর্ভিণী ব্রাহ্মণীর হইল গর্ভপাত॥
শাপ দিল সে ব্রাহ্মণী পেয়ে দুঃখভার।
যেই জন করিলেক এত অহঙ্কার॥
আপনা না জানিবে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি পাসরিবে এই অহঙ্কারে॥

ব্রাহ্মণীর অভিশাপ বৃথা নহে কভু।
ব্রহ্ম পদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু॥
বিস্মৃত হলেন আপনারে সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন॥
সে কারণে হন প্রভু মনুষ্য-শরীর।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই কহিনু যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা-সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অযোধ্যা নগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ॥
জনক পাঠান তবে শীঘ্র দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া হলেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত॥
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতূহলে॥
মিথিলা নগরে আসিলেন দশরথ।
জনক আইল আগুসরি কত পথ॥
সমাদরে অভ্যর্থনা করে বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান
সীতানুজা কন্যা ছিল পরমা রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপাম॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা॥
চতুর্দ্দিকে মুনিরাজ করে বেদধ্বনি।
আনন্দে পুরিল দশরথ নৃপমণি॥

দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ।
দশরথ নৃপতিরে পূজিল বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে ॥
মুনিগণে প্রণমিল ক্রমে সর্ব্ব জন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখে লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জনে ক্রোধে রঘুবীরে কয় ॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু তুমি রণে কর আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা ॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি জানে সর্ব্ব জনে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে ॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ, কি তার বাখান ॥
দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি, অনেক বিনয় ॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুত্রদান ॥
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয়।
হাসিয়া কহেন, পিতা না করিহ ভয় ॥
ডাকিয়া কহেন রাম তবে ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে ॥
যাহ বিপ্র ত্যজ আজি, পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার ॥
নহে এত অপমান সহে কার প্রাণে।
দহিবারে পারি ক্ষিতি আমি এক বাণে ॥
যখন ক্ষত্রিয় সহ তোমার সংগ্রাম।
সেইকালে মহীতলে নাহি ছিল রাম ॥
কহিলে, শিবের ধনু ছিল পুরাতন।
দেখিব তোমার ধনু, দেহ ত কেমন ॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দেন রঘুনাথে ॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুর সহিত তেজ নিল রঘুবীরে।
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহেন শুন ওহে দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি, ব্যর্থ নহে বাণ।
শীঘ্র কহ, তোমার রোধিব কোন্ স্থান ॥
হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ, ক্ষমা কর সব ॥
স্বর্গ-অভিলাষ নাই তব দরশনে।
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে ॥
তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ-মন্দির হৈল অযোধ্যা নগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহালয় ॥

শ্রীরামের অধিবাস ও বনবাস।

এইরূপ নিয়মেতে কত কাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্র ডাকি সবে কহে সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
কৈকেয়ী দাসীর মুখে শুনি এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥

রজনীতে দশরথ গেল তাঁর স্থানে।
দেখিলা, কৈকেয়ী আছে মহা অভিমানে॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী।
পাসরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী॥
তুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার॥
রাজা বলে, প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্ দায়।
অবিলম্বে বর লহ, দিব সর্ব্বথায়॥
কৈকেয়ী কহিল, নাথ এই এক বর।
ভরতে করহ এবে রাজ্যে দণ্ডধর॥
দ্বিতীয়ে করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবে রাম বনবাস॥
এতেক শুনিয়া রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে তুঃখমনে॥
তবে রাম শুনিয়া সে সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার॥
বিদায় লইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখ মনে॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় লইতে যান মায়ের গোচর॥
শ্রীরামের বনবাস, শুনি এই বাণী।
শোকভরে হতজ্ঞান কান্দে মহারাণী॥
বিলাপ করিয়া পুত্রে কত কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা, অনুজ লক্ষ্মণ॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে অবস্থান।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
'হা রাম হা রাম' বলি ত্যজিল পরাণ।
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
মরিবে পুত্রের শোকে পেয়ে মনস্তাপ॥
হেনমতে নৃপতির হইল মরণ।
অযোধ্যায় ঘরে ঘরে উঠিল রোদন॥
বিচার করিল পাত্রমিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দা করি করে তিরস্কার॥
নৃপতির সৎকার কৈল সেইক্ষণে।
ভরতেরে বলে সবে বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল, সবে হৈলে জ্ঞানহত।
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজা হৈয়া বসিব সিংহাসনে॥
এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন্ লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজ্য সম্ভবে সেবকে॥
বিশেষে মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই শীঘ্র রামের গোচর।
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে॥
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
তেমন বাকল পরি ভাই দুই জন॥
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পেলেন উদ্দেশ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িল চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে॥

আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই॥
মোরে দেখি কর ক্ষমা, জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ॥
চল প্রভু, নরপতি হবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে॥
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন পিতা সেই মনোদুঃখে॥
তবে রাম শুনিলেন সব সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার॥
উচ্চৈস্বরে কান্দিলেন পেয়ে মহাতাপ
সেইমতে সর্ব্বজন করিল সন্তাপ॥
ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত॥
কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ॥
জননীর কিবা দোষ, দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে।
ততদিন রাজা হয়ে বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল, ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে সিংহের ভার জম্বুকে কুলায়॥
তবে যদি সত্য প্রভু করিবে পালন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস কর তুমি বন॥
পাদুকা যুগল তব দেহ নরপতি।
নতুবা, রহিব আমি তোমার সংহতি॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হয়ে পুনর্ব্বার দেন আলিঙ্গন॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্ব্বজনে॥
সাবধানে রাত্রিদিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম॥
চিত্রকূট গিরিবরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন চতুর্দ্দশ দিনে।
লক্ষ্মণ কহিল, প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে॥
এইমত বিচার করিয়া তিন জনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপবনে।
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটী বনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযথ স্থানে॥
রহিলেন বহুদিন পঞ্চবটী বনে।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে॥
সূর্পণখা নামে রাবনের সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে, অত্যন্ত মুখরা॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর॥
দূর হৈতে দেখে দোঁহে দিব্য রূপধারী।
কামে হতচিত্তা হয়ে দুষ্ট নিশাচরী॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
বিনয়ে কহিল সেই রাম পাশে আসি॥
নিবেদন করি, আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে, আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা॥
শ্রীরাম কহেন, তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী, দেখ বিদ্যমানে॥

এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল. আমি আজন্ম তপস্বী ॥
তবে সূর্পনখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্য সিদ্ধি না হইল সীতার কারণে ॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে এড়িলেক বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীব কাটে নাক কাণ ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দুষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয় ॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥
তাহা দেখি সূর্পনখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কাহল গিয়া রাবণের আগে ॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যা সহ বনে আসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মোর অস্ত্র খরশানে ॥
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতে।
সীতা সমা রূপবতী না পাই দেখিতে ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হৈল মোর মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে ॥
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির ॥
শুনিয়া রাবণ হইল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ দেখিয়া ভগিনীব অপমান ॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে
কাছে ডাকি অবিলম্বে বলে মারীচেরে।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
আপনি যাইব ধরি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ ॥
মারীচ কহিল, রাজা মোর শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয় ॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনি-যজ্ঞ-নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে ॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ ॥
এখন যৌবন কালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে, তবে পাব ভাল ফল ॥
ইহা শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হয়ে।
মারীচে কাটিতে যায় হাতে খড়্গ লয়ে ॥
ভয়েতে মারীচ বলে, যাব পঞ্চবটী
তুমিই কাটহ, কিবা রাম ফেলে কাটি ॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার কিংবা রাম অবশ্য মরণ ॥
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ, অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর ॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে ॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর।
'ভাই রে লক্ষ্মণ' বলি পড়ে নিশাচর ॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে ॥

সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানর ও বিভীষণের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ, শ্রীরামের শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা, রাম নাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ-সখা।
যুদ্ধ কৈল, রাবণ কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবী তুমি ভজহ আমায়॥
সীতা বলে, মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কত দিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে॥
হেথা মৃগ মারি রাম আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে॥
শ্রীরাম কহেন, ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আসিলে।
লক্ষ্মণ বলেন, দেবী তব শব্দ শুনি।
আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হলেন অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
শোকাকুল হয়ে ভ্রমে কাননে কাননে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরু-লতাগণে॥
ত্যজিয়া আহার জল আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধেতে আহত॥
তাহার নিকটে চলিলেন দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণে॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষিরাজ কহিলেক কথা।
লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা॥
অরুণ-নন্দন আমি তব পিতৃসখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
হত পাখা হল শেষে বধূর কারণ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন॥
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পা-নদীতটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমূকের নিকটে॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
সুষেণ সুগ্রীব নল নীলহনুমান॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে॥
সুগ্রীব জানিল, এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥
মোর জ্যেষ্ঠ বালি হয়, রাজ্য-অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল, আমি যুদ্ধেতে না পারি॥
মুনিশাপে আসে হেথা, তার শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে, শুনহ গোঁসাই॥

রাম বলে, আজি হৈতে তুমি মোর মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা॥
সুগ্রীব বলিল, তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হৈল মোর ভার॥
শ্রীরাম কহেন, কালি প্রত্যুষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায়॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য-অধিকারী॥
চারি মাস সেই স্থানে রহে রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবেরে লয়ে তবে সাথ॥
সমুদ্রের তীরে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে॥
পবন-নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্রে মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা॥
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাহে হইলেন স্থির॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণ-অনুজ ধর্ম্মশীল বিভীষণ॥
করোযাড়ে করি নৃপে কহে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি॥
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজ্যলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে॥
অতি দুঃখে বহির্গত হৈল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ॥
শ্রীরাম কহেন, তুমি শত্রু-সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিবে অন্তর॥
বিভীষণ বলে, প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি॥
ইথে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা, কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব, আর জীব দীর্ঘকাল।
শুনিয়া রামের হৈল আনন্দ বিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস-ঈশ্বর॥
তপস্যা করিয়া চিরকাল যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন্ জন।
হাসিয়া কহেন রাম, বালক লক্ষ্মণ॥
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝি হাসিলে ভাই, তুমি শিশুমতি॥
আজি হৈতে মিত্র মম হৈলে বিভীষণ।
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়া রাবণ॥
বিচার কারণে তিনজন এই মত।
লঙ্কায় গমনে সবে হলেন উদ্যত॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে॥
বান্ধে নল জলনিধি রাম-উপরোধে।
কটক সকলে পার হয়ে কার্য্য সাধে॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ।

প্রধান প্রধান যোদ্ধপতি দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের সেনা॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেন দ্বার।
মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সার॥
সবান্ধবে সুসজ্জায় আসে দশানন।
দেখি চমকিত হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয়॥

শ্রীরাম কহেন শুনি মিত্র বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ॥
এইমত চিত্তে রাম করেন বিচার
হেথায় রাবণ আসি কৈল মহামার॥
সেনাপতি-সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ, রাক্ষসপতি-রাম॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পারপাটি।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥
তবে রাম পাঠালেন বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বাক্যে দশানন দুঃখমতি।
পাঠাইল বহু বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
মুনি বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তর
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নৃপবর॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ, নাহিক অবধি॥
পড়িল রাক্ষস সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত॥
করিল রাক্ষসী-মায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গরুড় স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈলা প্রকার বিশেষে॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ সহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার।
মহাক্রোধে আসি সবে করে মহামার॥

শিলা বৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্র-শস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হৈল অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আসে তবে বীর মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া ইন্দ্রজিৎ জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্ স্থানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি॥
থাকুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ, রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেন সুষেণ প্রধান।
গন্ধমাদন গিরি আনিল হনুমান॥
ঔষধ চিনিয়া দিল বানর সুষেণ।
আপনি বাটিয়া দিল রক্ষ বিভীষণ॥
যেই মাত্র পাইলেন ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য, সবে পায় প্রাণ॥
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনুর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে।
তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হতে উঠি যায় রাজ সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভাই দুই জনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তর যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি কারণে করিতেছ রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে, ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামে মোর এক সহোদর॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি, মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিলেন রক্ষ বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন॥
রাবণ কহিল কুম্ভকর্ণে সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি কৈল মহামার॥
গিলিল বানর একেবারে শতে শতে।
বাহির হৈল কেহ নাক-কান-পথে॥
দেখিয়া বিকট মুর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বর মারেন রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে ম'রিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভীত হইল রাবণ, সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইবে নিস্তার॥
বানর পুড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে, কে করিবে পার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পরে প্রবেশিল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ সর্ব্বসেনা।
বিনা ইন্দ্রজিৎ বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিত॥

ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষন লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ-কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন, আমি জানি ভালে।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবন-নন্দন॥
তবে ব্রহ্ম-অস্ত্রে তারে মারিল লক্ষ্মণ।
নিশ্চিন্ত হইল স্বর্গে সহস্র-লোচন॥
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি॥

রাবণ বধ।

পুত্রশোকে রণে আসে রাজা দশানন।
দেখি অগ্রসর হন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের সঙ্গে আসে বীর বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপ হৈতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেন শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥

মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনশ্চ লক্ষ্মণ তাহা কাটে দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
ময়-দত্ত শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা, রক্ষা কৈসে পরে॥
আপনা সংবর শীঘ্র, যায় শক্তি বর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হলেন ফাঁপর॥
প্রাণপণে বাণ মারে, নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সম শক্তি আসে শূন্যপথে॥
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর, রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান॥
পর্ব্বতে ঔষধ ছিল, তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ, আনন্দিত সবে॥
কাল পূর্ণ হৈল রণে আসিল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতলি লইল রথ রাবণ সম্মুখে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
যার যত শিক্ষা ছিল, দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমলোচন॥
রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেক শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে॥
পুনঃ পুনঃ যতবার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে॥
যোড় করে বিভীষণ করে নিবেদন
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বান আনিলে হবে রাবণের নাশ॥
হনুমানে নিবেদিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবন-নন্দন॥
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িল ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে॥
হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ॥
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমল লোচন॥
তোমারে রাখিল দশ মাস নিশাচর
না জানি আছিলে সীতা কেমন প্রকার॥
আমারে করিবে নিন্দা, এই বড় ভয়।
পরীক্ষা দেহ ত সীতা যদি মনে লয়॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখ মনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষণে॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড, প্রবেশিলা সীতা
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা॥
রামের আদেশে সীতা পড়েন অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার॥
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী-অবতার॥
আসিল দেখিতে তোমা যত পিতৃলোক॥
এই দেখ, দশরথ তোমার জনক॥
দেবগণ বলে, রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর॥
পরে রামে সম্ভাষণ করি সর্ব্ব জন।
যত দেবগণ গেল আপন ভবন॥
বিভীষণে দেন রাম রাজ্য অধিকার।
বানর কটকে কৈল বহু পুরস্কার॥

সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যা নগর।
সিংহাসনে বসিলেন হয়ে রাজ্যেশ্বর॥
মহাভারতের মাঝে রামের আখ্যান
পাঠে ধর্ম্ম পুণ্য লভে, কহে দিব্যজ্ঞান॥

———

দন্তবক্র ও শিশুপাল রূপে জয়-বিজয়ের
তৃতীয়বার জন্ম।

এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম কন মুনি প্রতি।
কহ তপোধন জয়-বিজয় ভারতী॥
শুনিবারে চিত্তে জাগে অতি কৌতূহল।
পুণ্যকথা কহি শান্ত কর দুঃখানল॥
নৃপবাক্যে মুনি কহে, কহি শুন ধর্ম্ম।
ভারত শ্রবণ সম নাহি আর কর্ম্ম।
ধর্ম্মী তুমি, তাই চাহ শুনিতে পুণ্যকথা।
তেঁই শুনাব তোমারে পুণ্যশ্লোক গাথা॥
জয়-বিজয়ের তৃতীয় জন্ম কথন।
সংক্ষেপে কহি শুন হইয়া একমন॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুষ্ট ভাবে লয়ে দোঁহে জন্ম॥
জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনর্ব্বার
দন্তবক্র শিশুপাল নাম দোঁহাকার॥
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হয়ে অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার॥
তিন অবতারে কৃষ্ণ দেব ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন ভবে পরিত্রাণ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে।
দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে একগুণে॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতাদুঃখে দ্রৌপদীর বিদরীল মন॥

মুনি বলে শুন রাজা, দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে॥
ক্ষত্রকুলে তার তুল্য নহে কোন জন।
দ্রৌপদীতে দেখি সেন তাঁহার লক্ষণ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী-অবতার।
অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার॥
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা নয়নে দেখিবে
কহিনু ভবিষ্য কথা নিশ্চয় ফলিবে॥
ভক্ত জয়-বিজয়ের তিন-জন্ম কথা।
তিন অবতারে শ্রীহরির কার্য্য গাথা॥
সবিশেষে মুনিবর কন নৃপ ভাগে।
সাবিত্রী-কথা শুনিবারে কৌতুক জাগে॥
ব্যাস বিরচিত মহাভারত আধারে।
যাহা নাই, নাই তাহা বিশ্বের মাঝারে॥

———

সাবিত্রী উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির, শুন মহামুনি।
কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম, কিবা তার কর্ম্ম॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল-কিবা উগ্র তপে।
কোন্ কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন্ রূপে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে॥

মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল॥
পুত্রহেতু শিব-সেবা করে বহুকাল।
সন্তান বিহীন রাজা নিরানন্দ মতি।
কত দিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী॥
তপ্তবর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক বিহীন কলানিধি মুখ আভা॥
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন-মুকুতাপাঁতি, সুমধুর ভাষা॥
মদনের ধনু জিনি তার যুগ্ম ভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু, রামরম্ভা উরু॥
কুরঙ্গ-নয়নী ধনী, মনোহর কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা॥
সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী রাখিল নাম বিচারি তাহার
সর্ব্বদা পবিত্র কন্যা, পবিত্র আচার॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা, পিতার মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়, যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্য রথে॥
বিশেষ, বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়
উপনীত হৈল গিয়া মুনির আলয়॥
বিবিধ কৌতুক দেখে অশ্বপতি-সুতা।
হেনকালে শুন রাজা অত্যাশ্চর্য্য কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি॥

তাহার নন্দন ছিল নাম সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
সাবিত্রী থাকিয়া দূরে দেখিল তাহায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়স।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
কাহার নন্দন এই, কহ মুনিগণ।
যার রূপে সমুজ্জ্বল এই তপোবন॥
বনবাসী জন কহে, কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র, নাম সত্যবান॥
সাবিত্রী শুনিয়া কথা হন হৃষ্টমতি।
মনেতে করিয়া তাঁরে কৈল নিজপতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা॥
কন্যাবাক্যে গিয়া রাণী কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
কোন্ বংশে জন্ম তার, কিবা তার ধর্ম্ম
না জানি কেমনে আমি করি হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
এক দিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে॥
বসালেন দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করেন বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
সহসা সাবিত্রী কন্যা আসে সেই স্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে, মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার॥
মুনি বলে, সুলক্ষণা তোমার দুহিতা।
বিবাহ দিয়াছ, কিবা এ অবিবাহিতা॥

রাজা বলে, শিশুমতি অত্যল্প বয়স।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ, না জানি বিশেষ॥
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে।
নিরূপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আসলে আপনি
ঘুচিল মনের ধন্দ ওহে মহামুনি॥
নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার, কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল, দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল, আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি তুমি মাগো বর অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল, পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হ'ব কিসের কারণে॥
মুনি বলে, দোষ নাই, শুন মোর কথা।
সাবিত্রী কহিল, মুনি না হবে অন্যথা॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহায় বৃত্তান্ত শুনি, কহ মুনিবর।
কি হেতু বরিতে বল অন্য কোন বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল কৃপাবশে তপোধন॥
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি॥
মহিমা-সাগর মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশু পুত্র নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় সুখ দুঃখ ভোগ॥
রাজা বলে, চরিতার্থ হৈনু তপোধন
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন॥
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয়
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয়॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর, কন্যাধনে করি তাঁরে দান॥
মুনি বলে, তাহে মানা করেছি আমি।
পুনঃ পুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট
আজি হৈতে যেই দিনে বর্ষ পূর্ণ হবে।
সেই দিন সত্যবান নিশ্চয় মরিবে॥
কহিনু ভবিষ্য-কথা যদি [illegible] য মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্য জনে॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
শিশুর ক্রীড়ায় নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান॥
দোষ না থাকিবে তার, হবে রাজ্যেশ্বর
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর॥
কন্যা-দানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর
তাহে যদি মন নহে, হবে স্বয়ম্বর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা, যারে মনে লয়॥

কি হেতু বরিবে অল্প-আয়ু সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য দুঃখ মরণ সমান॥
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলী সাবিত্রী কহিছে গুণবতী॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবনে মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বৈধব্য যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা, দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার এই, অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন॥
মৃত্যুর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে
আজ কিম্বা কালি কিম্বা শত বৎসরেতে॥
অসার সংসার মাত্র, আছে এক ধর্ম্ম।
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্য কর্ম্ম॥
ধিক্ ধিক্ কিবা ছার সুখ অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ।
কি করিবে সুখ পিতা, কত কাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব॥
এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করি যান নিজ নিকেতন॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্রী কহিল' মোর পতি সত্যবান॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

— — —

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনেন তখন॥
বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি॥
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা মহোৎসব শুনি
হরিষ বিষাদ মনে কহে রাজা রাণী॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহুভোগ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা।
কিরূপে এ হেন জন রবে বৃক্ষ-তলা।
অনেক কহিল এইমত রাজা রাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যত আইল ব্রাহ্মণী॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী, রাজা মহাসাধু।
সে কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধূ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে।
এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে॥
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে॥
সাবিত্রী-মহাত্ম্য কথা অতি চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে॥
লক্ষীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা॥

দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ ধর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি কর্ম্ম॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প কর্ম্ম করে নিত্য বিচিত্র রচন॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান॥
নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন॥
নিমেষে মুহূর্ত্ত দণ্ড পল আদি করি।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস, বাড়য়ে নিরাশ॥
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে॥
এমন প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরের শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর॥
চিন্তায় আকুল হৈল ভূপতির সুতা
বিচারিল, পূর্ণ হৈল নারদের কথা॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহাব উপর॥
হেনমতে মনে মনে ভাবি সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল ব্রত সংসারের সার॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পেয়ে চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশী॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিয়া সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া সতী হয়ে সযতন।
বিধিমত করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥

দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর॥
তাহাতে নৃপতি সুতা চিন্তাকুল-মনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা॥
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠ যত করে আহরণ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়
বিচারিল বনে যেতে হইল সময়॥
করণ্ড কুঠার নিল আপনার করে।
বিদায় লইল গিয়া মায়ের গোচরে॥
রাণী বলে, শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ॥
সত্যবান বলে, মাতা না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা, জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
সাবিত্রী পাইয়া বার্ত্তা দেখে অন্ধকার॥
শোকাকুল বিবেচনা করে মনে মন।
পূর্ণ হৈল, যাহ কৈল ব্রহ্মার নন্দন॥
কাল পূর্ণ হৈল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানি এবে লয় মৃত্যুস্থানে॥
জনম বিবাহ মৃত্যু যথা যেই মতে।
সময়ে আপনি সনে যায় সেই পথে॥
সে হেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান
নৃপতি-নন্দন তথা করিছে প্রয়াণ॥
সতী ভাবে কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন॥

রাজরাণী বার্ত্তা পান, বধূ যায় বন।
চিন্তাকুল মহারাণী আসি সেইক্ষণ॥
সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর বচন।
কহ বধূ, চিন্তা কর কিসের কারণ॥
ফলমূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন॥
অন্য কেহ নাহি তাহে ভীষণ কানন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ॥
দুই দিন হ'ল তাহে আছ উপবাসা।
ভোজন করহ ঘরে আসি সুখে বসি॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল করযোড়ে সেইক্ষণ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ ঠাকুরাণী দেখে আসি বন॥
বিশেষতঃ আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজ পতি সঙ্গ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল, আর না কহিল বাণী॥
সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান।
নিবিড় কানন মাঝে করিল প্রয়াণ॥
বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুই জন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ॥
মুনি বাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
স্বামী হেতু অন্তরে হইল চিন্তাযুতা॥
না জানি কেমনে হবে পতির মরণ।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে ফলমূল।
পাত্রে পরিপূর্ণ হৈল আর নাহি স্থল॥
রাখিয়া আঁকুশি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষসহ ডাল।
উপস্থিত হৈল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির॥
সত্যবান বলে, শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া॥
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত॥
দেহ হৈতে যায় বুঝি এবে মোর প্রাণ
নিস্তার নাহিক আর, হইনু অজ্ঞান॥
সাবিত্রী কহিল, আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর, অবিলম্বে যাবে শিরোব্যাথা॥
এক কথা বলি আমি, শুন দিয়া মন।
বৃক্ষ হৈতে শীঘ্র তুমি নামহ এখন॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেক দূর॥
নিজ অঙ্গ-বস্ত্র পাতি সতী পুণ্যবতা।
ঊরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকট
সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ু শেষ হইল তথায়॥
দেখিয়া নৃপতি-সুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দন॥
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত-কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর॥
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে॥

সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আসিল শীঘ্র দূতের সমাজ॥
যথায় কাননে পরি নৃপতি-নন্দন।
তাহার নিকটে গেল জমদূতগণ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে॥
দূত-মুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আসিল শীঘ্র সত্যবান যথা॥
দেখিয়া সাবিত্রী বলে, তুমি কোন জন।
ধর্ম্মরাজ বলে, আমি সবার শমন॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হৈল আজি লয়ে যাই আমি॥
শুনিয়া সাবিত্রী কহে, যে আজ্ঞা তোমার।
বিধির নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে, শক্তি আছে কার॥
মায়াতে মোহিত সব, কেবা কার পতি।
সবে সত্যধর্ম্ম মাত্র অখিলের গতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ি সত্যবানে।
করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে॥
সত্যবান পাশে আসি তবে সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে লৈল পুরুষ অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি, কি হেতু বল যাবে কোথাকারে॥
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ॥
জগতের নিয়ম আছে সবে এইমত।
কালপূর্ণ হৈলে, সবে যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতি।
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত ঊর্দ্ধগতি॥

ধর্ম্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর॥
যে কিছু কহিলে প্রভু, সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু, কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা, বিশেষ আমার।
মায়াবশে কি কারণে যাব পুনর্ব্বার॥
কাল পূর্ণ, মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি॥
সকলে মরিবে, কেহ নহে চিরজীবি।
এইমত বিশ্বমাঝে আছে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে, ইহা বিধির সংযোগ॥
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে এই মম পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু, যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম।
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্রমত॥
সে কারণে প্রানপণে করিবেক ধর্ম্ম॥
শতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম॥
সংসারের সার সঙ্গ, বলে মুনিগনে।
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীতে স্বাধ্বী তুমি, নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা, ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ গুণবতি, হৈনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগিলহ আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল, যদি হলে কৃপাবান।
অপুত্রক আছে পিতা, দেহ পুত্রদান॥

যম বলে, তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন॥
সতের সংসর্গে যেন স্বর্গেতে নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ॥
পূর্ব্ব-পিতৃ-পুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
পুনঃ পুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে।
বর মাগ, বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল, যদি কৃপা হৈল মোরে
শ্বশুর আছেন অন্ধ, চক্ষু দেহ তাঁরে॥
শমন কহেন, চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনী অধিক হয়, যাও নিজাগার॥
রাজার নন্দিনী কহে, সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
নাহি চাহি পুত্র বন্ধু, নাহি চাহি পতি।
আজ্ঞা কর, সদা যেন ধর্ম্মে রহে মতি॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী॥
তব বাক্যে হর্ষ-পূর্ণ হৈল মোর মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, পাছে হয় ক্ষোভ।
সে কারণে বড় নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
পতির জীবন ছাড়ি মাগ অন্য বর।
দিব তাহা, যাহা চাহ আমার গোচর॥

সাবিত্রী কহিল, বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন শ্বশুরের দেহ রাজ্য-ধন॥
যম বলে, হৃত রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহি কার্য্য, যাহ নিজ ঘর॥
সাবিত্রী কহিল, শুন যম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘোর পাপ-পঙ্ক হ্রদে ইচ্ছাবশে মজে॥
আমার আমার কার বলে সর্ব্ব জন
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥
বান্ধব শ্বশুর নারী পুত্র পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহা-দুঃখদাতা॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ প্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কামবশে॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজসূত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে মরে॥
সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজি সবে শেষে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু, সার ধর্ম্মপথ।
তাহাবিনা নাহি মম অন্য মনোরথ॥
গৃহ ঘোর মহাবন্ধে যেতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ দেব, নাহি মম মন॥
সর্ব্বহারা কাঁদে প্রাণ চিন্তার হুতাশে।
শীতল হোক দেব তোমার পরশে॥

আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥
অল্প কালে ধর্ম্ম প্রতি হেন তব মতি।
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
পৃথিবীতে খ্যাত হৈল তোমার সুযশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥
পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর ॥
কন্যা বলে, এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে ॥
হেন মতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকৃত নিজবাক্য করহ পালন ॥
  কৃতান্ত কহিল, ঘরে যাহ গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি ॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করেন গমন ॥
যম বলে, কি কারণে, যাহ তুমি কোথা
চারি বর দিনু, কেন ত্যক্ত কর বৃথা ॥
সাবিত্রী কহিল, দেব উত্তম কহিলে।
জন্মিবে শতেক পুত্র, নিজে বর দিলে ॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে ॥
ইহার বিধান আগে কহ ধর্ম্মরাজ।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন কাজ ॥
  সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি ॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা ॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে ॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মৈলে প্রাণ পায় ॥
লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥
যে ব্রত সাধিলে সতি বসিয়া অহর্নিশি।
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ॥
ভক্তিভাবে এই ব্রত করে যেই জন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন ॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার না রবে কখন ॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাহ শীঘ্র, গৃহে যাও লয়ে নিজ স্বামী ॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে দুই জনে যাবে বিষ্ণুলোকে ॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে
আনন্দ বিধানে যান আপনার স্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ।

  পুনঃ পতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে যান অতি শীঘ্রগতি ॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী-অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হ'তে হৈল যেন পুনঃ জাগরণ ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর, আইল রজনী ॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে ॥

কহ প্রিয়ে কি করিব, অতি ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি॥
চিনিতে নারিব পথ, অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিল।
কান্দিবেক মাতাপিতা হয়ে শোকাকুল॥
সাবিত্রী কহিল, প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম, তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয়।
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
বিচার করিনু মনে, আছে কিছু বেলা।
নিশ্চন্তে রহিনু আমি মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন, বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু, না ভাবিহ চিতে॥
অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার, এই মম নিবেদন॥
সত্যবান বলে, হবে যাহা আছে ভালে
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে॥
এত বলি উঠি দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত-অন্তরে॥
হেথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির॥
শোকাকুলে কান্দে যত রাজার ঘরণী।
কোথায় রহিল পুত্র, এ ঘোর রজনী॥
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে॥
এতদিনে স্বামী যদি পেলে চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান॥
হায় বধূ গুণবতী, নন্দিনী সমান।
তোমা দোঁহে না দেখিয়া ফাটে মোর প্রাণ॥
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে দোঁহারে হিংসিল॥
নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি দুজনে।
কারণ জানিতে আসে যত মুনি স্থানে॥
একে একে কহে তবে যত মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ রোদন॥
আশ্বাস করিয়া কয়, না করিহ ভয়
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
পাইবে সাবিত্রী আর পুত্র সত্যবান॥
সান্ত্বনা করিয়া সবে চলি গেল ঘর।
চিন্তাকুল রহে দোঁহে দুঃখিত অন্তর॥
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশি।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্ব দিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন॥
হেথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে সন্নিধানে আসে দুই জন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রু-জলে।
সেই মত হর্ষ হৈল সর্ব্ব বনস্থলে॥
আশ্রমে আসিল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান বধূ সহ আসিল ভবনে॥
শুনিয়া আসিল বনে ছিল যত জন।
বিস্ময় মানিল সবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহিল সাবিত্রী সবাকারে বিবরণ।
আদি অন্ত যত সব বনের কথন
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মানবী নহে অশ্বপতি সুতা॥
অনেক প্রশংসা করে মিলি সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥

সাবিত্রী-চরিত্র-কথা শুনি রাজ রাণী।
আপনারে কৃতকৃত্যা ভাগ্যবতী মানি॥
স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ, তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি নরপতি হৈল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে॥
অন্ধ পায় চক্ষু, মৃতজনে পায় প্রাণ।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
ভ্রষ্টরাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী
এই হেতু সর্বজন ভুবন ভিতরে।
'সাবিত্রী সমান হও' আশীর্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীতে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজস্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব-সমাজ॥
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর দর্প বিবরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন
হইল বিষাদে মগ্ন, সবাকার মন॥
কাম্যবন ত্যাগ হেতু বিচারয় মনে।
হেনকালে আসিলেন দেব নারায়ণে॥

দিন কত সেই স্থানে রহে যদুবীর।
আনন্দসাগরে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির॥
আর দিন সর্ব্ব জন বসি একযোগে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির গোবিন্দের আগে॥
মম এক নিবেদন দেবকী-তনয়।
অতঃপর হেথা থাকা উপযুক্ত নয়॥
নষ্ট চেষ্টা আরম্ভিবে যত দুষ্টগণ।
পুনঃ পুনঃ আসি সবে করিবে হিংসন॥
আর দেখ সমাগত অজ্ঞাত সময়।
এ সময়ে শত্রু কাছে থাকা ভাল নয়॥
এ বন ত্যজিয়া যাব অন্য দূরদেশ।
খুঁজিয়া কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ॥
সে কারণে নিবেদন করি ভগবান।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিধান॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহা কহিতেছ তুমি।
ইহার বিচায় পূর্ব্বে করিয়াছি আমি॥
চল সবে অজ্ঞাতে রহিবে অনায়াসে।
কৌরব চণ্ডাল নাহি যায় সেই দেশে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করি ধর্ম্মরাজ।
নিকটে আনিয়া যত ব্রাহ্মণ-সমাজ॥
করযোড়ে কহিলেন রাজা দুঃখমনে।
অবধান কর সবে মম নিবেদনে॥
সবে জান হৈল আসি অজ্ঞাত সময়।
সে কারণে নিবেদিতে মনে করি ভয়॥
কৃপা করি যাও সবে হস্তিনা নগর।
যাবৎ না হয় পূর্ণ অজ্ঞাত বৎসর॥
করিবে সবার সেবা মম জ্যেষ্ঠতাতে।
কহিবে পাণ্ডব গেল বঞ্চিতে অজ্ঞাতে॥
তথায় রহিতে সবে যদি নাহি মন।
পাঞ্চাল দেশেতে তবে করিহ গমন॥

আশীর্ব্বাদ কর যেন সবার প্রসাদে।
অজ্ঞাত সময় মোরা বঞ্চি অপ্রমাদে॥
এত শুনি বিদায় হইল সর্ব্বজন।
হলেন বিশেষ দুঃখী ধর্ম্মের নন্দন॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে বিপ্রকুল চলে।
কতক হস্তিনা গেল কতক পাঞ্চালে॥
সবারে বিদায় করি রাজা যুধিষ্ঠির।
কাম্যবন হৈতে তবে হলেন বাহির।
আগে ধর্ম্ম চলিলেন, বিপ্র কত জন।
গোবিন্দ সহিত যান পাছে চারি জন॥
চলিলেন যাজ্ঞসেনা পাকপাত্র হাতে।
ত্রৈলোক্য-মোহিনারূপা সবার পশ্চাতে॥
বহু দিন নিবসতি ছিল কাম্যবন।
ছাড়িয়া যাইতে সবে নিরানন্দ মন॥
বিবিধ পর্ব্বত আর বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম আদি কে করে অবধি॥
বিবিধ বনের শোভা দেখিয়া কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দ গমনে সবে যান মনঃসুখে॥
তারপর তাহার দ্বিতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সবে কাম্য সরোবরে॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই তীর্থ মনোরম।
জলে জলজন্তু নানাজাতি বিহঙ্গম॥
প্রফুল্ল কমলে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ।
কুসুম উদ্যান তটে দেখিতে আনন্দ॥
বসিল বৃক্ষের তলে দেখি মনোরমে।
বিশ্রাম করিল সবে পথি পরিশ্রমে॥
জল স্থল দেখি আর রম্য কাম্যবন।
প্রশংসা করেন নানামতে সর্ব্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ইথে সবে কর স্নান।
পৃথিবীতে তীর্থ নাহি ইহার সমান॥
এ তীর্থ স্পর্শনে নাহি যম-অধিকার।
তর্পণ করিলে পিতৃ মাতৃ-কুলোদ্ধার॥
এতেক কহেন যদি দেবকী-নন্দন।
আনন্দ বিধানে স্নান করে সর্ব্বজন॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই পরম কৌতুকে।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা রহিলেন সুখে॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠে সর্ব্বজনে।
হেনকালে যাজ্ঞসেনা ভাবে মনে মনে॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীর সহিত বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেয় মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি এত বশ যার।
ইহা হৈতে কিবা আছে গৌরবের আর॥
এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
জানিলেন অন্তর্য্যামী দেব চক্রপাণি।
গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে চিন্তে নারায়ণ।
দেখিলেন হেনকালে এক তপোবন॥
নানা বৃক্ষে নানা ফল ধরে বিধিমতে।
কৌতুকে দেখেন সবে চাহি দুই ভিতে।
পাসরিল পথিশ্রম মহা আনন্দিত।
কত দূরে তপোবনে হন উপনীত॥
স্বর্গের সমান সেই স্থান মনোহর।
দেখি হৃষ্টমতি ধর্ম্ম পঞ্চ সহোদর॥
দৈবে পথশ্রমে হৈল অবশ শরীর।
শ্রান্তিযুক্ত সেই স্থানে বসে যুধিষ্ঠির॥
স্নান দান আরম্ভিল কোন কোন জন।
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিল শয়ন॥
পূজা হেতু কেহ বা পুষ্পচয়ন করে।
কেহ বা ফল মূল আনে ক্ষুধার তরে॥
মনের আনন্দে সবে বসি রহে তথা।
দৈবের সংযোগ শুন অপূর্ব্ব বারতা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ।

অসময়ে আম্র এক তরুডালে দেখি।
অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ, কৃপা যদি হয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিবা শর।
দিলেন পাড়িয়া আম্র কৃষ্ণার গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আসিলেন দেবকী-নন্দন॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ, কভু ভাল নয়।
দুরন্ত অনর্থ আজি ঘটিল নিশ্চয়॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে হৈল এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার, তার কাল পূর্ণ।
পণ্ডিত জনের হয় ভ্রমে মতিশূন্য॥
নিশ্চয় মজিলে, হেন লয় মম মনে।
নহিলে কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসেন, কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইল ভয় তোমা হেন জন।
সামান্য বিষয় ইহা নহে কদাচন॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার আশ্রম দেব এই বনস্থল॥
কোন মহাজন সেই, কত বল ধরে।
কিমতে রহিব এই বনের ভিতরে॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, মুনি নামে সন্দীপন।
তাঁহার আশ্রম এই শুনহ রাজন॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য যাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছে যত সাধ্য সিদ্ধ ঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ নাহিক তপস্বী॥
বহুকাল নিবসতি করে এই বন।
কদাচিৎ কোন স্থানে না যান কখন॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যূষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে॥
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করেন ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল আছে সন্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ কৃষ্ণার কথায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির
বিপদ্ জানিয়া বড় হলেন অস্থির।
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমারে যে লাগে॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে, নাহি হেন জন।
গুপ্ত কথা নহে এই দেবকী-নন্দন॥
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্ জনে॥
তোমা হৈতে যেই কর্ম্ম না হবে শমতা।
অন্যজন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা॥

তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চ জন।
কিমতে পাইব রক্ষা. কহ নারায়ণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র আছিল যেমতি॥
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোকে পালে যেই জন॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
ডালে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন্ দায়॥
গোবিন্দ বলেন, এক আছে প্রতিকার।
বৃক্ষ-ডালে আম্র লাগে, সবার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলে, কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি, কর প্রতিকার॥
প্রতিকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন্ জনে।
আজ্ঞা কর পালিব তা করি প্রাণপণে॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয়, শুন মহারাজ॥
দ্রুপদ-নন্দনী আর তোমা পঞ্চ জনে।
কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে॥
এইমত সর্ব্বজনে করে অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত বিভবাদি হইলে নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল-আম্র উঠে কত পথ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
কহিতে লাগিল তদন্তরে বৃকোদর॥
ভীম বলে, কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসন-বুক নখ দিয়া চিরি॥
উদর পুরিব আমি তাহার শোণিতে।
কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে॥
মহামদে মত্ত হয়ে দুষ্ট বুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি।
এই চিন্তে করি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
[illegible] দূরে আম্র তবে উঠে ঊর্দ্ধগতি॥
[illegible]র্জ্জুন কহেন, এই জাগে মম মনে
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চ জনে॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইনু ধুলা।
তাদৃশ অস্ত্রতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা॥
দিব্যবাণে [illegible]র্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের [illegible]থা শুন নারায়ণ॥
তবে আম্র কতদূর উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবেকৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
শুন কৃষ্ণ যেই কথা মনে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হৈল ধর্ম্ম-অধিকারী॥
পূর্ব্বমত রব আমি হয়ে যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতির সমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ॥
সহদেব বলে, অনুক্ষণ ভাবি মনে।
রাজ্যে গিয়া যুধিষ্ঠির বসিলে আসনে॥

করিব রাজার আগে চামর ব্যজন।
লইব সবার তত্ত্ব, যত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে॥
মনের মানস কহিলাম অকপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূর উঠে॥
অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সর্ব্ব জন হত॥
তা সবার নারীগণ কান্দিবে দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিলা যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি॥
মহাভীত হয়ে তবে কহে যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র, কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা কি কহি কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ-দুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট বচন।
সে কারণ পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে॥
উপায় করহ কৃষ্ণ, যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন, কৃষ্ণা কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম-নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয়, গাছে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥

দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর॥
অর্জ্জুন কহেন, শীঘ্র কহ সত্য কথা।
কাটিব নচেৎ তীক্ষ্ণ শরে তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল, দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণ বীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন॥
এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন॥
এখন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী॥
বিশেষে তোমার এই পতি পঞ্চ জন।
তথাপি বাঞ্ছহ মনে সূতের নন্দন।
ইহাতে কহাস লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রবৃত্তি॥
সভামধ্যে বলে সবে পরম পবিত্র।
এত দিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি॥
যদ্যপি শত্রুর প্রতি আছে তোর মন।
বিশ্বাস করিবে তোরে আর কোন্ জন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম॥

ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
সহাস্যে শ্রীমুখে তবে কহে ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিৎ দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাকার আমি।
অকারণে দ্রৌপদীরে নিন্দ ভীম তুমি॥
নারী মধ্যে এমত নাহিক কোন জন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ॥
ইহার কারণ আছে, অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে, কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আসনে।
বলিব বিশেষ করি তবে পঞ্চজনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ, কহিবারে পারি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
কৌতুকেতে স্নান দান করে সর্বজনা॥
আহার করিল ফল-মূল কুতূহলে।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণেরে কহিল হেনকালে॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এস্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, আসিয়াছ মুনি স্থানে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইবে কেমনে॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন দুঃখিত॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি॥
সে হেতু দিনেক থাকা হেথা যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, দেব যে আজ্ঞা তোমার।
ভুবন ভিতরে লঙ্ঘে হেন শক্তি কার॥
এত বলি মনঃসুখে রহে সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ-আগমন॥
নিজের প্রশংসা করে নিজে বহুতর।
ধন্য আমি সুপবিত্র হৈল কলেবর॥
তপস্যা করিয়া যাঁর দৃষ্টি-অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি॥
এত বলি মনঃসুখে তুলি ফলমূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া ব্যাকুল॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত॥
পুরাইতে জনার্দ্দন ভক্ত মনোরথ।
আসিলেন অগ্রসরি কতদূর পথ॥
সেইমত সর্বজন আসিল সংহতি।
মুনিবরে প্রণমিল সবে হৃষ্টমতি॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন্ জন॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন॥
তদ্রূপ আসন দেন আর সর্ব্ব জনে।
বহিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে॥
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকেতে রহে মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে।

পঞ্চ ভাই প্রণমিল তপোধন-বরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
কহিলেন কৃষ্ণ তবে মুনি সন্দিপনে।
সম্ভাষ করিলা পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ জনে॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করেন গমন।
দুই দিকে দেখে কত রমনীয় বন॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরাদির শূরসেন বনে অবস্থিত।

মুনি বলে, শুন কথা কহিতে বিস্তর।
এইমত পঞ্চ ভাই সঙ্গে দামোদর॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে॥
জল স্থল দেখি সব বিচিত্র কানন।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্ব্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, রাজা কর অবধান।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান॥
জল স্থল যথাযোগ্য, বহু মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী॥
নাহিক ইহার চতুর্দ্দিকে রাজচয়।
সুখে থাক হৈয়া হেথা অন্তর নির্ভয়॥
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বহু গুজরাট।
কম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী কনখল দেশ।
সিন্ধসেন কাশীভোজ কাশ্মীর বিশেষ॥
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিৎ নাহি ইথে কৌরবের ভয়॥
ইতিমধ্যে বাস কর যেই কোন দেশে।
এক বর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্ত বেশে॥

তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে নৃপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী॥
বিশেষ হইল তব অজ্ঞাত-সময়।
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার॥
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই॥
পুনঃ পুনঃ রাখিয়াছ বিষম সঙ্কটে।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্টের কপটে॥
গোবিন্দ কহেন, রাজা না করিহ ভয়।
যথা তুমি, তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসি আমি করিব বিহিত॥
এত বলি কৃষ্ণ যায় দ্বারকা নগর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে সবে দুঃখিত অন্তর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মের মায়া-সরোবর সৃজন ও ভীমের জল অন্বেষণে গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
রহস্য শুনহ বলি, কহে মুনিবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে।
জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করেন গমন।
সে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ॥

কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন নন্দন যায় পবনের গতি ॥
কতদূরে দেখে এক কুসুম-কানন।
নানাবিধ ফল ফুলে অতি সুশোভন ॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা ॥
পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমণি নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল ॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে ॥
তথা হৈতে যায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল, যাব কোন মুখে ॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব কথন ॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম, আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায় ॥
আপনি মায়ায় বকপক্ষী-রূপ ধরি।
রহিলেন সেই স্থানে ছদ্মবেশ করি ॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিতে আসেন তথা হরিষ অন্তর ॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবন-নন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন ॥
মায়াপক্ষী বলে, শুন ওহে মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান ॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশীদাস কহে, পানে খণ্ডে ভব-ক্ষুধা ॥

প্রশ্ন-শ্লোকঃ।

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥"

অস্যার্থঃ।

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥
ক্রোধে ভীম বলে, আগে করি জলপান।
পশ্চাতে করিব তব উত্তর প্রদান ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম, অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্র বীর মরে সেইক্ষণে ॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

হেথায় চিন্তিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া ॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ ॥
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সনে করিতেছে রণ ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তূণ পূর্ণ শর ॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর।
চলিলেন দ্রুতগতি নির্ভয় অন্তর ॥
বসন্ত সময়, তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে ॥
কুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান ॥
কতক্ষণে উত্তরিলা মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান জলপান তরে ॥

হেনকালে বকরূপী কন ধর্ম্মরায়।
প্রশ্ন পূরি জলপান কর ধনঞ্জয় ॥
প্রশ্ন না পূরিয়া যদি কর জল পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারি-পানে ॥
পড়ি আছে বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর ॥
এই জল হৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
কোন্ লাজে আমি আর রাখিব জীবন ॥
মায়াজল স্পর্শমাত্র বীর ইন্দ্রসুত।
শরীর হৈতে তার গেল পঞ্চভূত ॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি ॥

ভীমার্জ্জুনের অন্বেষণে নকুলের গমন।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
কর অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
দারুণ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফাটি যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় ধীর।
মহা-সত্ত্বোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম-উদ্যান যত
অতি সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত ॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া সরোবরে,
আসিল নকুল বীর ॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
দেখে লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥
নকুল হেরিয়া, ব্যাকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর ॥
প্রশ্নোত্তর দাও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে ॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়া সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন-মাত্রে মরে ॥
হেথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি ॥
অরণ্যের কথা, সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস ॥

ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে॥
আমার বচন ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে।
কার সনে করে যুদ্ধ বনে তিন জনে॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলেন সত্বর।
প্রবেশ করেন গিয়া কানন ভিতর॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম-কানন॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা দেখে, কে করে গণন॥
জন্মেজয় রাজা বলে, কহ মুনিবর।
বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগরা রাজ্য পালে যেই মহামতি।
বুদ্ধিতে নাহিক সম শুক্র বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য-কাহিনী॥
সহদেব স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ॥
মুনি বলে, অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো নাহিক শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি।
এজন্য বলিল রাজা, আন গিয়া বারি॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর॥
বনমধ্যে তিন জনে করেন অন্বেষণ।
ভ্রমণ করেন বহু গহন কানন॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যান মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর-তীর॥
সরোবর দৃষ্টিমাত্রে মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায়॥
জলপান করিবারে যান সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥
চারি প্রশ্ন পূরি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনে শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যান বারি-পানে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল॥

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের অন্বেষণে দ্রৌপদীর গমন।

অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম-নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি॥

পাইয়া পতীর আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র লয়ে যান আনিবারে বারি॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী॥
বন মধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে॥
তৃষ্ণায় কাতর অতি শুষ্ক কলেবর।
জল পান করিবারে গেল সরোবর॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদ-কুমারী।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

—

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদ-নন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পেয়ে।
হস্তিনায় গেলে বুঝি আমারে ছাড়িয়ে॥
এই মত পরিতাপ পেয়ে নরপতি।
বনে বনে বিচরণ করে দুঃখমতি॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত শীলা বর॥
গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর তীর॥
সরোবর-তীরে দেখিলেন রম্য বন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ রাবণ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পরম হিল্লোলে॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে॥
দেখি রাজা মূর্চ্ছা হৈয়া পড়েন ধরণী।
অচেতন ছটফট করে নৃপমণি॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

———

রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এই জন্য জন্মাবধি পাই মনস্তাপ॥

অত্যন্ত বালককালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানে পিতার হৈল গতি পরলোক॥
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেই কালে
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে সংহার॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্ব কর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায়, কে কোথা মরিলে॥
মাতার সহিত পরে ছিনু পঞ্চজন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
নির্ম্মাণ করিয়া জতুগৃহ দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল-নগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভা'পরে॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চ জনে॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্য ধন।
তোমা সবে সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন॥
কাননে অনেক দুঃখ পেলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হৈতে হইল মোচন॥
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির॥
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তর জটাসুর এল কাম্যবনে।
তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারি জনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ॥
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
শিখিলে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমর-বিবাদী॥
ছলে পাঠাইলা ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিছে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যমধ্যে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্র লোচন॥
কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পুনঃ পড়ে ধরাতলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন তৎপর॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে অতি দুঃখ দিল দুরাচার॥

কাননে করিনু বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন ॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব, মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে ॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার ॥
নিতান্ত দেখেন রাজা, নাহি প্রতিকার ॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন ॥
মৃত্যুপতি বলে, রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥
বুদ্ধিহ্রাস হৈল দেখি, তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে ॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার, বেদের বচন ॥
তোমার মহিমা শুনি দেব-ঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিন লোকে ॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন ॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
অল্পকালে পিতৃহীন' হৈল বড় শোক।
মন্ত্রনা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক ॥
কপট পাশায় শেষে লৈয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন ॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর ॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু, কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল ॥
আমি ত শরীর ধরি, পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান ॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু-সরোবরে ॥

আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয় ॥
নিষেধ না কর মোরে, করহ প্রয়াণ
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন, কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি, ত্যজ দুঃখজ্ঞান ॥
অসার সংসার মধ্যে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই, শুন মহাশয় ॥
কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারি জন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, জানিনু কারণ।
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি
এত বলি মরিবারে যান নরপতি ॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ আশায় ॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী ॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি থাকয়ে তোমার।
চারিটি প্রশ্নের দেহ উত্তর আমার ॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারি জন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ ॥
রাজা কহে, মৃত্যুভয় নাহিক আমার।
মৃত্যু একমাত্র এবে কামনা আমার ॥
শমনের ভয় না দেখাও পক্ষীবর।
বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ যে জন সে দিবে প্রশ্নোত্তর ॥
এই নীতি বিধি হেতু দিব যে উত্তর।
কিবা প্রশ্ন তব হয় প্রকাশ সত্বর ॥

পুত্রবাক্যে প্রীত হৈয়া ধর্ম্ম মহাশয়।
তবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন রাজায়॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

অস্যার্থঃ।

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার-কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক, এই শুন বার্ত্তা॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষে থাকে যারা, তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী নাহি হৈব ক্ষয়।
ইহা হৈতে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য, যাহে যায় মহাজন॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
পুত্র প্রতি কন হৈয়া অন্তরে সদয়॥
ছদ্মরূপী দেবতা আমি জেন পরিচয়।
বুঝিনু তুমি যে হও অতি সদাশয়॥
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ-তনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি, না হও প্রবীণ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্রে কি কারণে জীয়াইতে চাহ॥
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহার প্রাণ চাহ নরপতি॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন॥
কুরুযুদ্ধে শত্রুমাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর॥
রাজা বলে, পর নহে বিমাতৃ-নন্দন।
নকুল ও সহদেব মোর প্রাণধন॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ, প্রাণ পায় বিমাতৃ-তনয়॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মতামহে কেবা পিণ্ড দিবে॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবাবে নাহি আর ভেলা॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিবারে মোর মন নয়।
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভবভয়ে তরি॥

ধর্ম্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও
কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার
পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা, বলি দেন পরিচয়॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন মণ্ডলে॥
ধন্য কুন্তী, তোমা পুত্র গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ, মন কর স্থির॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরে হইবে তব যাতনার অন্ত॥
দয়াশীল ধর্ম্মবান্ ক্ষমাবান্ ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর॥
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য-বৃত্তান্ত॥
ধর্ম্ম না ছাড়িহ কভু, ধর্ম্ম কর সার।
দুখের সাগর হবে অনায়াসে পার॥

এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে॥
প্রণাম করিয়া কহিলেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে॥
কি হেতু এখানে মোরা আছি পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চজনে॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এখানে আমরা আসিলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্ম-মায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যু জলে॥
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলেন দর্শন॥
ছলনা করিয়া আগে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ এই ত কারণ।
অতঃপর এই জলে কর সবে স্নান॥
এতবলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

— —

ব্যাসদেবের আগমন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয় জন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে ঘনে ঘন॥
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা॥
পথিশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই, দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারিজন।
এই জল পরসিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি কারণে কর মহাশয়॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান।
চারি প্রশ্ন বলি পরে কর জলপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তারে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব, বলহ আমারে॥
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
উত্তর দিলাম, মোর জ্ঞানে যাহা হয়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন, এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥

ভাবিয়া চাহিনু, দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন সবে ইষ্ট বর দিয়া॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদবাক্য শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চ জনে॥
পর দিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে॥
কহ ভাই সহদেব বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত, শেষ কত দিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে॥
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে।
অজ্ঞাত বাসের হেতু কহে সর্ব্বজনে॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হইল আসি অজ্ঞাত-সময়॥
কোন্ দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥
সবে মিলি পরামর্শ কর এইবার।
কিরূপে দুঃখের হ্রদে সবে হইব পার॥
এত শুনি কহে তবে ভাই চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে॥
দোষ গুণ বুঝি দেশ করিব নির্ণয়।
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
কি হেতু চিন্তিত প্রভু, মোরা সর্ব্ব জন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম-অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপিল কানন॥
নানা ক্লেশে বিচরণ করে বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন, ইহা নাহিক অন্যথা।
ভক্তিতে শুনিলে এই বনপর্ব্ব-কথা।
নাহি থাকে তার কভু পাপ তাপ ব্যাথা॥
লক্ষ শ্লোকে বিরচিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
এত দূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

———

অষ্টাদশ পর্ব

॥ মহাভারত ॥

॥ বিরাট পর্ব ॥

নাবাযণং নমস্কৃত্য নবঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সবস্বতীং ব্যাসং ততো জযমুদীরযেৎ ॥

পঞ্চ-পাণ্ডবেব অজ্ঞাতবাসেব মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্ব পিতামহগণ ॥
বিবাট-নগব মধ্যে বহিল অজ্ঞাতে।
বৎসবেক যাপন কবিল কোন মতে ॥
কহেন বৈশম্পাযন, শুন মহাবাজ।
দ্বাদশ বৎসব অন্তে অবণ্যেব মাঝ
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেবা পাঞ্চাল সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুবোহিত ॥
বলেন সবাব প্রতি ধর্ম্মেব তনয।
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয ॥
দ্বাদশ বৎসব অন্তে অজ্ঞাত বৎসব।
অজ্ঞাতে বহিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদব ॥
বৎসব মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হব।
পুনশ্চ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাব ॥
বিচাবিয়া কহ ভাই ইহাব বিধান।
অজ্ঞাত থাকিব এক বর্ষ কোন্ স্থান ॥
সেই দিন হবে কালি বজনী প্রভাতে।
বিচাবিয়া যুক্তি কহ আমাব সাক্ষাতে ॥
এত শুনি কহে ভীম বাজাব চাহিয়া।
তোমা আব পার্থব বে উপেক্ষা কবিয়া ॥
মোব আগে কে যুঝিবে পৃথিবীব মাঝ।
হেন জন চক্ষে নাহি দেখি ধর্ম্মবাজ ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসব।
তোমাব নিযমে বঞ্চিলাম নৃপবব ॥
পাণ্ডবেব পতি তুমি, পাণ্ডবেব গতি।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি ॥
কহিলেন ধর্ম্মবাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি ॥
অজ্ঞাতে থাকিব এক বৎসব লুকাযে।
কতদিন যথাস্থানে সবে বহ গিয়ে ॥
বিনাশ কবিল মোব এমত কুদিন।
মৃত্যু সম নির্ব্বাহিব বান্ধব বিহীন
যেমানি কাবধা দ্বিজগণে নৃপবব।
দু নযনে বহে অশ্রুধাবা ঝব ঝব ॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আব।
বাজাবে বুঝান সবে বিবিধ প্রকাব ॥
বিপদ্‌কালেতে বাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধৈর্য হৈলে শত্রুগণে বিজয কবিবে ॥
বড বড় বাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনবপি বাজ্য লভে মন্ত্রণা কবিয়া ॥
অসুবেব ভয়ে ইন্দ্র বহেন লুকাযে।
বলিবে ছলিলা হরি বামন হইয়ে ॥

উপায় করিয়া ইন্দ্র অসুরে মারিল।
কাষ্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল॥
তুমিহ এখন রাজা বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্য ধরি পুনরপি শাস বসুমতী॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়
আশার্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায়॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণে লয়ে।
এক ক্রোশ দূরে যান সে বন ছাড়িয়ে॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবে বসতি॥
রম্যদেশ দেখি সবে রব গুপ্তবেশে।
একস্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে॥
এতশুনি সবিনয়ে কহে ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা নাহি কোন ভয়॥
অজ্ঞাত রহিব সবে, কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম কহি রাজা, যথা মনে লয়॥
পাঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীক ও শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ সুবসেন কাশী মল্ল॥
এই সব দেশ, তব যথা লয় মনে।
অজ্ঞাতে রহিব তথা ভাই পঞ্চ জনে॥
রাজা বলে, মৎস্যদেশে বিরাট নৃপতি।
সত্যশীল শান্ত ধর্ম্মশীল মহামতি॥
তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার।
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় বিচার॥
সবারে দেখিব, সবে থাকিব গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে॥
বৃকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন্ বেশে রাজা বঞ্চিতে তথায়॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম, নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ॥
ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন।
রাজা হয়ে পরবশ, পরের সেবন॥
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ।
কোন্ কর্ম্ম নির্ব্বাহিবে, বলহ রাজন্॥
রাজা বলে, কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট-সভাতে॥
বলাইব কঙ্ক নাম, পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত॥
মণিবস্ত্র যত আছে, জানি তার মূল্য।
যুধিষ্ঠিরের সুহৃদ ছিনু প্রাণ তুল্য।
কহিয়া শাস্ত্রের কথা তুষিব রাজারে।
এরূপে বঞ্চিব ভাই বিরাট-নগরে॥
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম নরনাথ।
কহ ভাই কোন্ বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত॥
পদ্মপুষ্প হেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
রক্ষোহীন হৈল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে॥
হিড়িম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলে মারি সাগর অবধি॥
কিরূপে বঞ্চিবে ভাই বিরাট নগরে।
এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের গোচরে॥
বল্লব নামেতে আমি হব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার॥
পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে।
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ মেষ মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর॥
যুধিষ্ঠির-গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সূপকার।
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার॥
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত নৃপ যুধিষ্ঠিরে॥
পার্থ প্রতি চাহিয়া বলেন নরবর।
কহ ভাই কিবা মতে বঞ্চিবে বৎসর॥
অগ্নিরে নিয়োগ কৈলে জিনি পুরন্দর॥
জিনিলে বাহুর বলে ধরা একেশ্বর॥

দেব মধ্যে ইন্দ্র যথা, দানবেতে বলি।
ত্রিভুবনে পূজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যথা স্থিরে মেরুবৎ।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যথা গজে ঐরাবত॥
ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যথা শুকদেব মুনি।
আয়ুধেতে বজ্র যথা শব্দে কাদম্বিনী॥
তাদৃশ পাণ্ডব মধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুমি বাসুদেবের সমান॥
ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ।
কিমতে লুকাবে ভাই কহত অর্জ্জুন॥
দুই হস্তে ধনুর্গুণ ঘর্ষণের চিহ্ন।
কিমতে লুকাবে ভাই সব্যসাচী চিহ্ন॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসক-বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়॥
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী, কুণ্ডল শ্রবণে॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব-আলয়॥
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি, জাতি নপুংসক॥
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর-বালা।
এই বৃত্তিজীব জানি, নাম বৃহন্নলা॥
নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই লুকাইবে কিমত উপায়॥
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান, অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় তুমি পালিত আমার॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর।
ভ্রাতৃগণ প্রাণ-তুল্য গুণের সাগর॥
নকুল বলিল, দেব কর অবধান।
এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান॥
অশ্ববৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি, গ্রন্থিক আখ্যান॥
কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে॥
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মহারাজ বঞ্চিব তথায়॥
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি।
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর।
কি মতে বঞ্চিবে ভাই অজ্ঞাত বৎসর॥
সহদেব কহে, তবে শুন নৃপবর
বিরাট রাজার গবী আছে বহুতর॥
গোধন রক্ষক হই, জাতি যে গোয়াল।
মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্তিপাল॥
দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর
কিমতে বঞ্চিবে কৃষ্ণা অজ্ঞাত বৎসর॥
রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
নাহি জান সাধারণ স্ত্রীলোকের কর্ম্ম॥
পুষ্পমাল্য আভরণ ভার নাহি সয়।
কিরূপে অধীনা হয়ে রবে পরালয়॥
প্রাণাধীক প্রিয় তোমা দেখি অনুক্ষণে
পর আজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিবে কেমনে॥
কৃষ্ণা বলে, চিন্তা রাজা না করিহ মনে
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাট ভবনে।
তোমা সবাকার মনে নাহি হবে দুঃখ
সদাই দেখিব রাজা সবাকার মুখ॥
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে।
তাবে কব সৈরন্ধ্রীর বেশ-কর্ম্ম জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী॥
এত শুনি হৃষ্ট চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য-হস্তে করেন অর্পণ॥
আছিল যতেক দাস দাসী দ্রৌপদীর
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির॥

ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথী।
রথ লয়ে সবে চলি যাহ দ্বারাবতী॥
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে।
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদরে॥
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা পশিলা নির্জ্জনে॥
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত সময়ে হতে পারে নানা ক্লেশ॥
বহু অপমান হৈলে তাহা সম্বরিবে।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে॥
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে॥
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করি সদা রবে রাজপ্রীতে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন॥
রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে।
তাঁর বামপার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে থাকিবে॥
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবে সত্বরে॥
অন্তঃপুর-নারীসহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা॥
হরষেতে মত্ত নাহি হয়ে কদাচন।
রাজা সনে না কহিবে রহস্য-বচন॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাভালাভ না বিচারিয়া আদেশ পালিবে॥
ভ্রাতা বন্ধু পুত্রে নাহি নৃপতির প্রীত।
সেই সে আপন, কর্ম্ম করে মনোনীত॥
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আসিও কুশলে॥
এত শুনি উঠি তবে ভাই পঞ্চ জন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন॥

কাম্যবন ছাড়ি যান যমুনার পার।
বামেতে শাল্বের দেশ, দক্ষিণে পাঞ্চাল॥
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেলা ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা হয়ে কৃষ্ণা বলেন বচন॥
চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এক ঠাঁই করহ বসতি॥
নিকটে না দেখি, দূরে বিরাট-নগর।
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর॥
নৃপতি বলেন, কালি হইব অজ্ঞাত।
অনর্থ ঘটিবে, হৈলে লোকেতে বিদিত॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত-স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে।
নগর বিরাট আছে অতি অল্প দূর।
হেনকালে বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা জানে গাণ্ডীব বিখ্যাত।
হেন স্থানে রাখ, যেন লোকে নহে জ্ঞাত॥
অর্জ্জুন বলেন, দেখ এই শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোম॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করিয়া স্বীকার।
কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার॥
তবেতে গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ॥
বসনে আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া॥

শ্মশান নিকটে ছিল যত গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন ॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মারল।
অগ্নির অভাবে বৃক্ষে স্থাপিত হইল ॥
কুল-ক্রমাগত মম আছে এই পথ।
কিবা অগ্নি দহি, কিবা করি এই মত ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের এই নাম সমুদয়।
যথাক্রমে রাখিলেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
সাধ্বী দ্রৌপদীর নাম মালিনী হইল।
ছয় জনে ছয় নাম যুধিষ্ঠির দিল ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিক্যের সাজ।
সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির-রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি।
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে, বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ সর্ব্ব, ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে হেথা।
ক্ষত্র দ্বিজ যেবা হৌক পূরাব সর্ব্বথা ॥
হেন বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার কার মৎস্যপতি মৃদুভাষে।
বিনয় পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি, কোথায় বাস, এলে কোথা হৈতে।
কোন্ কুল গোত্রে জন্ম, কেমন বংশেতে ॥
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহ মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয় ॥
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্ম-অধিকারী।
বৈয়াঘ্র আমার গোত্র, কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চ ভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আসিলাম আমি শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলেন হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্য ধন তব করে সকলি অর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হ'য়ে থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী পাত্র মোর সেবিবে তোমায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোন দ্রব্যে কভু মম নাহি প্রয়োজন ॥
হবিষ্য আহারী আমি, শয়ন ভূমিতে।
কিছু যদি লাগে, তবে লৈব তোমা হৈতে ॥
হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি-গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যূথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল-সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥

রাজার সভায় উপনীত বৃকোদর।
জয় হৌক, বলি বীর তুলে দুই কর॥
চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন॥
মোর সম রন্ধনেতে নাহি সুপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার।
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন
সুপকার তোমারে না লাগে মম মন॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥
সুপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন
এত শুনি বৃকোদর বলেন বচন॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সুপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবে, দিব আমি রণ॥
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পালিল রাজা কৌতুক বিশেষে॥
বল্লব আমার নাম রাখে ধর্ম্মরাজ।
তাহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল, ইথে নাহিক সংশয়।
তোমার সব কথা বিচিত্র কিছু নয়॥
বসুন্ধরা শাসিবারে যোগ্য হও তুমি
যে কামনা কর তুমি দিব তাহা আমি॥
আমার আলয়ে যত আছে সুপকার।
সবার উপরে তব হবে অধিকার॥
এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল।
তবে কতক্ষণে আসিলেন ধনঞ্জয়॥
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ-পদভরে॥

দূরে দেখি সভাসদে কহে মৎসপতি।
এই যে আসিছে যুবা ছদ্ম নারীজাতি॥
ইহারে কখন কেহ দেখেছ কি আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহাকে দেখি আশ্চর্য্য হয়েছে সবাই।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথায়॥
এই মত মৎস্যপতি চিত্তে বিচারিতে।
উপনীত হইলেন অর্জ্জুন সভাতে॥
পার্থে হেরি সভাজন মানিল বিস্ময়।
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ে সবে নিরখয়॥
বিস্ময়েতে জিজ্ঞাসেন বিরাট রাজন।
কহ কেবা হও তুমি কাহার নন্দন॥
কোন্ প্রয়োজনে হেথা তব আগমন।
ক্ষম হৈলে করি তব প্রার্থনা পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি হই যে নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আছি নপুংসক॥
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে॥
বিরাট বলিল, ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥
এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভূষিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥
ভূতনাথ-অঙ্গে যথা ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর-তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল॥
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল॥
পার্থ কহিলেন, রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল, তারা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আসিনু রাজন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥

রাজা বলে, বৃহন্নলা রহ মম ঘরে।
সব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
ধন জন পুত্র দ্বারা রাখ এই পুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর।
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে ॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল ॥
নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন।
দূর হৈতে নৃপ তাঁরে করে নিরীক্ষণ ॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধরে।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ-বাড়ি করে ॥
দুইভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত-সতি যেন প্রমত্ত বারণ ॥
প্রণমিয়া দাঁড়াইল রাজ-সভাতলে।
কোমল মধুর ভাষে নৃপতিরে বলে ॥
অশ্ব চিকিৎসক নাম গ্রন্থিক আমার।
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার আগার ॥
রাজা বলে, এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা, লয় মম চিতে ॥
নকুল বলিল, কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন ॥
সব অশ্ব পালিবারে মোরে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হৈল ॥
কড়িয়ালি দেই আমি যেই ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে ॥
রাজা বলে, যত মম আছে অশ্বগণ।
সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন।
তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে ॥

গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নট বেশ।
গোপুচ্ছ ছান্দন দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
রাজা সহ সবিস্ময় যত সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে, মাদ্রীর নন্দন ॥
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর।
গবী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নৃপবর ॥
আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে
ব্যাঘ্রভয় চৌরভয় নাহি কদাচনে ॥
বিরাট বলিল, ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি, কিনাম ধর, সত্য করি কহ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্তি।
বুদ্ধি পরাক্রমে বুঝি রাজচক্রবর্ত্তী ॥
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়গধারী হস্ত তব, পদ্মধারী পাশ ॥
সহদেব বলে, জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাহার যতেক গবী লোকে অগণন ॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর এক মহৎ কর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান মম জ্ঞাত ॥
পৃথিবী ভিতরে নৃপ যত কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥
ধর্ম্মরাজ সভাতলে ছিনু দীর্ঘকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তান্তিপাল ॥
রাজা বলে, যত বল, সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোর থাকে, লহ মোর পুরে ॥
যত গবী আছে মম আর রক্ষীগণ।
তোমারে দিলাম সব, করহ পালন ॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চ জনে বাঞ্ছামত দেন নরপতি ॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহেন গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্রকিরণে ॥

রহিল অনল যেন ভস্মমধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল, সবে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

———

মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা॥
কাশীরাম দাস করে নতি সাধু জনে।
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥

———

বিরাট-গৃহে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাট-রাণী সুদেষ্ণার সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে মলিন মুখ, দীর্ঘ মুক্তকেশ।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ, সৈরিন্ধ্রির বেশ॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ।
কে তুমি, একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনে না যায়।
কিন্নর অপ্সরা তুমি দেবকন্যা প্রায়॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রির কর্ম্ম করি, নরজাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা॥
কৈকেয়-রাজের কন্যা, বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাসী॥
আদর করিয়া তাঁরে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিতা॥
সাশ্চর্য্যে কৃষ্ণার রূপ সবে নিরীক্ষণে।
নীরবে যতেক নারী চিন্তে মনে মনে॥
বুঝি শাপভ্রষ্টা হৈয়া কোন দেবকন্যা।
আসিয়াছে মৎস্যদেশ করিবারে ধন্যা॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী॥

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমেষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্র জিনি আঁখি, কামশর তুল্য দেখি,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্ক-বিম্ব গণি,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু॥
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ-পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর॥
তোমার নিতম্ব কুচে, গগন-নিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা পুঞ্জ কাদম্বিনী, জিত চারু চামরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ॥

হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখা সহ।
কি দেবী নাগিনী তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ॥
তব অঙ্গযোগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতি,
বিনা দেব দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ-দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জায়ে কদাচন॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমল বাণী,
সবিনয়ে বলেন পার্ব্বতী।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি, মানুষী নিবসি ভূমি,
ফলাহারী সৈরন্ধ্রীর জাতি॥
দয়া করি রাণী মোরে, রাখহ আপন ঘরে
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট ভাত, চরণে না দিব হাত,
এইমাত্র নিয়ম আমার॥
প্রবালমুকুতা পাঁতি, ভাল জানি নিত্য গাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দুর কজ্জল আদি, রত্ন-আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ-বেশ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথে না জানিহ আন,
বহুকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণ, পাণ্ডবেরা গেল বন,
তেঁই আমি আসিলাম হেথা॥
বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

সুদেষ্ণার নিকট দ্রৌপদীর নিয়ম কথন ও সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে আশ্রয় প্রদান।

রাণী বলে, শুন সতি তব রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
না হইবে মম শক্তি নিবারিতে তাঁরে॥
তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে।
আমি উদাসীনা হব তোমা রাখি ঘরে॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে॥
রাজ-বাসে রহে কত আত্ম-পরিজন।
সৎ অসৎ আছে তার মধ্যে কত জন॥
তোমায় প্রদানি আমি হেথায় আশ্রয়।
কেমনে রক্ষিব তোমা এই জাগে ভয়॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণায়।
দুষ্টা নারী সম রাজ্ঞী না ভাব আমায়॥
যেবা হৌক, মোর প্রতি যদি কোন জন।
পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন॥
থাকুক স্পর্শন, যদি দেখে পাপচক্ষে।
দেবতা হলেও মৃত্যু যেন তার পক্ষে॥
দুখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামিগণ।
না বাঁচিবে আমারে যে করিবে চালন॥
দয়া করি মোরে যদি রাখ গুণবতী।
পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের কাছে নাহি পাঠাবে কখন॥
সুদেষ্ণা বলিল, যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে থাক গুণবতী॥

সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিলা দেবী বিরাট-ভবনে॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিলা বশ যতেক রমণী॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন॥
সপ্তপত্রেতে আনন্দিত মৎস্য-অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
দীন দরিদ্রেরে সব করে বিতরণ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হলেন রাজন।
বশ হৈল, যত জন করিল ভোজন॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করেন ভীমে কনক রতন॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুরে নারীগণ সবে হৈল বশ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল॥
গবীগণ বৃদ্ধি পায়, যথা ক্ষীরবতী।
সহদেব গুণে বশ হন মৎস্যপতি॥
পাণ্ডবের গুণে মৎস্যদেশ বশ হৈল।
এইরূপে চারিমাস ক্রমেতে কাটিল॥
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
ভক্তিতে শুনিলে ঘুচে যায় ভবক্ষুধা॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে॥
করিল শঙ্করযাত্রা বিরাট-রাজন।
নানা দেশ হৈতে আসে বহুসংখ্য জন॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি নরনারীগণ।
নৃত্যগীত মহোৎসব করে জনে জন॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট-রাজন।
পর্ব্বত-আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ॥
মল্লগণমধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান॥
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছ, আমার সঙ্গে করহ বিবাদ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে, হেন দেহ নরপতি॥
যদি মল্ল দেহ রাজা, গুণ গেয়ে যাব।
নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন॥
বিরাট বলেন, তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে॥
এ মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ-ব্যবহারে॥
ভীম বলে, নরপতি জানহ আপনে
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর-ভরণে॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সূপকার॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ ভয় নাহি, কর পরিণাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হন মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করে উত্তর॥

যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন॥
পুনঃ পুনঃ মল্ল বলিতেছে নৃপবরে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে॥
রাজারে সন্তোষ কর, দেখুক সকলে।
একবার মল্ল সহ যুঝ কুতূহলে॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করেন উত্তর॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি, পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি, পলাহ প্রবাসী॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায়॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুম্ভকার চক্র॥
ঘুরাতে ঘুরাতে ত্যজে মল্ল নিজ প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভীম যেন লতাখান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে, মানে চমৎকার।
বিরাট-নৃপতি পান আনন্দ অপার॥
অনেক রতন ভীমে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহ আসি সবে করে রণ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল।
বল্লবের পরাক্রমে রাজা বশ হৈল॥

বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সহ করাইল রণ॥
নিমেষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দে পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাতে রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥
ভারত শ্রবণে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে, কহিলেন ব্যাস॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করিলা পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে, অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি।
এক দিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি॥
দৃষ্টিমাত্র রূপে তার হৈল বিমোহিত।
দ্রৌপদীর সন্নিকটে হৈল উপনীত।
বলিতে লাগিল তবে মধুর বচনে।
হেব, অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে।
মনোহর অঙ্গ তব অনঙ্গ-মোহিনী॥
নিরুপম অঙ্গ তব প্রথম যৌবনী॥
হেথায় আছহ, কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি॥

তোমার অঙ্গের শোভা সুর-মন লোভে।
এ সব ভূষণ নাহি তব অঙ্গে শোভে ॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
সহস্র সহস্র মোর আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
রত্ন অলঙ্কার যত লোক মনোহর।
যথা ইচ্ছা বিভূষণ কর কলেবর ॥
রত্ন-মন্দিরে শয্যা, রত্ন সিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর, শুনহ বচন ॥
সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাণী।
যদি না রাখহ ধনী অধীনের বাণী ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কীচকের বাক্যে কৃষ্ণা কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিলা উত্তর ॥
সৈরন্ধ্রী আমার জাতি, বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী ॥
এ সকল কহ নিজ কুল-ভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে, থাকিবে কল্যাণে ॥
পরদারে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবী মণ্ডল ॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিলে মাত্র হয় আয়ুক্ষয় ॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্র-লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥
পরদারা আমি, তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোমা সবংশে মারিবে ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
কালরাত্রি পোহাইল আজি যে তোমারে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিছ আমারে ॥
তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে।
ধরিল যমের দূত আজি তব চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
নৈরাশ্য আঘাতে হয় অত্যন্ত পীড়িত ॥
তাহার ভগিনী বিরাটের রাজরাণী
তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ কম্পে সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে, কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনী নিকটে যাহা বলা নাহি যায়।
কহিতে লাগিল তাহা লজ্জা নাহি পায় ॥
দেখহ ভগিনী মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ, শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তারে মোর পত্নী করি দেহ এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার ॥
মধুর বচনে কন বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
ছাড় দাসী লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়েছি আমি, লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই, বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে কহিব কেমনে ॥

করিছে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও, ত্যজ ভাই সৈরন্ধ্রীতে মন॥
কীচক বলিল, শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বে রক্ষা করে, বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয়॥
নষ্টা স্ত্রী প্রকৃতি কভু নাহি জান তুমি
নষ্টা স্ত্রীলোকেরে ভালমতে জানি আমি।
মুখেতে সতীত্ব কহে, অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরন্ধ্রীরে কর অনুমান॥
যদি মোরে চাহ, তবে চল শীঘ্রগতি।
সেবিকারে কর ভয়, সোদরে অপ্রীতি॥
রাণী বলে, যত কহ, মোহের বশেতে।
সতী প্রতি হেন বাণী কহিব কিমতে॥
সৈরন্ধ্রী ইচ্ছিয়া, নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
সেই হেতু ভগিনীরে এ কথা কহিলে॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ তুমি দ্রুতগতি আপন আগার॥
আহারাদি কর গিয়া আপনার ঘরে।
সৈরন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে॥
শান্তি কথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী, তাহা করিল তখন॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরন্ধ্রীরে ডাকি কহেন মধুর বাণী॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি, তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত॥
কৃষ্ণা বলে, সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতি॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি নির্ণয়।
রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয়॥
আপন বচন দেবী করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্য জন॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজরাণী।
শ্রমসাধ্য হলেও তা পালিব এখনি॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
প্রেষিণী নারীর কেন এত অহঙ্কার॥
যথায় পাঠাব, তথা করিবে গমন।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি, বলি সে কারণ॥
যাহ শীঘ্রগতি, সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের স্থানে মোরে কর অব্যাহতি॥
মুহূর্ত্তেক সূর্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষগণ দিল॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক॥
দুঃখেতে কাতরা অতি দ্রুপদ-নন্দিনী।
ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী॥
দূর হৈতে মূঢ়মতি দেখি দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী॥
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা কার আসিলে আপনি॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার।
দিব্য বস্ত্র পর তুমি, দিব্য অলঙ্কার॥

কৃষ্ণা বলে, তব ভগ্নী হৈল পিপাসিত।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত॥
কীচক বলিল, কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন॥
কষ্ট গেল, শুভ তব হইল এখন।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন-সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্বতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিলা দেবী রাজ-সভাস্থল॥
পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি॥
সূর্য্য অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল॥
মূল কাটা গেলে যথা বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হয়ে দুষ্ট পড়িল ভূতলে॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসেছে সভায়।
সবে দেখে, দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কম্পিত অধর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী॥
নয়ন যুগলে অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায়॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্মপানে চায়॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল॥
স্বামিগণ সব বসি দেখে চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দে কৃষ্ণা, কহে অর্দ্ধভাষে॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছে মৎস্যের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়॥
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেন বিধি॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক, নাহি ধর্ম্মভয়॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল থাকে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে॥
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
এমন বিধির বিধি, শাস্ত্রে হেন কয়॥
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর, আজ্ঞা করিল রাজন॥
পিতা প্রতি কহে তবে বিরাট নন্দন।
রাজধর্ম্ম রাজা নাহি করিলা পালন॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলে চোর-সভা প্রায়॥
সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্ম ভয় নাহি, তেঁই না কহ বচন॥
এত শুনি সদুত্তর করে মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব না জানি কিরূপ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুই জনে॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে
দেব দ্বিজগণ প্রিয়, বড় প্রিয় রণে॥
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥

যাঁর ধনুর্ঘোষে তিনলোক কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয়॥
তাঁর ভার্য্যা হই আমি, দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরন্ধ্রী দেবকন্যা স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত, অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিছেন কঙ্ক নামধারী।
সৈরন্ধ্রী না কর খেদ, যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত॥
দুঃখিনী সমান কেন কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও, কি দোষ রাজায়॥
কৃষ্ণা কহে, সভাসদ কহিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মোর কে করিবে আন॥
এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে মুছিল।
কেশ বিঘর্ষণে কত শোণিত স্রাবিল॥
ভর্ত্তৃ-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণা যান অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে নারী কেকয়-কুমারী॥
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ পাবে সেই দুষ্টমতি॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরন্ধ্রীরূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কর রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃগৃহেতে পাঠালে।
কত বা কহিব তাহা, যত দুঃখ দিলে॥
রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি॥
আজি হৈতে ত্যজ আশা ভ্রাতার জীবন।
কর আয়োজন তার শ্রাদ্ধের কারণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী
জলে প্রবেশিয়া সব ধুইল রক্ত ধূলী॥
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ॥
বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন॥
পুনঃ পুনঃ কান্দে কৃষ্ণা নিজ দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি, দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ-সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
না পারিবে বৃকোদর বিনা অন্য জন।
চিন্তিয়া ভীমের পাশে করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা।

বিরাট-রন্ধনগৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলেন দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও মৃতপ্রায়॥
হীনজন সাধ্যমত আপন ভার্য্যারে।
প্রাণপণ করি রক্ষা সঙ্কটেতে তারে॥
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল
সিংহের রমণী লৈতে শৃগাল ইচ্ছিল॥

চরণ চাপিতে ভীম হন জাগরিত।
দ্রৌপদী কাতর দেখি উঠেন ত্বরিত॥
কহ ভদ্রে, এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন॥
যে কথা কহিতে আছে, শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে, যাহ নিজ ঘরে॥
ভীমবাক্য শুনি আরো বৃদ্ধি পায় দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে, কৃষ্ণা অধোমুখ॥
ভীম বলে, কহ প্রিয়ে কি হেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্বতী।
কি দুঃখ-শোচন, যার যুধিষ্ঠির পতি॥
জানিয়া শুনিয়া কেন জিজ্ঞাসিছ মোরে।
আপনার দুঃখ কিবা বলিব তোমারে॥
হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল।
কুরুসভা মধ্যে সবে বসিয়া দেখিল॥
একবস্ত্রা পরিধানা আমি রজঃস্বলা।
কেশে ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা॥
তদন্তরে অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত॥
দ্বাদশ বৎসর বনে দুঃখে বঞ্চি শেষে।
মৎস্যদেশে সুদেষ্ণার দাসী হৈনু এসে॥
গোরোচনা চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর।
দেখ দেখ কলঙ্কিত হৈল দুই কর॥
সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে।
তোমা সবা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে॥
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ॥
রাজকন্যা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ, না দেখি, না শুনি॥

আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
গরল খাইব কিংবা প্রবেশিয়া জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয়॥
সৈরন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে, আর কিবা আশ॥
হস্তসুখে নরপতি দেবন খেলিল।
যাঁহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল॥
এমন করেছে কোন্ রাজা কোন্ দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে॥
কোটি কোটি গজ বাজী গবী গৃহবাস।
সব ত্যজি এবে হৈল বিরাটের দাস॥
মূঢ় লোক থাকে যথা কর্ম্ম ধ্যান করি।
সেইমত বসি আছ, নিল সব অরি॥
নিরবধি সেবে দশ-সহস্র সুন্দরী।
অতিথি সেবনে দশ-সহস্রক নারী॥
যত অন্ধ যত খঞ্জ আশ্রমেতে থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে॥
দুষ্ট দ্যূতে হরিলেক এতেক সম্পদ।
আজ বিরাটের দাস পেয়ে কঙ্কপদ॥
অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয়॥
ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ।
দৈত্যে মারি নিষ্কণ্টক কৈল দেবগণ॥
বজ্রাঘাত ডাকে যার ধনুর নির্ঘোষে।
কন্যাগণ মধ্যে থাকে নপুংসক বেশে॥
মাথায় কিরীট যার সূর্য্যপ্রভা জিনি।
সে মস্তকে হের আজি লম্ববান বেণী॥
দ্রুপদের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজি এবে হৈনু অনাথিনী॥

বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির॥
এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
নেত্রনীরে তিতিল কৃষ্ণার কলেবর॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কাঁপে ঘন, কাঁপে ওষ্ঠাধর॥
ধিক্ মোর বাহুবল, ধিক্ ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট দেখি প্রাণ রয়॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা, আমি কি করিব।
আত্মবশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব॥
যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি॥
সভাসহ মারিতাম নৃপতি সহিতে।
কাহারে না রাখিতাম অন্যেরে কহিতে॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক বাঁচিল॥
যুধিষ্ঠির বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরী॥
ইন্দ্রের অধিক সুখ শত্রুগণে দিয়ে।
এত দুঃখ হৈল শুধু তাঁর বাক্যে বয়ে॥
সভামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন।
মৃত্যু-ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ॥
সে সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লাগি সব সহিলাম॥
ক্রন্দন সম্বর দেবি, দুঃখ হৈল শেষ।
অল্পদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ॥
কহিলে যে, মোর সম নাহিক দুঃখিনী।
রাজপত্নী হয়ে হেন না দেখি ধরণী॥
তোমা হৈতে দুঃখ পাইয়াছে বহুতর।
কহিব সে সব কথা, অবধান কর॥
ছিলেন বৈদেহী সীতা জনক-দুহিতা।
লক্ষ্মী-অবতার হন রামের বনিতা॥
চৌদ্দ বর্ষ হেতু বনে গমন করিল।
ফল মূলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল॥
অরণ্যে হরিয়া লয় দুষ্ট দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন॥
অনাহারে ক্ষীণ তনু অস্থি-চর্ম্ম-সার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার॥
এত কষ্ট সহিলেন জনক-কুমারী।
সীতা উদ্ধারিলা রাম রাবণেরে মারি॥
অগস্ত্যের ভার্য্যা, রূপে গুণে অনুপাম
রাজার কুমারী হয়, লোপামুদ্রা নাম॥
তাঁহার যতেক কষ্ট, কহনে না যায়।
বল্মীক-মৃত্তিকা সব বেড়িলেক গায়॥
বহুকাল সেইরূপে কষ্টেতে রহিল।
এত কষ্ট সহি পুনঃ অগস্ত্যে পাইল॥
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিণী।
তাঁহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাঘোরে বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি।
ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি॥
বহু কষ্ট সহি পুনঃ স্বামীরে পাইল।
কতেক কহিব দুঃখ, যতেক সহিল॥
তুমিও সেমত দুঃখ পাইলে অপার।
ক্ষমা কর অল্প দিন দুঃখ আছে আর॥
তের বর্ষ পূর্ণ হৈতে বিংশতি রজনী।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, শুন কর্ণ ভরি॥

কীচক বধ।

কৃষ্ণা বলে, যা বলিলে সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পেলে, পিছে হব ঠাকুরাণী॥
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে, সৈরন্ধ্রী যে কহিয়াছে ভণ্ড॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্বলোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে, লক্ষ গন্ধর্ব্বেরে করিব বিনাশ॥
সকল শোভিল তার যতেক কহিল।
এত অপমান করি দণ্ড না পাইল॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে॥
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
জটাসুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতিকার॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে, নাহি দেখি আন॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে॥
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন॥
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন॥
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে
উপায়ে মারিব, যেন কেহ নাহি জানে॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময়॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা, কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সে ঘরে পাঠাব দুষ্টে শমন-আগারে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন মুছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন॥
রজনী প্রভাত হৈল, কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা শীঘ্রগতি গেল॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাস্থলে॥
রাজ-বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি॥
কি করিল মোরে বল বিরাট নৃপতি॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর, কাহার শকতি॥
ভজহ সৈরন্ধ্রী মোরে, ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ, দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলে, তব বশ হইলাম আমি।
আছয়ে গন্ধর্ব্বা কিন্তু মোর পঞ্চস্বামী॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ, যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি দুষ্টমতি হৈল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল॥
সৈরন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ-হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায়, পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা বৃকোদরে কহে সমাচার।
রাত্রিতে আসিবে নৃত্যালয়ে দুষ্টাচার॥

যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি॥
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ॥
আনন্দিত চিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া, সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষ-সিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর॥
অনঙ্গ দহনে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
না বুঝিল, আছে যম পালঙ্কে বসিয়া॥
অতীব হরষেতে হইয়া পুলকিত।
হাসিয়া বলিছে অঙ্গে বুলাইয়া হাত॥
লৌহ হতে সুকঠিন বৃকোদর কায়।
কামানলে দগ্ধ, বুঝে সৈরন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মোর রূপগুণে বশ যত নর নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে গুণবতি পেলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলে, বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে॥
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে।
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে॥
বজ্রের সমান তব চরণ-প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার॥
কমল অধিক মোর কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মোর হতেছে বাহির॥
মনোদুঃখে কিরূপেতে পাবে রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ, ত্যজ দুঃখ-মন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ॥
পদাঘাত দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি দুষ্টমতি মাথা দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপি নাহিক বুঝে কীচক দুর্ম্মতি॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কিম্মীর বক প্রভৃতি মারিল॥
একে একে তিনবার করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার॥
ভীম বলে, আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরন্ধ্রীর পত্নীত্বের সাধ॥
ভীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হৈতে নহে উন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ॥
আচড় কামড়, মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম, কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর, অঙ্গ, পদাঘাতে নখে॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর।
এই মত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ ধরে ভীম।
তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন॥
পুনঃ পুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার॥

বসন্ত সময়ে যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন ॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত মৃগে ॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে কহ কটু সৈরন্ধ্রীর প্রতি ॥
এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুঠি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটী ॥
এই চোখে সৈরন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন ॥
মহারোষে বক্ষদেশে মারিলেক লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি ॥
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় তার অঙ্গ যেন হৈল ॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড-আকার।
হাসিয়া কৃষ্ণারে ডাকে পবন কুমার ॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি ॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি ॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন ॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করেন শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি ॥

কীচকের উনশত ভ্রাতা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও ভীমহস্তে তাহাদের নিধন।

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হয়ে।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়ে ॥
মোরে যত দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
দণ্ড দিল গন্ধর্ব্বেরা, যারা মোর পতি ॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্বে না মানে।
গন্ধর্ব্বে পারিবে কোথা মানুষ পরাণে ॥
এত শুনি ধেয়ে আসে যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ, কেহ বলে নয় ॥
কোথা গেল হস্ত পদ, কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর ॥
কেহ বলে, গন্ধর্ব্বেরা মারে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধেয়ে আসে ভ্রাতা উনশত ॥
কীচকে বেরিয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতা মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ ॥
এই মতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিসংস্কার হেতু করিল বিচার ॥
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দম্ভ করি দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমানে ॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক নিধন ॥
কেহ বলে, না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে, অসতীরে মারহ পরাণে ॥
অগ্নিতে পোড়াও এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি ॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র শব সহ লহ।
একবার গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ ॥

বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
শোকে দুঃখে ক্ষোভে উচ্চে বিলাপে রাজন॥
কোথায় কীচক বীর মোর সেনাপতি।
তোমার বিহনে মোর হবে কোন্ গতি॥
সৈরন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
তার মুখ আর নাহি দেখিব কখন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পেয়ে দ্রৌপদীরে বান্ধিল তখন।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
তবে দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায়॥
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম লয়ে উচ্চেস্বে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যার ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে শক্তিমান, নাহি শত্রু যার॥
তাঁর প্রিয়া বড় আমি, করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এই মত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়॥
পথাপথ নাহি শব্দ-অনুসারে যায়॥
একলাফে ডিঙ্গাইয়া গড়ের প্রাচীর॥
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর॥
না কান্দ সৈরন্ধ্রী দেবী, আসিল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর॥

সবে বলে, হের ভাই গন্ধর্ব্ব আসিল।
পলাহ পলাহ বলি, সবে রড় দিল॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে॥
আরে আরে দুষ্টাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে হেলন॥
এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর।
এক ঘায়ে মারে উনশত সহোদর॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে॥
ভীম বলে, দুঃখ নাহি ভাব গুণবতী।
তোমায় হিংসিয়া দুষ্ট লভিল দুর্গতি॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥
রজনী প্রভাত হৈল, আসে সর্ব্ব জন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন॥
সবে মারি সৈরন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
সৈরন্ধ্রী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল॥
মৎস্যদেশের আর নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী।
হেরিলে গন্ধর্ব্ব তারে চলে যাবে মারি॥
শীঘ্র কর নরপতি ইথে প্রতিকার।
হেথা হৈতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীকে বলিল।
সৈরন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি ঘটিল॥

এখন হেথায় হৈতে যায় যেই মতে।
মোর নাম নাহি লবে, কহিবে সম্প্রীতে॥
এতদিন ছিলে তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর, শীঘ্র হও আগুসার॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণে ত্রাণ পায় যত নর॥

———

দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়।

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নানান্তে দ্রৌপদী যান আপনার ঘর॥
চতুর্দ্দিকে আছিল যতেক লোকজন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন॥
সিংহে দেখি যথা অজা ধায় দড়বড়ি।
একের উপরে ভয়ে কেহ যায় পড়ি॥
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক যাইতে নারিল।
অধোমুখে ভূমি ধরি বস্ত্রে আচ্ছাদিল॥
সবে বলে, কেহ নাহি চাও উহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব-হাতে মরিবে পরাণে॥
এত বলি সব লোক করে কানাকানি।
হেথায় রন্ধনগৃহে গেল যাজ্ঞসেনী॥
দাণ্ডাইয়া ছিল তথা বীর বৃকোদর।
প্রণাম করিল দেবী যুড়ি দুই কর॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মম নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কট হৈতে করিল নিস্তার॥
ভীম বলে, যেই জন আশ্রিত যাহার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতিকার॥
তথা হৈতে নৃত্যশালা করিল গমন।
সৈরন্ধ্রীরে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ॥
ভাল হৈল সবান্ধবে মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
কিমতে গন্ধর্ব্ব কৈল কীচকে নিধন॥
কৃষ্ণা বলে, কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা॥
কিমতে জানিবে দুঃখ যতেক আমার।
হাসি হাসি জিজ্ঞাসিছ, কি বলিব আর॥
তথা হতে গেল সুদেষ্ণার অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী॥
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে॥
সহসা সুদেষ্ণা আসি নৃপ পাটরাণী।
বিনয়পুর্ব্বক সৈরন্ধ্রীরে বলে বাণী॥
হেথা হৈতে বাছা তুমি করহ গমন।
যথা আছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্বলোকে ডরে॥
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ॥
এখন ক্ষমহ মোরে করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার॥
দ্রৌপদী বলিল, দেবী কর অবধান।
তের দিন পরে আমি যাব নিজ স্থান॥
তোমাতে গন্ধর্ব্বগণ বড় প্রীত হবে।
তের দিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে॥
আমা হৈতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনাদোষে কাহারে না হিংসে মোর পতি॥
দেব-দ্বিজগণ-প্রিয়, ভকতবৎসল।
নাহি করে তারা ধার্ম্মিকের অমঙ্গল॥

এখানে দেখিবে সেই মোর স্বামিগণে।
দেব-দ্বিজগণ ভক্ত, বড় প্রিয় রণে॥
সুদেষ্ণা বলিল, দেখ দেখিয়া তোমারে।
নারী দূরে থাক পুরুষ পলায় ডরে॥
তের দিন তুমি যদি থাকিবে হেথায়।
সত্য করি এক কথা কহ গো আমায়॥
স্বামী পুত্র ডরে মোর, রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে সবে আসিবেক ঘরে॥
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ॥
অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার বোলে
এইমত তথা কৃষ্ণা বঞ্চে কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
রহস্য বিরাটপর্ব্ব কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজ চরণ-প্রসাদে॥

পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ।

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন॥
লক্ষ লক্ষ চরগণে পাঠান ত্বরিত।
পাণ্ডবের অন্বেষণে যায় চতুর্ভিত॥
দুর্য্যোধন বলে, যেই পাণ্ডবে দেখিবে।
পাণ্ডবে দেখিছি বলি যে আসি বলিবে॥
ধন জন রাজ্য দিব, বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্যভোগ ভুঞ্জিবেক সহিত আমার॥
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
পাঠাইল অষ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন॥
এক বর্ষ পাণ্ডবেরে খুঁজে সর্ব্ব জন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ॥
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
গ্রাম দেশ নগরাদি যত জনপদ।
তড়াগ নির্ঝর নদ নদী আর হ্রদ॥
পর্ব্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা, অরণ্য সাগর॥
মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র মধ্যে না গণি প্রমাদ॥
রাজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ।
উদাসীন হয়ে ভ্রমিলাম সর্ব্বদেশ॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকানগর।
ভ্রমিলাম চারি স্থানে গিয়া ঘর ঘর॥
কোথাও না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্তে থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন।
জীবিত যদ্যপি থাকে, আছে সিন্ধুপার।
কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে নাহি তারা আর॥
নিশ্চয় নৃপতি এই কহিনু তোমায়।
যদি আজ্ঞা হয়, তবে যাই পুনরায়॥
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল॥
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
একদিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশ মাঝ॥
বিরাট-শ্যালক জান কেকয়কুমার।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার॥
স্ত্রীর হেতু শত ভায়ে গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্য যেই বলে লয়েছিল॥
দেখিনু শুনিনু যথা কহি মহারাজ।
আজ্ঞা কর, এবে মোরা করি কোন্ কাজ॥
চরগণ-বচনান্তে কহে দুর্যোধন।
আমার যে বাঞ্ছা, তাহা শুন সর্ব্বজন॥

ত্রয়োদশ বৎসর হৈল আসি শেষ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ॥
ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে।
ইহার উপায় এক লইতেছে মনে॥
পুনর্ব্বার চরগণ যাক খুঁজিবারে।
বহু ধন পাবে যদি দেখে পাণ্ডবেরে॥
শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
এ সকল থাক, যাক্ অন্য চরগণ॥
ছদ্মবেশে যাক্ যেই হয় বিচক্ষণ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন॥
দুঃশাসন বলে, ভাল কহ মহামতি।
পুনরপি দূতগণ যাক্ শীঘ্রগতি॥
পশুগণে ঘ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে।
অন্য জন দৃষ্টে জানে, রাজা জানে চরে॥
ইহা বিনা অন্য কর্ম্ম নাহিক রাজন।
আপন হিতের চর যাউক এখন॥
মরিলে তথাপি বার্ত্তা চাহি জানিবারে।
ব্যাঘ্রে সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে॥
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল।
তাহার মরণশোকে সবে প্রাণ দিল॥
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী।
যার তার সহ দ্বন্দ্ব করে নিরবধি॥
বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে।
নিশ্চয় মরিল তারা, চরে কোথা পাবে॥
এত শুনি বলিলেন দ্রোণ মহামতি।
কুরু-পাণ্ডবের-গুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
এরূপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন।
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসের কারণ॥
অশক্ত অরণ্য মধ্যে ধর্ম্ম বলবান।
ধর্ম্ম যার আছে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে।
তিনলোক মধ্যে হেন না দেখি নয়নে॥
শুচি সত্যবাদী কৃতকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু দেব-দ্বিজ প্রিয়॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
আর চারি সহোদর অনুগত তার॥
তাহার আপদ হবে, নাহি দেখি আমি।
ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি॥
যে বিচার করিতেছ, করহ ত্বরিত।
পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্ভিত॥
দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্মবীর।
সজল জলদ তুল্য বচন গম্ভীর॥
অকারণে চরেরে পাঠাবে আরবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার॥
বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে, সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
সত্যবৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে॥
সেই সে চিনিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে॥
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল।
তার ফল ফলিবার সময় হইল॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহি এবে, শুন চরগণ॥
না ব্যাধি, না দুঃখ শোক, যে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ, শিষ্ট পালন যতনে॥
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর।
সেই দেশে থাকিবেক রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু তথায় বহিবে॥
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
বহু ক্ষারবতী হৈবে যত গবীগণ॥
শরীর জন্ময়ে ব্যাধি, সে করে বিপদ।
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ॥
পর হয়ে বন্ধু হয়, যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয়, অধর্ম্ম আচরে॥

সেইমত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন॥
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চ জন॥
ত্রয়োদশ বর্ষ এই হৈল আসি শেষ।
নিজ রাজ্য না আসিয়া যাবে কোন্ দেশ॥
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলে, সবে জানে মনে॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদের বচন॥
ভীষ্মদেব-বচনান্তে বলে কৃপাচার্য্য।
ধর্ম্মনীতি বুঝিয়া সাধহ হিতকার্য্য॥
দ্রোণ ভীষ্ম যে কহিল, নাহি হবে আন।
গুপ্তবেশে রহিয়াছে পাণ্ডব ধীমান॥
হইল সময় শেষ, কাল দেখা দিল।
উপায় করহ শীঘ্র, কর্ণ যা কহিল॥
চরগণে খুঁজিতে পাঠাও দেশাদেশ।
হেথায় করহ শীঘ্র সৈন্য সমাবেশ॥
ভাণ্ডারের ধন দেখ, দেখ নিজ বল।
পরাপর প্রীত কর নৃপতি সকল॥
তোমার অহিত কভু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক এক পাণ্ডব যে ইন্দ্রে করে জয়॥
শরদ্বান্-মুনিপুত্র কহি নিবর্ত্তিল।
সভাতে সুশর্ম্মা রাজা বসিয়া আছিল॥
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচারিয়া ছিল।
কর্ণ বীর কৈল, তাই কহিতে নারিল॥
সভায় কহিল এবে ত্রিগর্ত্ত রাজন।
মোর এক নিবেদন, শুন সভাজন।
বিরাটের সেনাপতি কীচক প্রবল।
সসৈন্যে আসিয়া মম রাজ্য আক্রমিল॥
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল।
কীচক মরিল এবে হইল মঙ্গল॥
সবান্ধবে মোরে জিনি করেছিল গর্ব্ব।
এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব॥
কীচক মরিল যবে, হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটে বান্ধিয়া এবে লব নিজ রাজ্য॥
ধন রত্ন পূর্ণ, তার গবী অপ্রমিত।
এ সময়ে তাতে তব হবে বড় হিত॥
হীনবীর্য্য বিরাটেরে জিনিব কৌতুকে।
বিচারে আইসে যাহা, আজ্ঞা দেহ মোকে॥
কর্ণ বলে, ভাল বলে সুশর্ম্মা নৃপতি।
মৎস্যদেশে যাব, সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি॥
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল বৃথা অন্বেষণ॥
জীয়ন্তে থাকিলে তবে, আসিবে হেথায়।
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্লিষ্ট কায়॥
মম বল বীর্য্য তারা ভালমতে জানে।
পুনঃ হেথা পাণ্ডব না আসিবে কখনে॥
এক্ষণে চলহ সবে, যাব মৎস্যরাজ্য।
ধন রত্ন পাব বহু, হবে বড় কার্য্য॥
কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর।
নিশ্চয় সবার চিত্ত যেতে মৎস্যপুর॥
সবাকার মন হৈল নিষেধিতে দোষে।
রত্ন গাভী উপার্জ্জন হয় বড় ক্লেশে॥
কহিলেক চর মৎস্যদেশ-সমাচার।
দুর্জ্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার॥
অদ্যাপিহ নাহি দেখি, নাহি শুনি কানে।
গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য-ভবনে॥
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝিতেছি সকল বারতা॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য, যাইবে নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয়॥

বিদুর-বচন শুনি হাসে দুর্য্যোধন।
শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন ॥
যত শক্তি আপনার, ততেক মন্ত্রণা।
না বুঝি আমার শত্রু আছে কোন্ জনা ॥
গন্ধর্ব্ব কি গণি, যদি আসে দেবগণ।
ইন্দ্রসহ সাজি আসে এ তিন ভুবন ॥
কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে, কেন কর ভয় ॥
এত বলি সৈন্যে আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর শীঘ্রগতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি যাক পুনঃ কহে আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া নিক যাম্যভাগে ॥
সৈন্য সহ যাব আমি করিবারে রণ।
শূন্যরাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন ॥
একদিন আগে যাও সুশর্ম্মা রাজন।
পশ্চাৎ সসৈন্যে আমি করিব গমন ॥

নিজ রাজ্যে সুশর্ম্মার যাত্রা ও বিরাটের
দক্ষিণ গো-গৃহ আক্রমণ।

দুর্য্যোধন-আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি ॥
আষাঢ়েতে সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে ॥
শঙ্খ ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে ॥
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে ॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধনে, আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি ॥
হয় হস্তী গবী আর নানা রত্ন ধন।
লুঠিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব জন ॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন ॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
সকল মজিল মৎস্যদেশে নৃপবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর ॥
রক্ষা করিবেক রাজা যদি আছে মন।
বিলম্ব না কর, শীঘ্র চলহ রাজন ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ সেনা সজ্জা করে শীঘ্রগতি ॥
শতানীক মদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর ॥
পাত্রমিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে, সৈন্য কোলাহল ॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি ॥
শ্রীকঙ্ক বল্লব অশ্বপাল ও গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥
দেবতার প্রায় সব দেখি যে সাক্ষাতে।
অবশ্য যুদ্ধের কার্য্য হবে সবা হৈতে ॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল, কবচ উত্তম ॥
পরিলাম উত্তম বাস অতি মনোহর।
শরতে উদয় যেন হৈল শশধর ॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে আসে যেন দিক্‌পালগণ ॥
চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে ॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী ॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকরে।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপুরে ॥

শূন্য হৈতে পক্ষিগণ ভূমিতে পড়িল।
হেনমতে দুই সৈন্যে ক্রমে দেখা হৈল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী, পত্তি পত্তি যুঝে।
মল্লে মল্লে, গজে গজে, ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে, শূলে শূলে, তবকী তবকী॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর॥
সিংহনাদ মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুর নির্ঘোষ ঘন, শঙ্খের নিঃস্বন॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সব, আচ্ছাদিল ধূলি॥
বাণের আগুন মাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন খদ্যোত উজলে॥
শেল শূল ভল্ল চক্র মুষল মুদগর।
পরশু পট্টিশ জাঠি ভিন্দিপাল শর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল, রক্তে বহে নদী॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি॥
সব্য হস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি বুলে॥
পর্ব্বত-আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল ভূমিতে সৈন্য অনেক দলিয়া॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে, একই সোসর॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমেষে॥
মদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারে সৈন্য বিরাট নৃপতি॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে চারি, দুই সারথী উপর॥
রথধ্বজে দুই, দুই সুশর্ম্মা উপরে।
সুশর্ম্মা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে কত দূরে॥
পঞ্চদশ বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি ক্রোধমতি।
লাফ দিয়া ভূমিতলে নামে শীঘ্রগতি॥
হাতে গদা লৈয়া বীর ধায় বায়ু বেগে।
সিংহ যথা ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে॥
চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি॥
জীবগ্রহ করিয়া বিরাট নৃপবরে॥
ত্বরা করি তুলি লয় নিজ রথোপরে॥
রাজা বন্দী হৈল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায় রথ পলায় সত্বর॥
উর্দ্ধলেজ মত্তগজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায়॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য, কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার॥
রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
বিরাটে লইয়া তবে চলে হৃষ্ট মতি॥
জয়ধ্বনি বাদ্যধ্বনি হয় অনুক্ষণ।
মৎস্যরাজ সৈন্যমধ্যে উঠিল রোদন॥
সন্ধ্যাকাল হৈল, সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি, কেবা কোথায় রহিল॥
দেখিয়া কহেন ভীমে ধর্ম্ম নরবর।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভাই বৃকোদর॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বর্ষেক অজ্ঞাতে গৃহে করিনু বসতি॥

যার যে কামনা-মত পাইনু যে স্থান।
তাঁহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান॥
দাণ্ডাইয়া দেখ ইহা, নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
বিশেষ আমার এই অনুগত কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন মোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥
এত শুনি বলে ভীম, যোড় করি পাণি।
পালিব তোমার আজ্ঞা, ওহে নৃপমণি॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া॥
এই যে দেখহ শাল সুদীর্ঘ বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার॥
ওই বৃক্ষাঘাতে আমি বাধব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের দল॥
এত বলি বৃক্ষ উপারিতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হইবে, উপাড়িলে বৃক্ষবর॥
অজ্ঞাত বৎসর যদি পূর্ণ নাহি হয়।
ততদিন হেন কর্ম্ম শোভা নাহি পায়॥
মানব ধনুক-অস্ত্র লয়ে কর রণ।
মানুষের মত কর রথে আরোহণ॥
দু-পাশে থাকুক তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর॥
আমিহ তোমার পাশে সর্ব্বসৈন্য লয়ে।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে॥
ভীম বলে, নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটেরে আনি দিব, লহ॥
আপনি করিবে শ্রম কিসের কারণ।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম॥
কোন্ হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লব আর বহু সৈন্যগণ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে, বৃক্ষ নাহি লব।
রিক্ত হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব॥
তৃণ হেন গণি আমি ত্রিগর্ত্ত রাজনে।
সৈন্য সাথী অস্ত্র লৈব কিবা প্রয়োজনে॥
এত বলি বৃকোদর ধায় শীঘ্রগতি।
চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী॥
রজনী সম্মুখ হৈল, ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম, বলে মার মার॥
মহাভারতের কথা পুণ্যের কথন।
রচেন ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন॥

ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মোচন।

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া।
কৃষ্ণানামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল॥
বসন-গৃহেতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ স্নানে, কেহ পানে আসন ভোজন॥
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তব বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ কৈলি মোর ক্ষিতি॥
ভাগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিলে তুমি।
যার তেজে কাড়িয়া লইলা মোর ভূমি॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥

কেহ বলে, ইহারে না রাখ একদণ্ড।
কেহ বলে, খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড ॥
কেহ বলে, নিগড়েতে করহ বন্ধন।
দুর্য্যোধন আগে লয়ে করিব নিধন ॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্ব জন
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে, শুনি মড় মড়।
নাসার নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় ॥
মার মার শব্দ করি, আসি উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত-সৈন্য হৈল মহাভীত ॥
কেহ বলে, রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হিমগিরি শৃঙ্গ সম ভীম কলেবর ॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ ধায় সবে করি ঘোর নাদ ॥
শীঘ্রগতি হস্তী পৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল যে হস্তী যূথ যূথ ॥
রথিগণ রথ সাজি আরূঢ় হইয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর ॥
মহাবল ভীমসেন ভীমপরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম ॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ড শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া ॥
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একেবারে ॥
অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে ॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব হস্তী পত্তি পড়ে লাখে লাখে ॥
পলায় সকল সৈন্য, পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যথা শৃগাল পলায় ॥

পলাহ পলাহ বলি, হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্যে, এইমাত্র শুনি ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে ॥
আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আসে একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা, না জানি কারণ ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর, যেন হিমালয় শৃঙ্গ ॥
মারিল অনেক সৈন্য, যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি, ঘন ঘন ডাকে ॥
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিচার।
তার আগে পড়িলে না দেখি রক্ষা কার ॥
কত সৈন্য পাড়িয়াছে নাহি তার অন্ত।
নাহি জানি হেথা আছে এমন দুরন্ত ॥
পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
ওই দেখ আসিতেছে ভীষণ-দর্শন ॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাকায় ॥
ভীমের শরীরদেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর ॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য, রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে বিহ্বল হৈল ভীমে দেখি কাছে ॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা ভয়ে রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমেতে পাড়িল ॥
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর বেশে ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
কেশ আকর্ষণে দোঁহে ছিল অচেতন
কতক্ষণে সচেতন হয় দুই জন ॥

মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্তচিত্তে কহে সে বিপদে॥
কহ ভট্ট কঙ্ক, ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দাঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায়॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি, পশিব সৈন্যেতে॥
পুনর্ব্বার আসি যদি গন্ধর্ব্বেতে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হৈতে তোমাকে যে দিল মুক্ত করি॥
গন্ধর্ব্বের ভয় নাহি করিও কখন।
কার্য্য করি নিজস্থানে করিল গমন॥
সুশর্ম্মারে ডাকি তবে কহে ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়॥
কীচক মরিল, বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ, ছাড় শীঘ্রগতি॥
সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরৎসাহ অতি দীনমতি॥
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা, যদি মনে ইচ্ছে॥
বিরাট কহিল, যাহা তব অনুমতি।
যাউক আপন রাজ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি॥
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন।
সুশর্ম্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূতরাজা যাক্ শীঘ্রগতি॥
তোমারে শুনিলে বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখী হবে, ভাল কর্ম্ম নয়॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দিউক অন্দরে।
বিজয় ঘোষনা হোক রাজ্যের ভিতরে॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দেন মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

উত্তর গো-গৃহে কুরুসৈন্য কর্তৃক গো-হরণ

হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল॥
বেড়িল আসিয়া মৎস্যরাজের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
যষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে॥
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার॥
অবধান মহাশয় বিরাট-নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যেতেছে লইয়া॥
শীঘ্রগতি উঠি রথে করি আরোহণ।
কুরুগণে জিনি নিজ রাখহ গোধন॥
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা, লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেক তাত॥

তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্ জনা।
তৃণসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা॥
উঠ শীঘ্র, বসিলে না হবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল
শুনিয়া বিরাট পুত্র উত্তর করিল॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্য রক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায়॥
এক গুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে, নাহিক পদাতি॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি॥
মৃগগণে একা যথা মারয়ে কেশরী।
দৈত্যগণে দলে যথা একা বজ্রধারী॥
সেইমত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাতাম আপন গোধন॥
রাজ্য মম বীর শূন্য জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে॥
জনৈক সারথি যদি মম যোগ্য হয়।
এক রথে করিব সে কুরু পরাজয়॥
ধনঞ্জয় বীর যথা দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দাহন॥
পার্থসম বীরকর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমিষে মারিব॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল॥
রাখিব বিরাটলক্ষ্মী বিচারিলা মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা অর্জ্জুনের স্থানে॥
নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলেন বচন॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট-গবী কুরুগণে জিনি॥
অর্জ্জুন বলেন, দেবী কিমতে এ হয়।
যত দিন ধর্ম্মরাজ অনুমতি নয়॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেক পাণ্ডুকুলনাথ॥
দ্রৌপদী কহিল, গবী কুরুগণে নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে॥
বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনে আমি হইলাম বৈরী॥
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয় স্থান বিপাকে মজিল॥
এত শুনি ধনঞ্জয় করে অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাট-ধেনু বাক্যেতে তোমার॥
প্রকাশ করিয়া গিয়া জানাহ উত্তরে।
সারথি করিয়া মোরে যুদ্ধে যেন বরে॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেলা যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইলা উত্তরা ভগিনী॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাট নন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরন্ধ্রী সুবদনী॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে হেথা মোরে পাঠায় ত্বরিত॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি যে ছিল সেই কালে॥
সৈরন্ধ্রী পাণ্ডবগৃহে আছিল যখন।
বৃহন্নলা-পরাক্রম দেখেছে তখন॥
বৃহন্নলা সহায়েতে ধনঞ্জয় বীর।
এক রথে শাসিলেন নৃপ পৃথিবীর॥

আজ্ঞা যদি হয় ভাই, লয় তব মন।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা কর রণ ॥
উত্তর বলিল, তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বচনেতে চলে নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সমা কমলনয়না।
আনন্দিতা সিংহমধ্যা মরালগামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিল উত্তর ॥
মোর পিতৃ-গোধনেরে হরে কুরুগণে।
জানিয়া রক্ষার্থ মোর ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন
আনহ গোধন তুমি জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন ॥
উত্তরা সহিত যান যথায় উত্তর।
বৃহন্নলায় উত্তর কহিল সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরন্ধ্রী কহিল ॥
এ হেতু তোমারে আমি আনিনু ডাকায়ে।
চল শীঘ্র, গবী আনি কৌরবে জিনিয়ে ॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি এসব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট-নন্দন ॥
নর্ত্তনে গায়নে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
সৈরন্ধ্রীর মুখে তব গুণ হৈল খ্যাত ॥
সৈরন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন ॥
উঠ শীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন, মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে, তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় মম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ।
সর্ব্বথা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত ॥
স্ত্রীগণের আগে তুমি যা কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম, তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে, রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ, রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাই বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হৈলেন লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
বীরবেশ বীরসজ্জা করি রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অশ্বগণযুত ॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥
বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
শুনহ বৃহন্নলা আমাদের বচন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি কার জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন ॥

পুত্তলী খেলিব মোরা যত কন্যাগণ।
মোদের এ বাক্য তুমি রাখিও স্মরণ॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন॥
খাণ্ডব দাহনে যথা জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলে পার্থ বীরে॥
সেমত ত্বরায় জিনি যত কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আসিবে কল্যাণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন সহ
উত্তরের গমন।

উত্তর কহেন তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্রগতি॥
যথায় কৌরব-সৈন্য, করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ॥
এত গর্ব্বী হৈল সবে, হরে মম গরু
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে॥
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত অর্জ্জুনেরে বলে।
কেমন চালাহ রথ, কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবে রথ, যথায় গোধন।
আনিলে সাগর মধ্যে বল কি কারণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পুরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখি মম আকুলিত চিত্ত।
জলজন্তু কলরব করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ বটে, জলনিধি প্রায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে, এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে, সব মাতঙ্গ-মণ্ডল।
না হয় লহরী, রথ-পতাকা সকল॥
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ সিন্ধু-শব্দ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই, জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল, মোর মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা, সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুমত।
মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রতঃ॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথিগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে কম্প হয়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর॥
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু-সৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
থাকুক যুদ্ধের কাজ, দেখি ছন্ন হৈনু।
শরীর ছাড়িল প্রাণ, তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল॥

একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা, তব কিবা মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াহ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥
উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কিবা হেতু এত তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি, কম্পে করজঙ্ঘ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ডর।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর॥
কহিলে যে রথ বাহুড়াহ শীঘ্রগতি।
চিন্তে না করিহ, আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি, তাহা ভুলিলে এক্ষণে॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
সর্ব্বসৈন্য মধ্যে রথ এখনি লইব॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা করিলে।
কি কহিবে, তারা সবে এ কথা শুনিলে॥
যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে, ধর বীরপণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ॥
কুরু জিনি গোধনেরে নাহি লয়ে গেলে।
মহা লজ্জা হবে তব পৃথিবী-মণ্ডলে॥
হাসিবেক যতলোক সর্ব্ব ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক নারীলোক আর যত জন॥
আমার সারথ্য-গুণ সৈরন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মোর সব নষ্ট হৈল॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব॥
হাসিবেক অন্তপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা-গুণ॥
যে জনের কর্ম্মে লোকে করে উপহাস।
নিন্দিত জীবনে তার কিবা হেতু আশ॥
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধে মৃত্যু বড় ধর্ম্ম॥
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধরি যুদ্ধ কর, ভয় ত্যজ মনে॥
উত্তর বলিল, কিবা কহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণভেলা।
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি।
মত্তগজ আগে কোথা শশকের গতি॥
মৃত্যুসহ বিবাদেতে বাঁচে কোন্ জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ॥
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গবী রত্ন নিক মোর, হাস্থক সংসার॥
হাস্থক রমণীগণ, আর বীরগণ।
ঘরে যাব, যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন॥
দৈবে নপুংসক তুমি, হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলি কহ নিজমুখে॥
জীবন মরণ তব একই সমান।
তব বোলে, কি কারণে হারাব পরাণ॥
সমানের সহ ক্ষত্র করিবেক রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন।
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ॥
পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্য মুখে।
রহ রহ বলি ডাকে ধনঞ্জয় তাকে॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন্ ফল।
এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস॥

অর্জ্জুন সম্বন্ধে কৌরবদিগের অনুমান।

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
পৃষ্ঠোপরি শোভে চারু।
লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
যেন করিবর উরু॥
আজানুলম্বিত, অঙ্গদ-মণ্ডিত,
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।
দেখিয়া কৌরব, বিচারয়ে সব,
মনেতে পাইয়া ভ্রম॥
একজন আগে, পলাইছে বেগে,
আর জন পাছে ধায়।
এ কি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
কেবা যে আগে পলায়॥
পাছুতে যে জন, নহে সাধারণ,
ছদ্মবেশী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে, অগ্নি হীনতেজে,
সিংহ যেন ধায় মৃগে॥
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারী,
ছদ্ম করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ,
ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু॥
আগে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
কেবা সে, তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
তারে হেন অনুমানি॥
নরসিংহ প্রায়, দেখি তার কায়,
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
সম তার অবয়ব॥
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্তেতে ফাল্গুনি,
বিনা এ যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে, কুরুসৈন্য সনে,
আসিবে একাকী রণে॥
এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ,
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি শক্তি অর্জ্জুনে, একা আসি রণে
কৌরব সহ বিরোধে॥
আগে যে সম্ভব, হইবে উত্তর,
বিরাট রাজার সুত।
গোধন কারণে, এসছিল রণে,
দেখিল সৈন্য বহুত॥
পাছু যেই যায়, নপুংসক প্রায়,
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথী, কি করে সারথি,
সেহ পলায় ভয়েতে॥
শুনি মহামতি, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
গৌতম-বংশজ কয়।
পাছু যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
এমত চিত্তে না লয়॥
যদি পলাইত, রথেতে রহিত,
যাইত রথী লইয়া।
হেন লয় মন, করিবেক রণ,
আপনি রথী হইয়া॥
কহিছ যে আগে, পলাইছে বেগে,
উত্তর সেহ প্রমাণ।
পাছুতে যে লোক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে আন॥
কৃপের বচন, শুনি দুর্য্যোধন,
কহিতে লাগিল তবে।
এ তিন ভুবনে, কাহার পরাণে,
আমা সহ বিরোধিবে॥
হউক অর্জ্জুন, কিবা নারায়ণ,
কাম কামপাল আদি।

কি শক্তি কাহার, সহিত আমার,
একা রণে হবে বাদী ॥
ভারত-চন্দ্রিমা, রসের অসীমা,
শ্রবণে পাপ বিনাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাসে ॥

তোমার গোধন সব লইব ছাড়ায়ে।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়ে ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয়, ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরি তারে তুলে রথোপরে।
তথাপি বিরাট পুত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

উত্তরকে অর্জ্জুনের অভয় ও আশ্বাস প্রদান।

এমত বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে নাহি পারে কোন জন ॥
পলায় উত্তর, ধনঞ্জয় ধায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হয়ে রাজসুত বলে গদ গদ।
না মারিহ বৃহন্নলা, ধরি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘর।
নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতর ॥
দিব্য হেম মণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ-অলঙ্কৃত ॥
বহু দেশ গ্রাম দিব, দাসদাসীগণ।
আর যাহা চাহ, তাহা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারিহ বৃহন্নলা, দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দে কত ধরাতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল বীর, যেন নাহি প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য, যেন হতজ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন।
না করিহ ভয়, শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হয়ে দেখ আমি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥

কৌরবগণের অর্জ্জুন বিষয়ক পরস্পর তর্ক বিতর্ক।

রথ চালালেন তবে ধীমান অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষে যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ ॥
উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু, হে কৃপাচার্য্য, কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্যোধন-বাক্য গুরু না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে ॥
বিপরীত অকুশল দেখ হেথা আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য কান্দে গজ বাজী ॥
রক্তবৃষ্টি হইতেছে, বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক, সঘনে নির্ঘাত ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণী বিনাশের লক্ষণ এ সব।
যত সৈন্য সবে থাক সংগ্রামের সাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্যোধন রাজে ॥
গবী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব, আজি রক্ষা পাই তবে ॥

এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলে কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগনামে নাম যার নগারি অঙ্গজ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলেন বচন।
উত্তর করেন শুনি শান্তনুনন্দন॥
কি হেতু সঙ্কেতে কথা বল আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সে কুরু॥
সভাস্থলে পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে কৈল নির্ণয়।
গেল দিন পরিপূর্ণ হৈল সময়॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ, শুনুক সকলে।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে॥
বলিলে তুমি ত রাজা বচন না শুন।
তথাপি নিলর্জ্জ হয়ে কহি পুনঃ পুনঃ॥
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর।
সর্ব্বসৈন্য-অন্তকারী খ্যাত তিন পুর॥
ধনঞ্জয় নাম যার কুরুকুলবর।
প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোচর॥
যথা যায়, জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যার নামে নিজস্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে॥
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমর-ভুবনে।
অতি ক্রোধে আসিতেছে, লয় মম মনে॥
পার্থ সহ কে যুঝিবে তব রথী মাঝ।
একজন নয়নে না দেখি মহারাজ॥
এত শুনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর।
প্রশংসা করহ তুমি সদা গাণ্ডীবীর॥
দুর্য্যোধন তার সহ যুদ্ধে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ কহ তুমি, প্রাণে কত সয়॥
যদি এই জন হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবে ত মানস পূর্ণ হইল আমার॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ, আমি যাহা চাই॥
যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে পুনঃ বন।
সবে জান, যুধিষ্ঠির কবিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি, অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন সব আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনে সেই জিনে সুরনাথ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে জয় করে সসাগরা ক্ষিতি॥
নিবাতকবচগণে কবে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক এক জন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল॥
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
মহাভারতের কথা ক্ষীরোদ লহরী।
পুণ্য ধর্ম্মকথা সুধা স্নাত পুতবারি॥
পরলোকের সে পাপ তাপ ব্যথাহারী।
কাশীরাম কহে কিবা বর্ণিবারে পারি॥

অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে
গমন ও উত্তরের অস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন।

এতেক বিচার করে কুরু-সৈন্যগণ।
শমী-বৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
উত্তরে বলেন, তুমি যুদ্ধে যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমী বৃক্ষ উপরে আরোহ ॥
ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যে আছে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ্ম তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর ॥
পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম ॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কি মতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র হয়ে কিসে চড়িব এ গাছে ॥
পার্থ বলে, শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোমা কহিব করিতে ॥
শব বলি রেখেছিনু কপট-বচন।
শব নহে, আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ ॥
এত শুনি রাজসুত চড়ে সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র-আচ্ছাদন ॥
অর্কচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত ॥
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত ধনঞ্জয়ে কয়।
ধনু অস্ত্র কোথা, সব দেখি সর্পময় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয়।
স্পর্শ করা দূরে থাক, দেখি লাগে ভয় ॥
পার্থ বলে, সর্প নহে ধনু-অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ কহিছে বচন ॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ তালবৃক্ষ সম।
মণিরত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম ॥
মৃগচিহ্ন স্থলে যার স্বর্ণাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি ॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস।
কাহার এ ধনুপৃষ্ঠে শোভে রাজহংস ॥
তৃতীয় সুবর্ণ গোধা শোভে ধনুস্থলে।
কাহার বিচিত্র ধনু, অগ্নি হেন জ্বলে ॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু, দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥
কাহার এ ধনু, পৃষ্ঠে হেমশিখি-শোভা।
মনি রত্ন বিভূষিত শত চন্দ্র-আভা ॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর ॥
চর্ম্ম মধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
সেই শঙ্খ বাদ্য করে কোন্ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্কপ্রভ তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ রাখে কোন্ নর ॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি, লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনু, বল রাখে কোন্ জনে ॥
পার্থ বলে, যেই ধনু নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী নাম ধরয়ে গাণ্ডীব ॥
সুরাসুর সুপূজিত শত্রুর শমন।
শতেক সহস্র বল যাহার গণন ॥
ব্রহ্মবংশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেন পুরন্দর ॥
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে।
চৌষট্টি বরষ ছিল প্রজাপতি-করে ॥
শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি ॥
খাণ্ডব দাহন হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি বর্ষ উহা রহে পার্থ-করে ॥

দেবের নির্ম্মিত ধনু, দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেবকার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিল মোরে॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণ লয়ে যজ্ঞ কৈল।
পঞ্চবিংশ পর্ব্বে এক বেণু-বৃক্ষ হৈল॥
বিষ্ণুর ধনুক নবপর্ব্বে নিরমিত।
শারঙ্গ যাহার নাম, বল অপ্রমিত।
সপ্তপর্ব্বে জয়ন্তী সে ধনুক নির্ম্মাণ।
সংহার কারণে থাকে মহেশের স্থান॥
পঞ্চপর্ব্বে কোদণ্ডক ধনুক নির্ম্মল।
দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল॥
পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র হাতে।
রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাথে॥
তিন পর্ব্বে গাণ্ডীবের হয়েছে নির্ম্মাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান॥
মোহন মুরলী এক পর্ব্বে ধাতা কৈল।
গোপীর মোহন হেতু গোবিন্দেরে দিল॥
গাণ্ডীব ধনুর জন্ম, কৈনু যেই মতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব ধনুকেতে॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংস-চিত্র ধর্ম্ম-নৃপতি ধরয়॥
সত্তর সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান॥
সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপাম।
বৃকোদর-ধনু তার সুপার্শ্বক নাম॥
পঞ্চ শত সত্তর সহস্র বল ধরে।
কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে॥
ব্যাঘ্র বিভূষিত ধনু নকুল বীরের।
পৈঁষট্টি সহস্র বল শল্যের করের॥
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে॥
অতিদীর্ঘ তরুবর পিপ্পলী ভূষিত।
ভীমসেন ঠাকুরের জগতে বিদিত॥

এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তবু না জানিল মূঢ় বিরাট-তনয়॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল, সত্য কহ বৃহন্নলে।
ধনু অস্ত্র রাখি তাঁরা গেল কোন্ স্থলে॥
শুনেছি পাশাতে হারি গেল রাজ্য ধন।
কৃষ্ণা সহ বনে প্রবেশিল ছয় জন।
হেথায় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হৈলে কিসে, বল এই সব॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
কঙ্ক সভাসদ সেই ধর্ম্মের তনয়॥
বৃকোদর বল্লভ, যে পাচক তোমার।
অশ্বপাল নাম গ্রন্থি, নকুল কুমার।
সহদেব তব গবী করেন পালন।
সৈরন্ধ্রী পাঞ্চালী, হেতু কীচক নিধন॥
উত্তর বলিল, মোর মনে নাহি লয়।
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়॥
দশ নাম ধবে সেই পার্থ মহাশয়।
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু, বলি মোর দশ নাম জান।
প্রদান করিল যাহা অমর প্রধান॥
উত্তর বলিল, কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম হৈল, কুন্তীর তনয়॥
দৈবে তুমি জান নাম তাঁর সঙ্গে ছিলে।
শুনি জ্ঞান হৌক, শীঘ্র কহ বৃহন্নলে॥

———

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ
কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ।

অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন
দশ নাম-হেতু তোমা বলিব এখন ॥
হস্তিনা নগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন ॥
স্বয়ম্ভু পাষাণ লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে ॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান।
নানা উপাচারে হরে পূজিবারে যান ॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবল-নন্দিনী ॥
দোঁহে শিব পূজে, কেহ কাহারে না জানে
দৈবযোগে দোঁহাকার দেখা এক দিনে ॥
গান্ধারী বলেন, কুন্তী কেন তুমি হেথা।
ফল পুষ্প দেখি, বুঝি পূজিতে দেবতা ॥
মাতা বলে, সদা আমি করি যে পূজন
তুমি বল এই স্থানে কিসের কারণ ॥
গান্ধারী বলেন, রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর ॥
কিমতে পূজিস্ লিঙ্গ, সংপূজিত মোর ॥
রাজার গৃহিণী আমি, রাজার জননী।
কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি ॥
মাতা বলে, গান্ধারী গো বল কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে, তেঁই বল যত ॥
যেইদিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোকে জানে আমি পূজি ফল ফুলে ॥
কত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর ॥
এখন আপন দেশে আসিলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ কেন পূজ তুমি ॥
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে।
মম এই ইষ্টলিঙ্গ কে পূজিতে পারে ॥
গান্ধারী বলিল, ছাড় পূর্ব্ব অহংকার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার ॥
সবাকার অনুমতি, পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে ॥
দূর কর ফল পুষ্প, যাহ হেতা হৈতে।
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে ॥
মাতা বলে, যতদিন নাহি ছিনু দেশে।
তেঁই সবে বুঝি বলে পূজিতে মহেশে ॥
পুনশ্চ ভগিনী আর না আসিও হেথা।
শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব ঘটিবে সর্ব্বথা ॥
এইমত দ্বন্দ্ব হয় দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ ভেদি সদাশিব হলেন বাহির ॥
কহিলেন, কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন ॥
সবাকার ইষ্ট আমি, সবে পূজা করে ॥
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত-কুমারী।
কোন জন নিতে নারে মোরে অংশ করি ॥
তোমা দোঁহে কুরুবধূ সমান ভকতি।
দোঁহের পূজায় হয় মম বড় প্রীতি ॥
আপনার বলি বল, আমি কারু নই।
কিন্তু রাজ-রমণীর পূজ্য আমি হই ॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা, দোঁহে রাজমাতা ॥
উভয়ে আমার পূজা করহ সর্ব্বথা ॥
একজন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি দোঁহাকারে ॥
কনকের দল হবে, মানিক্য কেশর।
সুগন্ধি সহস্র চাঁপা, অতি মনোহর ॥
রজনী প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে ॥

এমত বিধানে যেই করিবেক পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা॥
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেই মতে।
হেম চাঁপা দেহ, শিবে পূজিব প্রভাতে॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে, তার পুত্র রাজ্য অধিকারী॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কর্ম্মিগণ॥
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হৈতে দিল স্বর্ণ শত মণ॥
আমার জননী শুনি হবের বচন।
অতি দুঃখ চিত্তে চলে, আপন ভবন॥
স্বামীহীনা, পুত্র শিশু, সহজে দুঃখিত।
পরগৃহে বঞ্চি পর-অন্নেতে পালিত॥
কি করিব, কি হইবে, চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ॥
ভোজন সময় হৈলে আসে ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন॥
অন্ন দেহ মাতা বলি ডাকে বৃকোদর।
দুঃখেতে আবৃত মাতা, না দিল উত্তর॥
উত্তর না পেয়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল॥
সকল লইল ভীম দুইহাতে করি।
থরে থরে রাখে বীর ধর্ম্ম বরাবরি॥
ধর্ম্ম কন, নিজে খাদ্য কেন আন হেথা।
ভীম কন, মাতা কেন নাহি কহে কথা॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা, অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা, কিছু কথা নাহি কয়॥
অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হৈলে এইমত খাই কিছু কিছু॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, খাবে কোন্ সুখে।
জননী আছেন কেন জান অধোমুখে॥
কি দুঃখে তাপিতা মাতা, না জানি কারণ।
আমান্ন কারবে ভাই কিমতে ভক্ষণ॥
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়।
কি হেতু বসিলে হেঁট করিয়া মাথায়॥
ভীম বলে আমা হতে নহে নরবর।
অনেক ডাকিনু, মাতা না দিল উত্তর॥
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ, কম্পিত সঘন।
এত বলি বৈসে হেঁট করিয়া বদন॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন।
কাহারে কিছুই মাতা না বলে বচন॥
আমারে কহিল আজ্ঞা ধর্ম্ম নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি কারনু মিনতি॥
তুমি দুঃখচিত্ত, রাজা দুঃখিত হইল।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল॥
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননী গো কি দুঃখ তোমার॥
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
দোঁহাকার পাশে যথা শঙ্কর বচন॥
সহস্র কাঞ্চন-চাঁপা চাহে ত্রিলোচন।
গান্ধারী আজ্ঞায় সব গড়ে শিল্পিগণ॥
কি করিবে তোমা সবে, কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম মাতা, এবা কোন্ কথা।
যত স্প[illegible] দিব মাতা॥

মাতা বলে, কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হৈতে দিবে, কোথা পাবে ধন॥
আমি কহিলাম, মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন্ বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন॥
রন্ধন করহ মাতা, অন্ন জল খাহ।
আমি দিব পুষ্প আনি, তুমি যত চাহ॥
শুনি হৃষ্টা হৈয়া মাতা করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করান ভোজন॥
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
কখন কনক পুষ্প দিবে মোরে আর।
এইমত মাতা মোরে কহে বারে বার॥
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গেল প্রভাত সময়॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কানন।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥
সুগন্ধ কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥
বাহির ভিতর আর দেউল উদ্যান।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল, নাহি হেন স্থান॥
জননীকে বলিলাম, যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারি॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন॥
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
সেই হৈতে মোর নাম ধনঞ্জয় হয়॥
উত্তর কহিল, কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবল-নন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি॥
কুসুম চন্দন আর বহু উপচারে।
নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ, কে করে গণিত॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে, কহ বিবরণ॥
মাতা বলে, এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া নিজ স্থানে গেল উমাস্বামী॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প জলে ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে॥
সাধু কুন্তী, সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের বীভৎসু ও অন্যান্য নামের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
কহি এবে আর নাম যাহার কারণ॥
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে।
বিজয় করিয়া আসি, যাই যথাকারে॥
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে।
শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে॥
সূর্য্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে।
কিরীটী দিলেন নাম তেঁই সুরনাথে॥

বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাট-পুত্র তাহার কারণ॥
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষ-কাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্য বদনে॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি, বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল॥
লক্ষ রাজা জিনি কৃষ্ণা নিলে স্বয়ম্বরে।
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে॥
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নিব্যাধি করিলে।
ইন্দ্র সহ সুরাসুর সবে জিনিলে॥
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল।
তিন লোক আসি খাটে তব ছত্রতল॥
মহাভার ধরণী ধরিলে বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে॥
তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী॥
যে উর্ব্বশী দেখি ব্রহ্মা হলেন মোহিত।
সে জন তোমার ঠাঁই হইল লজ্জিত॥
বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয় রূপে গুণে কামের সমান॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি একজনা।
তোমার সদৃশ রূপগুণের তুলনা॥
আমা হৈতে শতগুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেবা আছে বীরমণি॥
আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে।
তুমি যদি জান আছে, দেখাহ আমারে॥
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার॥
আমা হৈতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে।
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে॥
গোবিন্দ বলেন, সখা দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেন আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভ্রমি ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে মনে করি বিবেচন।
মম সম নাহি পাই এ তিন ভুবন॥
আপন সদৃশ জন কাবে না দেখিয়া।
পুণীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া॥
গোবিন্দের আগে কহিলাম নিবেদন।
আমা হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন॥
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত্র জীব তত্র শিবরূপে আছ তুমি॥
ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মা রূপে।
তিনলোকে নাহি পাই আমার স্বরূপে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার॥
আপন সদৃশ নাহি পাই এক জন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ॥
হয় নয় সমতুল কহিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে হরি॥
অন্তর্য্যামি বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া॥
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক ন্যূনতা।
যেই আমি সেই তুমি, নহেক অন্যথা॥
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
ব্রহ্মা শিব জানে ইহা, জানে চারি বেদ॥
এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গন।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

———

অর্জ্জুনের অবশিষ্ট নামের ও ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট-কুমার।
যেই হেতু যেই নাম, হইল আমার॥
দুই ভুজে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র, সমান সন্ধান॥
গুণের ঘর্ষণে দেখ কঠিন দুহাত।
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত॥
সসাগরা ধরাতলে রহে যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি অন্য জন॥
সমান দেখিয়া সবে মোর রূপ গুণ।
এ কারণে মম নাম রাখিল অর্জ্জুন॥
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র-অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে॥
সে কারণে সবে মিলি যত দেবগণ।
জিষ্ণু নাম মোরে সবে করেন অর্পণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায়॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট-নন্দন।
যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম, সব লোকে জ্ঞাত॥
এত শুনি রাজসুত ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর কমল-চক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
বহুদোষে দোষী আমি তোমার চরণে।
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি॥
বড় ভাগ্য মম জনকের কর্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে॥
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চ জন।
তেন আমি তব পদে নিলাম শরণ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায়॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রীত হলেম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে॥
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব॥
কুরুসৈন্য-সিন্ধু রাখে শক্রগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে॥
উত্তর বলিল, মোর আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মোর ভয়, যদি আসে শূলপাণি॥
এ বড় অদ্ভুত কথা জাগে মোর মনে।
এ রূপেতে কাল কাট কিসের কারণে॥
কি কারণে নপুংসক হৈলে মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকল॥
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যবে মোরা ছিনু পঞ্চ জন॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লয়ে যাই হিমগিরি।
শিবেরে সন্তোষ-হৈতু উগ্র তপ করি॥

তুষ্ট হৈল পশুপতি দেব ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ॥
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল॥
নিবাতকবচ আর কালকেয়গণ।
স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্ব্বক্ষণ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ করে ছারখার।
দৈত্য-ভয়ে দেবে দুঃখ হইল অপার॥
সব দুষ্টগণে আমি একা সংহারিনু।
সকল অমরপুরী নিষ্কণ্টক কৈনু॥
যতেক অমরগণ আনন্দিত হৈল।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ মোরে বর দিল॥
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন।
তোমা সম বীর নাই এ তিন ভুবন॥
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।
কৌরব জিনিয়া প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন॥
এরূপে অমরপুরী আছি কত দিন।
নানাবিদ্যা শস্ত্র-শাস্ত্র করিনু পঠন॥
দৈবে একদিন পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্যগীত করাইল অপ্সরী অপ্সর॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সবার সে শ্রেষ্ঠা হয় পরমা সুন্দরী॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য-গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সে কারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে॥
প্রার্থিল কামতৃষ্ণা করিবারে পূরণ।
প্রত্যাখান করিলে সে কহিল তখন॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আসিলাম এই নিশাকালে॥
না করিলে মম তোষ পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥

শুনিয়া বিনয় ভাষে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায়॥
পূর্ব্ব-পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
তোমার গর্ভেতে জন্মাইল পুত্রগণ॥
অনেক পুরুষ পূর্ব্ব হতে হয়ে গেল।
তোমার যুবতী দশা ম্লান না পাইল॥
এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী, কৃপা করিবে আমারে॥
কুন্তী মাদ্রী যথা মম, যথা শচীইন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী যে কহে আরবারে॥
যজ্ঞ ব্রত ফলে তব যত পিতৃগণ।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্ট মন॥
সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার।
কেহ নাহি করে, যথা তোমার বিচার॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব রবে বিরাট-ভবন॥
শাপ হতে বর তুল্য হবে তব কাজ।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ॥
বরষ রহিবে, বলি করে নিরূপণ।
এই ক্লীবত্বের হেতু বিরাট-নন্দন॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায়॥
উত্তর বলিল, মোরে হৈলে কৃপাবান।
তেঁই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলে বাখান॥
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
সারথি হইয়া তুমি বৈস মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল, আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে॥

ইন্দ্রের মাতলি কিম্বা দারুক সারথি।
তাদৃশ সারথ্য কর্ম্মে আমার শকতি ॥
বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী।
এখনি লইব রথ সৈন্য মধ্যস্থলী ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

———

অর্জ্জুনের রণসজ্জা।

তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ, শ্বেত অশ্বগণ ॥
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ।
কনক রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন ॥
উত্তরের রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয় ॥
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল যে দেন দুই কাণে ॥
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীষ বন্ধন।
ইন্দ্রদত্ত কিরীটেরে করে বিভূষণ ॥
খড়্গ ছুরি তূণ আদি বাঁধিয়া কাঁকালি।
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী ॥
গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রাঘাতে গিরি যেন হইল বিদার ॥
দশদিক পূর্ণ হৈল, কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ, কিছু নাহি শুনি ॥
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া ॥
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ আর বলাহক।
শ্রীকৃষ্ণের হয় চারি সুন্দর ঘোটক ॥
শ্বেত-বাহনের অশ্ব ইহাদের সম।
চালাল বৈরাটী অশ্ব অতি মনোরম ॥

চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি ॥
গর্জ্জিলে রথের চক্র, গর্জ্জে কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে রথে বিরাট-অঙ্গজ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগন।
শত বজ্র এক কালে যেমত নিঃস্বন ॥
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসিন্ধু জল।
শব্দ শুনি ভয়াকুল হৈল কুরুবল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাট-কুমারে।
আশ্বাসিয়া সচেতন করেন তাহারে ॥
ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন এইমত।
শব্দমাত্র শুনি কেন হৈলে জ্ঞানহত ॥
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক টঙ্কার।
এককালে শঙ্খনাদ হইবে সবার ॥
তখন সংগ্রাম স্থলে কি করিবে তুমি।
রথ হতে খসি যদি পড় পাছে ভূমি ॥
উত্তর বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন।
বহু শুনিয়াছি শব্দ, জলদ-গর্জ্জন।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন ॥
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথচক্রে গর্জ্জে হেন ভয়ঙ্কর ধ্বনি ॥
রথের গর্জ্জনে হৈল বধির শ্রবণ।
ধনুর্ঘোষে শঙ্খনাদে হৈনু অচেতন ॥
শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির হবে নাহি, লয় মম মন ॥
বামপদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়ে।
কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হয়ে ॥
এত বলি পুনর্ব্বার করিলেক শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইবেক স্তব্ধ ॥
পুনঃ পুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজ-সুত ॥

গাণ্ডীব ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার॥
এ শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সবে আপন শরীর॥
বিষণ্ণ হইল রোমাঞ্চিত সব তনু।
কর শির কাঁপে দেখ, কাঁপে বক্ষ জানু॥
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয়, না জানি।
বধির হইল কর্ণ, হেন শব্দ শুনি॥
অস্ত্রগণ জ্যোতিহীন. অগ্নিহোত্র মন্দ
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য, সবে নিরানন্দ॥
রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্যশিরে উড়ে।
ঘোরনাদ করি সবাকার শিরে পড়ে॥
হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃ পুনঃ মল মূত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ॥
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে।
রথধ্বজ বেষ্টিয়াছে দেখ সব কাকে॥
সত্য হৈল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর॥
এখন এমন কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্য্যোধনে॥
প্রহরীরা সর্ব্বত্রই জাগি বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া দু'ভিতে সৈন্য দুই ভাগে লহ॥
অর্দ্ধসৈন্য গবীগণে লহ এবে বেড়ি।
অসাধ্য যদ্যপি হয়, শেষে দিব ছাড়ি॥
গবীগণ তরে ব্যস্ত নাহি হও আর।
রাজারে রাখহ সবে, যত শক্তি যার॥
জয়তী নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী॥
নীলপদ্ম সম মুখ, দুষ্ট-অন্তকারী॥
নীলাম্বর সহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে॥
অরুণ-বরুণ চক্ষু, অরুণ বসন।
অরুণ অধর শোভা সে কর চরণ॥
মস্তকে অরুণ হেম মুকুট রচিত।
গলে মণি রত্নহার অরুণ উদিত॥
অরুণ-বরুণ চক্ষু লক্ষ্মী বামপাশে
অরুণ চরণ সদা গায় কাশীদাসে॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
একমনে সাধুজন পিয়ে অবিরত॥

— ——

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের শ্লেষোক্তি।

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিছে বচন॥
পুনঃ পুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিহ সর্ব্বথা॥
সতত কহেন পাণ্ডবের গুণাগুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন।
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ॥
বিশেষ একাকী কেন আসিবে হেথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন্ অভিপ্রায়॥
অর্জ্জুন হইল যদি, কিবা চাই আর।
ভ্রাতৃসহ বনমাঝে যাবে আরবার॥
বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে।
অন্য কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে॥
কিম্বা সেই আসিতেছে বিরাট নৃপতি।
কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি॥
দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশর্ম্মা যে গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আসিল॥
না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃ পুনঃ কহিছেন আসিল ফাল্গুনি॥
জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
অতএব কহিছেন হয়ে হৃষ্টচিত॥

মোরে ভয় দেখাইয়া শক্রর প্রশংসা।
পুনঃ পুনঃ কহিছেন অকুশল ভাষা॥
পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে॥
মেঘের সহজ কর্ম্ম উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে॥
ইহা দেখি কহিছেন নাহি আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয়॥
নামেতে হইল ত্রাস, কি করিবে রণ।
যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন॥
প্রাসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা॥
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের শোভা॥
পুরাণের বাক্য যথা বেদ অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন॥
যথায় বালক শিক্ষা বিচার কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন॥
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সমর।
কিবা শক্তি আছে তার, কেন এত ভয়॥
আসুক অর্জ্জুন, আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হলেন গুরু, যান নীজ ধাম॥
ভোজ্য অন্ন দিয়া তার পাইলাম ফল।
সে মিত্রে কি কার্য্য যেই শক্রর বৎসল॥
ভক্তি ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সদাকাল এইমত জানি অনুভবে॥
হেথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুন গমন॥
সময়োচিত কর্ম্ম কর পিতামহ।
সৈন্যগণে ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ॥
স্থানে স্থানে গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
মোর স্থানে গবী লয় হেন কোন্ জনা॥
গুরুকে করিয়া পাছু থাক গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন॥
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ভীত মন॥
যুদ্ধের সময় পাল যুদ্ধের যে নীতি।
রণসাজে থাক সবে সৈন্য সেনাপতি॥

———

কর্ণের আত্মশ্লাঘা।

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথী।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি ছন্ন হইল মতি॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণবীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুন॥
বধিব সবারে আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্রলহরী যথা রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটি।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চারি হয়।
দশদিক মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত সবার।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম গুণাধার॥
পাণ্ডব-কারণ সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শক্র বলি॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গাভী লয়ে হস্তিনা নগর॥
কিম্বা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥

কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা।

কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী।
যতেক করহ তেজ সব আমি জানি॥
মুখে মাত্র বল, কিন্তু শক্তি নাই কাজে
শরতের মেঘ যথা নিষ্ফল গরজে॥
পণ্ডিতে কহিতে হেন মনে করে লাজ।
কি কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ॥
অজ্ঞান মাতুল যথা কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি, মুখে যাহা আসে কহে॥
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব কথা কহ শুনিনু শ্রবণে॥
যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন ভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে বলী যদুগণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একাকী অর্জ্জুন॥
একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য ভিতরে॥
নিবাতকবচ কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা॥
পাঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজা একেশ্বরে॥
একেশ্বর হেন জনে জিনিবারে চাহ।
যেই মূর্খ নাহি জানে তার আগে কহ॥
গলে শিলা বান্ধি চাহ জলনিধি তরি।
গারুড় না জানি সর্প-মুখে হাত ভরি॥
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল।
পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ হেথায় আসিল॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আসিল দেখ পার্থ মহাবীর॥
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জ্জুনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রৌণি দুর্য্যোধন।
ছয়জন যুদ্ধে যদি পারি কদাচন॥
মহাক্রোধে কৃপাচার্য্যে বহে ঘন শ্বাস।
অগ্নি হেন জ্বলে না কহিল অন্য ভাষ।

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণকে ভর্ৎসনা।

মাতুলের বচনান্তে অশ্বত্থামা বলে।
শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুত্র শাকাজ্বলে॥
গবী নাহি লই, নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্ত না হই, নাহি যাই নিজ রাজ্য॥
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোন্ কর্ম্ম করি বলে না জানি কারণ॥
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছ কথা পুরাতন।
ক্ষিতিমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ॥
মায়াদ্যূত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যথা পররাজ্যে হইলে নৃপতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈলে কোন্ যুদ্ধে জিনি।
কোন্ তেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী॥
জিনিলে কি যুধিষ্ঠিরে ভীম ধনঞ্জয়ে।
কিম্বা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে॥
চারি জাতি বিধি ভূমে করিল সৃজন।
যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিবে পালন॥
পড়িবে পড়াবে, যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয়েরা করিবে শাসন॥
কৃষি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্য ব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার॥
অশক্ত বৃত্তিতে নিজ অধর্ম্ম আচারী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী॥
ইহাতে পৌরুষ এত শোনা নাহি যায়।
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়॥

তোমারে আচার্য্য-বাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীতি কোথা শীত-ভীত জনে॥
স্ত্রীধর্ম্মে আছিলা কৃষ্ণা একবস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবসনা কৈলে কেশে ধরি॥
কোন্ পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্ম্ম॥
ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি, সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি॥
যে সভায় সভাসদ্ রাধার নন্দন।
তথায় কিরূপে হবে আচার্য্য শোভন॥
তিন লোক মধ্যে বসে যত যত জন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে মুনিগণ॥
বাসুদেব সম পরাক্রমে মহাতেজা।
কোন জন আছয়ে, না করে তার পূজা॥
ধর্ম্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্রমত।
পুত্রে স্নেহ যথা হয় শিষ্যে সেইমত॥
সে কারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে ইহা জগতে বিদিত॥
পার্থ সহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন্ কার্য্য।
পাশা খেলিবার পূর্ব্বে কৈল কি আচার্য্য॥
ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্ব্বে যেই যুদ্ধে জিনে।
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে॥
এই ত আছয়ে তব মাতুল শকুনি।
তাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী॥
সে পাশায় প্রতিকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত॥
ক্রোধেতে আচার্য্য-পুত্র কাঁপে থর থর।
কাশী কহে, রক্ষ তুমি দেব দামোদর।

দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্‌বিতণ্ডা ও
ভীষ্ম কর্তৃক সান্ত্বনা।

ইরূপে দুই মুখে শুনি কটুত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি॥
উদর পূরিয়া ভোজ্য খাইবারে পার।
যুদ্ধকাল দেখি এবে সমরেতে ডর॥
যাহ বা থাকহ তুমি, যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি, জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
ভিক্ষাজীবী সনে দ্বন্দ্ব কোন্ প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন্ প্রয়োজন॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা, কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে॥
কর্ণের এতেক বাক্য দ্রোণ গুরু শুনি।
ক্রোধে কম্পে অঙ্গ, নেত্রে নির্গত আগুনি॥
বুঝিয়া বিষম কার্য্য গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন॥
মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরু মহাশয়।
মূর্খ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয়॥
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ যথা সর্ব্বত্র সমান।
সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বে সমজ্ঞান॥
ক্ষমহ আচার্য্য-পুত্র ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হৈল, যুদ্ধের সময়॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দুর্য্যোধনে অন্ধ বলি জানহ এক্ষণে॥

সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু শুনেছি টঙ্কার।
তথাপিহ বলে রাজা অন্য কেহ আর॥
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ বৈরিগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে॥
আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্যে নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ॥
এক সূর্য্য, তেজ অঙ্গে সহনে না যায়।
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চ সূর্য্যপ্রায়॥
উদয় হইল আসি পঞ্চ বিকর্ত্তন।
কিমতে না করে ইহা জ্ঞানবন্ত জন॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
সান্ত্বাইলা পিতা পুত্রে বহু স্তব করি॥
তবে দুর্য্যোধন বলে বিনয় বচনে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু-বিদ্যমানে॥
ক্ষমহ আচার্য্য, অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া আমি তোমা নিন্দিলাম॥
দ্রোণ বলে, তব প্রতি নাহি করি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ॥
তবে দ্রোণ চাহি বলে যত বীরগণে।
উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে॥
এক কাজে আসিলাম হৈল অন্য কাজ
দৃঢ়মতে থাক যেন নহে পাছু লাজ।
শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্বলোকে কহে॥
ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল
না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল॥
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে॥
ভীষ্ম বলে, পূর্ণ হৈল বর্ষ ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ॥
দ্বিপক্ষেতে মাস, পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে॥
এমত নিয়মে তের বৎসর বঞ্চিল।
তবু সপ্তদশ দিন অধিক হইল॥
পঞ্চবর্ষে দুই মাস অধিক যে হয়।
তাহা সহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয়॥
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঁয়াইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল॥
একে ত পাণ্ডব পুত্র সবে ধর্ম্মবন্ত।
তার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাহি অন্ত॥
অনন্ত দুষ্করকর্ম্মা দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে, তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে॥
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই, জান নরপতি।
ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি॥
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিতে সমরে॥
সে কারণে কহি তোমা শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন॥
দুর্য্যোধন বলে, হেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ কি প্রীতি আমার॥
নাহি ভাগ দিব আমি, যুদ্ধ মোর পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন॥
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল রচন।
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান॥
মধ্যেতে রহিল দ্রৌণি, দ্রোণ সব্য-ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে॥
দ্রোণরথ-রক্ষী হৈল বহু মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশতি॥
সর্ব্বসৈন্য অগ্রে সূতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল॥
মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা দুর্য্যোধন।
চতুর্দ্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ॥
দৃঢ় অস্ত্রধারী রক্ষী রহে ব্যূহমুখে।
চন্দ্রাকার ব্যূহ রচে দুর্ভেদ ত্রিলোকে॥

পীযুষ-পয়োনিধি সম বিরাটপর্ব্ব-কথা।
বেদব্যাস বিরচিত অপরূপ গাথা॥
ব্যাস পদে নতি, কৃষ্ণ-পদে অভিলাষ।
পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য।

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
অধোক্ষজ বক্ষে ভূষা॥
যে পদ-সলিল, যেই সাধু পিল,
তরিল দুঃখ-পিপাসা।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা॥
ভবার্ণব প্লব, যে পদ-পল্লব,
লক্ষ্মী-বশকারি ধূলি।
আয়ুর্যশপ্রদ, অজয় সম্পদ
পাইতে যাহারে বলি॥
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে॥
ইন্দ্র যাঁর বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল-ভক্ষ্য হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈলা বাস॥
অপ্রমিত তেজ, অজিত বংশজ,
ইঙ্গিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য কৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ॥
ভজ সাধুচেতা, ত্যজ সর্ব্বকথা,
খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী।
জীবনে মরণে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
শরণ লইল কাশী॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও
গোধন মোচন।

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
এক ক্রোশ দূরে দৃষ্টি করিয়া তখন।
বৈরাটীর প্রতি পার্থ বলেন বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ, রাজারে খুঁজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥
বামভিতে লহ রথ, যথা, গবীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট নন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করেন প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর গিয়া পড়ে গুরু-পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড়ভাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোর॥
সারথি কহিল, দেব কর অবধান।
প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহেন গুরু, প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥

দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার।
আর কর্ণে কহিলেক, আসিলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভাল, ভাল চাহ এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি কবিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল, কহ পাণ্ডব-মহান।
কে তোমাবে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মোব চিত্তে মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলে, দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল হন তিনি মোব প্রতি প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আব বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তব।
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর॥
এতেক বলিযা পার্থ পায় মহতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল-পাপ॥
আজি তাবে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
আজি যদি দুষ্টাচার পড়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন মৃগে॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মোর ইহার ভিতর॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু, অন্যে নাহি কাজ॥

অস্ত্র মারি সমাকুল করি সেনাগণ।
তবে ত দুর্য্যোধনের পাব দরশন॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া
দুর্য্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়া॥
সৈন্য মধ্যে না পাইয়া বাজা দুর্য্যোধনে
সিংহ যেন দুঃখাচত্ত নিরামিষ বনে॥
উত্তরে বলেন, এই দেখ বামভাগে
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে॥
চালাহ সত্বর রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিবাট-নন্দন॥
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত॥
মস্তকে কিরীট ইন্দ্রদত্ত, অতি শোভা।
কর্ণেতে কুণ্ডল ইন্দ্রদত্ত, সূর্য্য-আভা॥
গাণ্ডীব-ধনুক অগ্নিদত্ত, বামহাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে॥
শঙ্খ সিংহনাদ কবে, কণ্ঠে মণি হার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আসিলা ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সকলেই মূর্চ্ছিত হইল।
আছুক অন্যের কার্য্য, দেখি পলাইল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কয় গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগ খুঁজি বুলে বনমাঝে॥
আমা হৈতে দূরে যদি পায় দুর্য্যোধন
তখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন॥

এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধেয়ে আসে যত রথিগণ॥
দুর্য্যোধনে বেড়ি সবে রহে চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর মনে মনে হাসে॥
হাসিয়া বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন॥
চল চল আগে তব গোধন ছাড়াব।
পাছে কুরুকুল-ক্লীবে খুঁজিয়া মারিব॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাট-নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন॥
কহে পার্থ, ক্ষণকাল রাখ হেথা রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দিই পথ॥
এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাল।
বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমেষে আচ্ছাদিল দিনকর॥
নাহি দেখি অষ্ট দিক্ পৃথিবী আকাশ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হইল, না বহে বাতাস॥
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্যা-রাতি॥
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী॥
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
নাহি দেখি কোন্ দিক্ পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়ে জড়বৎ॥
চমৎকার হয়ে ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য
ধন্য মহাবীর, তব জননী যে ধন্য॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এই কর্ম্ম করে কোন্ জনে॥
শুনি তবে পার্থ বীর পূরে দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীন-সত্ত্ব॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া॥
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ॥
চারি শব্দে তিন লোক গণিল প্রমাদ॥
শূন্যেতে বিমানস্থিত যত জন ছিল॥
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়া ছিল গোধন সকল॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির॥
প্রলয়-সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে॥
পুচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গবী সব।
দক্ষিণে বাহির হইল করি হাম্বারব॥
চরণে শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন॥
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু, পূর্ব্বে আছিল যথায়॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গবী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটী॥
চিত্তে পাছে কর, জিনিলাম সব কুরু॥
গৃহে যাব পাইলাম আপনার গরু॥
ভুবন-বিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা॥
শরানলে দহিবারে পারে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল॥
দূরেতে আছয়ে, তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে॥
ইহা শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইলা রথ বিরাট-নন্দন॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরু-সেনাপতি।
নৃপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি॥

সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আসিল বেগে সূর্য্যের নন্দন॥
সহস্রেক রথী লয়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই উনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
এক ভিতে রক্ষা হেতু রহে কুরুপতি॥
ভীষণ-দশন হস্তী পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গর শুণ্ডে ধরে সবাকার॥
সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে প্রপূরিল করি মার মার॥
মহাভারতের কথা পারাবারে তরী।
কাশীরাম দাস রচে কৃষ্ণ-পদে স্মরি॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান।

উত্তর বলিল, দেব কহিবে আমারে।
কোন কোন্ যোদ্ধা এই আসিল সমরে॥
পার্থ কহিলেন, দেখ বিরাট কুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য প্রধান॥
যম সম শত্রু হৈল দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম রণে, এই যেন ধনুর্ব্বেদ॥
নহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে।
সশস্ত্র থাকিলে জিনি অজেয় ভুবনে॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তার পড়িল খসিয়া॥
দ্রোণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে যে দিল॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজে।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যার রথধ্বজে॥
কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে, অন্য কোন-জনা॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান-ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি॥
শরবনে ভ্রাতা ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার পপিতামহ শান্তনু পালিল॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত॥
ওই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ॥
সেই রথে বৈবর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে জানে যার বল অনুপাম॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর॥
করিব মানস তার আজি আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ॥
চতুর্দ্দিকে সুবেষ্টিত শ্বেতছত্রগণ।
ওই দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজ চিত্র ধবল কুঞ্জর॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত-বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোকে পূজে॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে॥

রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তারে বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছামৃত্যু হও তুমি সংসার ভিতরে
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র-কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরাম কহে, পাপ তাপ ব্যথাহারী ॥

অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন।

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে একে দেখালেন অর্জ্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরেরে কহে মহামতি
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর ॥
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে পড়িছে তোমর ॥
পর্ব্বত-আকার হস্তী ভীষণ-দর্শন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি, জলদ গর্জ্জন ॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবেতে যোড়েন তখন ॥
না হতে নিমেষ পূর্ণ, ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করি প্রপূরিল দিকপাশ ॥
বরিষাকালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর-তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে ॥

পদাতি কুঞ্জর রথী যত হয়গণ।
জর্জ্জর করিয়ে বিন্ধে ইন্দ্রের নন্দন ॥
চালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ।
ক্ষিপ্রগামী মনোজব জিনিয়া পবন ॥
বামে দক্ষিণেতে ক্ষণে আগে পিছে ছুটে।
ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে, ক্ষণে শূন্যে উঠে ॥
ক্ষণেক ভিতরে যায়, ক্ষণেক বাহির।
রথবেগে পড়ি গেল বহু মহাবীর ॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে ॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত।
খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত ॥
ধনুর সহিত বাম হাত ফেলে কাটি।
বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটি ॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ, করে ছটফটি।
কাটিয়া ফেলিল কারো দন্ত দুই পাটি ॥
শ্রবণ নাসিকা গেল, দেখি বিপরীত।
কাটিয়া ফেলিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
মধ্যদেশে কাটি পড়ে কত শত বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী দিভে হৈল চীর ॥
কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড।
মধ্য চক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মস্থি বক্ত দল ॥
চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত।
পেটেতে বাজিয়া কার, বাহিরায় অন্ত্র ॥
এইমত মহামার করিল ফাল্গুনি।
সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনি ॥
দুই দুই অঙ্গুলী অন্তরে অঙ্গ ছেদি।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে।

একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীরে।
চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে পারে॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের গোচর॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ॥
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে মুণ্ড কাটিলেন তার॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জ্জন।
দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ॥
চিরকাল স্ববাঞ্ছিত মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
দোঁহে দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব, ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তব ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ॥
তোমারে মারিব, সবে দেখুক নয়নে।
নিস্তেজ করিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে॥
যখন কপটে দুষ্ট খেলাইলি পাশা।
মনে জাগে যত কিছু কৈলে কটুভাষা॥
সেই সব আজি তোমা করাব স্মরণ।
বহুদিনে তব সহ হৈল দরশন॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ, দৈব বলবান।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান॥
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ।
দুর্য্যোধন-মনোরথ করিব যে পূর্ণ॥
এত বলি কর্ণবীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশ বাণ॥
গাণ্ডীব ধনুকে চারি, চারি অশ্বে চারি।
উত্তরের দুই ভুজে দুই অস্ত্র মারি॥
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ॥
পুনঃ ষড়বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটী।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন দশ খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে, যেবা যত জানে।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে॥
বজ্রের প্রায় যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা।
ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হয় আগুনের কণা॥
বাঁশবনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে।
চট্ চট্ শব্দে অঙ্গে তথা অস্ত্র ফুটে॥
ঘন শঙ্খ পূরে ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার॥
সহস্র সহস্র বাণ একবারে এড়ে।
অন্ধকার করি দোঁহাকার গায় পড়ে॥
দোঁহে অস্ত্র নিবারিছে, রণে বিচক্ষণ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বারবণ॥
সাধু কর্ণ, বলি ডাকে যত কুরুদল।
সাধু পার্থ, বলি ডাকে অমর সকল॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান॥
চারি অশ্ব কাটি তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন॥
কর্ণের বিরথী করি সারথিরে নাশ।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি চান, মুখে মৃদু হাস॥
শীঘ্রতর অন্য রথ যোগায় সারথি।
আর ধনু লয় কর্ণ অতি শীঘ্রগতি॥

লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড়-বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক মহাতেজ ধরে অগ্নিময়॥
যেমন প্রলয়কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য হৈল হুতাশন-বৃষ্টি॥
পলায় সকল সৈন্য, কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়॥
ঘোর মেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ু-অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্রের কুমার॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব-বাণ এড়ে ধনঞ্জয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময়॥
রথে রথে, গজে গজে, হৈল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি॥
এইমত দুই বীর করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত, কেহ নহে ঊন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান
একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
চর্ম্ম ছেদি মর্ম্ম ভেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথি যে হৈল পাছুয়ান॥
কর্ণ-ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশূর
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর।
পদাতি মাতঙ্গ রথ রথী অতি বেগে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দিকে॥
পর্ব্বত আকার হস্তিগণ যূথে যূথ।
পার্থোপরি টোয়াইয়া দিলেক মাহুত॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব-বাণ ছাড়েন কিরীটী।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্বসৈন্য কাটি।
আত্ম আত্ম সৈন্য ক্রমে হয় মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি॥
রথধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্নমণি॥
সারি সারি পড়ে হস্তী, রথ রথধ্বজ।
পড়িল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ
মেঘ চাপ দেখি যেন পর্ব্বত উপরে।
পড়িল মাতঙ্গযূথ দারুণ প্রহারে॥
যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্রলহরী যেন নিবারিল ভেলা॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল॥
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ
অর্জ্জুনে দেখয়ে যেন শমন সমান॥
দেখিয়া বিরাট পুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে পার্থ প্রতি কয়॥
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব, কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু আজি আপন নয়নে॥
ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল।
তোমার সারথি হৈনু, পূর্ব্বভাগ্য ছিল॥
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন্ ভিতে চালাইয়া দিব রথ-হয়॥
হাসিয়া কহেন পার্থ, কি কহ উত্তর।
কি দেখিলে, এখনি কি হইল সমর॥
দুরন্ত সাগরবৎ এ কৌরব-সেনা।
পার নাহি হইয়াছি, তার এক কণা॥

ওই দেখ নীলবর্ণ যে রথ পতাকা।
কৃপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
সপ্তকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যাঁর রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে॥
কুরুবংশ-গুরু তিনি দ্রোণাচার্য্য নাম।
বহু বর্ষ পরে দেখা, করিব প্রণাম॥
যদি গুরুদেব মোরে করেন প্রহার।
আমিও হানিব অস্ত্র, নাহিক বিচার॥
তাঁর পাছে অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাট-নন্দন॥
যে রথে বেষ্টিত শ্বেতছত্র সারি সারি।
যত রাজগণ আছে যোড়হাত করি॥
অমরকুলের যথা কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তেন ইঁহারে জানহ॥
পৃথিবীর যত রাজা পদে করে পূজা।
মম পিতৃ-জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহাতেজা॥
তথাপিও বশ তিনি কুরু-নৃপতির।
এই হেতু ভয়ে বড় কাঁপিছে শরীর॥
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু যদি করে রণ।
কিমতে তাঁহার অঙ্গে করিব ঘাতন॥
অতি বড় দয়া তাঁর আমা পঞ্চ জনে
পিতৃশোক না জানিনু তাঁহার পালনে॥
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি, নাহি উপরোধ।
পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হৈলে ক্রোধ॥
বেদব্যাস বিমন্থন করি বেদসিন্ধু।
জগতের হিতে জন্মালেন ভারতেন্দু॥
মূঢ় মূর্খ অজ্ঞান যতেক অন্ধজনে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে॥
গণেশে লেখক করি বিরচিল ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
কাশীদাস কহে পাঁচালীর ছন্দে।
পীয়ে সাধুজন নিঙ্গড়িয়া সেই চান্দে॥

সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন।

একা পার্থ মহা আর্ত্ত করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাসুর আসিলেন সবে॥
হংস-পৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশীচূড় ভূষণ বিভূতি॥
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আসিল সুরেন্দ্র।
রবি করি সঙ্গে সৌরী সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ু মৃগে, অগ্নি ছাগে, নরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপর জলেশ্বর, মহিষে শমন॥
সিংহ শিখী মূষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী॥
কাদ্রবেয় বৈনতেয় অশ্বিনীকুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্তে আগুসার॥
স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আসিলেন ক্ষিতি॥
প্রশান্ত মুরতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়।
চতুর্দ্দশ রস যতেক শূন্যেতে রয়॥
স্বায়ম্ভুব আদি যত সব প্রজাপতি।
শূন্য হতে হৃষ্ট মনে চাহে পার্থ প্রতি॥
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর আর রক্ষেশ্বর।
এইরূপে আসিলেন যতেক অমর॥
মধুর সৌরভেতে দশদিক পূরিল।
দেবদেবী সবে মিলি পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
দিব্যগন্ধেতে সমর-ভূম আমোদিল।
কাশীরাম দাস পয়ার ছন্দে গাহিল॥

অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাট-নন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন॥
প্রদক্ষিণ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ।
মৎস্য যেন জলমধ্যে করিল বন্ধন॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটী।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করেন কিরীটী॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতমী শুনি শঙ্খের নিঃস্বন॥
আগু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ-নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পুরিয়া ধনুর্গুণ টঙ্কারিল॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়ি খান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান॥
জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিতাসন কৃপাচার্য্যে দেখি ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেক সম্বরি কৃপ নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কৃপের ধনুক করিলেন খান খান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-ত্বচ॥
পুনঃ অন্য ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতমী যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন॥
নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেন শক্তি, আসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করেন দু'খান॥
দিব্যাস্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটি তবে ফেলে শর তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
সারথি মুকুট হয় রথ হৈল ছন্ন।
চতুর্দ্দিকে কুরুগণ হৈল ছিন্ন ভিন্ন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ॥
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি।
সব গদা গেল, শুধু রহে বজ্রমুষ্টি॥
নিরস্ত্র হইল কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরী কেবল॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন॥
অমরে অমরবৃন্দ দেখেন কৌতুকে।
লাজে শরদ্বান-পুত্র হন অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিক হৈতে তবে আসি যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥

———

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব।

কৃপাচার্য্য-ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাঁহার অগ্রেতে॥
শুনিয়া বিরাট-পুত্র বায়ুসম বেগে॥
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগুবাড়ি নিজে গুরু আসে কত পথ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়ে গিয়া দুই পদতল॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন॥
কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি কারণে দেখি মহাশয়॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে।
আমারে মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে দোষী পায় নহি যে দোষিত॥
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
অজ্ঞাত বঞ্চিনু এক বর্ষ ক্লীববেশে॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এত দিনে পাইলাম তার দরশন॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ॥
আজ্ঞা কর, একভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়ে, ছাড়ি দেহ পথ॥

হাসিয়া বলেন দ্রোণ, এ কোন্ উচিত।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন।
কিমতে দাঁড়ায়ে আমি করিব দর্শন॥
পার্থ বলে, পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়॥

ইহা শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ॥
তিন শত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর॥
ব্যর্থ বাণ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর॥
অন্ধকার করি যায় গগন-মণ্ডলে॥
শরতের কালে যেন হংসপংক্তি চলে॥
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর সম্বর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গর॥
পরশু তোমর জাঠি, নাহি লেখাজোখা।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল, সম্বরহ ধনঞ্জয়॥

দেখিয়া অর্জ্জুন, বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেতে নিবারেন গুরু অস্ত্র সর্ব্ব॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা, রণে না করে বিশ্রাম॥
গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ॥

না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ॥
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হৈল॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য, রুধিল বাতাস॥
অস্ত্র অস্ত্র ঘরিষণে হৈল উল্কা বৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন॥
তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন॥
যেন মহা-দাবানলে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিল, নাহি দেখি পথ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে, নাহি দেখি আর।
যতেক কৌরবদল করে হাহাকার॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ॥
বাপের শঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে॥

অশ্বত্থামার যুদ্ধ ও পরাজয়।

যেই বেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথচূড়া।
না করিতে রণ আগে রথ হৈল মূড়া॥
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কাজ, পবন রুধিল॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপাম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর, রাবণ শ্রীরাম॥
পূর্ব্বে যথা যুদ্ধ হৈল দেবতা অসুর।
দোঁহার ধনুক-ঘোষে কম্পে তিনপুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি, নাহি লেখাজোখা।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা॥
চট্ চট্ শব্দ উঠে, কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে, দোঁহে মহাবলী॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ু সম গতি॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণি চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহে মনুষ্য-পরাণ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত॥
ধনুকে বিংশতি, ধনুর্গুণে সপ্ত শর।
কপিধ্বজে দশ, দশ উত্তর উপর॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥

কভু বা দক্ষিণ হস্তে বিন্ধে কভু বামে।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে॥
অক্ষয় পার্থের তূণ, পূর্ণ অস্ত্রচয়।
যত ব্যয় তত হয়, নাহি তার ক্ষয়॥
সেইমত দ্রোণ-পুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ।
দ্রোণির হইল ক্রমে শরশূন্য তূণ॥

———

কর্ণের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ও পলায়ন।

রণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রৌণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে॥
ক্রোধে কয় ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ॥
সতত কহিস্ করি মহা অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার॥
তাহার পরীক্ষা আজি করিব এক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানি সেই সব পাসরিলি বলি॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী আছিলাম সেইকালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে॥
অগ্নিসম অঙ্গমাঝে দহিছে সে ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট, অজ্ঞাত বিশেষ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষতে দেখুক আজি কৌরব সকল॥
এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু, নির্ভয় শরীর॥
যে কহিলে ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরক্রম তোর, যতেক শকতি॥
পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান।
মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান॥
দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্র-স্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র, এই তোরে বলি॥
ইন্দ্রাদি সঙ্গে করি যদি আসিস্ রণে।
বাহুড়িয়া যাবি হেন না করিস্ মনে॥
ইহা শুনি হাসি হাসি বলে ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে, যে কি হেন কথা কয়॥
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন্ মুখে কহ হেন এ দর্প বচন॥
যাহা কহ, নহ শক্য করিতে সে কাজ।
রণমাঝে কহিতে না ভাব তুমি লাজ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয়॥
এড়িলেন শক্তিগোটা, সূর্য্যসম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগন-মণ্ডলে॥

অর্দ্ধচন্দ্র বাণে পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাধার।
দেখিয়া কৌরব-সৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল বহু রথীগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল॥
দিব্য বাণ এড়িলেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আঘাতে ব্যথিত হয়ে তবে অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ॥
বিশেষে অর্জ্জুন-বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠভঙ্গ দিল॥

———

শকুনির লাঞ্ছনা

কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥
পলায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালালেন বেগে॥
শকুনিরে আগুলিয়া রাখিলেন রথ।
বিহ্বল সৌবল, পলাইতে নাহি পথ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা, নাহি সরে কথা।
অর্জ্জুনে দেখিয়া দুষ্ট হেঁট করে মাথা॥
অর্জ্জুন বলেন, কোথা পলাও মাতুল।
আমাদের যত কষ্ট, তুমি তার মূল॥
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার হও তুমিই কারণ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন, নাহি কহ ভাষা॥
ধনুক করিব পাশা, অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি, যত তোর পক্ষ॥
তুমি সে কৌরব-কুলে দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচে, যদি কাটি তোর মাথা॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত, তোমারে যুয়ায়॥
তোমার শকতি নাহি আমারে মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে॥
অবধ্য তোমার শত্রু, জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন্ জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন॥
ইহা বলি দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে॥
শুনিয়া পার্থের হৃদে হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ঘুরে শকুনির কুমারের চাক॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে॥
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার সম ঘুরে সুবল-নন্দন॥
বিপাক দেখিয়া শকুনির লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে হীনবাসে ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর॥
মহাভারতের কথা বর্ণিতে অপার।
কাশীরাম দাস কহে, ভক্তি সুধাসার॥

ভীষ্মের যুদ্ধ ও পরাজয়।

উত্তরে চাহিয়ে বলিলেন ধনঞ্জয়।
হেথা হৈতে লহ রথ বিরাট-তনয়॥
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায়॥
ক্ষুদ্রজীবী হীনবলে মারি কোন্ কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম॥
যথায় শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর সন্নিধানে মম রথ লহ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে তবে জিনি সর্ব্বজনা॥
উত্তর বলিল, মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার॥
এই দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
শব্দেতে বধির দেখ হৈল মম কর্ণ॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, না দেখি নয়নে॥
তোমার গর্জ্জন আর মহা হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক-টঙ্কার॥
শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবৎ।
দিক্‌গণ ভ্রমে যেন নাহি দেখি পথ॥
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবারে থাক কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শতহস্ত হও চিত্তে লাগয়ে আমার॥
পূর্ব্বের সেরূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় হয় মন॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায়॥

পার্থ বলে, কি কহিছ বিরাট-কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার॥
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিছ এমত।
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ॥
স্থির হও, ভয় ত্যজ, ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈসহ, লহ প্রবোধের বাড়ি॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাট-নন্দন॥
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
দেখুক আমার তেজ আজি সর্ব্বজনা॥
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব রক্ত নদী, দেখাইব যম॥
রুধির করিব নীর, কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব, মীন হবে নর॥
হস্ত পদ হবে সব তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসি যাবে যত সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তব শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥
কালানল প্রায় দেখ এই ভীষ্ম বীর।
কুরুসৈন্য মীন, যেন সাগর গভীর॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাহাকে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
নিবাতকবচ পুলোমাদি কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বায়ে উড়াইনু যেন শিমূলের তুলা॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র-পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শান্ত আশ্বাস করিয়া॥

উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থে দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর ॥
পিতামহ-পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে।
দেখি অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন ॥
রক্ষক আছিল ভীষ্ম-রথে চারি জন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন ॥
আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল পথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর ॥
বেগে পলাইয়া যায়, নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক কাছে ॥
দু'বাণে দুর্ম্মুখে পার্থ করে অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুই জন ॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম ॥
পার্থ বলিলেন, দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার ॥
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম নাহি তোমা শোভা পায় ॥
পরগবী নিলে দেব যত হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগবী নিতে ॥
ভীষ্ম বলে, নাহি আসি গবীর কারণ।
তুমি আছ এই স্থানে, শুনিনু বচন ॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত ॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে, বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য জন ॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে ॥
তোমার প্রসাদে মোরা ভাই পঞ্চ জনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে ॥
তুমি সে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ-কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু ॥
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয় ॥
পাশাকালে দুঃখ পাই, জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে ॥
আজ্ঞা কর একভিতে নিতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়া, ছাড়ি দেহ পথ ॥
ভীষ্ম বলে, আমি রক্ষা করি দুর্য্যোধন।
মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন ॥
অর্জ্জুন বলেন, তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ ॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর ॥
অষ্টগোটা সর্প সম সেই অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর ॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয় ॥
মহাশব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান ॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণে এড়িলেন চোক চোক শর ॥

দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন ॥
অনলে বরুণ মারে, বায়ব্যে বারুণি
আকাশে বায়ব্য মারে, শীতেতে আগুনি ॥
পন্নগে পন্নগাসন, বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ পুনঃ দোঁহে অস্ত্র ছাড়ে এইমত ॥
দোঁহাকার শব্দজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট চট্ শব্দ যেন হৈল অপ্রমিত ॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়
দোঁহাকার অঙ্গে সদা শ্রমজল বয় ॥
সাধু পার্থ, সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ ॥
ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
ভীষ্মের হাতের ধনু করেন ছেদন ॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥
দিব্য অস্ত্রে কাটে পার্থ কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার ॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহ প্রাপ্তি।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম-ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করে দশ বাণ ॥
কাটিয়া পাড়েন তার ভয়ঙ্কর ধনু।
কবচ কাটেন দুই, ছয় বাণে তনু ॥
প্রহার করিল ভল্ল গজেন্দ্র-মস্তকে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ শত মথে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফদিয়া ভূমিতলে পড়ে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্বর ॥
পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥
সসৈন্যে পলাস্ সঙ্গে শত সহোদর।
বলাও ধরণী মাঝে তুমি দণ্ডধর ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি।
মোরে দেখি পলাইস্ হয়ে ক্ষিতিস্বামী ॥
সসৈন্যে পলায়ে যাস্ শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
শত্রু নিজ বশ হ'লে, কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি কোথা পথ পাবি পলাইতে ॥
ছাড়িলাম লয়ে যাহ নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি, মানী দুর্য্যোধন ॥
পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
এই মুখে গবী নিতে আসিলি হেথায় ॥
পলাইত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হৈলে তোর নাশিত জীবন ॥
অর্জ্জুনের এইরূপ কটুবাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
লাঙ্গুলে মারিল যথা নেউটে ভুজঙ্গ।
অঙ্কুশ কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ ॥

নেউটিল দুর্য্যোধন, দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্ব্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥
সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
মুষল মুদ্গর জাঠি শূল ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ।
সবাকার দিব্য অস্ত্র কৈল খান খান ॥
গজেন্দ্র মণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধু-জল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মধ্যে পার্থ হয়ে একেশ্বর।
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মুরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥
গাণ্ডীবের মূর্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥
তথাপিহ কুরুকুল যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতি বধ করিলে বহুত।
না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে, কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি, ইহা সমস্যা হইল ॥
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নামে অস্ত্র মোহে রিপুগণ ॥
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ, নাহি কারো জ্ঞান ॥

রথে রথী পড়ে, অশ্বে পড়ে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে, নিদ্রিত আকার ॥
সর্ব্বসৈন্য মোহপ্রাপ্ত, দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥
উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুত্তলী বসন ॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে, নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া, যাহা মনে লয় ॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
উত্তম উষ্ণীষ উত্তর বাছিয়া লৈল ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি ॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে ॥
এমত উত্তর করি বহু বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণী-মণ্ডলে।
বিচিত্র কানন যেন বসন্তের কালে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য, লিখনে না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই, সেও মৃতপ্রায় ॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি, দেখি লাগে ভয়।
রক্ত মাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয় ॥
শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনিকাক ছাইল সকল ॥
শোণিতে বহয়ে নদী, অতি বেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী ॥

নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণব।
বিরাট পর্ব্বে অজ্ঞাতে বঞ্চিল পাণ্ডব ॥
গবী-হরণ কাহিনী সুধাসিন্ধু মত।
শ্রবণে ঘুচয়ে তার পাপ তাপ যত ॥
গো-রক্ষায় ধনঞ্জয়ের রণ অভিসার।
রণক্ষেত্রে চামুণ্ডা হইল আগুসার ॥

———

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন।

আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা,
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিহ্বা, বিদ্যুতের প্রভা,
ঘন বদন করালা ॥
বিকট দশনা, শোণিত রসনা,
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা, অতিশয় শোভা,
ভূত প্রেতগণ,থাকে ॥
সবার কুণ্ডল, মিহির-মণ্ডল,
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজদলনী, সক্রোধ চাহনী,
গলে নরমালা মুণ্ডে ॥
যুগ্ম পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
দশ অষ্ট চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী, সদা মুক্তবেণী
সর্ব্বদেব করে পূজা ॥
উদর সমুদ্র, সশঙ্কিত রুদ্র,
গম্ভীর উচ্চ শব্দা।
পর্ব্বত-কন্দর, সদৃশ খর্পর,
সদাই আনন্দ-হৃদা ॥

চিরদিন কৃষ্ণা, সাতিশয় তৃষ্ণা,
সংগ্রাম শুনিয়া আইসে।
দেখি কুতূহল, হাসে খল খল,
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে ॥
সঙ্গে সহচর, ভূচর খেচর,
ধেয়ে চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ডে, তুলি ধরে তুণ্ডে,
যেমন গেন্দুয়া পড়ে ॥
করতালি বাদ্যে, রণভূমি মধ্যে,
নাচয়ে বিহ্বলমতি।
কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর,
চরণে বিদরে ক্ষিতি ॥
ঘোর রণস্থলী, আথালী পাথালী,
পড়িল তুরঙ্গ-সেনা।
নদী বহে রক্তে, খরতর স্রোতে,
পর্ব্বত সদৃশ ফেণা ॥
তুরঙ্গম সব, সদৃশ কচ্ছপ,
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ সহ রথী, যেন যূথপতি,
ভাসি যায় রথধ্বজ ॥
ছত্র হইল পত্র, পুষ্প হইল বস্ত্র.
ভুজ কমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি, তৃণ কাষ্ঠ আদি,
ভাসে কর পদ খণ্ড ॥
কাটা পদ কর, ছিন্ন কলেবর,
শত শত ছত্র দণ্ড।
দীঘল কুন্তল, শ্রবণে কুণ্ডল,
ভাসি যায় নরমুণ্ড ॥
প্রলয় গম্ভীর, বহিছে রুধির,
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।
কত উঠে ডুবে, ধরি আনি সবে,
ভক্ষয়ে মেলি বদন ॥

খর্পর ভরিয়া, উদর পূরিয়া,
করিয়া রুধির পান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ, করি নিজ স্থান,
কালিকা কৈল প্রয়াণ ॥
ভারত অমৃত, পিয়ে অনুব্রত,
শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কাশী-সদযুগে, কাশীদাস মাগে,
দাসার্থে নন্দ-নন্দন ॥

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের
নানা দুরাবস্থা।

সৈন্য হৈতে বাহিরায় তবে পার্থ বীর।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গীয়ান যত সেনাগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে, শ্বাস ঘনে ঘন ॥
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয় ॥
আজ্ঞা কর, কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতা পিতামহ সবে সেবক তোমার ॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥
অর্জ্জুন কহেন, তোরা না করিস ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি, বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন ॥
তবে কতদূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ ॥
একজন-মুখ আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়।
কার শিরে নাহি পাগ, কার শিরে বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ ॥
দূরে থাকি ধনঞ্জয় মারে দশ বাণ।
গুরু-বৃদ্ধ-পদরজে করিতে প্রণাম ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধনের মুকুট পাড়িলেন কাটি ॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন, না কর আর ভয় ॥
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় ॥
তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে।
মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে ॥
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোমা করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে ॥
সে হেতু ক্ষমিল তোমা, করি অনুমান।
বৃকোদর হৈলে নিত সবাকার প্রাণ ॥
চল চল হেথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে হয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায় ॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি-সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥
শুনি, কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ ॥
কেহ বলে, তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল ॥
কেহ বলে, যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে, আগু পলাইল হেন জানি ॥
রাজা বলে, মাতুলেরে খুঁজ, কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল ॥
অনেক ভ্রমণ করি সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে পায়।
ডাক দিয়া বলে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥

মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহে গিয়া সব বিবরণ॥
শকুনির দুরবস্থা সভামধ্যে দেখি।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ ঠারে আখি॥
সহসা সুশর্ম্মা রাজা আসি উপনীত।
আপনা হৈতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নরপতি, দেরী নাহি সয়॥
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ্ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা আছে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন।
এইমাত্র শুনি রাজা তাহার বচন॥
গজ শুণ্ডে ধরি তুলি অন্য গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা, হেন মনে লয়॥
কৃপাচার্য্য বলিল এ কিছু অন্য নয়।
কীচকে মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আলয়॥
ভীষ্ম বলে, সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
আসিলে সে জন ভাল নহে নৃপবর॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয়॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহার।
আজিকার মধ্যে হৈত সবার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল চল শীঘ্র, সেই আসিবারে পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখমনে॥
আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ নিজ স্থানে যান পার্থে বাখানিয়া॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ

তবে সমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন
পূর্ব্ববৎ বান্ধি রাখে সব ধনুর্গুণ॥
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনুমন্তধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথী হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলে ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়॥
লোকে যেন নাহি জানে, এ সব বচন
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
পিতার সম্মান হবে, লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ॥
উত্তর বলিল, ইহা কি মতে হইবে।
কহিলে কি লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
আমি করিলাম, ইহা কহিব স্বমুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে॥

প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে॥
তবে পার্থ কহিলেন, যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥
রণজয় বার্ত্তা তব দিবে অন্তপুরে।
তব হেতু আছে সব চিন্তিত অন্তরে॥
উত্তর দূতেরে তবে করেন প্রেরণ।
দ্রুত গতি দূত পুরে চলিল তখন॥
মহাভারতের কথা বর্ণিতে কে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার॥
সাধুলোক গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগণ সাধু নাহি লয়॥
অতএব কবি আশা, মোরে সাধুজনে।
মূর্খ জন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাঁহার কৃপায়॥

———

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা-ক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট ভূপতি।
আগুসারি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপেরা আসিয়া তবে দিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার॥
দ্বিতীয় নাহিক রথী, সারথি না ছিল।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা পুত্র গেল॥
ইহা শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তে মুখে দিয়া হাত॥
এমত কুবুদ্ধি কেন পুত্রের হইল।
কুরুসৈন্য মধ্যে পুত্র একা রণে গেল॥
যেই সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন॥
হেন সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক॥
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক॥
এহেতু আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা, লোকে উপহাস॥
যত যোদ্ধাগণ সবে যাহ শীঘ্রগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি॥
এতক্ষণ জীয়ে, কি না জীয়ে, নাহি জানি।
শীঘ্র শুভবার্ত্তা মোরে পাঠাবেক শুনি॥
এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার॥
চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি॥
যদি সাথে আনে দেব ইন্দ্রাদি কৌরব॥
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব॥
এইরূপে বিরাটেরে কহে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত॥
প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোড় করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল॥
আসিছে সারথি সঙ্গ কুমার উত্তর।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার॥

শুনিয়া আনন্দে মোহে বিরাট নৃপতি।
ধর্ম্মপুত্র তবে কহিছেন তাঁর প্রতি॥
বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলে।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক হেলে॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি, বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে ইহা বিচিত্র কি কথা॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে পুরস্কার কর শীঘ্রগতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর॥
দিব্য দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ দু'সারি।
মঙ্গল বাজনা কর নাচুক নরনারী॥
যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া।
আগুবাড়ি উত্তরেরে আন সবে গিয়া॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলে আন সবে করিয়া আদর॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
নৃপ-আজ্ঞা মত কাজ করিল তখন॥
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
খেলিব সম্প্রতি, শীঘ্র আন পাশা-সারি॥
ধর্ম্ম বলিলেন, রাজা নহে এ সময়।
হর্ষকালে পাশাতে যে চিত্ত স্থির নয়॥
বিশেষে দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ॥
লক্ষ্মী ভ্রষ্ট, রাজ্য নষ্ট, শত্রু হয় বলী।
নানামত দুঃখ লোক পায় পাশা খেলি॥
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা হেতু হারাইল রাজ্য ধন॥
বিরাট কহিল কঙ্ক, কহ না বুঝিয়া।
কোন্ শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন॥
ভুবন-মণ্ডলে এই শব্দ প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল॥
আর কোন্ জন আছে পৃথিবী ভিতরে।
হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলে, রাজা উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে, যার আছে বৃহন্নলা॥
এত শুনি রোষভরে বিরাট নৃপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি॥
কুলের তিলক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল সেই কুরু-নরবর॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বৃহন্নলা ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃ পুনঃ॥
কোন ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ তারে।
তার মত কত জন আছে মম পুরে॥
কেবল সহায় মাত্র হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে ধন্যবাদ দিস্ নরাধমে॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃ পুনঃ কহিছিস্, কত দেহে সহে॥
মম কথা কঙ্ক নাহি শুন ভালমতে।
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে॥
কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি॥
অক্ষপাটী প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন॥
নিকটে আছিলা কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে রাজারে যোগায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে॥

হেনকালে দ্বারদেশে উত্তর আগত।
দ্বারীরে বলিল, নৃপে জানাও ত্বরিত॥
উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি॥
অবধান নরপতি শুভ সমাচার।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে॥
বার্ত্তা পেয়ে নরপতি কহে হরষেতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল্ সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ॥
সারথি শুনিয়া তবে চলে সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল, চল রাজ-সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এবে যাক আপনার স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্করি চাহি ধর্ম্মের বদন॥
রক্তধারা বহে মুখে, দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি কারণ।
কিবা হেতু কহ তাত হইল এমন॥
মৎস্যরাজ বলে, পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যে যখন॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা।
পুনঃ পুনঃ বলে ধন্য ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত
অক্ষপাটী প্রহারিনু, হৈল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল, তাত কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে॥
এক্ষণে ইঁহারে যদি শান্ত না করিবে।
নিশ্চিত জানিহ তাত সর্ব্বনাশ হবে॥
ইন্দ্র যম বৈরী হৈলে আছে প্রতিকার।
কঙ্ক ক্রোধ হৈলে রক্ষা নাহিক তাহার॥
শীঘ্র উঠ তাত, আগে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
বিনয় পূর্ব্বক কহে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অত্যন্ত অজ্ঞান আমি ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন
অক্ষপাটী যেই কালে করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোনিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
শোনিত যদ্যপি সেই পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে॥
আমার শোনিত বিন্দু যেই স্থলে পড়ে॥
সেই স্থলের রাজা প্রজা সকলেই মরে॥
উত্তর বলিল, তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের ক্ষমাতে হৈল সবার কল্যাণ।
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল॥

বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণব
যাহার প্রসাদে জীব তরে ভবার্ণব॥

—

বিরাট রাজার নিকট উত্তরের
যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণন।

তবে মৎস্য-নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ-সমাচার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ যে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে॥
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারে ঘোষিবে॥
কহ তাত কিরূপে জিনিলে কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কিরূপে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর॥
দ্রোণ গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার।
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা ভীষ্ম মহাবীর।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুর্জ্জয় শরীর॥
কিরূপে করিলে যুদ্ধ তা সবার সহ।
প্রত্যক্ষে সে সব কথা শুনি, মোরে কহ॥
অদ্ভুত লাগিছে মোর এই সব কথা।
যেই কুরুসৈন্যে আছে মহা মহা-রথা॥
ব্যাঘ্রমুখ হৈতে যেন আমিষ আনিলে।
সেইমত কুরু হৈতে গোধন ছাড়ালে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি, তোমার জনক॥

উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ॥
বহু সৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মোর ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয়॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী॥
লণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা॥
দয়া করি তোমা আমা সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হৈতে গবী দিলেন উদ্ধারি॥
নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করিয়াছি একটি গোধন॥
শুনিয়া বিরাট কহে, কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে॥
কোথায় নিবাস তাঁর, গেল কোথাকারে।
দেখিতে কি কভু নাহি পাব আমি তাঁরে॥
উত্তর বলিল, তাত আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে॥
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হন আনন্দিত মন॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন॥
যার যে নিবাস-স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া॥
যতনে ধেয়ায় সাধু যাঁরে নিরবধি।
যাদব কুলেতে যেই দয়াময় নিধি॥
জলধর-কান্তি মুখ-চন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ-নিন্দিত॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর করপুট॥

যে মুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে।
জরা লোক ভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে॥

বিরাট-সিংহাসনে পার্ষতী সহ যুধিষ্ঠিরের উপবেশন।

রজনীতে পাণ্ডবেরা মিলিল ছ'জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিলাম, বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈলে॥
অর্জ্জুন বলেন, অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন-দোষে সৈন্য হইল নিপাত॥
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য, রণ করিবে নিশ্চয়॥
যুধিষ্ঠির কহেন, কি প্রকারে জানিলে।
না দিবে সে রাজ্য তোমা, কোন্ জন বলে॥
পার্থ বলে, অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি, জানি দ্রোণের বচনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন॥
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ॥
না জানি অজ্ঞাত-শেষ কত দিনে হয়।
ইতিমধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয়॥
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা॥
অজ্ঞাত বৎসর শেষ যদি কিছু থাকে।
তবে মোরা পুনরায় যাব অরণ্যেতে॥
সহদেব বলে, প্রভু হইয়াছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের নির্ণিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত॥
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে।
শুভ দিন সমুদিত হবে ভাই কবে॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া, ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরেতে, মাস অর্দ্ধ ভোগ॥
সহদেব-বাক্যে ধর্ম্ম হলেন সম্মত।
যথাস্থানে যান সবে, নিশা অর্দ্ধগত॥
তদন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পুণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে॥
দিব্য অস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝি তবে বসে ধর্ম্মকারী॥
ভস্ম হৈতে মুক্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল তপন॥
বামভাগে বসিলেন দ্রুপদ-দুহিতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা॥
করযোড়ে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শক মুদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে॥
শ্বেত শঙ্খ আসে দোঁহে রাজার নন্দন।
কুমার উত্তর শুনি ধায় সেইক্ষণ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধেয়ে সবে আসিল তখন॥
পাণ্ডবেরে দেখি সবে বিস্ময়ে মগন।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন॥
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া॥

উত্তর পড়িল কত দূরে ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক, কি হেতু তব হেন ব্যবহার।
কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ বুদ্ধে বৈস আসি মোর রাজপাটে॥
প্রথমে বলিলে তুমি, আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি, ফলমূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে নাহি মম কিছু অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ্।
এবে ইচ্ছা হৈল মোর নিতে রাজপদ॥
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
আমার সম্ভ্রম বিদ্যমানে নাহি তোর॥
আর দেখ মহাশ্চর্য্য সব সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইলে আপনার বামে॥
মোর ভয় নাহি কিছু, নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বসে রাজসভা মাঝ।
কহ বৃহন্নলা, কেন অন্তপুর ছাড়ি
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যুড়ি॥
হে বল্লভ সূপাকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥
হে সৈরিন্ধ্রী, জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র॥
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার॥
বাপের বচনে উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মোর পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য, ঘন ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হৈতে তোর বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যেই দিন গোধনের ত্রাণ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কেতে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কাহার শকতি॥
পুনঃ পুনঃ নরপতি কহে কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিতকায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে॥
যা বলিলে নরপতি, মিথ্যা কিছু নয়।
তোমার আসন নাহি এঁর যোগ্য হয়॥
যে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণাগত ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুটি যে চরণে করে প্রণিপাত॥
যে আসনে নিরন্তর বসে যেই জন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন॥
অন্ধক কৌরব বৃষ্ণি ভোজ আদি করি।
সপ্তবিংশ সহ সুখে খাটেন শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশ কোটি হস্তী যাঁর প্রতি দ্বারে রাখে।
অশ্বরথ পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে॥
অথর্ব্ব অকৃতী অন্ধ খঞ্জ অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ॥

অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা, পায় সর্ব্ব নরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুইভিতে রাম-কৃষ্ণ মাতুল-কুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থ-বনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইঁহার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানে চমৎকার।
সম্ভ্রমে অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল আরবার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথায় ইঁহার আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদ-কন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এই ধর্ম্ম যদি॥
অর্জ্জুন বলেন, এই দেখ নরপতি।
তব সূপাকার যেই বল্লব খেয়াতি॥
যাঁহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
সিংহ ব্যাঘ্র মল্ল আদি তোমার বিদিত॥
মারিল কিচকে যেই তোমার শ্যালক।
এই দেখ বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু হাসিনী॥
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয়, ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন॥
উত্তর বলয়ে, তবে করিয়া বিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায়॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিলেক অজ্ঞাত॥

দেখিয়া না দেখ পিতা হইলে অজ্ঞান।
যাঁর দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় ম্লান॥
মহাবল কীচকেরে হেলায় মারিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল॥
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায়॥
ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ।
রাজ্যরক্ষা কৈল তব, রাখিল গোধন॥
যাঁর শঙ্খনাদে তিন লোক কম্পমান।
বধির রয়েছে অদ্যাবধি মম কাণ॥
সেই ইন্দ্রদেব-পুত্র এই ধনঞ্জয়।
এক রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয়॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ রাজসূয়-কালে।
বহু দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে॥
সহস্র সহস্র রাজা সঙ্গে লয়ে কর।
দ্বারিগণ প্রহারেতে জীর্ণ কলেবর॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আসিল॥
চরণে শরণ লহ, শীঘ্রগতি তাত।
এত বলি রাজপুত্র করে প্রণিপাত॥
শুনিয়া বিরাট-রাজা সজললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদগদ বচন॥
উর্দ্ধবাহু করি তবে পড়ে কত দূর।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে ধূলায় ধূসর॥
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র ভাগে।
করিলাম সমর্পণ নব পদযুগে॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের তনয়।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে, তুলহ রাজায়॥
অর্জ্জুন ধরিয়া নৃপে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইল নরপতি মধুর বচনে॥

সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়
তোমার পুরেতে আসি লইনু আশ্রয় ॥
বিরাট কহিল, যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি, অপকারী নহ ॥
বৎসরেক তবগৃহে ছিলাম অজ্ঞাত।
গর্ভবাসে যথা সবাকার বাস খ্যাত ॥
নিজগৃহ হৈতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই ॥
বিরাট বলিল, যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
বিবাহ করুন তারে বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন কহেন, কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হলেন ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কিবা আছে মম বাদ।
দারা পুত্র দোষী কিবা কন্যা অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা না কহ বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
শিক্ষা দীক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে ॥
কন্যাবত আমি তারে বিদ্যা শিখাইল।
এই হেতু তব কন্যা অযোগ্য হইল ॥
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক পার্থ ছিল নারীবেশ ধরি ॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এই হেতু মোর বড় ভয় হয় মনে ॥
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে ॥
অতীব পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্যা উত্তরা সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র, ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নরপতি কর কন্যাদান ॥
বধূ করি তব কন্যা করিব গ্রহণ।
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকা-নগরে দূত পাঠাও সত্বরে ॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞা পেয়ে যায় দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্য যথা যথা বৈসে বন্ধুজন ॥
পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্র মৎস্যদেশে করিল গমন ॥
দ্বারকা হইতে যদু সপ্তবংশ লয়ে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়ে ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব পদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আসিলেন শীঘ্রগতি ॥
আসিল পাঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
কাশীরাজ আদি আর কেকয় নৃপতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী সেনা দোঁহার সংহতি ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্লি উপঝিল্লি তথা এল শীঘ্রগতি ॥

মাতা সহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি যে আসে সেইক্ষণ ॥
বৃষ্ণি ভোজ উলুকাদি যত সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আসিলেন তথি ॥
মাতঙ্গ সহস্র দশ, অশ্ব তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব্ব পক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন বিরাট-ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য, গদ গদ ভাষ ॥
প্রণমিয়া শ্রীগোবিন্দ বলে মৃদুভাষা।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা ॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
থাকিতে সবারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বৃক্ষ রোপে আর নানা পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
নানা বস্ত্র বিভূষণ কন্যারে পরাল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম ॥
অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ-ভাগিনেয়, বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্ন-সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন ॥

হেনমতে সবান্ধবে কুতূহলী মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট-ভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সবে করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যদুনারী গেল দ্বারকা নগর।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমার ॥
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

ব্যাস-বর্ণন ও ফলশ্রুতি কথন।

বন্দি মহামুনি ব্যাস তপস্বী-তিলক।
তপোধন পরাশর যাঁহার জনক ॥
বেদশাস্ত্র পরায়ণ শুদ্ধ বুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা যেন কোমল শরীর ॥
যুগল নয়ন দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
ভাগবত পুরাণাদি যতেক গ্রন্থন।
যাঁহার তপো প্রভাবে হয়েছে নির্ম্মাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান ॥
মৎস্যগন্ধা -গর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি ॥
দ্বীপেতে জনম তাই নাম দ্বৈপায়ন।
কৃষ্ণ তাঁর কায় কৃষ্ণ নাম সঞ্চায়ণ ॥
চারি বেদ বিভাগেতে নাম বেদব্যাস।
প্রণতি করি, ভারত রচে কাশীদাস ॥

সংক্ষেপে বর্ণিনু বিরাটপর্ব্ব কথা।
সুধার সমান মহাভারতের কথা॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা॥
সুবর্ণ মণ্ডিত শৃঙ্গে ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানহ তুল্য ফল লভে দাতা॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্যফল হয় তার সেই সাধুজন॥
সুবৃষ্টি করয়ে কালে মেঘ সর্ব্ব দেশে।
পরিপূর্ণ হয় পৃথ্বী শস্য সমাবেশে॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রাহ্মণ নির্ভয়।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুন কৃপাময়॥
ধন্য হৈল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব্ব ভারত করিল সুপ্রকাশ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
কৃষ্ণ-পদাম্বুজে অলি হৈব অভিলাষ॥

হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গ পুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা॥
থাকিলে ভারত নীচগৃহে নহে দুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় সমুলে বিনষ্ট॥
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ যায়।
আদ্য মধ্য অন্তে যেবা হরিগুণ গায়॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
বিরাট পর্ব্বের কথা হৈল সমাপিত॥

বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।

অষ্টাদশ পর্ব

॥ মহাভারত ॥

॥ উদ্যোগ পর্ব ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চ জন ॥
আপন রাজ্যের অংশ লাভের কারণ
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
কোন্ দূত পাঠালেন হস্তিনা নগরে ॥
উত্তর-গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব-প্রধান।
অর্জ্জুনের স্থানে পেয়ে বহু অপমান ॥
রাজ্যেতে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥
মুনি বলে, শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কৌরব-তনয় ॥
দণ্ডভঙ্গ হইয়া আসিল রাজা ফিরে।
মহা মনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে ॥
অধোমুখ হয়ে রাজা বসিল সভাতে।
অন্তরেতে মহাদুঃখ, লাগিল ভাবিতে ॥
শিবা হইতে সিংহ যেন পায় অপমান।
শার্দ্দুলের হাতে যেন কুঞ্জর প্রধান ॥
একা পার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
ব্যাকুল কৌরবপতি পেয়ে লজ্জা ভয় ॥

কর্ণ বলে, মহারাজ ত্যজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
উপায়ে বাসব বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল ॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া ॥
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ স্থানে স্থানে ॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চ জন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্ন-পান সনে বিষ সবাকারে দেহ ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্ব জন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন ॥
পুর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
ছলে বলে শত্রুজনে মারিবে নিশ্চিত ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নমুচিরে অদিতি-নন্দন।
বলে না পারিয়া বুদ্ধি সৃজিল তখন।
ছল করি ফেনমধ্যে রহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যমঘর ॥

সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডবগণে বুদ্ধি অনুসারে ॥
নতুবা সৈন্যের সহ সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি ॥
বিরাটের পুরী সব চৌদিকে বেড়িয়ে।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মারহ পোড়ায়ে ॥
দুই মতে যাহা ইচ্ছা কর নরবর।
যেই চিত্তে লয়, তাহা করহ সত্বর ॥
রাজা বলে, যত কহ নাহি লয় মনে।
কার শক্তি বিনাশিবে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশায় তার হরিলাম সর্ব্ব ॥
পাঠাইনু বনবাসে দ্বাদশ বৎসর।
অজ্ঞাতেতে স্থিতি এক বর্ষ তার পর ॥
সভামধ্যে পাণ্ডবেরা কৈল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈবের কারণ ॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তার হৈল মহাবল ॥
যে হৌক সে হৌক, যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয় ॥
এইত প্রতিজ্ঞা মোর নাহি হবে আন।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান ॥
যাবৎ না মরে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে দূতগণে করহ প্রেরণ ॥
নিবসে যতেক রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু ডাকি ত্বরা আনহ সবারে ॥
মদ্রপতি মদ্র আর সুমন্ত নৃপতি।
কলিঙ্গ কামোদ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধহেতু সবাকারে করহ বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
অবশ্য হইবে যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন ॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয় ॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু সাধু বলি, তারে প্রশংসে তখন ॥
উত্তম বলিলে যুক্তি, নিল মোর মনে।
তুমি যে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবলে গুণে ॥
দেবগণ মধ্যে যথা দেব শচীপতি।
প্রজাপতি মধ্যে যথা দক্ষ মহামতি ॥
তারাগণ মধ্যে যথা চন্দ্রের কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমার গণন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র মত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর ॥
জয় পরাজয়ে না করিবে অভিমান।
সংগ্রামে বিমুখ হৈলে নরকে প্রয়াণ ॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে করহ আহ্বান ॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর, কার দৃঢ় পণ ॥
এত বলি আজ্ঞা দিল যত অনুচরে ॥
রাজগণে পত্র লিখি দিল সবাকারে ॥
অনন্তর কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলে মোর মনে নাহি লয় ॥
ভাই ভাই বিরোধ উত্তম না দেখায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায় ॥
মান বৃদ্ধি নাহি ইথে, নাহি কোন যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য, না হবে পৌরুষ ॥
সে কারণে যুদ্ধে নাহি কিছু প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন ॥
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহারে ॥

তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চ জন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলে সর্ব্ব ধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রুদ্ধমন॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম-অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বে তা সবার যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যাহা মনে লয়, করিও তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতেতে ছিনু মোরা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব॥
রাজ্য দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভ্রাতৃ বিরোধ করহ কোন্ প্রয়োজনে॥
ভীষ্মের এতেক কথা শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন॥
শত্রুকে ভজিব আমি, মনে নাহি লয়।
যে হৌক, সে হৌক, যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্র মধ্যে অযোগ্যতা গণি এই কর্ম্ম।
শত্রুকে যে রাজ্য ত্যজে, ধিক্ তার জন্ম॥
ভীষ্ম বলিলেন, তবে যাহা ইচ্ছা কর।
না শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর॥
অনন্তর দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন॥
ভীষ্ম যে কহিল, তাহা কর মহারাজ।
ভাই ভাই বিরোধে না হেরি কোন কাজ॥

কুলক্ষয় হইবেক, লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি দেহ, শাস্ত্রের বিহিত॥
যে সত্য করিল তারা সবার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ পুনর্ব্বার॥
ইথে অপযশ নাহি, নাহি কোন ক্লেশ।
পাণ্ডব তোমারে স্নেহ করয়ে বিশেষ॥
করিলে যে অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হৈলে নাহি সহিত কখনে॥
দেবাসুর নর মধ্যে খ্যাত পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে দেখিলে আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
বিরাটের গবীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়ায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল॥
তোমার আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন রণমাঝে করে পরিহার॥
অনন্তর অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব প্রধান।
ধরিয়া তোমারে লয়ে করিল প্রয়াণ॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তব যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল॥
বলিবে যে উত্তর গোগৃহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায়॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
সে কারণে গবীমুক্ত করিল প্রকারে॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান॥

কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চ জন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ॥
কোন কালে শত্রুভাব না করে তোমারে।
বিচার করিয়া রাজা বুঝহ অন্তরে॥
তুমি শত্রুভাব কর, তাহারা না করে
জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন বেশী বল ধরে॥
সে সব প্রধান রাজা, কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনে সেই এই চরাচর॥
ক্ষত্রবংশ-চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যাহা সহ দ্বন্দ্ব করি হইল নিধন॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তার যত সেনাপতি।
রক্ষিবারে না হইল কাহার শকতি॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি, কহে জ্ঞানী জনে॥
অহিংসক জনে হিংসা যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে, লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ।

দক্ষকন্যা অদিতি যে কশ্যপ-গৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করি দেবী ভজে শূলপাণি।
বর প্রদানিতে আসলেন মহেশ্বর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড় কর॥
মম গর্ভে হবে যেই পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহারথি॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করে যেন তাহার চরণ॥
স্বস্তি, বলি তারে বর দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন॥
কশ্যপ বলিল শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা॥
স্বামী সেবা দক্ষসুতা কুতূহলে করে।
বিষ্ণু-অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি তার নাম মুনিবর দিল॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিলে বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
পুনঃ পুত্রবাঞ্ছায় কশ্যপে কহে ধনী॥
সদয় হন মুনি অদিতির সেবায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায়॥
কহিলেন অদিতিরে মহা-তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক এইত নন্দন॥
ছোট বড় জীবজন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ নাহি হবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গপুরে তারপর যান মহামুনি॥
নারদ আসিল কত দিনে সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি কহিল ইন্দ্রেরে॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্র করিবেক জগৎ ব্যাপন॥

মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন ভুবনে লোক পূজিবে তাহাকে ॥
এত বলি যথাস্থানে গেল তপোধন।
বিস্ময় হইয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মন ॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক দুঃখ দিবেক আমারে ॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল ॥
যেইকালে নিদ্রাগতা দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভে কাটি ইন্দ্র করে সাতখানি ॥
পুনঃ প্রত্যেকখানি কাটে সাতবার।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হৈল অতিশয়।
কত দিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥
ক্রমে উনপঞ্চাশত জন্মে প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন ॥
অহিংসকে হিংসা করি পায় বড় তাপ।
জন্মিল পবন দেব অতুল প্রতাপ ॥
তবে কত দিনে ইন্দ্র কশ্যপ-নন্দন।
গৌতমের স্থানে গিয়া করে অধ্যয়ন ॥
চারিবেদ ষট্‌শাস্ত্র পঠন করিল।
তথাপিহ কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী আছে একা ঘরে ॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতি-নন্দন।
মায়া করে গুরুরূপী হলেন তখন ॥
গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে।
কতক্ষণে ঋষিবর আসিলেন ঘরে ॥
গুরুপত্নী দেখি তাঁরে মানিলা বিস্ময়।
মুনিপানে চাহি ধনী পায় বড় ভয় ॥
স্বামীরে চাহিয়া কহে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করি আলিঙ্গন ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত নাথ কহত আমাকে ॥
এত শুনি ধ্যানে মুনি জানিল তখন।
করিল অধর্ম্ম এই কশ্যপ-নন্দন ॥
গুরুপত্নী হরে, এত করে অহংকার।
এত বলি মুনিবর কহে প্রতি তার ॥
নিস্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ণ।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোন জন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত শাস্তি, যে কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্র যোনি তোর কলেবরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতমবাক্য কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্র যোনি শক্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥
কোন লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যায় কশ্যপ-নন্দন ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপ-কুমার।
সহস্র বৎসর তপ করে অনাহার ॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
দুরন্ত রাক্ষস বড় অমর-ভুবনে ॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকল নাশিল ॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব তবে জানিলেন ধ্যানে ॥
ব্রহ্মারে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে ॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ

গৌতম দারুণ শাপ দিলেন তাহারে।
সহস্র স্ত্রী-চিহ্ন হৈল তাহার শরীরে॥
দুঃখভরে দেবরাজ মজি অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল।
তোমার রচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল॥
সে কারণে বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করহ প্রভু শাপান্ত তাহার॥
এইরূপ তপোধন কহে বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর॥
কশ্যপ সহিত আসি কমল- আসন।
গৌতম সকাশে আসি উপনীত হন॥
গৌতমে বিনয়ে মুনি কহে বহুতর।
শুনহ গৌতম মুনি আমার উত্তর॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ॥
পাইল উচিত শাস্তি, ক্ষমা দেহ মনে
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি-নন্দনে॥
গৌতম বলেন, মুনি কর অবধান।
কহিলাম যেই কথা নাহি হবে আন॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেল করি দেব সম্ভাষণ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আসিল যথা আপন নন্দন॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য, না হয় খণ্ডন।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হৈল তখন॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম নাহি কর, সাবধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিও।
কদাচিত কোন জনে হিংসা না করিও॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবারে।
কদাচিৎ হিংসা নাহি করিবে কাহারে॥
অহিংসকে হিংসা কৈলে জন্মে মহাপাপ।
কুযশ ঘোষিত হয়, জন্মে মনস্তাপ॥
এত বলি ইন্দ্রে পাঠাইল যথাস্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্বের আখ্যান॥
যে কহেন ভীষ্ম বীর না কর অন্যথা।
সম্প্রীতে পাণ্ডবগণে আন তুমি হেথা॥
সমুচিত রাজ্য ছাড়ি দেহ তাহাদেরে।
সমভাবে থাক সদা সম ব্যবহারে॥
ভাই ভাই বিরোধ না আছে প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে, আর কুযশ ঘোষণ॥
এই মত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিবিধমতে দুর্য্যোধনে বুঝালেন নীত॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরবের পতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥
মহাভারতের কথা নীতি সুধা সার।
ভক্তিতে শুনিলে পাপ না রহে তাহার॥

রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবগণের পরামর্শ ও ধৌম্যদ্বিজকে হস্তিনায় প্রেরণ।

বৈশম্পায়ন বলেন, শুন জন্মেজয়।
বিরাট-নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত মনে আনন্দিত।
সুহৃদয় বান্ধব সহ হইল মিলিত॥
অভিমন্যু-বিবাহ-উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাট-সভায়।
শত সূর্য্য, শত চন্দ্র, যেন শোভা পায়॥

দিব্য সিংহাসনে বসিলেন যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর॥
দক্ষিণেতে সহদেব দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর আদি আর যত জন॥
সম্মুখে বসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন
প্রসঙ্গ করিল তবে দ্রুপদ রাজন॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম-অনুবলে তাহা হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ বিহিত॥
মোর চিত্তে লয়, দুষ্ট পাপিষ্ঠ কৌরব
সম্প্রীতে কভু না ছাড়িবে রাজ্য বৈভব॥
উত্তর গোগৃহে যত পায় অপমান।
একেশ্বর ধনঞ্জয় করে সমাধান॥
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীতি, হেন লয় মম মতি॥
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে॥
ভীষ্ম দ্রোণে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয়, করিব উচিত।
আমা সবা মিলি শাস্তি দিব সমুচিত॥
এতেক বলিল যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল ভাল বলি সায় দিলেন নৃপতি॥
ভাল ভাল, বলি ইহা লয় মম মন।
সম্প্রীতি হইলে দ্বন্দ্ব কোন্ প্রয়োজন॥
প্রিয়ম্বদ দূত যাক হস্তিনা-নগরে।
জ্যেষ্ঠতাত আদি করি বুঝাবে সবারে॥
দুর্য্যোধনে বুঝাউক, রাধার নন্দনে।
তবে যদি সম্প্রীতি না করে কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয় করিব উচিত।
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে সুবিহিত॥
অকারণে দূত পাঠাইবে তথাকারে।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কৌরব পামরে॥
মহা খল পাপাচার দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ততোধিক কর্ণ সেই রাধার নন্দন॥
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা যুদ্ধে শান্ত নাহি হবে কদাচন॥
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমা করা উচিত না হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল যাই লয়ে সৈন্যচয়॥
লইবে আপন রাজ্য বলে মহারাজ।
না নিলে বাড়িবে দর্প, নাহি দিলে লাজ॥
সে কারণে মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
আপন ইচ্ছায় লহ আপন শাসন॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরব-কুমার।
আমা সবা মিলি তারে করিব সংহার॥
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
ভীমসেন বলে, ভাল কৈলে নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ কহিলে তেমতি॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু পাপাশয়।
মুহূর্ত্তেক তারে ক্ষমা যুক্তিযুক্ত নয়॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপী দুর্য্যোধন।
সে সব স্মরণে মম হেন লয় মন॥
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়ে।
সকল কৌরবগণে মারহ পোড়ায়ে॥
তবে সে আমার খণ্ডে হৃদয়ের তাপ।
এরূপে নিশ্বাস ছাড়ে যেন কালসাপ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন।
রাজারে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার কারণে জীয়ে কৌরব-কুমার॥

কি বুঝি সম্প্রীতি বল করি তার সনে।
বিনা দ্বন্দ্বে বাধ্য নহে রাজা দুর্য্যোধনে॥
আজ্ঞা কর নরপতি বিলম্ব না সয়।
সসৈন্যে সাজিয়া আজি চল হস্তিনায়॥
সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
অর্জ্জুন বলেন, ভাল কৈলে মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয়॥
ক্ষমিবার যোগ্য নহে, কি হেতু ক্ষমিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরবে মারিব॥
পার্থ-বাক্যে মাদ্রী-সুত জানায় সম্মতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব জগৎপতি॥
যে কহিল ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
সেই মত করিবারে সমুচিত হয়॥
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
সম্প্রীতে রিপুর সঙ্গে করিবে সন্ধান॥
সম্প্রীতে না দিলে, বল করিবে পশ্চাতে
পূর্ব্বাপর হেন বাজা আছয়ে শাস্ত্রেতে॥
প্রিয়ম্বদ দূত হবে, সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেহ আগে হস্তিনা ভবনে॥
দুর্য্যোধন আদি করি যত সভাজনে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাউক শাস্ত্রের বিধানে॥
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয়, তাহা করিও তখন॥
হেন চিত্তে লয় মম, রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য, করিবেক রণ॥
ভূপতি বলেন ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা ভবন॥
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে।
তবু রাজ্য ছাড়িবে না, লয় মম মনে॥
পশ্চাতে করিব তবে যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর, করিছেন ধনঞ্জয়॥

বিরাট দ্রুপদ আদি সুহৃদ সুজন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
সম্প্রীতে না দিলে রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার।
মোরা সবে মিলি তারে করিব সংহার॥
এই মত যুক্তি করে যত রাজগণ।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তিনা-নগরে দেব যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতিবাক্যে বুঝাইবে কুরুগণ প্রতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি অম্বিকা-কুমারে।
প্রীতিবাক্যে সমাচার দিবে সবাকারে॥
গান্ধারী প্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কার জানাবে সবারে॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন॥
সম্প্রীতে বিনয় ভাবে অগ্রেতে কহিবে।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবে॥
দম্ভ করি কহিবে, না কর তাহে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে তোর হবে কুলক্ষয়॥
কপটে যতেক দুঃখ দিলে সবাকারে।
সেই তাপ হুতাশনে দহে কলেবরে॥
তাহার উচিত শাস্তি অবিলম্বে দিবে।
সবংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিবে॥
এরূপে ধৌম্যেরে কহি ভাই পঞ্চ জন।
পাঠাইয়া দিল তবে হস্তিনা ভবন॥
তবে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া করে নিবেদন॥
আজ্ঞা কর দ্বারাবতী করি আগুসার।
আসিব সংবাদ পেলে হেথা পুনর্ব্বার॥
যুধিষ্ঠির বলে, শুন কহি নারায়ণ।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে রণ, না হবে খণ্ডন।
কৌরব-সহায় মহা মহা বীরগণ॥

তুমি অন্নবলমাত্র কেবল আমার।
তোমা বিনা গতি আর নাহি মো'সবার ॥
তোমা বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চ জন।
যেমন সলিল-হীন মীনের জীবন ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন শোভা নাহি পায়।
তেন তোমা বিনা পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
আপনি আমারে কৃষ্ণ হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরবে সমূল ॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন ॥
মহারণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব ক্ষয় কুরু-বংশপতি ॥
পার্থের বিক্রম রাজা খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিবেক যত কুরুগণে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ স্থির নহে রণে।
কি কবিবে শত ভাই কৌরব আপনে ॥
এত বলি আলিঙ্গন করি সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকা ভবনে ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
পড়ে যেবা, শুনে যেবা, কহে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার আপদ মোচন ॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
কাশীরাম দাস কহে, পয়ার প্রবন্ধে।
পিয়ে সাধুজন নিঙড়িয়া ভাষা ছন্দে ॥

———

কুরুসভায় ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

মুনি বলে, শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
কুরু-সভামধ্যে গেল ধৌম্য মহাশয় ॥
সভা করি বসিয়াছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি ॥
শত ভাই সহোদর রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি যত যত জন।
সবে বসিয়াছে সভা করিয়া শোভন ॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকা-নন্দন ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই পাঠাইল মোরে
আপনি বিভাগ রাজ্য লভিবার তরে ॥
কহিল বিনয় করি যুধিষ্ঠির রায়।
সে সকল কথা রাজা কহিব তোমায় ॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবেন মম নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি, পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা না করিব আন।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান।
যত সহিলাম দুঃখ তোমার কারণ।
তব বশে হারালাম সব রাজ্যধন ॥
যে নির্ণয় হৈল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে ॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান, তপস্বীর বেশ ॥
অনন্তর অজ্ঞাতেতে রহিনু লুকায়ে।
পরসেবা করি পর-আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে ॥
রাজপুত্র হয়ে করি ক্লীব ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম, হীন কুলাচার ॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে ॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায় ॥

ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে আগে মম নমস্কার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর ধার্মিক বিদুরে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে ॥
কহিবে নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকে জানে ॥
যা হ'বার সে হইল, ক্ষমিনু অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ রাজ্য দেহ পাণ্ডবেরে ॥
না দিলে আমার হাতে হৈবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয় ॥
অর্জ্জুন কহিল রাজা করিয়া মিনতি।
কহিবে অন্ধের স্থানে আমার ভারতী ॥
যত দুঃখ দিলে, রাজা নাহি করি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে ॥
যত অপমান কৈল, শুনিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে।
কপট পাশায় যথাসর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল ॥
সে সকল সহিলাম তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে ॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপ বলে রাজা ইন্দ্রের কুমার ॥
সহদেব ও নকুল কহে বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর ॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া সন্তোষহ পাণ্ডব তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ রাজন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলে, অসদৃশ নহে মুনিবর ॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডু-পুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক এই দুর্য্যোধনে ॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার ॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজনে।
প্রিয়ংবদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থানে ॥
প্রিয়বাক্য কহি সবে আন হেথাকারে।
সমুচিত ভাগ ছাড়ি দেহ ত তাহারে ॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ সহোদর ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
যত বস্তু ছিল আর যতেক ভাণ্ডার ॥
যেই সত্য করিলেক, তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ, উচিত তাহার ॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
সে কারণে দ্বন্দ্বে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া রাখ পাণ্ডু-পুত্রগণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাল নিল মোর মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে হয় এইক্ষণে ॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ ॥
না দিলে অকালে রাজা হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে অবধান কর মহাশয় ॥
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন বিনয় করিয়া ॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমরা এতেক কহি নাহি প্রয়োজন ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয়, তাহা করহ বিধান ॥

ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভাজন।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃ পুনঃ নানা মতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পাণ্ডুর কুমারে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব শ্রেয়ঃ, শুন নৃপমণি॥
এইরূপে কহে যত যত সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গেতে কর্ণে লাগে শাল।
ক্রোধে করে মাথা হেঁট কুরু-মহিপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন পুত্র কর অবগতি॥
সবার সম্মান রাখ, শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী॥
ভাই ভাই সুপ্রণয়ে কর রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি, জন্মে মহাদুঃখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন, কহি যে তোমায়॥
মন দিয়া শুন নৃপ রাজার আখ্যান।
ঘুচিবে মনধন্ধ লভিবে দিব্য জ্ঞান।
মহাভারতের কথা সুধা সঞ্জীবনী।
কাশীরাম কহে, ভব পারের তরণী॥

———

বৃকরাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা, জগতে সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশল-নন্দিনা দোঁহে সতী পতিব্রতা॥
যুবাকাল গেল, তার অপত্য না হৈল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে সেবিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যা নগরে তবে করিল গমন॥
ভার্য্যাসহ নরপতি আছে অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তাঁরে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যাসহ নরপতি করিল বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
মিষ্ট অন্ন পান তাঁরে দিলেন ভোজনে॥
রাণী সহ কর যুড়ি মুনি-অগ্রে রহে।
তুষ্ট হয়ে বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন তাঁহে॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান॥
রূপে কামদেব জিনি, শৈত্যে যেন ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি, গুণে মহাসিন্ধু॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে, সামর্থ্যে হনুমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথুরাজার সমান॥
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞাত মধ্যে যেন জীবের নন্দন॥
তবে কেন চিন্তান্বিত দেখি যে তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহ ত' আমারে॥
রাজা বলে, মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি শুনহ বিধান॥
যুবাকাল গেল, মম অপত্য নহিল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্বসুখ বিহীন যে জন পুত্রহীন॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সর, ফলহীন তরুগণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যথা সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যা হীন যথা ব্রাহ্মণ-কুমার॥

ধর্ম্মহীন নর যথা ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যথা, দন্তহীন অহি॥
পুত্রহীনে ধন জন সব অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন॥
ইহা শুনি মনে মনে ভাবে মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥
পুত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন॥
সকল পৃথিবী পরাজিবে বাহুবলে।
হইবে তথায় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন॥
সুমতির গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
পরম-সুন্দর দেহ রাজার লক্ষণ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একই তনয়।
দিনকর সম পুত্র হৈল তেজোময়॥
দিনে দিনে বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন॥
সুমতির গর্ভে যেই দুই পুত্র হৈল।
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় দু'নাম রাখিল॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতি-নন্দন॥
বাহু নাম তবে তার রাখিল রাজন॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকি কাছে আনে শীঘ্রগতি॥
তিন পুত্রে রাজ্যখণ্ড ভাগ করি দিল।
ভার্য্যা সহ নরপতি অরণ্যে পশিল॥
তপোযোগ সাধি রাজা লভে দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর করে যজ্ঞ অন্যে নাহি মন॥
দ্বিজগণে ধনদান করে অপ্রমিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ রাজা ধর্ম্মে সুপণ্ডিত॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য-ভুবনে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ-ভারতী॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরূরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি॥
কতদিন শুভযোগে হৈল গর্ভবতী।
গণিয়া গনকগণ কহিল ভারতী॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হৈবে সেই বিচক্ষণ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞ হবে মহা ধনুর্দ্ধর।
শত অশ্বমেধ করিবেক নববর॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তবে কত দিনেতে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরী করিল গমন॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্ন-সিংহাসনোপরি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি, ত্রিলোকের হিত।
বশিষ্ঠ-মুখেতে শুনিয়াছি তব নীত॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়ের সেই শত্রু, গণি যে প্রধান॥
ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে, কহে মুনিগণ॥
কহ মুনি আমারে যে ইহার বিধান।
নারদ বলেন, রাজা কহিলে প্রমাণ॥
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ বশে হৈলে শত্রু করিবে নিধন॥
কহিলে প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা॥

তারে শত্রু বলি যেই শত্রুভাব করে।
পাইলে নাশিবে শত্রু শাস্ত্রের বিচারে॥
গর্ভে যদি থাকে শত্রু, দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে, শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে রাজা কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে মরত ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয়ঃ হয়, জানাই তোমারে॥
এত বলি দেব-ঋষি হন অন্তর্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হন সচিন্তিত মন॥
অনুক্ষণ চিন্তি সমাকুল নৃপবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর॥
পঞ্চ পাত্র লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা আদি আছে তার যত জ্ঞাতিচয়।
বাহু বলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন॥
বলেতে সমর্থ নাহি হব কদাচন।
যদি বা করিব যুদ্ধ, হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলে, যুক্তি শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া হেথা আন বাহুর রমণী॥
সাধ খাওয়াবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখি আর কিছু।
এইমত করি রাজা বধ কর শিশু॥
রাজা বলে, মন্ত্রিগণ কহিলে শোভন।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি কর আয়োজন॥
রন্ধন করিতে কহ সুপকারগণে।
সঙ্কেত করহ, যেন কেহ নাহি জানে॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরে আনিল শীঘ্র করি নিমন্ত্রণ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহুর ভার্য্যারে খাওয়াল তবে ছলে॥
তথাপিহ গর্ভপাত নহিল তাহার।
সহ পরিবার রাজা কৈল আগুসার॥
সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে॥
অহিংসক মোরে হিংসা করে দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার॥
হিংসক কপট জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন।
তাহার নিকটে নাহি জ্ঞাতি সুশোভন॥
অহিংসকে হিংসয়ে যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন॥
পাপী সঙ্গে রহে যদি, পাপে যায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য নহিল, হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এইরূপে সদা রাজা করে অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ নহিল প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেন নৃপতির সঙ্গ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহ মৈত্রভাব করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি।
অরণ্যে প্রবেশ করে ভার্য্যার সংহতি॥
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন।
ফলফুলে সুশোভিত যত বৃক্ষগণ॥

দিব্য সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে॥
পুণ্য সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি অনুপাম॥
ভার্য্যা সহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন॥
তথায় আশ্রম করি রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা, চিত্ত নহে স্থির॥
অনুক্ষণ চিন্তাকুল বাহু-নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধি যুক্ত হৈল কলেবর॥
কালপ্রাপ্তে নৃপতির হইল নিধন।
ব্যাকুলা হইয়া রাণী করয়ে রোদন॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্ত হইল তবে মনে যুক্তি করি॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখে সতী পতি কলেবর॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আসে তথাকারে॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহন করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন॥
চিতা আরোহণ নাহি কর কদাচিত।
অবধান কর মাতা শাস্ত্রের বিহিত॥
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই যে দেখিতে।
রাজচক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ভেতে॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য-ভুবনে॥
রাজরাজেশ্বর হবে মহাতেজোময়।
শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণে দিবেক সদা অপ্রমিত দান।
না হইল, না হইবে, তাহার তুলন॥

গর্ভবতী নারী যদি সহমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য়॥
কদাচিৎ স্বামীসঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয়ত গমন॥
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
কদাচিৎ পুণ্যফল নাহিক সে পায়॥
রজঃস্বলা কিম্বা, শিশু পুত্রেরে রাখিয়া।
পতি সঙ্গে যেই জন মরয়ে পুড়িয়া॥
পঞ্চ পাতকের ভাগী হয় সেই নারী।
ব্যর্থ হয় যত পুণ্য ধর্ম্মকর্ম্ম তারি॥
অগ্নিহোত্রে মৃত-তনু করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন॥
প্রেতকর্ম্ম করিল সে শাস্ত্রের বিধানে।
আদ্য শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে॥
এইরূপে রহে রাণী মুনির সদন।
সেবাতে সন্তুষ্ট হন মহা তপোধন॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন॥
গরল সহিত পুত্র হৈল যে কারণ।
সগর বলিয়া নাম রাখে সে কারণ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন॥
দরিদ্র পাইল যেন হারানিধি ধন।
সে মত পাইল রাণী অপত্য রতন॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি করি আনয়ন।
যত্ন করি সেই শিশু করেন পালন॥
নানা অস্ত্র শাস্ত্র করাইল অধ্যয়ন।
অল্প দিনে হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্নানে গেল মুনিবর॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম, কহ গো জননী॥

কাহার তনয় আমি কহিবে নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেই জন।
দুঃখী হতে দুঃখী সেই, জন্ম অকারণ ॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যথা অতি কুলক্ষণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যথা সব অন্ধকার
গায়ত্রী বিহনে যথা ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
ধনহীন গৃহী যথা ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যথা পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা, জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাইনু নন্দন।
মহা রাজবংশে পুত্র জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় পাপিষ্ঠ জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
যেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে তোমা মারিবারে ॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আসিল রাজন ॥
হিংসকের হিংসা হেরি চিন্তি নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নরপতি ত্যজি কলেবর ॥
সহমৃতা হতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করেন রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন।
মাতার ক্রন্দন পুত্র করে নিবারণ ॥
প্রণমিয়া জননীরে লইল বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ বান্ধবগণে সহায় করিয়া ॥
যতেক পিতার শত্রু পূর্ব্ব হৈতে ছিল।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠে শরণ ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোনজন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ।
তখন বশিষ্ঠ মুনি তারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল ॥
একচ্ছত্র রাজা হৈল ধরণী মণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণে শাসে নিজ বাহুবলে ॥
পুত্র ষাটি সহস্র যে তাঁহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে ॥
পুত্রগণ সবে হৈল মহা দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হৈল সংহার ॥
অহিংসকে হিংসে যেই, পায় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয়, অশেষ দুর্গতি ॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন ॥
সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইতে পঞ্চ জন ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে, ইহা নহেত বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার ॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম শাস্ত্র মত আছে নিরূপণ ॥
ক্ষত্র হয়ে শত্রুকে না করিবে বিশ্বাস।
শত্রুর মহিমা নাহি না করে প্রকাশ ॥

যে হৌক, সে হৌক, তাত ক্রোধ কর তুমি ॥
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য ভূমি ॥
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী লৈয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতি উপদেশ।

কহেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন ॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু কুলাঙ্গার।
অধোমুখ হৈয়া তথা রহে দণ্ড চার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠে সবে চলিল তখন ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান ॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
পাণ্ডবের সঙ্গে কর সম্প্রীতে মিলন ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত শত রাজা হয়েছিল এ সংসারে ॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম-অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার ॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিল রাজন ॥
হিংসা হেন বস্তু তাঁর না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে ॥
তপোযোগে আরাধিয়া পায় দিব্যগতি।
তাঁর পুত্র হৈল ধ্রুব জগতে সুকৃতি ॥
যাঁহার মহিমা যশে পূরিল সংসার ॥
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম-অবতার ॥
তদন্তরে সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশ মহিমায় ভুবন ভরিল ॥
অপার মহিমা যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
শৈত্যগুণে চন্দ্র যেন, ক্ষমাগুণে ক্ষমা ॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিল জগতে।
হিংসা হেন বস্তু কভু না করিল চিতে ॥
এই রূপে কত রাজা চন্দ্র সূর্য্য কুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ, করিল সকলে ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোন জন ॥
কপটী হিংসক ক্রূর মহা দুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে দুর্গতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক, লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা হবে, কলঙ্ক প্রকাশ ॥
সে কারণে নরপতি শুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিও রাজা পাণ্ডবের সনে ॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ রক্ষগণে ॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহারিল কত বীরবর ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ বল ধরে।
গদাধারী মধ্যে সেই অজেয় সংসারে ॥
ভীম ক্রুদ্ধ হইল বল রক্ষা রবে কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার ॥
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে পরাভব করে পঞ্চাননে ॥

স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে লয়ে গেল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করাইল॥
নিবাত কবচ কালকেয় দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু, প্রতাপে তপন॥
সবারে মারিয়া সন্তোষিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
উত্তর গোগৃহ কথা শুনেছ শ্রবণে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিহ জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্ব ইচ্ছা করে মনে॥
এখন যে হিত কহি, শুনহ রাজন।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাট-ভবন॥
সম্প্রীতে এখানে আন পাণ্ডুর কুমার
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
এ কর্ম্ম উচিত তব, দেখি হে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সবার নিধন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভাই কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীত করিয়া আন পাণ্ডুর নন্দন॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহে ভাই হৈল তারা পার॥
আপন বিভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি গিয়া বুঝাবে সুনীত॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে॥
বিদুর বলিল, আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য নাহি শুনে বুঝে বিপরীত॥
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি অল্পজ্ঞান॥
এখন কহিয়া মম কিবা প্রয়োজন।
কহিবেক তাহা, যাহে লয় তার মন॥
বিদুর এতেক বলি বসে অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে॥
মহামত্ত দুর্য্যোধনে আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী॥
পূর্ব্বে যথা বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা করে অহঙ্কারে॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
তাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকা-নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ কৈলা সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ বা করে কি কারণে॥
ধৌম্য বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুন সারোদ্ধার॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত কথন॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, হরে ভবভয়।
প্রয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বলি-বামনোপাখ্যান

তবে ধৌম্য কহে, শুন অম্বিকা-নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা, করহ শ্রবণ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
মহাবলী প্রতাপে পাবক-সমকক্ষ॥
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ-ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে॥

হিরণ্যকশিপু-পুত্র বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবন।
যারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি-নন্দন॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয়॥
জানিলেক শুক্র-গুরু স্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র, শুনিয়া শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
চতুরঙ্গ সৈন্য সহ সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন।
দৈত্য-সৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভবন॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয়॥
দোঁহে বলবন্ত, দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
নানা অস্ত্র-বৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুশুণ্ডী মুদগর।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমার॥
রুদ্র পশুপতি নানারূপ সব বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশান॥
শিলীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পরে দুই জন বরিষে প্রচুর॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমন।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন॥
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুইখান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতালি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত॥
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন।
মাতালিরে নিন্দা করি বলিল বচন॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাহুড়িলি রথ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ॥
মাতালি বলিল, মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধান কর এক শাস্ত্র নিরূপণ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি॥
ইন্দ্র বলে, শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ॥
আজ্ঞামাত্রে রথ পুনঃ চালায় মাতলি।
হাতেতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির॥
রথ হৈতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত সৈন্যগণ।
পলাইল সকলে, না রহে একজন॥
তবে দৈত্য সমবেত হয়ে কত জনে।
কান্ধে করি বলিরাজে নিল সেইক্ষণে॥

ক্ষীরসিন্ধু তীরে গেল সবে শুক্রস্থান
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান ॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্যবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্ম মন্ত্র ষড়ক্ষর ॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে ॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় গিরি'পরে তপ আরম্ভিল ॥
করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর ॥
তপে তুষ্ট হয়ে বিধি অর্পিবারে বর।
আসিলেন বলি পাশে হংসের উপর ॥
ডাকিয়া বলিরে কন দেব প্রজাপতি।
তপঃসিদ্ধ হৈলে তুমি, শুন দৈত্যপতি ॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয়, মাগি লহ তুমি ॥
যদি বা দুষ্কর হয় সংসার ভিতর।
অঙ্গীকার করিলাম, দিব সেই বর ॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি
বর দিবে যদি মোরে সৃষ্টি-অধিপতি ॥
অজেয় অমর হই ভুবন-মণ্ডলে।
ত্রিভুবন রহে যেন মোর করতলে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে নাহি হবে আমার মরণ ॥
মনোমত বর দিয়া যান প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি ॥
শুভকাল সমুদিত ক্রমে হৈল তার।
সসৈন্যে সাজিয়া বলি গেল পুনর্ব্বার ॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে ॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে ॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহী'পরে ॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল ॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল দৈত্যের ঈশ্বর।
নররূপে ভ্রমে রহে অমর নিকর ॥
অদিতি-পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব জিনি বলি দৈত্য নিল ॥
পুনরপি কোন রূপে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি তবে না দেখি উপায় ॥
মহাভারতের কথা সুধার লহরী।
সাধুগণ নিরন্তর শুনে কর্ণ ভরি ॥

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর স্তব।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান ॥
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান ॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিনাঞ্জলি পানি ॥

অনন্তরে মাসের মধ্যে খায় একবার।
তার পরে দেবমাতা থাকে অনাহার॥
ধ্যান অবলম্বন হেতু করে নিরূপণ
ঊর্দ্ধদৃষ্টি রহে, মাত্র পবন অশন॥
তপেতে তাপিত হৈল এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ।
ইন্দ্র বলে, শুন মাতা মম নিবেদন।
আত্মাকে এতেক কষ্ট দেহ কি কারণ॥
আমা সবাকার দুঃখ অদৃষ্ট লিখন
শুভকাল হৈলে দুঃখ হবে বিমোচন।
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে॥
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার॥
সে কারণে এত দুঃখ হয় আমবার॥
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ না হয় খণ্ডন
সে কারণ শুন মাতা মম নিবেদন।
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি কারণ
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন॥
মাতৃহীন তনয়ের নাহি সুখলেশ
সদাই দুঃখিত সেই, পায় নানা ক্লেশ॥
ধর্ম্মহীন জনে যেন ব্যর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ॥
গায়ত্রী বিহীন ব্যর্থ যেমন ব্রাহ্মণ।
শৌর্য্য বিনা রাজা যেন জীয়ে অকারণ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন, বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন, যোগ হীন তন্ত্র॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননী।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হৈলে।
দৈত্যগণেরে মোরা জিনিব অবহেলে॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ করি মাতা চাহে ক্রোধমতি॥
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া স্তুতি করিলেন।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দর্শন দিলেন॥
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত॥
দিব্যমূর্ত্তি পুরোভাগে দেখি নারায়ণে।
করিলেন স্তুতি প্রণিপাত দেবগণে॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
দেবগণ প্রতি কহে মধুর ভারতী॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন।
যাহ নিজ স্থানে চলি যত দেবগণ॥
এত বলি, অন্তর্হিত হন নারায়ণ
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
অদিতি তপেতে তপ্ত এ তিন ভুবন।
প্রত্যক্ষ হইয়া হরি দেন দরশন॥
সজল জলদ যেন অঙ্গের বরণ।
কোটি শশী জিনি মুখ, রাজীবলোচন॥
কোকনদ কর পদ, অধর অতুল।
খগরাজ জিনি নাসা যেন তিলফুল॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, অতি শোভা করে
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে॥

সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণমিল ভক্তিযুক্ত মনে॥
করযোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর
জয় জয় নারায়ণ, দেব দামোদর॥
শিষ্টের পালক, নমো দুষ্ট বিনাশন
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভ-মর্দ্দন॥
নমো আদি অবতার, মৎস্য কলেবর।
নমো কূর্ম্ম অবতার, নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি।
তুমি ইন্দ্র, তুমি, চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি, দেব গদাধর॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ
পৃথিবী তোমার কটি, অস্থি গিরিগণ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মরূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার॥
পুরুষপ্রধান তুমি আদি নারায়ণ।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
এই রূপে স্তুতি করে দেবের জননী
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি
মনোনীত বর দিব, মাগি লহ তুমি॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে॥
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
দেই তারে, অবশ্য না করি আমি আন।
ভকত-বৎসল আমি ভক্তের কারণে
আত্ম-দান দিযা তুষি সেই ভক্তজনে॥
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলে কঠোর তপ আমাতে ভকতি॥
সে কারণ বশ আমি হলেম তোমার।
বর ইচ্ছা আছে যদি, মাগ সারোদ্ধার॥

এত শুনি কহিলেন দেবের জননী।
যদি বর দিবে তবে দেব চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে।
ধরিয়া মানবরূপ মম পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে।
পুত্রদের কষ্ট আমি দেখিতে নারিনু
তপস্যা করিয়া তাই তোমা আরাধিনু
দেহ মম পুত্রগণে নিজ অধিকার।
অসুরের অহংকার করহ সংহার॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ কহে অঙ্গীকার
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার।
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণ পাবে নিজ অধিকারে
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি গাইবে ধরণী
এত শুনি কহে পুনঃ কশ্যপ-রমণী।
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে॥
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে॥
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে॥
তাঁহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ॥
হাসিয়া কহেন হরি, উপহাস কেনে
ভিন্ন ভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে।
ভক্তজন সবে পারে আমারে ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে॥

এই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে॥
হেনকালে উপনীত হৈল নারায়ণ।
বামন আকৃতি রূপ অরুণ বরণ॥
দেখি যজ্ঞ-হোতাগণ মানিল বিস্ময়
উঠে করযোড়ে বিরোচনের তনয়।
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বসেন বামন।
অপরূপ রূপধারী কশ্যপ-কুমার
দেখি লোমাঞ্চিত বলি, সানন্দ অপার॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান
আজি যে সফল মম যাগ যজ্ঞ দান॥
আজি যে সফল জন্ম হইল আমার।
নারায়ণ আসিলেন আমার আগার।
চাহ যাহা দিব তাহা, না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন
বহু দানে আমার কি আছে প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ-বালক আমি তপস্যা-তৎপর।
গ্রামে ভূমে আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর।
ধ্যানে তপে জপে মম যায় অনুক্ষণ।
মুনিকুলে জন্ম মোর, শুনহ রাজন॥
অরণ্যনিবাসী আমি ফলমূলহারী।
সে কারণে কহি, শুন দৈত্য-অধিকারী॥
যদি দিবে তুমি দান করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দেহ মাপিয়া চরণে।
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে॥
ভূমিদান সম ফল নাহি ত্রিভুবনে
ভূমিদানের মাহাত্ম্য শুন নৃপমণে॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরি নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সই মাত্র একাকী ব্রাহ্মণ
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ॥
এক দিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল॥
অন্ন হেতু কান্দে তার যত শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মোর জগতে হইল
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন॥
চণ্ডাল যবন আদি যত নীচ জাতি।
ধনাঢ্য হইলে পায় সর্ব্বত্র সুখ্যাতি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন॥
ভার্য্যা পুত্র অরি হয়, মিত্র না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে॥
এইমত চিন্তা করি কাতর ব্রাহ্মণ।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পরিজন॥
অবন্তী-নগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া বিপ্রবরে স্থাপিল নৃপতি॥
সেই পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমিদানের উপর॥
তিন পদ ভূমিমাত্র দান মাগি আমি।
ইহা দিয়া মোরে রাজা সন্তোষহ তুমি॥
বলি বলে, বামন হে বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি, তাহা নাহি মানি॥

এই দান দিতে মম চিত্তে নাহি আসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে॥
অপযশ হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠমধ্যে গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি॥
নগর চত্বর গ্রাম যাহা ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে॥

এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায়॥
বজ্রকীটরূপে শুক্র প্রবেশে ভৃঙ্গারে।
নল রুদ্ধ করে, জল যেন না নিঃসরে॥
ভৃঙ্গার ঢালিলা জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাগ্রেতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইয়া ত্বরিতে॥
বজ্রসম হৈল কুশ ঈশ্বর কৃপাতে।
নির্ঘাত বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ॥
কাতর ভার্গবমুনি গেল নিজ স্থান।
বলি দৈত্য বামনেরে দিল ভূমিদান॥
দান পেয়ে হরি তবে নিজমূর্ত্তি ধরে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল কলেবরে॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে॥
ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার।
জল স্থল সব স্থান হৈল একাকার॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেন দেব দামোদর॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায়॥
ডাক দিয়া বলিরাজে বলে বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে ত্রিপদ স্থলী॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থান দেহ তুমি॥

এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ কর নারায়ণ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মোরে কর অব্যাহতি॥
এত শুনি ধন্যবাদ দিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ॥
বলিরে পাতালে লয়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ করে দেবগণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে॥
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার স্থান॥

যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে॥
ধনমদে মত্ত হয়ে নাহি মানে কারে।
না শুনে কাহার বাক্য, মত্ত অহঙ্কারে॥
অচিরেতে যুদ্ধে ক্ষয় হবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল॥
দুর্য্যোধন-পাপে বংশ হইবেক ক্ষয়।
জানিহ নিশ্চয় এই শুন মহাশয়॥

ইহা বলি উঠিযা সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ॥
ধৌম্য দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সব কথা কহে ধৌম্যমুনি॥
তোমার কারণে রাজা সকলে বুঝাল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করি আরো বলে কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
যত শক্তি আছে তার কহিবে পাণ্ডবে।
লইবারে ধন রাজ্য জিনিযা কৌরবে॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন॥
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন।
মহাযুদ্ধে হইবেক কুলের সংহার॥
শুনিযা চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, তরে ভবতরি॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয।
পযার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকটে
সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
অতঃপর কি করিল অন্ধ মহারাজ॥
মুনি বলে, নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে॥
তাহাতে বিরক্ত হযে অন্ধ নৃপবর।
সঞ্জযের প্রতি তবে কহেন সত্বর॥
দেখিলে সঞ্জয দুর্য্যোধনের দুষ্টতা।
না শুনিলে না মানিলে মহতের কথা॥
সে কারণে যাহ তুমি বিরাট-নগর।
মম আশীর্ব্বাদ দেহ পাণ্ডব গোচর॥
একে একে পঞ্চ জনে করিবে কল্যাণ।
বিনয প্রণয় করি হযে সাবধান॥
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার॥
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে॥
সে কারণে মন্দবুদ্ধি হৈল দুর্য্যোধনে।
কপট করিযা তোমা পাঠাইল বনে॥
রাজপুত্রী হযে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি॥
নানা দুঃখ পেযে তুমি করিলে যাপন।
সে সব স্মরিযা সদা পোড়ে মম মন॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মী-অবতার তুমি ধর্ম্ম অনুরতা॥
এইরূপে দ্রৌপদীরে কহিবে বিনয।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয॥
কহিবে পাণ্ডবগণে কাল অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি॥
ত্রযোদশ বর্ষাবধি তোমা পঞ্চ বিনে।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুনে॥
তাপিত আমার মন, শান্ত নাহি হয।
কাষ্ঠ ঘরষণে যথা হয অগ্নিময়॥
অন্ন নাহি রুচে মম, নাহি রুচে নীর।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে চিত্ত নহে স্থির॥
নযনে নাহিক নিদ্রা, ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ, বহে নীর সদাই নয়নে॥

বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
নগর-নিবাসী চারি জাতি প্রজাগণ॥
তোমা সবা না দেখিয়া নিরানন্দ মন॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন।
সদা দীন ক্ষীণ হেন জলহীন মীন॥
তোমার বিহনে রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়॥
জলহীন নদী যেন পদ্মহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র॥
তোমা সবা বিহনেতে তথা প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র লয়ে।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়ে॥
দ্রুতগামী অশ্ব রথে করি সংযোজন।
শুভ লগ্ন তিথি আজি, করহ গমন॥
সঞ্জয় এতেক শুনি উঠি সেইক্ষণ
যুড়ি খচরের রথ পবন-গমন॥
বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভা করি বসিয়াছে দেব অবতার॥
সঞ্জয় এ হেন কালে হন উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত॥
দিব্য রত্ন-সিংহাসন দিলেন বসিতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে॥
কহেন সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চ জন।
সবার কুশল বার্ত্তা কহ বিবরণ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি॥
ত্রয়োদশ বর্ষকাল নাহি দরশন।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে না জানি কারণ॥
কোথা হৈতে এই স্থানে তব আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল, এই লয় মন॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকা-নন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল॥
যেই সত্য করিলাম তোমার অগ্রেতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে॥
সর্ব্বধর্ম্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখে আছেন, সবার মূল কর্ম্ম॥
সমুচিত ভাগ যেই হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার॥
আমারে বিভাগ দিতে কৌরব কি চাহে।
সম্প্রীতে না দিবে, কিম্বা মজিবে কলহে॥
কহত সঞ্জয় তুমি সব বিবরণ।
সঞ্জয় শুনিয়া তবে করে নিবেদন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
অনেক সান্ত্বনা করে অন্ধ নরপতি॥
ভীষ্ম মুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয়॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
বার্ত্তা পেয়ে হৃষ্টচিত্ত হৈল সর্ব্বজন॥
মৃতের শরীরে যেন পাইল জীবন।
তোমা সবা সমাচারে যত প্রজাগণ॥
সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিত রোদন॥

ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমা সবা না দেখিয়া অন্ধ ছিল দুঃখে॥
আত্মার বিহনে যথা না রহে জীবন।
তোমা সবা বিরহেতে তথা সর্ব্বজন॥
ত্রয়োদশ বর্ষাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগচিত্ত, আনন্দ অপার॥
তোমা পঞ্চ ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত আদি শব্দ হয় ঘনে ঘন॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারিপাশে॥
এই অলক্ষণ দেখি বলে জ্ঞানী জন।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ নৃপমণি।
পৃথিবী হরিল শস্য, মেঘে অল্প পানি॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর॥
বাহুড়িয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
তবে সে মঙ্গল হয় প্রজার কল্যাণ।
এরূপে পূর্ব্বেতে কহে যত জ্ঞানবান॥
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি রাজা উপস্থিত হৈল॥
উত্তর গোগৃহে যুদ্ধে যত কুরুগণে।
অপমান করিলেক ধনঞ্জয় রণে॥
ভগ্নদণ্ড হয়ে আসে কৌরবের পতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কারো বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
শাস্ত্র উপদেশ কহি বুঝাল বিশেষে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কানে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের সদনে॥
কারো কথা দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া অন্ধরাজ পাঠাইল॥
এই বস্তু ধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ পুনঃ বহু কথা কহে বার বার॥
কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে নাহি কর কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
সৌবল শকুনি আর রাজা দুর্য্যোধন॥
তা সবাব কপটেতে হৈল সর্ব্বনাশ।
তোমা সবে বনে গেলে, আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
যতেক কহি যে আমি, না শুনে শ্রবণে॥
আমার বচন সেই নাহি লয় মনে।
কর্ণ দুঃশাসন-বাক্য শুধুমাত্র শুনে॥
কালেতে কুবুদ্ধি হয়, কে করিবে আন।
ইত্যাদি বলিল ধৃতরাষ্ট্র বর্ত্তমান॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি দিতে নাহি চায়।
যেই চিত্তে আসে, তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
ইহা শুনি পুনরপি কহে পঞ্চ জন।
কহ শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণবীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বল তাহা, শুনি দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে, শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥

বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন্ শক্তি তার, মোরে জিনিবারে পারে॥
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে পাণ্ডবেরা হবে পরাজয়॥
সত্য সত্য সুনিশ্চয় করি যুদ্ধপণ।
এইরূপে কহে কথা রাজা দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মোর সঙ্গে করিবে সমর॥
যেবা ধনঞ্জয় আছে সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেন রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চ জন॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন আদেশেতে করে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ-লোচন॥
যাহত সঞ্জয় পুনঃ মম দূত হয়ে।
যাহা কহি, কৌরবেরে কহিবে বুঝায়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত, তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হৈতে না করিনু ক্রোধ॥
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥
পূর্ব্বে যেই সত্য ছিল মুক্ত হই তাহে।
তবে কেন রাজ্য মম নাহি দিতে চাহে॥
মৃত্যু শ্রেয় সে বুঝিল, বুঝি অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মনে॥
অল্পকার্য্যে জ্ঞাতি বধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপনে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চ জনে॥
নহিলে প্রলয় ঝড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীমসেন কহে ক্রোধ করি মনে।
বলিও আমার বার্ত্তা কৌরব রাজনে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয়, সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ॥
যোগী যোগ ত্যজে, ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
উরু ভাঙ্গি দুর্যোধনে করিব নিধন॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভা-বিদ্যমানে।
এখন সঞ্জয় কহিলাম তব স্থানে॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ॥
মোর হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এইকথা বুঝাইয়া কহিবে কৌরবে॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে যে স্মরণ॥
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দহন।
সেই সব দুঃখভরে সদা পোড়ে মন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা দিলে যেত্ত যমনের ঘরে॥
রাজ্য ভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমারে।
নতুবা সবংশে নিজে যাবে ছারখারে॥

এরূপে কহিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল পবন তনয়।
বলেন সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয়॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ পাইনু অপার॥
কৌরবের পতি তুমি, কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই এইক্ষণ॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে মুর্খ দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন॥
সমর করিলে তবু প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা কর যদি, তারে বান্ধিয়া রাখিব॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে॥
এই মত যদি নাহি কর কদাচিত।
বংশের সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাঁহারে॥
বাতাপি পক্ষীর কথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র তব আচরণ॥
মুখেতে সৌজন্য কথা অন্তরেতে আর।
তোমার কপটে বংশ হৈবে ছারখার॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয়॥
পক্ষীযোনি হয়ে হিংসা কৈল কি কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয়, কহ বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস।

অর্জ্জুন কহেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যবে গেল খগমণি॥
করিয়া কঠোর তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর পেয়ে নিবর্ত্তি আসিল॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসে খগেশ্বর।
ঋষ্য নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরমা সুন্দরী।
সদা স্বামীসেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি॥
কতদিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
স্বামীশোকে শোকাকুলা ভার্য্যা গুণবতী॥
একাকিনী বনমধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতা-নন্দন॥
কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়া জানে।
ধরিয়া মনুষ্যরূপ গেল তার স্থানে॥
দিব্যরূপ হইলেন দেবের লক্ষণ।
দেখি কামিনীর রূপ মোহে সেইক্ষণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
দেখিয়া কন্যার রূপ বিনতা-নন্দন॥
মদন-মোহন বাণে হয়ে জর জর।
কন্যারে কহিল তবে বিনয় উত্তর॥
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি, তব পতি কোন্ জন॥
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনি।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি॥
যক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য নামে রাজা ছিল এইত কাননে॥
পুত্রবাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না হইল, তাঁর হইল মরণ॥
রাজা হয়ে রাজ্য রাখে, বংশে কেহ নাই।
দুঃখানলে পুড়ে মন, কাঁদি আমি তাই॥

গরুড় কহিল, শোক না কর অন্তরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে অঙ্গ করহ উদ্ধার॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড় পাণি।
কৃপা যদি কৈলে তবে শুন খগমণি॥
শত পুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে॥
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া আনন্দে করিল॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিলা সতী॥
সুশীলা নামেতে তার আছিল সতিনী।
সেবাবসে পরিতুষ্ট হয়ে খগমণি॥
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ॥
দুইগুটি ডিম্ব সেই কন্যা প্রসাবল।
কত দিনে ডিম্ব দুটি ফুটিয়া উঠিল॥
সুশীলার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
এক জন অন্ধ হৈল দৈব-নিবন্ধন॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার॥
মনুষ্যের প্রায়, যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি॥
রূপবতী পুত্র হৈল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে স্থাপিলা রাজ্যেতে
কত দিনে গেল পক্ষী সুমেরু পর্ব্বতে॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
বহুকাল খগেশ্বর তথায় রহিল॥
হেথা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসিয়া সত্বর॥
কুবল পক্ষীর রাজা, গরুড়-কোঙর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ হৈল শতেক বৎসর॥
শত ভাই সহ তাবে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
স্বগণ সহিত নাগ গেল পাতালেতে॥
কতদিনে খগেশ্বর আসিল তথায়
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায়॥
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতা-নন্দনে॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈল তপস্বী-আচার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার॥
শুক সারি নাম রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান॥
অন্ধক ঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল, পক্ষীর আকার॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপদ দিল॥
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর প্রধান।
গরুড় বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান॥
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
সব জাতি গণে পালে ধর্ম্ম-উপদেশে॥
অন্তরে কপট তার, কেহ নাহি জানে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বলি সবে তারে মানে॥
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ বংশে॥
নিরন্তর বলে ছলে পক্ষীগণে হিংসে॥

শুক-সারি দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জ্ঞাতিগণ অন্ত ॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বরে চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
করিয়া কঠোর তপ পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুই জনে ॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী-ইতিহাস ॥
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন ॥
অহিংসকে হিংসে যেই, দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে ॥
সঞ্জয় এতেক শুনি হৈল হৃষ্টমন।
কহিতে লাগিল পরে অন্য সর্ব্ব জন ॥
সহদেব ও নকুল বিরাট নৃপতি।
শিখণ্ডী দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি ॥
কহিবে অন্ধেরে আমা সবা নিবেদন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য দেহ ত রাজন ॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে পশ্চাতে।
সবংশে মজিবে রাজা, কহিনু নিশ্চিতে ॥
এরূপে কহিল যথা যত বীরগণ।
সবারে সম্ভাষি তবে সূতের নন্দন ॥
মেলানি মাগিয়া ধর্ম্মে আরোহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে ॥
শুনিয়া নৃপতি নাহি কহে ভালমন্দ।
চিন্তেতে আকুল হয়ে সদা ভাবে অন্ধ ॥
নমো প্রভু নীলমণি বনমালাধারী।
নমো ব্রহ্ম অবতার দারুরূপ হরি ॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস ॥

দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা।

রাজা জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
পরে কহ মুনি আর কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
পাণ্ডবের রণে আসে কত বীরগণ।
কত সৈন্য সহ সাজে নিজে দুর্য্যোধন ॥
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়।
অল্প সৈন্য বলহীন পাণ্ডুর তনয় ॥
কেবল সহায় মাত্র দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মার সহায় যথা অদিতি নন্দন ॥
পাণ্ডবের পক্ষমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দেখি।
ইন্দ্রের আশ্রয়ে যথা দেবগণ সুখী ॥
উভয় কুলের হিত দেব নারায়ণ।
সহায় হলেন পাণ্ডবের কি কারণ ॥
গোবিন্দেরে কেন নাহি বলে দুর্য্যোধন।
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ ॥
মুনি বলে, শুন নৃপ শ্রীজন্মেজয়।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয় ॥
সে হেতু কল্পনা করি জগৎ নিবাস।
দুর্য্যোধনে ছাড়িলেন করিয়া নিরাশ ॥
চেদিবংশে ছিল যত যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন লিখিল লিখন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদিবংশপতি।
নব কোটি গজে সাজে, সাত কোটি রথী ॥
সহস্র শতেক কোটি সাজে অশ্ববর।
পঞ্চ কোটি মল্ল সাজে, পদাতি বিস্তর ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল ধরণী।
সৈন্য কোলাহল শব্দে কর্ণে নাহি শুনি ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় সূর্য্য আচ্ছাদিল।
কৌরবের সৈন্য সহ মিলিত হইল ॥
ভদগত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন ॥

সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্টি কোটি মহারথী তার পরিবার॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতী।
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধর।
মিলিত হইল কুরুসৈন্যের ভিতর॥
বৃহদ্বল রাজা আসে পাইয়া লিখন।
যতেক সাজিল সৈন্য কে করে গণন॥
পঞ্চষষ্টি সহস্র সঙ্গেতে মহারথী।
ষষ্টি শত সহস্র যে সঙ্গে মত্ত হাতী॥
পঞ্চদশ সহস্র যে সঙ্গে আসোয়ার।
তবকী তুরকী মল্ল পদাতি অপার॥
নানা বাদ্য কোলাহলে কুরুদলে গেল।
শ্রুতমাত্রে তদন্তরে কলিঙ্গ সাজিল॥
শত ভাই সহ আসে কলিঙ্গ নৃপতি।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী॥
সহস্র শতেক কোটি কিরাত যবন।
ষষ্টি কোটি রথ সাজে, পত্তি অগণন॥
পঞ্চাশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববল।
নৃপতি কলিঙ্গ চলে চতুরঙ্গ দল॥
কৌরব-সৈন্যেতে আসি করিল মিলন।
নীলধ্বজ নৃপ তবে পেয়ে নিমন্ত্রন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য ত্বরিতে আসিল।
সুশর্ম্মা নৃপতি তবে সংবাদ পাইল॥
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন।
পঞ্চকোটি রথী সাজে, পত্তি অগণন॥
দুই লক্ষ মত্ত গজ, তুরঙ্গ অপার।
চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ পরিবার॥
কৌরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন।
আসিল ত্রিগর্ত্ত সঙ্গে সৈন্য অগণন॥
পঞ্চ ভাই সহ আসে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
সাত কোটি রথী সঙ্গে, পঞ্চ কোটি হাতী॥

একাদশ কোটি তুরঙ্গম আসোয়ার।
চতুরঙ্গ দল সহ করে আগুসার॥
ক্ষেমবর্ত্তী রাজা আর রাজা অনুবৃন্দ।
সুমন্ত্র নৃপতি আর রাজা জলসন্ধ॥
এইরূপে পঞ্চষষ্টি শত নরপতি।
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য পদাতি॥
কৌরবের দলে আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
সৈন্য কোলাহল-শব্দে পূরিল গগন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল।
দেখি দুর্য্যোধন চিত্তে সানন্দ হইল॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব-তনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
বিচিত্র মন্দির পুর করিবে অপার।
ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপহার॥
অশ্বশালা সারি সারি করিবে অপার।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে সবে কর আগুসার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করহ নির্ম্মাণ॥
রাজার আদেশ পেয়ে অণুচরগণ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খনক আনিল।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সবাকে কহিল॥
আজ্ঞা পেয়ে খনিবারে লাগে সেইক্ষণে।
যতেক রচিল গৃহ, না যায় লিখনে॥
নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ কৈল গৃহগণ।
যতেক সঞ্চিল দ্রব্য, না হয় লিখন॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে।
নিবেদন কৈল আসি কৌরব-কুমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, তরে ভবতরি॥

———

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি দান ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা।

জন্মেজয় কহে, কহ শুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চ জন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন্ কোন্ রাজা হেল সহায় তাঁহার
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে, শুন নৃপবর জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন।
ভ্রাতৃগণে ডাক দিয়া কহেন বচন॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরব কাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী॥
আমার আছয়ে যত সুহৃদ্ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে কর আমন্ত্রণ॥
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্র আদি মদ্রের নন্দন॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথাযোগ্য সবাকারে লিখহ লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ উপহার॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্রের নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি তবে কহে সেইক্ষণ॥
আপনি যাহ তথা, বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
সহস্র সহস্র সঙ্গে লহ অনুচর।
দিব্য গড়খাই রচ, আগার বিস্তর॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিলাম তাঁহার কাহিনী॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে॥
শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ, শুনি ধনঞ্জয়॥
কোন্ পুণ্যবলে রাজা কুরুক্ষেত্র কৈল।
কোন্ দেব আরাধিয়া এ বর পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিলেন সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হৈল বলে মহাবল॥
নানা দান, নানা যজ্ঞ করিল রাজন।
কুরুর মহিমা গুণ বিখ্যাত ভুবন॥
এক দিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্ত কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ আজ্ঞাকারী কুরু নরপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
আগুবাড়ি পাঠাইল মৃগ বহুতর॥
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইয়া রাজন।
জল অন্বেষণে রাজা ভ্রমে বনে বন॥
জল নাহি পায় রাজা, তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য-অগম্য স্থল, অতি সুশোভন॥
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য ক্রীড়া করে॥
সেই সরোবরে রাজা হৈল উপনীত।
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখি চমকিত॥

বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জন-নয়নী ॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প-আভা ॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, জিনি তিলফুল।
বঙ্কিম যুগল ভুরূ, কিবা দিব তুল ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন ॥
নিকটেতে গিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে ॥
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে।
কিবা লক্ষ্মী, সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া ॥
কিবা নাগকন্যা হবে, তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায় ॥
কন্যা বলে, শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী ॥
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী ॥
পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিনু পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল, নাম সারঙ্গিনী ॥
প্রমাথিক নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে দৃষ্টির গোচরে ॥
তথা অবস্থিতি আমি করি বহুকাল।
কত দিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল ॥
জরাতে আতুর তনু, ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরেতে মম মৃত্যু হৈল ॥
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বাসার ভিতরে।
বহুকাল ছিল বাসা বৃক্ষের উপরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন ॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে ॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি ॥
দিব্য মূর্ত্তি ধরিলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী ॥
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বার বার।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার ॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল ॥
অসুরগণের সহ কৈল মহারণ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন ॥
তুষ্ট হয়ে সভাতলে নিল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা সবাকারে ॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তাঁরে দেখি হৃদে মম বিন্ধে কামশর ॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ ॥
দেবলোক পেয়ে কর মনুষ্য-আচার।
কিছুকাল কর নরলোকে ব্যবহার ॥
সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি।
বিরহিণী আছি যে না মিলে যোগ্য পতি ॥
ইহা শুনি হাসি হাসি বলে নৃপমণি।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী ॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম, কুরু নাম ধরি।
সংসার মধ্যেতে হই আমি অধিকারী ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার ॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে ॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম আগে করহ রাজন ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে বারণ নাহি কর মহারাজ ॥

কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে॥
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে।
জল আনি শীঘ্রগতি দেহত আমারে॥
কন্যা বলে, এবে মম আছে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক রহ জল দিবত এখন॥
রাজা বলে, পিপাসাতে দহে কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহত সত্বর॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বলে বহু কুবচন॥
ক্রোধেতে কহিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই, কি বলিব তোরে॥
পুনঃ পুনঃ স্বামীবাক্য করিস হেলন।
স্ত্রীজাতি নহিলে তোর নিতাম জীবন॥
ইহা শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলে, ছাড়িনু তোমারে॥
এই ক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজস্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্ধান॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন॥
রাজপদে নাহি মতি, সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা, নবীন যৌবন॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে॥
বহুরূপা কন্যা সে ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী॥
শাপে মুক্ত হয়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে॥
যদি তুমি সেই কন্যা ইচ্ছ নৃপবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর॥
নিয়ম করিয়া কর ইন্দ্র আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্ত হইবে রাজন॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে॥
নিত্য আসি সুরধেনু চরে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি সেবনে॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভির সেবা রাজা কৈল যথোচিত॥
তুষ্টা হয়ে সুরধেনু বলে নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে॥
তব প্রতি তুষ্ট রাজা হইলাম আমি।
মনোনীত বর যাহা, মাগি লহ তুমি॥
ইহা শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তুমি শুন গো জননী॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয়ত আমারে॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেক সুরভি।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই, রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি মন্ত্র ইন্দ্রে আরাধহ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়ে।
হৃষ্টচিত্ত হৈল তবে রাজা মন্ত্র পেয়ে॥
ত্রিরাত্র জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হইল তবে সহস্রলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু-নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি॥

তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর॥
বহুরূপা নামে যেই তোমার নর্ত্তকী।
সেই কন্যা দেহ কৃপা করি সুরমণি॥
ইন্দ্র বলে, যাহা ইচ্ছ, দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যদি বাঞ্ছহ অন্তরে॥
রাজা বলে, যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এই স্থান হয় যেন পুণ্য ক্ষেত্রবর॥
কুরুক্ষেত্র নাম হয়, পুণ্যক্ষেত্র সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার॥
ইন্দ্র বলিলেন, পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই, কুরুক্ষেত্র নাম॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনি দেহ এরে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল॥
অনেক যৌতুক তারে দিল সুরপতি।
অন্তর্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি॥
ইন্দ্রের বরেতে সেই পুণ্যক্ষেত্র হৈল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল॥
তবে কন্যা লভি তথা হৈতে নরপতি।
হৃষ্ট চিত্ত গেল পরে আপন বসতি॥
মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষ না কৈল।
সেই হেতু সুরধেনু নৃপে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
ইন্দুমতী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তার যুবাকাল গেল।
এত ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হৈল॥

বহুদান যজ্ঞ তবে করিল নৃপতি।
পুত্র না হইল, রাজা চিন্তাকুল মতি॥
কুল পুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যা সহ তাঁর কাছে করে নিবেদন॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি॥
মনোনীত বর মাগি লহ দুই জনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
ইহা শুনি রাণী সহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি॥
তব বরদানে মোরা হই পুত্রবান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি বর আন॥
এত শুনি ধ্যানাস্থত হয়ে মুনিবর।
সুরভির শাপে অপুত্রক নৃপবর॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
হইবে অবশ্য পুত্রবান মম বরে॥
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায়।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয়॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে আছে রাজা তাঁহার নন্দিনী॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরেতে পুত্র রাজা হইবে তোমার॥
সম্বৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান।
অমনি নন্দিনী ধেনু আসে বিদ্যমান॥
নন্দিনীরে কহি মুনি কহিল রাজারে।
হইবে তোমার কার্য্যসিদ্ধি মম বরে॥
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন।
এক সম্বৎসর রাজা করিয়া নিয়ম॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে॥

রাজার সেবনে গবী সন্তুষ্টা হইল।
জননীরে সাধি তার শাপান্ত করিল ॥
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান।
দুই পুত্র জনমিল মহামতিমান ॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর রাখে।
তাহা হইতে কুরুবংশ বাড়িবারে লাগে ॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দুমতী সহ গেল বনের ভিতর ॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী ॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হৈবে খণ্ডন।
কুলক্ষয় হেতু বাঞ্ছা কৈল দুর্য্যোধন ॥
ইহা শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ লইল সংহতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত ॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে বিরচিল দিব্য দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর ॥
অশ্বশালা বিরচিল আর গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আনাইলেন বিস্তর।
দু'লক্ষ প্রহরী রাখে করি থরে থর
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন ॥
কারুস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপাল-পুত্র সহদেব সুলক্ষণ ॥
কাশীরাজ সুষেণ ও সুমিত্র নৃপতি।
অঙ্গরাজ কারুস্কর সুধর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে শুনি পাণ্ডবের নিমন্ত্রণ ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল।
নানা বাদ্য-কোলাহলে পৃথিবী পূরিল ॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হৈল পঞ্চ জন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সৈন্যগণে।
কোলাহলে মহাশব্দে, না শুনি শ্রবণে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমান রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

———

দুর্য্যোধনের দ্বারকা গমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিলা আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্যই মোরে হ'তে হবে ॥
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিল, তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি ॥
পাণ্ডবের সহ বিরোধিতে নিষেধিল।
সব যদুগণে তাহে অনুমতি দিল ॥

অল্পকার্য্যে কুলক্ষয় নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয়, তাহা করহ রাজন॥
এতেক দূতের বাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে যাত্রা কৈল না করিল ব্যাজ॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকা নগরে রাজা হৈল আগুসার॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকা নগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরের বাহিরে॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে নিদ্রাগত আছে জগন্নাথ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ॥
দিব্য সিংহাসন দেখে কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে, দেখিল নিয়রে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ॥
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার॥
নিশ্চয় হইবে কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসে কুরুপতি॥
পরে ধনঞ্জয় আসিলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণমিল যথাযোগ্য জনে॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতনে নিদ্রাগত আছে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয়॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মাসনে॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম চাপে ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
বলিতে না পারে কিছু ভাবে মনে মন।
কুরুবংশে জন্মি করে হেন আচরণ॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন্ বা বড়াই এই দেবকী-কুমার॥
আমারে নাহিক ভয় নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
অন্য হৈলে করিতাম এখনি সংহার।
বিশেষ আমার শত্রু জ্ঞাতি পাপাচার॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিয়া সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহেন সকল॥
অবশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে তোমা বরিবারে॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্টমন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন॥
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ, আজি দেখি কৌরব-নন্দন॥
কোন্ প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার কহ, করিব সাধন॥

যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হৈতে হয় যদি করিব নিশ্চয়॥
তব কার্য্যে প্রীত আমি, তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা সাধিবারে পারি॥
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজে যথা নাহি ভিন্ন জ্ঞান।
সেইরূপে দুইকুল রাখিব সমান॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সাধন॥
ইহা শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ॥
তাহাতে করিলে অঙ্গীকার নারায়ণ।
যে জন আমারে আগে করিবে বরণ॥
তাহার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আসিলাম তোমার আলয়।
বহুক্ষণ হৈল, আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাৎ আসিল হেথা পার্থ মহারথা॥
তোমার সারথ্যগুণ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
সে কারণে এই স্থানে আসি যদুপতি॥
ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুর-জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
ত্রিপুর-বিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্যরণে॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরা-নন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ॥
বৃহস্পতিরে সারথি করি বজ্রপাণ।
বৃত্রাসুরে মারিলেন, বিখ্যাত ধরণী॥

গোবিন্দ বলেন, তুমি কহিলে প্রমাণ।
আগে মোরে বরিয়াছে অর্জ্জুন ধীমান॥
আগে তুমি আসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে॥
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
ইহার উপায় কিবা কহ দুর্য্যোধন॥
ব্যাতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে॥
দশ দিন করি যদি পার্থের সারথ্য।
দশ দিন করি যদি তোমার সূতত্ব॥
এমত নিয়ম হলে উপহাস লোকে।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংশে॥
তব কার্য্যে হিত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমাকে বরণ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন॥
আমা আদি করি সবে যত যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইব।
রামের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিব॥
করিব কেবল আমি মাত্র সূতপণ।
সে কারণে কহি আমি রাজা দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজোবন্ত জগতে বিখ্যাত॥

মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার
এক এক জন হয় সমান আমার ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমাকে কহ নৃপ-চূড়ামণি ॥
ইহা শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে নিলে গোবিন্দেরে ॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব তুমুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ ॥
একাকী ইহারে নিলে হবে কোন্ কাজ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
আমারে সাহায্য এই কর চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা যে ইচ্ছা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈল কৌরব-কুমার ॥
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষণ্ণ বদন ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ, জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারি ॥
শিষ্ট জনে পাল তুমি, দুষ্টেরে সংহার।
এই হেতু জগন্নাথ নাম যে তোমার ॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগজ্জন হিতে তব অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তোমার চরণে রহু মতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের হস্তিনায় প্রত্যাগমন।

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
নানাবাদ্য কোলাহলে মহা হৃষ্টমন ॥
পথে শল্যরাজা সহ হৈল দরশন।
তাঁহার সহিত গিয়া করিল মিলন ॥
শল্যেরে সম্ভাষ করি কহে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ হেতু তোমা আমি করিনু বরণ ॥
শল্য বলে, যেই আজ্ঞা তব মহাশয়।
তোমার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয় ॥
কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগিনা আমার।
যাই আমি, তাহা সহ দেখা করিবার ॥
দিবস অতীত বহু নাহিক মিলন।
দেখিয়া আসিব আমি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দুর্য্যোধন বলে, তথা কি কাজ তোমার।
নিকটে দেখিবে হেথা পাণ্ডুর কুমার ॥
আমার স্বপক্ষ হৈলে কেন যাবে তথা।
দেখিলে না ছাড়ি দিবে ভীম মহারথা ॥
সত্যবাদীগণ মধ্যে গণি যে তোমায়।
সত্যভ্রষ্ট হৈতে চাহ, বুঝি অভিপ্রায় ॥
ইহা শুনি শল্য স্থির করিলেন মন।
সসৈন্যে সাজিয়া গেল সহ দুর্য্যোধন ॥
আর যত রাজগণ মধ্যদেশে ছিল।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন সবারে বলিল ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করি সমাবেশ।
আপনার উপায় না গণিল বিশেষ ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন আশা করে হেন।
পাণ্ডবে জিনিয়া ত্বরা লবে রাজ্যধন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রনীতি করি কুরুপতি।
পাত্র মিত্র ভৃত্যগণ অমাত্য সংহতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য রাধার তনয়।
সোমদত্ত বীর ভূরিশ্রবা মহাশয় ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ শকুনি সৌবল।
নৃপতি সুশর্ম্মা ভগদত্ত মহাবল ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদুর সুমতি।
সভা করি বসি আছে কৌরবের পতি ॥

সবারে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
মম মনস্কাম পূর্ণ হইল এখন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী হইল সঙ্গতি।
সাত কোটি মহারথী আমার সংহতি॥
আমারে জিনিতে পারে কে আছে সংসারে।
অবহেলে পরাজিব পাণ্ডুর কুমারে॥
কর্ণের প্রতাপ সহে আছে কোন্ জনে।
একেশ্বর পরাজিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যত যত বীর আছে আমার অধীনে।
পাণ্ডবে জিনিতে পারে এক এক জনে॥
পাণ্ডবেরে ভয় কিবা আছয়ে আমার।
একাদশ অক্ষৌহিণী মম পরিবার॥
শুন পিতামহ ভীষ্ম মাতুল আচার্য্য।
প্রাণপণে কর সবে আমার সাহায্য॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত জানহ আপনে।
পাণ্ডবের উপরোধ না করিহ মনে॥
উপরোধে পাণ্ডবেরা কভু না ক্ষমিবে।
কদাচিৎ উপরোধ তারে না করিবে॥
রাজার বচন শুনি কহে কুরুগণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ দুর্য্যোধন॥
কখন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব।
কি কারণে দুর্য্যোধন কহ এত সব॥
মো সবার শক্তি যত করিব সর্ব্বথা।
না পারিব জিনিতে পাণ্ডব মহারথা॥
দেবের অবধ্য বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহাযুদ্ধে বিশারদ, প্রতাপে তপন॥
তাহারে জিনিবে হেন আছে কোন্ বীর।
বিশেষতঃ ধর্ম্ম-আত্মা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম-অনুগত পার্থ ভীম মহাশয়।
দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাদ্রীর তনয়॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে ন্যূন।
কত বা তোমারে বুঝাইব পুনঃ পুনঃ॥
তাহার পৈতৃক রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া সবা সহ করহ পীরিত॥
ভাই ভাই বিরোধিয়া কিবা প্রয়োজন।
ইথে ক্ষত্রধর্ম্ম রাজা না করি গণন॥
হারিলে অখ্যাতি, নাহি জানিলে পৌরুষ।
কুলক্ষয় হবে আর অধর্ম্ম অযশ॥
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি, এ কর্ম্ম না কর।
কদাচিৎ ভাই ভাই না কর সমর॥
ভাই সহ প্রীতিভাবে বঞ্চ নানা সুখ।
বিরোধ করিলে মনে পাবে বড় দুখ॥
সে কারণে ভাই ভাই দ্বন্দ্বে নাহি কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ॥
এইরূপ কহি তারে সব পরিবার।
মৌনভাবে রহে মন বুঝিবারে তার॥
দুর্য্যোধন বলে, করিয়াছি আমি সত্য।
অকারণে কেন এত বল নিত্য নিত্য॥
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীত।
বিধান করহ সবে ইহার বিহিত॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কেহ আর উত্তর না দিল মন্ত্রিগণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
অনুচরগণে রাজা করে আজ্ঞা দান॥
যুদ্ধ হেতু আয়োজন কর বহুতর।
রাজার আজ্ঞায় চর ধাইল বিস্তর॥
নানা অস্ত্রে পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার।
গদা খড়্গ ধনুর্গুণ দিব্য অস্ত্র আর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে॥
অর্জ্জুনের মন বুঝি কহেন শ্রীপতি।
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
এক দিন মোর পাশে কহে পিতৃগণ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে॥
তুমি বিষ্ণু, মহারূপ নর-অবতার।
আমা সবাকারে প্রভু করহ উদ্ধার॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়॥
তবে তৃপ্ত হয় আমা সবাকার মন।
এইমত কহে মোরে যত পিতৃগণ॥
পিতৃগণ-বাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি মোরে তাঁরা কহে আরবার॥
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস আনিবে নিশ্চয়।
আমা সবাকার তবে নহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণ-বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া
মগধ রাজ্যেতে আমি প্রবেশিনু গিয়া॥
জরাসন্ধ নৃপতির রক্ষী বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল॥
জরাসন্ধে আসি তারা কহে সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া সেই আসে দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শত পুর।
সৈন্য-কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর॥
উপায় না দেখি আমি ভাবিনু তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিনু কত জন॥
দুরন্ত দুষ্কর সেই মগধের সেনা।
যত মরে, তত জীয়ে, না হয় গণনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইনু যেন পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ॥
দশ সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা সমর করিল॥
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ-রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি॥
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর, মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ॥
ইতরের হাতে মৃত্যু মো সবার নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেবা হয়॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দেবকী কুমার॥
তা সবার বাক্য শুনি দিনু বরদান।
তবে আমি মনোমধ্যে করি অনুমান॥
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
বিনা ধনঞ্জয় বীর না দেখি কাহারে॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে তোমা সবা ক্ষয়।
হইবে ভারত-যুদ্ধ, না হয় সংশয়॥
সে কারণে নারায়ণী সৈন্য যত জন।
দুর্য্যোধন প্রতি করিলাম সমর্পণ॥

তব হস্তে হত হবে যত সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ॥
কাহার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময়॥
তবে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় কহে যোড়করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে॥
মায়ার পুত্তলী তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান॥
তোমার সহায়ে কিবা মম আছে ভয়।
মারিব কৌরবগণে, নাহিক সংশয়॥
জানিলাম এখন যে যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলে তুমি আমার সহায়॥
তোমার সহায়ে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তোমার সহায়ে দণ্ড ধরয়ে শমনে॥
তোমার সহায়ে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার সহায়ে শিব সংহার মূরতি॥
সেই প্রভু হ'লে তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্র কুরুর না আছে অব্যাহতি॥
হেন প্রভু হ'লে তুমি আমারে সদয়।
ত্রিভুবন মধ্যে মম আর কারে ভয়॥
অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি কন নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ॥
আমি যুদ্ধ না করিব, নিবারিল রাম।
কার শক্তি রামের বচন করে আন॥
কৌরবের পক্ষে আছে বহু যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয়॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জগৎপতি॥
তুমি সৃষ্টি পাল, তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার॥
কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন।
মৃত্যু বলি এক রূপ ধর নারায়ণ॥
কোন্ অল্পমতি হয় কৌরব-তনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয়॥
এক্ষণে যে কহি, তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইতে আপন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি॥
বিরাট-নগরে যান অর্জ্জুন সহিত।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত॥
যদ্যপি গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন-সিংহাসনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-আখ্যান॥
যে বা পড়ে, যে বা শুনে, করায় শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুন যেন সকল সংসার॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি এবং নমুচি দানবের উপাখ্যান।

তবে জন্মেজয় রাজা জিজ্ঞাসে মুনিরে।
কহ শুনি, কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কিরূপে বুঝাইলেন কৌরবের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচন নাহি শুনে দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ॥
কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের কুমার॥

পাণ্ডব-সভায় আসিলেন নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
গোবিন্দে দেখিয়া ধর্ম্ম মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত-যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন ॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে, পৃথ্বী হতস্বামী।
সে কারণে মনে যুক্তি করিযাছি আমি ॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় চক্ষে দেখা কভু যোগ্য নহে ॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিৎ ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন ॥
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চ জনে।
ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইলাম এইক্ষণে ॥
তাপস বেশেতে ভ্রমি কাননে কাননে।
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে দুর্য্যোধনে ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক থাকি পরবশে।
রাজপুত্র হয়ে পার্থ ভ্রমে ক্লীববেশে ॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্যে নাহি দেয় দুর্য্যোধন ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকিবে তাহার।
তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে আমার ॥
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্য ধন সেই লব পুনর্ব্বার ॥
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কাজ হবে বল মারি জ্ঞাতিগণ ॥
এই হেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হৈলে পুনঃ বনবাসে যাব ॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি বনে বন।
ভুঞ্জুক সকল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন ॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আপ্ত বন্ধু সব আর যত জ্ঞাতিকুল ॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজপদে সুখ না করিব চিত্তে ॥
না বুঝি প্রবৃত্ত হ'ব বীর্য্য-অহঙ্কারে।
যদি বা না পারি কৌরবেরে জিনিবারে ॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয় ॥
যে বা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল, কি করিবে রণ ॥
বলহীন দেহ, শুধু আছে আত্মা মাত্র।
কৌরব সম্মুখে হবে নাহি মানে চিত্ত ॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর সত্যবাদী ॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা বা কি করিবে কৌরব দুর্জ্জয় ॥
কৌরবের পক্ষে আছে বহু বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
মহারথ মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল ॥
শল্য মহাবীর আর রাধার নন্দন।
এ সকল বীর হয় দ্বিতীয় শমন ॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম, না পারিব জানি।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর চক্রপাণি ॥
ইহা শুনি হাস্যমুখে কহে নারায়ণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বলহ রাজন ॥
চিরজীবী নাহি কেহ সংসার ভিতরে।
জন্মিলে অবশ্য যায় শমনের ঘরে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নীতি তব নাহিক রাজন।
সন্ন্যাস ধর্ম্মের মত তব আচরণ ॥

রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত না হবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে, সদা শান্তমন॥
ক্ষত্রমধ্যে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্রমধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
তাহারে করিবে নষ্ট যে কোন প্রকারে॥
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পারিবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাহারে মারিলে নাহি পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহা দুরাশয়॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, শুন দিয়া মন॥
নমুচি দানব সেই কশ্যপ-নন্দন॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহের জনম।
ইন্দ্রের বৈমাত্র ভাই বিখ্যাত ভুবন॥
তপোবলে দেবরাজে করে পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
উপায় না দেখি ইন্দ্র চিন্তিত হইল॥
নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া পরাস্ত।
পলাইল দেবসেনা হয়ে ব্যতিব্যস্ত॥
পরাজয় মানি ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন॥
পুত্রগণ-কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর দিল তাঁরে।
অচিরেতে পাবে রাজ্য তোমার কুমারে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পদ্মাসন।
পুত্রগণে দেবমাতা বলেন তখন॥

জননীর বাক্যে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয় হৈতে করহ তারণ॥
পিতামহ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধ বচনে॥
অসময়ে কার্যসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন করিল নির্ণয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহার সংহার হেতু হৃদয়ে আকুলি॥
বলে ছলে নমুচিরে করিবে নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হইবে কখন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি।
হীন জন প্রায় হয়ে তাহারে সেবিল॥
নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল॥
এইরূপে কত দিন আছে সুরনাথ।
করিল সুদৃঢ় প্রীতি নমুচির সাথ॥
কত দিনে শুভকাল ইন্দ্র তবে পায়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়॥
কৌশল করিয়া ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব পদ পুনরপি নিল॥
ক্ষত্রধর্ম্মে এইমত আছয়ে নিয়ম।
পূর্ব্বাপর আছে ইহা কর সম্ভ্রম॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক তোমার॥
নমুচিরে মারি ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে।
কৌরব মারিতে কেন পড়িলে বিচারে॥
কৌরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
দ্রৌপদীর মনঃশল্য উদ্ধার সত্বর॥
কহিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন।
এত বলি প্রবোধিলা দেব নারায়ণ॥

ধর্ম্মের ঘুচিল ভয়, আনন্দিত মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ॥
একে একে নৃপতিরে কহে বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়॥
বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ॥
আমার সহায় সব, কারে কর ভয়।
আজ্ঞা কৈলে সংহারিব কৌরব-তনয়॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি॥
ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি॥
রাজা বলে, যে কহিলে কভু নহে আন॥
সহায় সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান॥
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোকে ধর্ম্মেতে তরিতে॥
অন্য দূত-কর্ম্ম নহে, কহি সে কারণ।
কুরুসভা মধ্যে যাও দেবকী-নন্দন॥
নীতি ধর্ম্ম কহি জ্ঞান দেহ দুর্য্যোধনে
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দনে॥
প্রথমে কহিবে অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই নিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত॥
যে নিয়ম হয়েছিল, তাহে হৈল পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার॥
নাহি দিলে ধর্ম্মে বল কেমনে তরিবে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হৈলে কিবা ফল হবে॥
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্ব কুল বিনাশন॥
সেই কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন॥
এরূপে কহিবে আগে কথা বহুতর।
তবে যদি কদাচ না শুনে কুরুবর॥
তবে সে কহিবে তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ।
সাগর অবধি বাজ্য সকল ভুঞ্জহ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর॥
পাণ্ডবনগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চ জনে॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন
ইথে পাপ কলঙ্ক না হয় নারায়ণ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে আমার।
লোকে ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি কৌরব-আলয়॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
হয়ত উচিত একবার জানিবার॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয়, জীয়ে জ্ঞাতিগণ॥
ভীমার্জ্জুন বলেন, না লয় ইহা মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
তাহাতে রাধেয় কর্ণ মন্ত্রী দুরাচার।
গান্ধার-নন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর॥
এ তিন জনের বুদ্ধি লয়ে দুর্য্যোধন।
আমা সবা সঙ্গে নাহি করিবে মিলন॥
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হয়ে দেব যাবে হস্তিনায়॥

কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর পেয়ে পাছে করে বিড়ম্বন ॥
সে কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন ॥
গোবিন্দ বলেন, মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে ॥
তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিব সবাকারে ॥
বাতি দিতে না রাখিব কৌরবের গণে।
সবংশে মারিব সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে ॥
এত বলি গোবিন্দ করিলেন প্রস্থান।
রথী দশ সহস্র লইয়া ধনুর্ব্বাণ ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুই লক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান ॥
বলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চ জন।
বিষম সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সম্ভাইবে মাযে, যেন নহে দুঃখমন ॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার ॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
বড়ই নিষ্ঠুর শত্রু পাপী দুর্য্যোধন ॥
এত কষ্ট দিয়া নহে শান্ত তার মন।
কদাচ না রাজ্য ছাড়ি দিবে দুর্য্যোধন ॥
যত দুঃখ দিলেক সে, জানহ বিশেষে।
সভামধ্যে ধরি দুষ্ট আনে মোর কেশে ॥
বিবস্ত্র করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিল যে, তেঁই সে মোচন ॥
হেন জন মুখ প্রভু চাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে দেব তোমার সম্মত ॥
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
যুঝিবেন সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চ ভাই যুঝিবেন রণে সাবধান ॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যু বীর ॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন ॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন্ প্রয়োজনে প্রভু যাহ তথাকারে ॥
স্বপ্নে আজি দেখিলাম শুন মহাশয়।
রথেতে চড়িয়া রণে পাণ্ডুর তনয় ॥
রাক্ষস-মূরতি ধরি বীর বৃকোদর
দুঃশাসনে ধরি রণে চিরিল উদর ॥
রক্তপান করি বুলে, দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে ॥
কৌরবের সহ হেন হৈল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরে পঞ্চ জন ॥
শ্বেত কৃষ্ণ আরো যত বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান ॥
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তনদী বয়।
সাক্ষাতে দেখিনু এই স্বপ্ন মহাশয় ॥
কৌরবের পরাজয়, পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন, দেবি যে বল সে হয় ॥
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি রাজার আজ্ঞায় ॥
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে ॥
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগীজনে ॥
কদাচিৎ মম বাক্য না শুনিবে কানে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট শমনের স্থানে ॥

অচিরেতে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন॥
এত বলি সান্ত্বাইল দ্রুপদ-কন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধুজন পিয়ে কর্ণ ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন সংবাদে
কৌরবগণের পরামর্শ।

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন কাহিনী॥
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
সে কারণে শ্রীগোবিন্দ করে আগুসার॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ, হেন মনে লয়॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য না করি অন্তরে॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ, জানহ আপনে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণপূজা করহ যতনে॥
উভয় কুলের হিত চিন্তে নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে কারণ॥
সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে কর নিবেদন॥
তাহাতে নহেন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তাঁরে পূজিবে রাজন॥

ইহা শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের কথা বলিতে না পারি।
প্রীত করিবারে হেথা আসিবেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি হয় কুমতি নাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
দেখি তারা কিবা বলে করিয়া বিচার।
কিরূপে পূজিতে যুক্তি দেয় সে আবার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গেল সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত বিজ্ঞজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সুবল নন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ-অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা-কুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে
কৃষ্ণ আসিছেন এই হস্তিনা-পুরীতে॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে, বলহ আমারে।
ইহার বিধান কিবা বলহ বিস্তারে॥
ইহা শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার তনয়
তোমার পুণ্যের বলে হইল উদয়॥
অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে।
বিভব বিস্তর দিয়া রাজ-ব্যবহারে॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ, কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির এক করহ রচিত॥

ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ॥
পথে পথে দেহ রাজা জলচ্ছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহ ত নগরে।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তকী গায়ন।
গোবিন্দ-গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
চারি জাতি প্রজা বন্দিবারে হৃষীকেশ।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করুক সুবেশ॥
আগুসরি আন গিয়া দেবকী-নন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এমত বিধানে॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিল অনুমতি॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয় ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মম এই লয় চিত॥
দুর্য্যোধন বলে, মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণপূজা কোন্ প্রয়োজন॥
ক্ষত্রমধ্যে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন্ রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিৎ মান্য নাহি করে নারায়ণে॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে॥
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালা-নন্দন।
ক্ষত্রিয়-অধম বলি করিত গণন॥
ক্ষত্রসভা মধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র রাজগণ যত, কৃষ্ণ মান্য কার॥
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম॥
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে, তাহা না শুনিব কানে॥
মোর মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
ইহা শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
ভাবে বুঝি, দুর্য্যোধন হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে॥
বাতি দিতে না রাখিবে কৌরব-বংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যা বলিল ভীষ্ম, তাহা না কর হেলন॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে, সবার নমস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তোমারে ভেটিতে আসে দেবকী কুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বৎস পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা সহকারে।
অকপট হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তাঁর বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু-অধিকারী॥
অকপট হয়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিৎ না কর হেলন॥

দুর্য্যোধন বলে, তাত কহিলে যেমত।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব সেমত॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্ন-সিংহাসন করহ রচন॥
রত্নের মন্দির কর বিচিত্র আবাস।
বসিবে তাহাতে আসি দেব শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির॥
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস-ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানাবিধ বৃক্ষ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
নগরেতে চারি জাতি যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল তখন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপে ভেটিবারে।
আগু হৈয়া সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জা হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শ্রবণে ভবেতে হয় পার॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাগণ কর্ত্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কেহ গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাট নগর হরি, তরিলা সে কাম্পিপুরী,
বামে করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
বৃকদেশে আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
শুনি কৃষ্ণ আগমন, বৃকবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন॥
নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার,
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধারায়,
নমো নমো মীন-কলেবর॥
নমো কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র-মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মোহহারী বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর॥
নমস্তে বরাহকায়, হিরণ্যাক্ষ-বিনাশায়,
নমস্তে মোহিনী-কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমো নমো অখিল ঈশ্বর॥
নমো নমো নারায়ণ মহাদৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ-বিনাশায়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন-হরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রামকৃষ্ণতনু, বসুদেব-অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ॥

জয় জয় জনার্দ্দন, কেশী কংস বিনাশন,
নমো ব্রজগোপীর মোহন।
অঘ বক তৃণাবর্ত্ত, দৈত্যবংশ করি অন্ত,
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মরূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট পক্ষী মৎস্য আদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয়॥
নমো বুদ্ধদেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমো কল্কি ম্লেচ্ছ-বিনাশায়।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায়॥
মোরা সব অল্পমতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
না জানেন ব্রহ্মা মহেশ্বর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
বাস কৈল নির্ভয় অন্তর॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিনু এই দেশে॥
চিরকাল আছি আশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে,
পুনরপি যাইব তথায়।
হা হা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ ধীর স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায়॥
তোমা বিনা সব কায়, দেখিবারে না যুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন।
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, বৃকবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন॥

তুষ্ট হয়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন।
শোক না করিহ আর, যাহ সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন॥
হইয়া পাণ্ডব দূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনা-ভবনে।
পাণ্ডবের রাজ্য বাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্য ধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা করে বাস॥
বিচিত্র ভারতকথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি।

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বৃকদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া আরোহেন রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে॥
বিচিত্র মন্দির, পথে পথে নানা বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রী নিবাস॥
কোনখানে মুনিগণ বেদ উচ্চারয়।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায়॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা।
কোনখানে শিশুগণ করে নানা খেলা॥
নগরে প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে।
চতুরঙ্গদলে বসিয়াছে পথধারে॥

দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত নাহি দেখি হস্তিনা-নগরে॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুরী সম সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ॥
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দদি।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল॥
সাত্যকি বলিল, নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমারে পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে॥
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ।
ইহা শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর॥
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর।
বিডম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে॥
এত বলি জগন্নাথ করিলা প্রস্থান।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান্॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি॥
নর্ত্তক চারণ আদি গায়কের গণ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আসিল তখন॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন-সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে॥
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ॥

অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্যে মোর নাহি প্রয়োজন॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা মম পূজা করিহ বিশেষে॥
ইহা বলি সভা হৈতে উঠি নারায়ণ
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে॥
আনন্দে অমাত্য সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন॥
পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন॥
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখহ নিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজমু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে॥
শকুনি বলিল, যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ॥
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে॥
কর্ণ বলে, ভাল বলে গান্ধার-নন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন॥

কিন্তু বলভদ্র আদি যত যদুগণ।
পাছে আসি যুদ্ধ করে জানিয়া কারণ॥
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ॥
যাহা হৌক, তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
এমত মন্ত্রণা করি প্রীত দুর্য্যোধন॥
যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল॥
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন॥
যতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন।
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার।

কহেন জনমেজয়, শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন-সভা হৈতে উঠি হৃষিকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন, কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা, করহ শ্রবণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিয়া সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হলেন কুন্তী শব্দ-অনুসারি॥
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মোর সম ভাগ্যহীনা নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির॥
শিশু পুত্রে রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম, অধম পাপিনী॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে নাশিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তর কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
যাচ্ঞাতে যে করিলাম উদর ভরণ।
ক্ষত্র হয়ে করিলাম বিপ্র আচরণ॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথা মাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥

অনন্তর দেশে এলে খল কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চ শিশু॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন।
পিতৃ-আজ্ঞা ধরি যজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বিভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হৈতে॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতেতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মরিবেক এই সে হইল।
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥

———

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তী কাছে বসিয়াছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন॥
হেনকালে আইল বিদুর নিজালয়।
স্কন্ধ হৈতে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকী-নন্দন।
কহে গদ গদ হয়ে সজল লোচন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি॥
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ, অন্ন নাহি ঘরে॥
বড় ভাগ্যহীন আমি, অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ হয়ে করে স্তুতি।
নমো নমো পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ॥
নমো নমো আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমো নমো হয়গ্রীব, নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষ-বিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক॥
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমো রাম অবতার রাবণ নাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার, নমো বুদ্ধকায়।
নমো কল্কি অবতার, ম্লেচ্ছবিনাশায়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মরূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ-শাস্ত্রের উপর॥

এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি॥
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি সহকারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি, কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
ভক্তের অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্যবস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মপতি পদ্মকরে।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা-অনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দেবকী-তনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে, না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল না ছিল ঘরে দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ॥
বিদুর বলেন, দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারী-তনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর।
কা'র বাক্য না শুনিল কৌরব পামর॥
গোবিন্দ বলেন, যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডব সম্মান॥
তথাপিহ লোকধর্ম্মে তরিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইলা মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চ গ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন-ধাম॥
বিদুর বলেন, দেব এ কথা না কহ।
ভালে ভালে শীঘ্রগতি হেথা হতে যাহ॥

যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিবারে ভয়।
দুষ্ট দুর্য্যোধন আর রাধার তনয়॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে তোমা বান্ধিয়া রাখিতে॥
এত শুনি গোবিন্দের ক্রোধে কাঁপে বক্ষ।
কুম্ভকার-চক্র যেন ফিরে দুই অক্ষ॥
অরুণ লোচন ক্রোধে রক্ত বিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর॥
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভীত মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন॥
তোমারে বান্ধিতে পারে কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জগৎপতি॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুমি লহ অনায়াসে॥
যে কালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলে।
একদিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলে॥
ক্রোধেতে যশোদা তোমা করিল বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হয়ে করিলা এমন॥
যত দড়ি যশোমতা আনে ক্রোধমনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণে॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হৈল তব দয়া।
লইলে বন্ধন তুমি ত্যজি নিজ মায়া॥
মায়ার পুত্তলী তুমি নানা মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি, পূর্ণ ভগবান॥
তোমার এতেক ক্রোধ কি হেতু না জানি।
আমারে দেখিয়া ক্রোধ ক্ষম চক্রপাণি॥
তোমারে বান্ধিতে পারে, আছে কোন্ জন।
কিবা অল্পমতি ছার রাজা দুর্য্যোধন॥
কি করিতে পারে তোমা, কাহার শকতি।
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি॥
বিদুরের বাক্যে শান্ত হৈল নারায়ণ।
জল দিলে যথা নিবর্ত্তয়ে হুতাশন॥
পুনরপি হাসি হাসি বলে জনার্দ্দন।
লঙ্ঘিতে না পারি আমি তোমার বচন॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে কারণে আসিলাম হস্তিনা নগর॥
এত বলি ক্রোধহীন হন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পেয়ে আনন্দিত মন॥
নানা কথা আলাপেতে ছিলা তিন জন।
কথা শেষে করিলেন সকলে শয়ন॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবসিন্ধু পার॥

কৌরব-সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া দেব হরিষ অন্তরে॥
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারি জন চলি যান কুরু বিদ্যমান॥
সভা করি বসিয়াছে অন্ধ নরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি॥
কৃষ্ণ-আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন॥

হেনকালে উপনীত যত সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষত-নন্দন॥
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত দেশের নরপতি।
আসিল যতেক রাজা সবে মহামতি॥
শত ভাই সহ বসি রাজা দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনেতে বসে সর্ব্বজন॥
আসিল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পুলস্ত্য আর দেবল তপন॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আসিল যতেক মুনি অন্ধের ভবন॥
যথাযোগ্য আসনেতে বৈসে মুনিগণ।
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
প্রসঙ্গ তুলেন তবে দেব নারায়ণ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর॥
কুলক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই এখানে পাঠাল॥
যা বলিল ধর্ম্মরাজ, শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভুঞ্জি মুক্ত হইলাম তাতে॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীত॥
সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আদি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম, ঘটিল তেমনে॥
এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লয়, তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পাণ্ডবেরা তব কিছু না করে অকার্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য॥
যে নিয়ম করেছিল, হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার যুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম॥
পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রামপুর॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ॥
নাহি দিব রাজ্য আমি, যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই, শুনহ রাজন॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবের, করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমা সবে লবে রাজ্য ধন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ্ যত॥
ভীষ্মবীর বলে আর দ্রোণ মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর পৃষত-তনয়॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্রমত।
এ কর্ম্ম তোমার রাজা না হয় উচিত॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে হয় জয়ী ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণকর্ম্ম না যায় বর্ণনে॥
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হতে তোমারে রাখিল॥

নিবাতকবচগণে করিল নিধন।
খাণ্ডব দহিয়া করে অগ্নির তর্পণ॥
মহাবল যদুগণে সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয়॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি।
একেশ্বর বিজয় করিল সব ক্ষিতি॥
ভীমের বিক্রম সবে জান ভালমতে।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে মারে মুষ্ট্যাঘাতে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক আদি নিশাচর।
হেলায় সংহার করিলেক বৃকোদর॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে ভীম যদি রোষে॥
হেন জন সহ তোমা বিরোধে কি কাজ।
অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথ্বী যদি ভাসে।
দিনকর তেজোহীন, সপ্তসিন্ধু শোষে॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডুর তনয়॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব সদনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাহ এক্ষণে॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাহ, যথা ধর্ম্ম-অধিকারী॥
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥

ব্যাস বুঝাইল কত, না শুনিল কানে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তর বুঝাইল যত সভাজন।
কারো বাক্য না শুনিল গান্ধারী-নন্দন॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কারো বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌনী হ'য়ে রহে সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকা-নন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন॥
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন॥
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি, অবধান কর কুরুকুল-পতি॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পঞ্চ পাণ্ডবেরে ছাড়ি দেহ পঞ্চ গ্রাম।
সুখে তুমি ভোগ কর এই ধরাধাম॥
পাণ্ডব-নগর কুশস্থল সিদ্ধিগ্রাম।
ইন্দ্রপ্রস্থ আর যে বারণাবত নাম॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন।
পৌরুষ বৈভব যদি বাঞ্ছহ রাজন॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সম্প্রীত॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চ জন।
বলহীন, কোন মতে ধরয়ে জীবন॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা, নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত, জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ, সর্ব্বশাস্ত্রে গণি।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি॥

এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
পুত্রে দোষী বলি কহে অন্ধ নরপতি॥
দুর্য্যোধন ক্রোধে উঠে আসন হইতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয়ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমে, পৃথ্বী জলে ভাসে।
দিনকর-তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
যোগী যোগ ত্যজে, ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন।
গায়ত্রী বিহীন যদি হয় দ্বিজগণ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥
এত শুনি মৌন হ'য়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি॥
দূত হয়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর—মুখেতে॥
কোন্ দোষ করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে॥
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
হাসিতে হাসিতে হৈল আরক্ত লোচন॥
কম্পান্বিত কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময়॥
নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ॥
দিব্য চক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল, তাহা কহনে না যায়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনী-কুমার।
অনন্ত বাসুকী আদি যত নাগ আর॥
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল॥
জগতের কর্ত্তা তুমি, জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি, সংহার মূরতি॥
অপার মহিমা তব, বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সম্বরহ দেব গদাধর॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল তবে॥
সভা হৈতে উঠি তবে চলে সর্ব্ব জন।
নিজস্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ॥
সাত্যকির হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু-অধিকারী॥
কোন দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রোধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ॥

বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল, বলে ভীষ্ম মহামতি॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকা-নন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন॥
সম্ভাষি সবারে, পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া॥
তাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁরে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবারে॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য-কথন॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি॥
তুমি কর্ণ মহাবীর, কুন্তীর সন্ততি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ, করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করে তোমার বাখান॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি॥
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর॥
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেকে॥
ছয় জনে দ্রৌপদী যে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন॥
তোমারে সিঞ্চিবে আজি বিপ্র চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল-সংবাদী॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এইমত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিলেন, জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত, কুন্তীগর্ভে জাত।
যুধিষ্ঠীরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাবো দামোদর॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি, লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
রাজ্য ধন দিল দিব্য রতন ভূষণ॥
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন-প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু, সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হৈবে আমার নিধন।
দ্রোণাচার্য্যে মারিবেক দ্রুপদ-নন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন-ঘরে বীর বৃকোদর॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে॥

আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য ॥
যেখানে তোমার নাম, সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি, শুন মহাশয় ॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয়, জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না নইবে তথা ॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবল-নন্দন ॥
কৌরব-পাণ্ডব-যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব-হাতে কৌরব অধম ॥
পাণ্ডব হইবে জয়ী, কুরু পরাজিত।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চিন্ত ॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাজে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে ॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয়, দেখি বিপরীত ॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মুষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান ॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি উর্দ্ধে বহে বাত ॥
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি, শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম, দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহা রণ ॥
রজন কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন ॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামে সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর ॥
পাণ্ডব হইবে জয়ী, কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ, নাহিক সংশয় ॥

এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন ॥
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন ॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাট-নগরে হইলেন উপনীত ॥
হরিহরপুরগ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটি অভিরাম ॥
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে ॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সনৎসুজাত মুনির আগমন।

সভা হৈতে উঠি যবে সকলে চলিল।
বিদুর সহিত অন্ধ নৃপতি রহিল ॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
আসিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে ॥
সম্ভ্রমে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণ।
দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন ॥
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
আসিল সনৎসুজাত তব নিকেতনে ॥
শুনি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি ॥
তুষ্ট হয়ে আসনেতে বসে তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা-নন্দন ॥
পাপাত্মা কুবুদ্ধি দুর্য্যোধন মোর সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ কভু অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে ॥
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্যধন ॥

পাণ্ডবের দূত হয়ে বুঝাইল হরি।
তাঁর বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী॥
বুঝাইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি যত পুরজনে॥
কারো বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বল তপোধন॥
তত্ত্বজ্ঞান কহি তারে করাহ সুমতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী॥
শুনিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি যদি উঠে পশ্চিম গগন॥
তথাপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
পূর্ব্বের কহিনী শুন, কহি শাস্ত্রনীতি॥
প্রবল অসুরে যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল॥
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি, ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি॥
আমাতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার॥
মোর রাজ্য, মোর ধন, মোর পরিবার॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে॥
কার বাধ্য নহি আমি, কার আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবু অবিচারে হিংসা করে দুরাচার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ-জনে॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এক্ষণে॥

সহিতে না পারি আর অসুরের ভার।
পাতালেতে যাই আমি লভিতে নিস্তার॥
এত বলি সনৎসুজাত সে তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি॥
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে॥

পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও পাণ্ডবগণের সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে, অবধান করহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চ জন॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সসম্ভ্রমে উঠে পঞ্চ জন॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায়॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসিমুখে কহে জনার্দ্দন॥
অতি বড় নরাধম রাজা দুর্য্যোধন।
কাহারো বচন নাহি শুনিল কখন॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল॥
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায়॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনিয়া আসন ত্যজি উঠিল ক্রোধেতে॥

মহাদম্ভে গর্জ্জি দর্পে কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায়॥
তীক্ষ্ণসূচি-অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ, কাঁপে ঘনে ঘন॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন॥
শুন ভীম ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয়॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ, শুন মহাশয়॥
বীরগণ-বাক্য তবে শুনি নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি॥
শুভক্ষণ দেখ ভাই, যাব কুরুক্ষেত্র।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র॥
সহদেব বলে, রাজা আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্যসেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন॥
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার।
দু'কোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার॥
চতুরঙ্গ দলে সৈন্য সাজে অগণন।
এই মত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডব-বাহিনী॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত॥
আত্মবর্গ যত আসে রাজ-রাজ্যেশ্বরে।
সাত্যকিরে বলে, অভ্যর্থনা করিবারে॥
সাত্যকি চলিল আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ।
সমাবেশ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ॥
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

মুনি বলে, শুন রাজা শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয়॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তরভাগে সিংহের গর্জ্জন॥
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি এল পাণ্ডুপুত্রগণ॥

শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে॥
রণসজ্জা করি আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ চালন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা অতি শুভক্ষণ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণে।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমনে॥
অসংখ্য সাজিল রথী, লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত সাজিল প্রহারী॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র প্রমাণ সৈন্য সাজে কুরুগণ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকী সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
এক শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষত-নন্দনে॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হৈলে না করি উপেক্ষা।
সে কারণে না করিবে কাহার প্রতীক্ষা॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডুর কোঙর॥

শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দচিত্ত গান্ধারী-নন্দন॥
তবে শত ভাই সঙ্গে রাজা দুর্য্যোধন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ॥
বিদায় লইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভদিন আজি, যাব কুরুক্ষেত্র দেশ॥
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া প্রণতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতঃ দেহগো আরতি॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজল-লোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত॥
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে॥
শুনিয়া কহিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায়॥

পাণ্ডবের পরাজয়, মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে, কহিনু নিশ্চয়॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায়॥
এত শুনি কৈল মাতা মলিন বদনে।
যদি ধর্ম্মে থাক তবে জয়ী হবে রণে॥
আরো এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনা॥
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোরধ্বনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগনে।
মহাঘোর শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বায়স শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজ হৈল রবি, কর না প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন কিছু না মানিল।
মায়েরে বিদায় মাগ রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল, না শুনি শ্রবণে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহত উলূক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিবে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে শক্তি অনুভবে॥

কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে করি ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি॥
অর্জ্জুনে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি, যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে হও আগুসার॥
যেই মায়া দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুই জনে কর রণ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা, বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল-তপস্বী প্রায় তব ব্যবহার॥
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায়ে তব তপ-আচরণ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম, অন্তরেতে আন।
বিড়াল-তপস্বী প্রায় হারাইবে প্রাণ॥
এত শুনি সবিস্ময়ে উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন॥

বিড়াল তপস্বী হয়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে ॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপ-আচরণ।
বিবরিয়া কহ, শুনি ইহার কারণ ॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ ॥

কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্ম কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥
কৌরবের পক্ষে কেন কুন্তীর নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন ॥
মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীরমণি ॥
বিদুরের মুখে শুনি এসব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিয়া কুন্তী ভাবে মনে মন ॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরব-কুমার ॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন ॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে ॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে ॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে, নাহি লয় কারে ॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ ॥
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইসে, কুন্তী মানিল উৎসব ॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদ গদ বাণী।
অবধান্ কর বৎস পূর্ব্বের কাহিনী ॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে ॥
অতিথি সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে ॥
চারিমাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে আমি রহি অনুক্ষণে ॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া ॥
যে মন্ত্র দিতেছি দেবী তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান ॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে, তাহা পাইবে নিশ্চিতে ॥
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে ॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি ॥
তখনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন ॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার ॥

কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা মম আগমন॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাহার।
সূর্য্যের প্রসাদে হৈল জনম তোমার॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারী-কালেতে জন্ম হৈল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
পাইয়া তোমারে রাধা করিল পালন।
কদাচিৎ নহ তুমি রাধার নন্দন॥
যে হইল সে হইল, অজ্ঞাত কারণ।
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি করহ মিলন॥
ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্য সুখ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতী॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পালিল মোরে বিখ্যাত জগতে॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র আমি, এবে বলিব কেমনে॥
বলিলে কি লোকে ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাশ॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে॥
তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হ'তে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল যত্নেতে॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন, নহে ভিন্ন পর॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
তাহার অপ্রীতি আমি করিব কেমনে॥
বিশেষ তাহারে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার॥
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয়॥
এই ত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হৈতে নাহি পারিব কখনে॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননী আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার॥
পঞ্চ পুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিংবা আমার সহিতে॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে পঞ্চ তোমার নন্দন॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী॥
না ভাবিহ দুঃখ মাতা, যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিত অন্তরে॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে জগজ্জন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাপন॥

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত